



যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব



১ম খণ্ড

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং

উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

প্রথম খণ্ড

হাদীছ ১-৫০০

মূলঃ

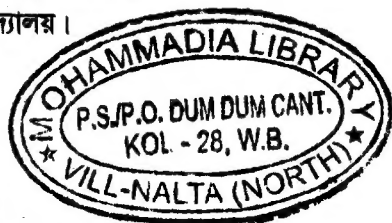
আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদঃ

আবু শিফা মুহাম্মাদ আকম্মাল হুসাইন বিন বাদীউয়্যামান

লীসাল-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

এম, এ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



সম্পাদনাঃ

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীসাল-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

এম, এ-দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শাইখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল

লীসাল-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।



পরিবেশনায়

সহীহ্ দু'আ ও যিকর + ইসলামী বই

<https://www.facebook.com/178945132263517>

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ
এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
(বইটি সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ কিংবা পরিবর্তন ও
পরিমার্জন করে অংশ বিশেষ মুদ্রণ নিষিদ্ধ)

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৪ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী

মূল্য : একশত দুইশত বিশ টাকা মাত্র।

ISBN # 978-984-8766-16-4

মুদ্রণে : তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

প্রাপ্তিস্থান :

- ১। তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬
- ২। মাওলানা বাদীউয়্যামান
মুহাম্মিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী
- ৩। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৭২৮৫৫১২৪, ০১৯৩২১৭২৬
- ৪। প্রিন্স মেডিকেল স্টোর, চাড়ারগোপ, কালের বাজার, নারায়নগঞ্জ
ফোন : ৭৬১৩৩৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শাস্ত্রত জীবন বিধান। এতে মানব কল্যাণের যাবতীয় দিক বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের মূল উৎস হ'ল আল্লাহর 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যিক্র তথা অহি-কে হেফায়ত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ 'নিশ্চয় আমরা যিক্র নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হেফায়ত করব' (হিজর ৯)। এই ঘোষণা পূর্বকার কোন এলাহী কিতাব সম্পর্কে তিনি দেননি। ফলে সেগুলির কোন অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই। অনেকের ধারণা 'যিক্র' বলে আল্লাহ কেবল কুরআনের হেফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীছের নেননি। একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ 'আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল-৪৪)। আর কুরআনের ব্যাখ্যাই হ'ল 'হাদীছ'। যা রাসূল নিজ ইচ্ছা মোতাবেক বলতেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত' (নাজম ৩-৪)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ﴿أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ 'জেনে রেখ! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৩)। সে বস্তুটি নিঃসন্দেহে 'হাদীছ', যার অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ 'তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং অবনত চিন্তে তা গ্রহণ করবে' (নিসা ৬৫)।

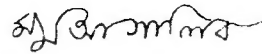
অনেকের ধারণা কেবল লেখনীর মাধ্যমেই হেফায়ত হয়, স্মৃতির মাধ্যমে নয়। তাদের একথা ঠিক নয়। কেননা প্রাচীন পৃথিবীতে যখন কাগজ ছিল না, তখন শিলালিপি ইত্যাদি ছাড়াও প্রধান মাধ্যম ছিল মানুষের 'স্মৃতি'। জাহেলী যুগে আরবদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ছিল কিংবদন্তীর মত। যা আজকালের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। শেষনবীকে আরবে প্রেরণের পিছনে সেটাও অন্যতম কারণ হতে পারে। এরপরেও রাসূলের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় 'কুরআন' লিপিবদ্ধ ও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীছ লিখনের কাজও তাঁর নির্দেশে শুরু করা হয়। যদিও ব্যাপকহারে সবাইকে তিনি এ নির্দেশ দেননি। কেননা তাতে কুরআনের সঙ্গে হাদীছ মিলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যেত। রাসূলের মৃত্যুর পরে উক্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হবার পর ছাহাবীগণ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে মনোনিবেশ করেন। খুলাফায় রাশেদীন হাদীছ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১হিঃ) সর্বপ্রথম ব্যাপকহারে হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত রাস্ত্রীয় ফরমান জারি করেন ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন (বুখারী ১/২০)।

কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে খারেজী-শী'আ, ক্বাদারিয়া-মুরজিয়া ইত্যাদি বিদ'আতী ও ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের উদ্ভব ঘটলে তাদের মধ্যে নিজেদের দলীয় স্বার্থে হাদীছকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দেয়। ৩৭ হিজরীর পরের যুগে তখনই প্রথম হাদীছ বর্ণনাকারীর দলীয় পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্র যাচাইয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীণ (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, এসময় যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তি 'আহলেসুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি দেখা যেত বিদ'আতী দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না (মুহাম্মাদিয়া মুসলিম পৃঃ ১৫)। বলা বাহুল্য, মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহের অধিকাংশেরই মূল উৎস হ'ল জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ।

আল্লাহ পাক মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত স্বীয় 'যিকর' তথা সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহকে হেফাযত করার জন্য যুগে যুগে অনন্য প্রতিভাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। ছাহাবী ও তাবঈগণের যুগ শেষে বিশ্বয়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ কুতুবে সিদ্দাহর মুহাদ্দিছগণ ছাড়াও যুগে যুগে হাদীছের বিগুদ্বতা রক্ষার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমতে তাঁর বাছাইকৃত কিছু বিদ্বান চিরকাল হাদীছের খিদমত করে গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর অতুলনীয় প্রতিভা মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছহীহ ও যঈফ হাদীছের উপর পৃথক গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন। যার অন্যতম হ'ল سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة যার প্রতি খণ্ডে ৫০০ যঈফ ও মওযু হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এযাবৎ প্রাপ্ত এর ১৪টি খণ্ডের মধ্যে ১ম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেছে স্নেহাস্পদ আকমাল হুসাইন বিন বাদী'উয্যামান।

বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য এটা ছিল অতীব যকরী কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে সে জাতির এক মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ তার এই খিদমত কবুল করুন। আমরা আশা করব সে বাকী খণ্ডগুলির অনুবাদের কাজও করবে ও আল্লাহর রহমতে তা প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ যঈফ ও জাল হাদীছের অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হাদীছের অনুসারী হবে।

তার এ অনুবাদ সুন্দর, সাবলীল ও সহজবোধ্য হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পাঠকদের উপকারে আসবে। গ্রন্থটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন!



প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রাজশাহী : ৭ই মার্চ ২০০৪ই

সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد:

فإنه من باعث السرور والفرح أن قام أخونا وصديقنا الفاضل الشيخ محمد أكمل حسين بن بديع الزمان بترجمة "المجلد الأول" من "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة باللغة البنغالية للعلامة ومحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وما أحوج الشعب البنغالي إلى مثل هذا الكتاب منذ ستين حيث ينتشر فيهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل باب من أبواب الدين يقوم بنشرها وتداولها من يشتهرون على السنة الناس بعلماء وشيوخ الحديث. وهذه الأحاديث تعين على ثبات أهل الباطل على بطلانهم. وهي من أهم أسباب تفرقة الأمة المحمدية لأنه يوجد في إثبات كل عقيدة فاسدة واتجاه منحرف ونظرية هدامة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولهذه الخطورة أقبل كثير من العلماء الربانيين فأفردوا لها المصنفات كالجوزقاني والصغاني وابن الجوزي والشوكاني وملا علي القاري الحنفي والفنّي الهندي وغيرهم (رحمهم الله) وفي العصر الحاضر العلامة محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وقد أسما كتابه "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" ألفه بترتيب وأسلوب وطريقة لم يسبق إليها أحد، فقد فصل أسباب ضعف الحديث وحالة الوضع والموضوعين وأشبع الكلام بالنقول لأقوال المحدثين والنقاد محيلاً إلى المصادر والمراجع الموثوقة والمشهورة بحيث تطلع الصدور وتطمئن النفوس وتغني عن الجهود إلا من شقي ببقضه وعداوته بسبب التعصب للهوى والاتجاه المذموم والمذهبية. وقد قمت بكل رغبة وشوق لعظمة شأن الكتاب بمراجعته وتصحيحه ما استطعت. وحظي بشرف نشر الكتاب لأول مرة بمعهد التربية والثقافة الإسلامية رغم نعومة أظفاره لحديث عهد بنشأته. كتب الله له النجاح والتقدم والازدهار والقبول.

وقد نفع الله بهذا الكتاب المسلمين علمائهم وعوامهم في مشارق الأرض ومغاربها، ونرجو من الله عز وجل أن ينفع بترجمته الشعب البنغالي كما نفع بأصله وكتب له الشيع والقبول لدى الناس فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه / أكرم الزمان بن عبد السلام

رئيس اللجنة التنفيذية

التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٩م

لمعهد التربية والثقافة الإسلامية، بأترا، دكا، بنغلاديش.

সূচীপত্র

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও ছকুম
১	(الدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ، وَمَنْ لَا بَيْنَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ). দ্বীন [ধর্ম] হচ্ছে বিবেক, যার দ্বীন [ধর্ম] নেই তার কোন বিবেক নেই।	৬১ বাতিল
২	(مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا) যে ব্যক্তির সলাত তাকে তার নির্লক্ষ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে ...	৬২ বাতিল
৩	(هَمَةُ الرَّجُلِ تَرْيِلُ الْجِبَالَ) পুরুষদের ইচ্ছা (মনোবল) পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করতে পারে।	৬৪ হাদীস নয়
৪	(الْحَدِيثُ فِي الْمَمْنَجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبِهَائِمُ الْحَشِيشَ). মসজিদের মধ্যে কথপোকথন পূণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে ...	৬৫ ভিত্তিহীন
৫	(مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئًا لِلَّهِ، لَا يَرْكُهُ إِلَّا لِلَّهِ، إِلَّا عَوْضَهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ ... কোন বান্দা একমাত্র আল্লাহর সম্ভ্রুটি অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কিছু ত্যাগ ...	৬৫ জাল
৬	(تَكْبِيرُ الْغَارِ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَكُونُ الشُّمَّةُ). ধূলিকণা হতে তোমরা বেঁচে চল, কারণ ধূলিকণা হতেই জীবাণু সৃষ্টি হয়।	৬৬ ভিত্তিহীন
৭	(الْتِّئَانُ لَا تَقْرِبُهُمَا: الشُّرْكَ بِاللَّهِ، وَالْإِضْرَارُ بِالنَّاسِ). দু'টি বস্তুর নিকটবর্তী হয়ো না, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং ...	৬৭ ভিত্তিহীন
৮	(اعْمَلْ لِدِينِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا). তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কর্ম কর, যেন তুমি অনন্ত কালের জন্য জীবন ...	৬৭ ভিত্তিহীন
৯	(أَنَا جَدُّ كُلِّ نَفِي) আমি প্রত্যেক পরহেজগার (সংযমী) ব্যক্তির দাদা।	৬৮ ভিত্তিহীন
১০	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَغْيًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ). নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল রুখি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পরিশ্রান্ত ...	৬৮ জাল
১১	(إِنَّمَا بُعِثَ مُعَلِّمًا). আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী হিসাবে।	৬৯ য'ঈফ
১২	(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ أَنْ اخْذِمِي مَنْ خَدَمْتِي، وَأَعْبِي مَنْ خَدَمَكَ). আল্লাহ দুনিয়ার নিকট অহী মারফত বলেছেন যে, তুমি বেদমত কর ...	৭০ জাল
১৩	(أَهْلُ الشَّامِ سَوَطُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِنْ شِئَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ وَ ... শামের অধিবাসীরা আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁর চাবুক। তিনি তাদের দ্বারা তাঁর ...	৭০ দূর্বল
১৪	(إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدَّمْنِ، فَقِيلَ: وَمَا خَضِرَاءُ الدَّمْنِ ؟ قَالَ: الْمَرَأَةُ ... তোমরা তোমাদেরকে এবং সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণকে রক্ষা কর। ...	৭১ নিতান্তই দুর্বল
১৫	(الشَّامُ كِنَانَتِي، فَمَنْ أَرَادَهَا يَسْأَلْ، رَمِيئَةٌ يَسْتَهْمُ مِنْهَا). শাম দেশ আমার ভীরা রাখার স্থল। যে তার কোনরূপ অনিষ্ট করার ইচ্ছা ...	৭১ ভিত্তিহীন
১৬	(صِنْقَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ: الْأَمْزَاءُ وَ الْفُقَهَاءُ ... আমার উম্মাতের দু' শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন মানুষ ...	৭২ জাল
১৭	(مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ، دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي). যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ ...	৭২ জাল

ক্রঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৮	(اَتَّخِذُوا الْحَمَامَ الْمَقَاصِصَ، فَإِنَّهَا تُلْهِى الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ). তোমরা পরকাটা কবুতর গ্রহণ কর, কারণ তা তোমাদের বাচ্চাদের ...	৭৩ জাল
১৯	(زَيْنُوا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالْمِزَلِ). তোমরা তোমাদের নারীদের মজলিসগুলো প্রেমালাপের দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর।	৭৩ জাল
২০	(زَيْنُوا مَوَائِدَكُمْ بِالْبَقْلِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّسْمِيَةِ). তোমাদের দস্তরখানগুলো সবজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, কারণ তা ...	৭৪ জাল
২১	(حَسَنِي مِنْ سَوَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي). আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত হওয়া আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।	৭৫ ভিত্তিহীন
২২	(تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ). তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীল ধর, কারণ আমার সত্তা আল্লাহর কাছে মহান।	৭৬ ভিত্তিহীন
২৩	(اللَّهُ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمَيِّتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأَمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ ... আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি ...	৭৭ দুর্বল
২৪	(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ ... যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ ...	৭৮ দুর্বল
২৫	(لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ). আদম (আ:) গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন : হে আমার প্রভু!	৮১ জাল
২৬	(الْجِدَّةُ تَغْفِرُ خِيَارَ أُمَّتِي). ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণকে।	৮২ দুর্বল
২৭	(الْجِدَّةُ تَغْفِرُ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي أَجْوَافِهِمْ). ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে কুরআন বহনকারীদেরকে। তাদের পেটে ...	৮৩ জাল
২৮	(الْجِدَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي صَالِحِي أُمَّتِي وَأَبْرَارِهَا، ثُمَّ تَقُي). ধর্মীয় চেতনা শুধুমাত্র আমার উম্মাতের নেককার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই ...	৮৪ জাল
২৯	(خِيَارُ أُمَّتِي أَحْدَاؤُهُمْ، إِذَا غَضِبُوا، رَجَعُوا). আমার উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন তাদের ধর্মীয় চেতনার অধি ...	৮৪ বাতিল
৩০	(الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). আমার ও আমার উম্মাতের মাঝে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত।	৮৫ ভিত্তিহীন
৩১	(الدُّنْيَا خُطْوَةُ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ). দুনিয়া হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির এক পদক্ষেপ।	৮৫ ভিত্তিহীন
৩২	(الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا ... আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের ...	৮৬ জাল
৩৩	(الدُّنْيَا ضَرَّةُ الْآخِرَةِ). দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সতীন।	৮৭ ভিত্তিহীন
৩৪	(احْذَرُوا الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ). দুনিয়া থেকে তোমরা বেঁচে চল, কারণ তা হচ্ছে হারুত ও মারুতের চেয়েও ...	৮৭ ভিত্তিহীন

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৫	(مَنْ لَأَن فَلَيقَمَ) . যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।	৮৮ ভিত্তিহীন
৩৬	(حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ) . দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।	৮৯ জাল
৩৭	(يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هُمْ فِيهِ ذُنَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذُنْبًا، أَكَلَتْهُ الذَّنَابُ) . মানুষের মাঝে এমন এক যামান আসবে যখন তারা বাঘের ন্যায় হবে। ...	৮৯ নিজাই দুর্বল
৩৮	(مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ظَهَرَتْ يَتَابِيعُ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ) . যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে, তার ভাষায় ...	৮৯ দুর্বল
৩৯	(مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) . যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে ...	৯০ দুর্বল
৪০	(عَلَيْكُمْ بِالْقَرَعِ، فَإِنَّهُ يَرْزُقُ فِي الدَّمَاعِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدْسٌ ... তোমরা কদু (লাউ) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি [জ্ঞান] বৃদ্ধি করে। .	৯১ জাল
৪১	(مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ نَهَائِشِ، أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَائِهِ) . যে ব্যক্তি হারাম পছায় (অন্যকে বিপদগ্রস্ত করে) সম্পদ অর্জন করল, আল্লাহ ..	৯২ সহীহ নয়
৪২	(الْأَنْبِيَاءُ قَادَةُ، وَالْفُقَهَاءُ سَادَةُ، وَمَجَالِسُهُمْ زِيَادَةُ) . নাবীগণ হচ্ছেন নেতা, ফাকীহগণ হচ্ছেন সর্দার আর তাদের মজলিসগুলো ...	৯২ জাল
৪৩	(شَهْرٌ رَمَضَانٌ مَعْلُوقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْقَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا ... আসমান এবং যমীনের মাঝে রমায়ান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে যাকাতুল ...	৯৩ দুর্বল
৪৪	(مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَصَلِّ، فَقَدْ ... যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযু করল না সে আমার সাথে ...	৯৩ জাল
৪৫	(مَنْ حَجَّ الْبَيْتِ، وَلَمْ يَزِرْنِي فَقَدْ جَفَانِي) . যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, ...	৯৪ জাল
৪৬	(مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) . যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্রাহীমকে একই বছরে যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৭	(مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي) . যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৮	(الْوَلَدُ سِرٌّ أَبِيهِ) . সন্তান তার পিতার উত্তম ভূমি।	৯৭ ভিত্তিহীন
৪৯	(مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بِرًا) . যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর ...	৯৭ জাল
৫০	(مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ {يس}؛ غُفِرَ لَهُ ... যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত ...	৯৮ জাল
৫১	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عِبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ) . বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সং মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ ভালবাসেন।	১০০ দুর্বল
৫২	(إِذَا اسْتَصْنَعْتَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّةً، أَوْ سَاءَ خَلْقَ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَحَدٌ ... তোমাদের কারোর উপর যখন তার পশুটি বোঝা স্বরূপ হয়ে যাবে অথবা তার ...	১০১ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩	(عَلَيْكُمْ بَيْنَ الْعَجَازِ). তোমরা বৃদ্ধদের ধর্মকে আকড়ে ধর।	১০১ ভিত্তিহীন
৫৪	(إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَاخْتَلَفَتِ الْأُمَمُ، فَطَلَيْكُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالنِّسَاءِ). যখন কেউ শেষ যামানায় এসে যাবে এবং মতামতগুলো বিভিন্নরূপ হয়ে ...	১০১ জাল
৫৫	(سُرْعَةُ الْمَشْيِ تَذِيبُ بَهَاءِ الْمُؤْمِنِ). দ্রুত চলা মু'মিনের উজ্জলতাকে বিতাড়িত করে দেয়।	১০২ নিতান্তই মুকার
৫৬	(لَوْلَا النَّسَاءُ؛ لَعُدَّ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا). যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আল্লাহর ইবাদাত করা হত।	১০৫ জাল
৫৭	(الْخِلَافُ أُمِّي رَحْمَةً). আমার উম্মাতের মতভেদে রহমত স্বরূপ।	১০৬ ভিত্তিহীন
৫৮	(أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، يَأْتِيهِمْ أَقْنَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের ...	১০৮ জাল
৫৯	(مَهْمَا أَوْتَيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عَزَرَ لَأَحَدِكُمْ فِي تَرْكِهِ؛ فَإِنْ ... যখনই তোমরা কিতাবুল্লাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর আমল...	১০৯ জাল
৬০	(سَأَلْتُ رَبِّي فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْضِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ: ... আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাহাবীগণ মতভেদ করেছে, সে ...	১১০ জাল
৬১	(إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ، فَأَيُّهُمْ أَكْتَمْتُمْ يَقُولُهُ؛ اهْتَدَيْتُمْ). অবশ্যই আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো কথা ...	১১০ জাল
৬২	(أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ، يَأْتِيهِمْ أَقْنَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ). আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের ...	১১২ জাল
৬৩	(إِنَّ الْيَرَدَ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا يَشْرَابٍ). শীলা খাদ্যও না আবার পানিয় দ্রব্যও না।	১১৩ মুনকার
৬৪	(بِعَمٍّ أَوْ نِعَمٍ الْاضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ). মেষ শাবক (যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে) কতই না উত্তম কুরবানী।	১১৪ দুর্বল
৬৫	(يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ اضْحِيَّةً). মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয।	১১৫ সনদ দুর্বল হাঃসহীহ
৬৬	(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ). যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।	১১৮ ভিত্তিহীন
৬৭	(مَنْ قَرَأَ فِي الْقُبْرِ — (الْمِ تَمْشُرُحْ)، وَ(الْمِ تَرْكِفْ)؛ لَمْ يَرْمَدْ). যে ব্যক্তি ফজরের সলাতে সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তারা...”	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৮	(قِرَاءَةُ سُورَةِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) عَقِبَ الْوُضُوءِ). ওযূর পরে “ইন্না আনযালনাহ” সূরা পাঠ করতে হয়।	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৯	(مَسْحُ الرِّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ). গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া হতে।	১২০ জাল
৭০	(مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْرًا حَتَّى يَشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ؛ بَعْدَهُ ... যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রুটি খাওয়াবে ...	১২১ জাল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৭১	(التَّكْوِينُ جَزْمٌ). তাকবীর হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে। (অর্থাৎ আযানের তাকবীর)।	১২২ ভিত্তিহীন
৭২	(الْبَيْتُ رَبِّي فَاحْضَنَ تَالِيَنِي). আল্লাহ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার ...	১২২ দুর্বল
৭৩	(مَسَحَ الْعَيْنَيْنِ بِيَاطِنِ الْعَمَلَيْنِ السَّابِقَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤْتِنِ: أَشْهَدُ أَنَّ ...) যে ব্যক্তি তজ্বীদী অংশগুলি দু'টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়ায্বিন কর্তৃক আশ-...	১২৩ সহীহ নয়
৭৪	(عَظُمُوا ضَحَائِكُمْ؛ فَيَتَّحَى عَلَى الصَّرَاطِ مَطَايِكُمْ). তোমরা মোটা-তাজা শক্তিশালী পশু দ্বারা কুরবানী কর; কারণ তা হবে ...	১২৩ ভিত্তিহীন
৭৫	(عَجَلُوا بِالصَّلَاةِ فَبَلَّ الْقَوْتُ، وَعَجَلُوا بِالنُّوْبَةِ فَبَلَّ الْمَوْتُ). সলাত ছুটে যাবার পূর্বেই দ্রুত তোমরা তা আদায় কর। আর মৃত্যু ঘাস ...	১২৩ জাল
৭৬	(النَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتِي؛ إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكِي؛ إِلَّا ...) আলেমগণ ব্যতীত সব মানুষ মৃত, 'আমলকারীগণ ব্যতীত সব আলেম ...	১২৪ জাল
৭৭	(لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عَيْسَى). একমাত্র ইসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।	১২৪ মুনকার
৭৮	(سُورَ الْمُؤْمِنِ شِفَاءً). মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য।	১২৫ ভিত্তিহীন
৭৯	(مِنَ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سَوْءِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سَوْءِ ...) কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নব্বুতার অন্তর্ভুক্ত। ...	১২৫ জাল
৮০	(الْمَهْدِيُّ مِنْ وَكْدِ الْعَبَّاسِ عَمِي). মাহদী হবেন আমার চাচা আব্বাসের সন্তানদের মধ্য থেকে।	১২৭ জাল
৮১	(يَا عَبَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ هَذَا الْأَمْرَ بِي، وَسَيَخْتِمُهُ بِقَلَمٍ مِنْ وَكْدِكَ، ...) হে আব্বাস! নিশ্চয় আল্লাহ আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন, যার ...	১২৭ জাল
৮২	(أَلَا أَيْشُرُكَ يَا أَبَا الْقَضَلِ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَتَحَ بِي هَذَا الْأَمْرَ، وَيَذَرِيكَ ...) হে আবুল কয়ল! তোমাকে কী সুসংবাদ দেব না? নিশ্চয় আল্লাহ আমার ...	১২৮ জাল
৮৩	(يَعْمُ الْمَذْكُورُ السَّبِيحَةَ، وَإِنْ أَفْضَلَ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ، وَمَا أَنْبَأْتُهُ ...) তাসবীহ পাঠের যন্ত্র দ্বারা তাসবীহ পাঠক কতইনা ভাল ব্যক্তি। নিশ্চয় ...	১২৯ জাল
৮৪	(كُلُّكُمْ أَفْضَلُ مِنْهُ). তার থেকে তোমরা সকলে উত্তম।	১৩১ দুর্বল
৮৫	(يَقْتُلُ عِنْدَ كِتْرِكُمْ ثَلَاثَةً؛ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ ...) তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদের নিকট তিনজনকে হত্যা করা হবে। তারা ...	১৩২ মুনকার
৮৬	(الطَّاعُونَ وَخَزَرُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ). পুণ (উদরাময়) তোমাদের ভাই জিনদের এক অংশ।	১৩৪ ভিত্তিহীন
৮৭	(إِذَا صَبَحَ الْخَطِيبُ الْمُبْتَدِئُ، فَلَا صَلَاةَ، وَلَا كَلَامَ). খতীব যখন মিথ্যারে উঠে যাবে; তার পর কোন সলাতও নেই, কোন কথাও নেই।	১৩৪ বাতিল
৮৮	(الرَّزْغُ لِلزَّرْعِ، وَإِنْ كَانَ غَاصِيَا). শস্য কৃষকের জন্য, যদিও সে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে।	১৩৬ বাতিল

খ: ক	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৮৯	(صَاحِبِ الثَّمَنِ أَحَقُّ بِحَمَلِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَفْجُرُ عَنْهُ، فَيُعَيْبُهُ ... বস্ত্রের মালিকই তার বস্ত্রটি বহন করার অধিক হকদার। তবে সে যদি ...	১৩৭ জাল
৯০	(عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوا خَلَاةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ ... তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ...	১৩৮ জাল
৯১	(لَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ وَأَكْذِبَ لِحَبِّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ وَأَصْنُقَ). আল্লাহর নাম ধরে কসম করে মিথ্যা কথা বলা আমার নিকট অতিপ্রিয়, ...	১৩৯ জাল
৯২	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَلَا خَلَةَ الْجَنَّةَ: رَفَقٌ ... তিনটি বস্তু যার মাঝে থাকবে, তার বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্থ করে দিবেন এবং ...	১৪০ জাল
৯৩	(يُصِفُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا، فَيَمُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى ... কিয়ামত দিবসে লোকদের কাতার বন্দি করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের ...	১৪০ দুর্বল
৯৪	(عَرَى الْإِسْلَامَ وَقَوَاعِدَ الدِّينِ ثَلَاثَةً، عَلَيْهِنَ أُمِّنَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ ... ইসলামের হাতল ও ধীরের স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি। যেগুলোর উপর ইসলামের ...	১৪১ দুর্বল
৯৫	(الثَّائِبُ حَبِيبُ اللهِ). তাওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।	১৪২ ভিত্তিহীন
৯৬	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَّقِينَ الثَّوَابِ). নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন পথভ্রষ্ট তাওবাকারী মু'মিন বান্দাকে।	১৪২ জাল
৯৭	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الثَّائِبَ). নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী যুবককে ভালবাসেন।	১৪৩ দুর্বল
৯৮	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يُقْبِي شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). নিশ্চয় আল্লাহ সেই যুবককে ভালবাসেন যে তার যৌবন কালকে আল্লাহর ...	১৪৩ জাল
৯৯	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيفَ). নিশ্চয় আল্লাহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ইবাদাতকারীকে ভালবাসেন।	১৪৪ জাল
১০০	(حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِ سِتِّينَ الْمُقَرَّبِينَ). সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জনকারীগণের মন্দ কর্ম।	১৪৪ বাতিল
১০১	(أَمَّا ابْنِي لَا تَسْأَلْ، وَلَكِنْ أَسْأَلْ لَأَشْرَعَ). আমি ভুলি না, কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যাতে করে আমি বিধান ...	১৪৬ বাতিল
১০২	(النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوا؛ انْتَبَهُوا). লোকেরা ঘুমিয়ে রয়েছে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে; তখন তারা সতর্ক ...	১৪৬ ভিত্তিহীন
১০৩	(جَالِسُوا الثَّوَابِينَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرْقُ الْفِتْنَةِ). তোমরা তাওবাকারীদের সাথে বস; কারণ তারা অতি নরম হৃদয়ের অধিকারী।	১৪৭ ভিত্তিহীন
১০৪	(مَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدهُ صَدَقَةٌ؛ فَلْيَلِمْ الْيَهُودَ). যার নিকট সাদাকা করার মত কিছু থাকবে না, সে যেন ইয়াহুদীদের ...	১৪৭ জাল
১০৫	(مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً؛ عَفَرَ اللهُ لَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদানুযায়ী সংহতি প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ ...	১৪৮ জাল
১০৬	(مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَهْوَةً؛ حَرَمَهُ اللهُ النَّارَ). যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী পানাহার করাবে, আল্লাহ ...	১৪৯ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১০৭	(مَنْ لَذَّ أَخَاهُ بِمَا يَسْتَهْمِي؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ، وَمَحَى عَنْهُ ...) যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী তৃপ্তি দিবে, আল্লাহ তার জন্য ...	১৪৯ জাল
১০৮	(كَانَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا). তিনি আংগুর খেতেন টুকরো টুকরো করে।	১৫০ জাল
১০৯	(عَمِلَ الْأَيُّزَارُ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ أَمَلِي الْخِيَطَةِ، وَعَمِلَ الْأَيُّزَارُ مِنْ أَمَلِي ...) আমার উন্মাতের সংকর্মণীল পুরুষদের কর্ম হচ্ছে দরজীর কাজ, আর ...	১৫১ জাল
১১০	(لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا؛ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ). যদি এ হৃদয় বিনয়ী হয়, তবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোও বিনয়ী হবে।	১৫২ জাল
১১১	(كَتَبَ النَّسَابُونَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَفَرُونَا بَيْنَ نَكَ كَثِيرًا). বংশ পরিচয় দানকারীগণ মিথ্যা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : “এবং ...	১৫২ জাল
১১২	(الْجَرَادُ نَثْرَةٌ حَوَتْ فِي الْبَحْرِ). ফড়িং (পতঙ্গ) সামুদ্রিক মাছের হাঁচি।	১৫৩ জাল
১১৩	(اتَّقُوا مَوَاضِعَ النَّهْمِ). অপবাদমূলক স্থানগুলো হতে বৈঁচে চল।	১৫৪ ভিত্তিহীন
১১৪	(مَنْ رَأَى صَبِيًّا حَتَّى يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ لَمْ يَحْسِبْهُ اللَّهُ عَرُوجًا). যে ব্যক্তি কোন শিশুকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর্যন্ত লালনপালন করবে; ...	১৫৪ জাল
১১৫	(أَتَيْنُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ). তোমরা তোমাদের খাদ্যকে আল্লাহর যিক্র ও সলাত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ। ...	১৫৫ জাল
১১৬	(تَعْتَضُوا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الْجَنَاءَ مَهْرَمَةً). তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও তা নিকট মানের খাদ্যের এক হাতের ...	১৫৬ নিতান্তই দুর্বল
১১৭	(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ عَذَاؤُهُ وَإِذَا رَفَعَ). যে ব্যক্তি তার ঘরে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অধিক কল্যাণ কামনা করে, ...	১৫৭ মুনকার
১১৮	(لَا تَتَفَقَّهُوا مِنَ الْمِنَةِ بِشَيْءٍ). মৃত্যু বস্তুর কোন কিছু দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ কর না।	১৫৭ দুর্বল
১১৯	(عَنْ أَهْلِ الْأَعْيَاءِ الدَّجَاجِ يَأْتِي اللَّهُ يَهْلِكُ الْفَرَى). ধনীদেবের মোরগ গ্রহণ করার সময় আল্লাহ গ্রামগুলোকে ধ্বংসের ঘোষণা দেন।	১৫৮ জাল
১২০	(يَا حَمِيرَاءُ! مَنْ أَعْطَى تَارًا! فَكَلَّمْنَا نَصْنَقُ بِجَمِيعِ مَا نَضْبِجُ بِكَ النَّارَ ...) হে হুমাইরা (আয়েশা (রা.))! যে ব্যক্তি (অন্যকে) আগুন দান করল, সে ...	১৫৯ দুর্বল
১২১	(قُلْ مَا يَوْجَدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ أَخْ يَوْثُقُ يَهُ). শেষ জামানায় হালাল পন্থায় দিরহাম অর্জন কমে যাবে বা এমন ভাই মিলা ...	১৬০ জাল
১২২	(نَهَى عَنِ الْغَنَاءِ، وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغَنَاءِ، وَنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ، وَغَن ...) তিনি গান গাওয়া ও গান শ্রবণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন, তিনি গীবাযত করা	১৬১ নিতান্তই দুর্বল
১২৩	(إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُ عَنْ صَحْبَةِ سَاعَةٍ). আল্লাহ তা'আলা এক ঘন্টা সঙ্গ দেওয়া সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।	১৬১ জাল
১২৪	(مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ؛ إِلَّا سَأَلَ عَنْ ...) কোন ব্যক্তি যদি তার সাথীদের সাথে সঙ্গ দেয় এবং তা যদি দিবসের এক ...	১৬২ জাল

খ: ক	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৫	(سَوْءُ الْخَلْقِ نَتَبٌ لَا يُقْفَرُ، وَسَوْءُ الظَّنِّ خَطِيئَةٌ تَفُوحُ). খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না। আর কুধারণা এমন ...	১৬২ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ ثَوْبَةٌ؛ إِلَّا صَاحِبُ سَوْءِ الْخَلْقِ، فَإِنَّهُ لَا يَثُوبُ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلَاةُ بِعِمَامَةٍ تُغْلَى خُمُسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৩ জাল
১২৮	(رَكَعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكَعَةً بِلا عِمَامَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাকাত সলাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১২৯	(الصَّلَاةُ فِي عِمَامَةٍ تُغْلَى بِعِصْرَةِ الْأَمِّ حَسَنَةً). পাগড়ীসহ সলাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।	১৬৫ জাল
১৩০	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعْطِبُ حَسَنَ الْوُجُوهِ، سَوْءَ الْحَقِّ). নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার ...	১৬৬ জাল
১৩১	(عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمِلَاحِ، وَالْحَقِّ السَّوَدِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعْطِبَ ... তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর, ...	১৬৭ জাল
১৩২	(النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ ... সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জ্বল করে, আর কুভসিত চেহারার ...	১৬৮ জাল
১৩৩	(النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسَنَاءِ وَالْخُسْرَاءِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ). সুন্দর চেহারার অধিকারিনী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান ...	১৬৮ জাল
১৩৪	(ثَلَاثَةٌ يَزِيدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُسْرَاءِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে: সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ يَجْبَلُ زَالَ عَنْ مَكَاتِهِ؛ فَصَنِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغْيِرُ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৬৯ দুর্বল
১৩৬	(مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا، فَطُغِنَ عُنْدَهُ؛ فَهُوَ حَقٌّ). যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে; ...	১৭০ বাতিল
১৩৭	(أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عُنْدَهُ). যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।	১৭২ বাতিল
১৩৮	(ثَلَاثٌ يَفْرَحُ بِهِنَ الْبَدَنُ، وَيَرْثَوْنَ عَلَيْهَا: الطَّيِّبُ، وَالثَّوْبُ اللَّيْنُ، وَشَرْبُ ... তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিভূক্ত) হয় এবং তার উপর ভর ...	১৭২ জাল
১৩৯	(أَشْفَى الْأَشْفِيَاءِ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে ...	১৭৩ জাল
১৪০	(الزُّبَا يُوْرَثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুরিত্ততার অধিকারী করে।	১৭৩ বাতিল
১৪১	(إِيَّاكُمْ وَالزُّبَا؛ فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ: ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ، ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৪ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৪২	(إِيَّاكُمْ وَالزَّيْنَةَ؛ فَإِنَّ فِي الزَّيْنَةِ مَبْتَ خِصَالٌ؛ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৩	زَيْنًا؛ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالنِّهَاةِ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৪	(اَلْكُذْبُ الْحَدِيثِ الصَّبَاغُونَ وَالصَّوَاغُونَ). লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বস্ত্রাদিতে রংকারীরা এবং ...	১৭৬ জাল
১৪৫	(كَانَ لَا يَغُودُ مَرِيضًا إِلَّا يَبْدُ ثَلَاثًا). তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।	১৭৭ জাল
১৪৬	(لَا يُغَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا يَبْدُ ثَلَاثًا). রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।	১৭৭ জাল
১৪৭	(تَزَوُّجًا وَلَا تُطْفِقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَرَرِ الدَّرْهِمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارُ الدَّرْهِمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫০	(ثَلَاثٌ لَا يُغَادُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمَدُ، وَصَاحِبُ الضَّرْسِ، وَصَاحِبُ الذَّمَّةِ). তিন ধরনের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা ...	১৮০ জাল
১৫১	(الْعُكْبُونُ شَيْطَانٌ مَسْحُةُ اللَّهِ؛ فَاقْتُلُوهُ). মাকুড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব ...	১৮১ জাল
১৫২	(اسْتَسْقُوا بِمَا حَمَدَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَيَكُنْ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْفَهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللَّهُ ... তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণাব..	১৮২ নিতান্তই দুর্বল
১৫৩	(مَنْ اسْتَسْقَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ فَلَا شِفَاءَ اللَّهُ تَعَالَى). যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ ...	১৮৩ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিতান্তই দুর্বল
১৫৫	(رَبِيعٌ أُمِّي الْعَنْبِ وَالْبَطِيخِ). আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং তরমুজ।	১৮৪ জাল
১৫৬	(اخْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ يَسُوءُ الظَّنَّ). মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।	১৮৪ নিতান্ত ই দুর্বল
১৫৭	(الْإِقْتِسَادُ فِي النِّقَافَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ)... খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। ...	১৮৫ দুর্বল
১৫৮	(اعْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَأْسًا بِدِيَارٍ). এক দিনারের বিনিময়ে এক গ্রাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৫৯	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি ...	১৮৭ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৬০	(أَحِبُّوا الْعَرَبَ ثَلَاثًا؛ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أَنَا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬২	(لَمَّا تَجَلَّى اللَّهُ لِلْجِبِلِّ - يَعْنِي : جَبَلُ الطُّورِ - طَارَتْ لِعَظْمَتِهِ سَيِّئَةُ جِبَالٍ... আল্লাহ যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, ...	১৯০ জাল
১৬৩	(إِذَا دَلَّتِ الْعَرَبُ؛ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ). যখন আরবদের পদস্থলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদস্থলন ঘটবে।	১৯১ জাল
১৬৪	(الْمَذْبَرُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُؤْتَى، وَهُوَ حَرٌّ مِنَ الثَّلَاثِ). মুদাব্বার দাস (যাকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর মুক্ত করার ঘোষণা ...	১৯২ জাল
১৬৫	(كُلُوا الثَّيْنِ، فَلَوْ قُلْتُمْ: إِنَّ فَلَكَه تَزَكَّتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَا عَمَلٍ؛ لَقُلْتُمْ: هِيَ ... তোমরা তিন ফল (ডুমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ...	১৯৩ দুর্বল
১৬৬	(إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَقُلُّ طَعْمُهُمْ، فَيَمَسْتَنِيْرُ بَيُّوْتَهُمْ). আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।	১৯৩ জাল
১৬৭	(الْبَطِيْخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا، وَيَذْهَبُ بِالْإِذَاءِ أَهْلًا). খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ভরমুজ খেলে তা পেটকে ষৈত করে এবং রোগকে ...	১৯৪ জাল
১৬৮	(بِرَكَّةِ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ فِكْهَةٌ وَبَعْدُهُ). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উযু করাতে।	১৯৫ দুর্বল
১৬৯	(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يَس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتْ ... আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ:) কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ক্বেরেশতার।	১৯৭ বাতিল
১৭১	(مَنْ وَلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرَّكَ بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي ... যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ ...	১৯৯ জাল
১৭২	(قَالَ اللَّهُ لِذَاوُدَ: يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا، فَبَنَى دَاوُدُ ... আল্লাহ তা'আলা দাউদকে বললেনঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৭৩	(فَكَّرَهُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً). এক ঘণ্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।	২০১ জাল
১৭৪	(إِذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ سَبْعَةً أَوْ تِسْعَةً أَتْرَعُ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ... কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, ...	২০২ জাল
১৭৫	(مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ؛ كُفِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ). যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি ...	২০২ বাতিল
১৭৬	(لَا تُسْقَوِي حَلَبَ امْرَأَةٍ). তোমরা আমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ে না।	২০৩ মুনকার
১৭৭	(مَنْ بَنَى بَنِيَاتًا فِي غَيْرِ ظِلِّ وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ عَرَسَ عَرَسًا فِي غَيْرِ ... যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমানলংঘন না করে ...	২০৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৭৮	(مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ يَتَّبِعْ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَمُتَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে ...	২০৪ জাল
১৭৯	(الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আসমান ও যম্মানের আলো হচ্ছে দো'আ।	২০৫ জাল
১৮০	(أَلَا أُنْكُمُ عَلَى مَا يَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَيَرْزُقُكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تُذْعِنُونَ اللَّهُ ... তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর যা তোমাদেরকে ...	২০৬ দুর্বল
১৮১	(إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُلْقِيهِ الْمَعْصِيَةُ، وَلَا تُزِيدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ ... অবাধ্যতা রিয়ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয়ককে) সং কর্ম বৃদ্ধিও ...	২০৭ জাল
১৮২	(خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ غَيْرِهِ؛ مَا لَمْ يَأْتِ). তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে ...	২০৭ জাল
১৮৩	(لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৮৪	(إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ؛ فَتَقَسَّوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ تِلْكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا)... তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ...	২০৯ নিজন্তই দুর্বল
১৮৫	(الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَدْ الْبَيَّنَّ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২০৯ জাল
১৮৬	(لَقَدْ الْبَيَّنَّ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ). মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২১০ জাল
১৮৭	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ مَكَّةَ - فِي كُلِّ يَوْمٍ ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের ...	২১১ দুর্বল
১৮৮	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ: سِتِّينَ مِنْهَا عَلَى ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত নায়িল করেন। তার ...	২১২ দুর্বল
১৮৯	(إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تُبْكِي النَّوْبَ، وَتُثْنِي الرِّيحَ، وَ ... তোমরা তোমাদেরকে সূর্যের মাঝে বসা হতে রক্ষা কর, কারণ সে কাপড়কে ...	২১২ জাল
১৯০	(مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجَدَامِ تَغْرُ، فَإِذَا هَاجَ؛ سَلَطَ ... প্রত্যেকের মাথায় কুঁট রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (ঘুমন্তাবস্থায়) গড় গড়...)	২১৩ জাল
১৯১	(الْجُمُعَةُ حَجٌّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَقَطٍ: الْمَسَاكِينِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্জ, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্জ।	২১৪ জাল
১৯২	(الدَّجَاجُ عَمَّ فُقَرَاءُ أُمَّيٍّ، وَالْجُمُعَةُ حَجٌّ الْفُقَرَاءِ). মুরোগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৪ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَةُ لِحْيَتِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৪	(عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ زَيْتُ الزَّيْتُونِ، فَتَدَاوُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ ... তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং ঔষধ হিসাবে ...	২১৬ মিথ্যা
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১২৫	(سَوْءُ الْخَلْقِ تَبٌ لَا يُغْفَرُ، وَسَوْءُ الظَّنِّ خَطِيئَةٌ تَلَوُّحُ). খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না। আর কুধারণা এমন ...	১৬২ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ ثَوْبَةٌ، إِلَّا صَاحِبُ سَوْءِ الْخَلْقِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَبُّ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ تُغْلِبُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِلْمَةٍ، وَجَمْعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৩ জাল
১২৮	(رَكْعَتَانِ بِصَلَاةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا عِلْمَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাক'আত সলাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১২৯	(الصَّلَاةُ فِي عِلْمَةٍ تُغْلِبُ بِضْرَةَ الْآبِ حَسَنَةً). পাগড়ীসহ সলাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।	১৬৫ জাল
১৩০	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُغْنِبُ حِسَانَ الْوُجُوهِ، سَوْءُ الْخَلْقِ). নিচয় আল্লাহ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার ...	১৬৬ জাল
১৩১	(عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمَلَّاحِ، وَالْحَقُّ السَّوْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُغْنِبَ ... তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর, ...	১৬৭ জাল
১৩২	(النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ ... সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জ্বল করে, আর কৃতসিহ চেহারার ...	১৬৮ জাল
১৩৩	(النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسَنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ). সুন্দর চেহারার অধিকারিনী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান ...	১৬৮ জাল
১৩৪	(ثَلَاثَةٌ يَزِيدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করেঃ সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ؛ فَصَنَّفُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৬৯ দুর্বল
১৩৬	(مَنْ حَنَّتْ حَبِيئًا، فَطُغِيَ عَنْهُ؛ فَهُوَ حَقٌّ). যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে; ...	১৭০ বাতিল
১৩৭	(اصْنُقِ الْحَدِيثَ مَا عَطَسَ عَنْهُ). যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।	১৭২ বাতিল
১৩৮	(ثَلَاثٌ يَرْحُ بِهِنَّ الْبَدَنُ، وَيَرْبُو عَلَيْهَا: الطَّيِّبُ، وَالثَّوْبُ اللَّيْنُ، وَتَرْبُ ... তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিভূক্ত) হয় এবং তার উপর ভর ...	১৭২ জাল
১৩৯	(اشْتَقَى الْأَشْقِيَاءُ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে ...	১৭৩ জাল
১৪০	(الزَّيَّا يُورِثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুরিদ্রতার অধিকারী করে।	১৭৩ বাতিল
১৪১	(إِيَّاكُمْ وَالزَّيَّا؛ فَإِنَّ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ: ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৪ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৪২	(إِيَّاكُمْ وَالزَّنَا؛ فَمَنْ فِي الزَّانَا سِتْ خِصَالٍ؛ ثَلَاثٌ فِي النِّسَاءِ، وَثَلَاثٌ فِي ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৩	زَّانَا؛ فَمَنْ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالنِّهَاءِ مِنْ لَوْجِهِ، وَيَقْطَعُ ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত ...	১৭৫ জাল
১৪৪	(اَكْتَبَ الْحَبِيبُ الصَّبَاغُونَ وَالصَّوَاغُونَ). লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বহাদ্রিতে রককারীরা এবং ...	১৭৬ জাল
১৪৫	(كَانَ لَا يَتَوَدُّ مَرِيضًا إِلَّا يَغْدُ ثَلَاثًا). তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।	১৭৭ জাল
১৪৬	(لَا يَغْدُ الْمَرِيضُ إِلَّا يَغْدُ ثَلَاثًا). রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।	১৭৭ জাল
১৪৭	(تَرْجُوا وَلَا تَطْلُقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে ডালাক দিওনা; কারণ ডালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادِ الصَّلَاةَ مِنْ قَدَرِ الدَّرْهِمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارُ الدَّرْهِمِ؛ يُغْسَلُ، وَتُعَادِ مِنْهُ الصَّلَاةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫০	(ثَلَاثٌ لَا يَغْدُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمْدُ، وَصَاحِبُ الضَّرْسِ، وَصَاحِبُ الدُّمْلَةِ). তিন ধরনের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা ...	১৮০ জাল
১৫১	(الْعُكْبُوتُ شَيْطَانٌ مَسْخُوعٌ لِلَّهِ؛ فَاقْتُلُوهُ). মাকড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব ...	১৮১ জাল
১৫২	(اسْتَسْقُوا بِمَا حَمَدَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْقُهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللَّهُ ... তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণাব..	১৮২ নিভাত ই দুর্বল
১৫৩	(مَنْ اسْتَسْقَى بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ فَلَا شِفَاءَ اللَّهُ تَعَالَى). যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ ...	১৮৩ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিভাত ই দুর্বল
১৫৫	(رَبِيعٌ أَمِيْنُ الْعَنْبِ وَالْبَطِيخِ). আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং ভরমুজ।	১৮৪ জাল
১৫৬	(احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسَوْءِ الظَّنِّ). মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।	১৮৪ নিভাত ই দুর্বল
১৫৭	(الْإِقْتِسَادُ فِي النُّفَقَةِ نَصْفُ الْمَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نَصْفُ الْعَقْلِ)... খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। ...	১৮৫ দুর্বল
১৫৮	(اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ كَلَسَا بِدِيْتَر). এক দিনারের বিনিময়ে এক গ্রাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৫৯	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ). নিচয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি ...	১৮৭ জাল

খঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৬০	(أَجِيبُوا الْعَرَبَ ثَلَاثًا؛ لَأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْفَرَانُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أَنَا عَرَبِيٌّ، وَالْفَرَانُ عَرَبِيٌّ، وَيَسْتَأْنِ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيًّا). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬২	(لَمَّا نَجَّى اللَّهُ لِلْجِبَلِ - بَعْثَى : جِبَلُ الطُّورِ - طَارَتْ لِعَظْمَتِهِ سِنَّةٌ جِبَلٌ..., আব্রাহাম যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, ...	১৯০ জাল
১৬৩	(إِذَا نَلَّكَ الْعَرَبُ؛ نَلَّ الْإِسْلَامُ). যখন আরবদের পদাঙ্কলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদাঙ্কলন ঘটবে।	১৯১ জাল
১৬৪	(الْمُنْبَرُ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَفِّدُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثَّلَاثِ). মুদাক্কর দাস (যাকে তার মালিক নিজের মুক্তার পর মুক্ত করার ঘোষণা ...	১৯২ জাল
১৬৫	(كُلُوا الثَّيْنِ، فَلَوْ قُلْتُمْ: لَنْ فَكِهِةَ ثَرَاكَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجْمٍ؛ لَقُلْتُمْ: هِيَ ... তোমরা তিন ফল (ডুমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বাঁচি ...	১৯৩ দুর্বল
১৬৬	(إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَوَقَلَّ طَعْفُهُمْ، فَتَسْتَبِيرُ بَيُوتُهُمْ). আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।	১৯৩ জাল
১৬৭	(الْبَطِيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يُضِلُّ الْبَطْنَ غَضًّا، وَيَذْهَبُ بِالْإِذَاءِ أَصْلًا). খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ঝেঁত করে এবং রোগকে ...	১৯৪ জাল
১৬৮	(بَرَكَهَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উষ্য করাতে।	১৯৫ দুর্বল
১৬৯	(إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْفَرَانِ (يَس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَلَّمَا قَرَأَ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إِنَّ أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتْ ... আব্রাহাম তা'আলা যখন আদম (আ:) কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, কেরেশভারা	১৯৭ বাতিল
১৭১	(مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَصَمَّاهُ مُحَمَّدًا ثَبَرًا بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلَاؤُهُ فِي ... যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান জন্মিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ ...	১৯৯ জাল
১৭২	(قَالَ اللَّهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! إِنِّي لِي فِي الْأَرْضِ بَيْنَا، فَبَنَى دَاوُدُ ... আব্রাহাম তা'আলা দাউদকে বললেনঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৭৩	(فَقَرَأَ سَاعَةً خَيْرَ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً). এক ঘণ্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।	২০১ জাল
১৭৪	(إِذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ سَبْعَةً أَوْ تِسْعَةَ أَفْرَعٍ، تَدَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ: ... কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, ...	২০২ জাল
১৭৫	(مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ؛ كُفَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ). যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি ...	২০২ বাতিল
১৭৬	(لَا تَسْقُوايَ حَلَبَ لَمْرَأَةٍ). তোমরা আমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ো না।	২০৩ মুনকার
১৭৭	(مَنْ بَنَى بِنَاءً فِي غَيْرِ ظِلْمٍ وَلَا إِعْيَادٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ... যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমানাঘন না করে ...	২০৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৭৮	(مَنْ عَوَّرَ أَخَاهُ يَتَيْبًا؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَفْعَلَهُ). যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে ...	২০৪ জাল
১৭৯	(الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَجَعَدَ الدِّينَ، وَتَوَزَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ). মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আসমান ও বর্মীনের আলো হচ্ছে দো'আ।	২০৫ জাল
১৮০	(أَلَا أُنْكُمُ عَلَى مَا يَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَيَنْزِلُ لَكُمْ لِرِزْقِكُمْ؟ نُدْعُونَ اللَّهَ ... তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর বা তোমাদেরকে ...	২০৬ দুর্বল
১৮১	(إِنَّ الرِّزْقَ لَا تَقْصِدُ الْمُضْغِيَّةَ، وَلَا تَرْيِدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ ... অবাধ্যতা রিয়ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয়ককে) সং কর্ম বৃদ্ধিও ...	২০৭ জাল
১৮২	(خَيْرُكُمْ الْمَدَافِعُ عَنْ عَثِيرَتِهِ؛ مَلَمْ يَلْتَمِ). তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে ...	২০৭ জাল
১৮৩	(أَصَلَاةُ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الْإِلَهِيِّ الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৮৪	(إِذَا نَحَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ؛ فَتَقْسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا.... তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ...	২০৯ নিজামই দুর্বল
১৮৫	(الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَفَقُ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْمَكْرَمَاتِ). আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২০৯ জাল
১৮৬	(نَفَقُ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْمَكْرَمَاتِ). মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।	২১০ জাল
১৮৭	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ - مَسْجِدِ مَكَّةَ - فِي كُلِّ يَوْمٍ ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের ...	২১১ দুর্বল
১৮৮	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِقْدَةَ رَحْمَةٍ؛ سِتِّينَ مِثْقَالًا عَلَى ... নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত নাযিল করেন। তার ...	২১২ দুর্বল
১৮৯	(إِيَّاكُمْ وَالْجَلُوسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَلَيْهَا ثَلَاثَةُ النَّوْبِ، وَتِسْتَنْ فَرِيحَ، وَ ... তোমরা তোমাদেরকে সূর্যের মাঝে বসা হতে রক্ষা কর, কারণ সে কাপড়কে ...	২১২ জাল
১৯০	(مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَى رَأْسَهُ عَرَقٍ مِنَ الْجَدَامِ تَتَعَرَّ، فَيُذَا هَاجَ؛ سَلَطَ ... প্রত্যেকের মাথায় কুঠি রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (ঘুমজাবহায়) গড় গড়...)	২১৩ জাল
১৯১	(الْجُمُعَةُ حَجٌّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَسْكِينِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্জ, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্জ।	২১৪ জাল
১৯২	(الدُّجَاجُ عَتَمَ فُقَرَاءَ أُمِّيٍّ، وَالْجُمُعَةُ حَجٌّ الْفُقَرَاءِ). মুরোজ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৪ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَةُ لِحْيَتِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৪	(عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ؛ زَيْتُ الزَّيْتُونِ، فَكَاوُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ ... তোমরা বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছের তেল গ্রহণ কর এবং শুষক হিসাবে ...	২১৬ মিথ্যা
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৯৬	(إِذَا جُمِعَ لِحُكْمٍ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْقَرَجِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَسَى، وَلَا يَكْثُرُ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সজম করবে, তখন শুণ্ডাদের দিকে ...	২১৯ জাল
১৯৭	(لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ وَالْفَقَافَةُ). নারীদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় তোমরা বেশী কথা বলবে না, কারণ ...	২১৯ নিজাই দুর্বল
১৯৮	(مَنْ أَصِيبَ بِمَصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ، وَكَلَمَهَا، وَكَلَّمَهَا، وَكَلَّمَهَا إِلَى ... যে ব্যক্তি তার সম্পদ বা তার শরীরে কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হবে। ...	২২০ জাল
১৯৯	(حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ). পিতার নিকট পুত্রের প্রাপ্য এই যে, সে তার সুন্দর নাম রাখবে এবং ...	২২১ জাল
২০০	(الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ طَرُوعٌ). হজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর 'উমরা হচ্ছে সেচ্ছাসেবক স্বরূপ (নফল)।	২২২ দুর্বল
২০১	(مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ، فَيُفْقِمُ فِي قَبْرِهِ؛ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، حَتَّى تُرَدَّ إِلَيْهِ ... প্রত্যেক নাবীই মৃত্যু বরণ করেন, অতঃপর চল্লিশ দিন পর কবরে তাঁর ...	২২৩ জাল
২০২	(إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَيْفَهُمْ يَصَلُّونَ ... নাবীগণকে তাঁদের কবরে চল্লিশ রজনীর পরে অবশিষ্ট রাখা হয় না, ...	২২৪ জাল
২০৩	(مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدِ قَبْرِي؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَقِيًّا؛ وَكُلٌّ بِهَا ... যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ ...	২২৫ জাল
২০৪	(مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِي، وَغَزَا عَرُوزَهُ، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي ... যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর বিয়ারত করবে, একটি ...	২২৬ জাল
২০৫	(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسُكُّ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ؛ إِلَّا آتَانَا وَمَلَائِكَتِي رُبِّي تَرُدُّ ... পূর্ব-পশ্চিমে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রদান করবে, ...	২২৭ জাল
২০৬	(مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ؛ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي؛ جُلِدَ). যে ব্যক্তি নাবীগণকে গালি দিবে; (শাস্তি হিসাবে) তাকে হত্যা করা হবে। ...	২২৮ জাল
২০৭	(أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَفَّقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ .. 'আরাফার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম।	২২৮ বাতিল
২০৮	(مَا قِيلَ حَجٌّ أَمْرٌ؛ إِلَّا رَفَعَ حَصَاهُ. يَعْنِي حَصَى الْجَمَارِ). যে ব্যক্তির হজ্জ গৃহীত হবে (কবুল হবে) তার কংকর উঠিয়ে নেয়া হয়। ...	২২৯ দুর্বল
২০৯	(حَلَّتْ شِقَاعَتِي لِأُمَّتِي؛ إِلَّا صَالِحٌ بِذَعَةٍ). একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ ...	২৩০ মুনকার
২১০	(مِنْ ثَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ لَوِيزَةِ أَهْلِكَ). তোমার পরিবারের ছোট বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধতে হজ্জের পূর্ণতা নিহিত ...	২৩০ মুনকার
২১১	(مَنْ أَهْلٌ بِحُجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ ... যে ব্যক্তি হজ্জ বা 'উমরার উদ্দেশে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম।	২৩১ দুর্বল
২১২	(لَيْسَتْ بَعْدَ الْحَجِّ بِحُجَّةٍ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْزِي مَا يَغْرُسُ فِي إِحْرَامِهِ). তোমাদের কোন ব্যক্তি তার হালাল থাকা অবস্থায় সাধ্যমত উপভোগ্য ...	২৩২ দুর্বল
২১৩	(إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عَمَانُ، يَنْضَعُ بِجَانِبَيْهَا الْبَحْرُ، الْحُجَّةُ مِنْهَا ... আমি অবশ্যই একটি যমীন সম্পর্কে জানি, যাকে বলা হয় ওমান, যার ...	২৩৩ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
২১৪	(مَنْ لَمْ يَصَلِّ عَلَى؛ فَلَا بَيْنَ لَهُ). যে আমার প্রতি দূরদ পাঠ করবে না, তার কোন ধর্ম নেই।	২৩৩ দুর্বল
২১৫	(مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً؛ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً) ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দূরদ পাঠ করবে; ...	২৩৪ জাল
২১৬	(إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وَجْهِهِ أَقْوَامَ، وَإِنْ قُلُوبُنَا لَنَلْعَنُهُمْ). আমরা মুচকি হাঁসি কতিপয় সম্প্রদায়ের চেহারা সামনে, অথচ আমাদের ...	২৩৪ ভিত্তিহীন
২১৭	(الزُّرْقَةُ فِي الْعَيْنِ يَمُنُّ، وَكَانَ دَاوُدُ أَرْزَقَ). চোখের নীল বর্ণ মঙ্গলজনক, দাউদ (আ:) ছিলেন নীল বর্ণধারী।	২৩৫ জাল
২১৮	(مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, কেরেশতারা ...	২৩৬ দুর্বল
২১৯	(مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاَهُ أَنْ لَا يُصْنَبَ فِي سَفَرِهِ وَلَا ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সফর করে, দু' কেরেশতা তার বিপক্ষে দো'আ ...	২৩৬ জাল
২২০	(إِنْ لَهُ) (يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرَضِعًا فِي ... অবশ্যই তার জন্য (অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য) ...	২৩৭ দুর্বল
২২১	(الْحَجُّ قَبْلَ التَّوَجُّعِ). হজ্জ হচ্ছে বিবাহের পূর্বের কর্ম।	২৩৮ জাল
২২২	(مَنْ تَوَجَّعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؛ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمُنْصِيَةِ). যে ব্যক্তি হজ্জ করার পূর্বে বিবাহ করল, সে শুনাহ করা শুরু করল।	২৩৯ জাল
২২৩	(الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؛ يُصَافِحُ بِهَا عِيَادَهُ). যমীনে হাজ্জের আসওয়াদ হচ্ছে আল্লাহর ডান হাত; যার দ্বারা তিনি তাঁর ...	২৩৯ মুনকার
২২৪	(حَمَلَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، فَمَنْ عَادَاهُمْ، فَقَدْ عَادَى اللَّهَ، وَمَنْ وَالَاهُمْ؛ ... কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)। অতএব যে ব্যক্তি তাদের ...	২৪০ জাল
২২৫	(لَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَاجَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُخَنِّفِينَ عَلَيْهِ). রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর বিয়ারত কারিগীদের এবং ...	২৪১ দুর্বল
২২৬	(تَحْتَمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।	২৪২ জাল
২২৭	(تَحْتَمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দূরিত্ব ...	২৪৩ জাল
২২৮	(تَحْتَمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَحٌ لِلْمَرْءِ، وَالْيَمْنَى أَحَقُّ بِالزَّيْنَةِ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি কর্ম সম্পাদনে ...	২৪৩ জাল
২২৯	(تَحْتَمُوا بِالْخَوَاتِمِ الْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ). তোমরা আকীক পাথরের তৈরিকৃত আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি ...	২৪৪ জাল
২৩০	(مَنْ تَحْتَمَ بِالْعَقِيقِ؛ لَمْ يَزَلْ يَرَى خَيْرًا). যে ব্যক্তি আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করবে, সে সর্বদা কল্যাণই দেখতে..	২৪৪ জাল
২৩১	(كُلُوا الْبَلْعَ بِالشَّمْرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَأَاهُ؛ غَضِبَ، وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ ... তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খাও। কারণ শয়তান যখন ...	২৪৫ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
২৩২	(كُلُوا الثَّمَرَ عَلَى الرِّيقِ؛ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّودَ). তোমরা শুকনা খেজুর খুথুর সাথে মিশিয়ে খাও, কারণ তা জীবানুকে হত্যা করে	২৪৬ জাল
২৩৩	(اَكْثَرُ خَزَرِ الْجَنَّةِ الْعَقِيقِ). জান্নাতে অধিকাংশ মালা হবে 'আকীক পাথরের।	২৪৬ জাল
২৩৪	(اطْعَمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نَفْسِهِنَّ الثَّمَرَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ كُنَّ طَعَامُهَا فِي نَفْسِهَا ... তোমাদের রমণীদের নেকাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া কালীন খেজুর খাওয়াবে, ...	২৪৭ জাল
২৩৫	(تَرَكَ الدُّنْيَا لَمَرٍّ مِنَ الصَّبْرِ، وَلَئِنْ مِنْ حَطَمَ السَّبْوَبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ... যৈর্ষ খারণ করার চেয়েও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা অতি তিক্ত এবং	২৪৮ জাল
২৩৬	(مَا تَرَيْنَ الْبُزْرَ فِي الدُّنْيَا يَمِثُّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا). সং কর্মশীল লোক দুনিয়াতে সুসজ্জিত হতে পারে না দুনিয়াকে পরিত্যাগ ...	২৪৯ জাল
২৩৭	(مَا أَسْرَ عَيْدَ سَرِيرَةٍ؛ إِلَّا الْبَيْتَ اللَّهُ رَدَّاهَا؛ إِنْ خَيْرٌ أَوْ خَيْرٌ... বান্দা কোন রহস্যকে গোপন করলে, আল্লাহ তাকে সেই রহস্যের চাদর ...	২৪৯ নিজস্বই দুর্বল
২৩৮	(إِذَا وَضِعَتِ الْمَدَدَةُ؛ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَدَدَةُ، وَلَا يَرْقُعُ ... দস্তরখান যখন বিছিয়ে দেয়া হবে তখন কোন ব্যক্তি দস্তরখান না উঠানো ...	২৫০ নিজস্বই দুর্বল
২৩৯	(نَهَى أَنْ يَقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْقُعَ). যতক্ষন না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষন তিনি খাদ্য ...	২৫১ নিজস্বই দুর্বল
২৪০	(نَهَى عَنْ نَبَاحِ الْجِنِ). তিনি জিনের যাবুহ করা জন্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।	২৫১ জাল
২৪১	(إِنَّ مِنَ السَّرْقِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اسْتَوَيْتَ). তুমি যে সব কিছুর আকাংখা কর সে সব কিছুকে খাওয়ার হচ্ছে অপচয়ের ...	২৫১ জাল
২৪২	(أَحْبَبُوا قُلُوبَكُمْ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ، وَقِلَّةِ الشَّعْبِ، وَظَهْرُهَا بِالْجُوعِ؛ ... তোমরা তোমাদের হৃদয়গুলোকে কম হাসি এবং কম তৃষ্ণা দ্বারা ...	২৫২ ভিত্তিহীন
২৪৩	(أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ قَلَّ طَعْمُهُ وَضَحْكُهُ، وَوَرَضَى بِمَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ). সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি যার খাবার ও হাসি কম এবং সন্তুষ্ট থাকে ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৪	(أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُكُمْ جُوعًا وَتَقْصِيرًا فِي اللَّهِ، ... কিয়ামত দিবসে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৫	(الْيَسُورُ وَاشْرَبُوا فِي أَنْصَابِ الْبُطُونِ، فَإِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ). তোমরা পরিধান কর এবং অর্ধপেটে পান কর, কারণ তা হচ্ছে নবুওয়্যাতের ...	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৬	(إِنَّ الْأَكْلَ عَلَى الشَّعْبِ يُورِثُ الْبِرْصَ). তৃষ্ণা সহকারে ভক্ষণ শ্বেত রোগের অধিকারী করে।	২৫৩ ভিত্তিহীন
২৪৭	(جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ؛ فَإِنَّ الْبَاقِيَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ ... তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা সংগ্রাম কর। কারণ ...	২৫৪ বাতিল
২৪৮	(سَيِّدُ الْأَعْمَالِ الْجُوعُ، وَكُلُّ النَّفْسِ لِيَأْسُ الصُّوْبِ). কর্মসমূহের সর্দার হচ্ছে ক্ষুধা, আর আত্মার অপমান হচ্ছে পশমী পোষাক।	২৫৪ ভিত্তিহীন
২৪৯	(الْفَكْرُ نَصَبُ الْعِبَادَةِ، وَقِلَّةُ الطَّعَامِ فِي الْعِبَادَةِ). চিন্তা হচ্ছে ইবাদাতের অর্ধেক, আর অল্প খাদ্য গ্রহণই হচ্ছে ইবাদাত।	২৫৪ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
২৫০	(كَانَ إِذَا تَغَيَّأَ لَمْ يَتَغَضَّ، وَإِذَا تَغَضَّى لَمْ يَتَغَدَّ). তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর ...	২৫৪ দুর্বল
২৫১	(مَنْ أَجَاعَ بَطْنَهُ؛ عَظُمَتْ فِكْرَتُهُ، وَقُطِنَ قَلْبُهُ). যে ব্যক্তি তার পেটকে ক্ষুধার্ত বানায় তার চিন্তা-ভাবনা বড় হয়	২৫৫ ভিত্তিহীন
২৫২	(الْبَطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ، وَالْحَمِيَّةُ أَصْلُ النَّوَاءِ، وَعَوْفُوا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَدَا). অভিভোজন রোগের মূল আর রক্ষাকারী খাদ্য ঔষুধের মূল।...	২৫৫ ভিত্তিহীন
২৫৩	(صُومُوا تَصِحُّوا). তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।	২৫৬ দুর্বল
২৫৪	(سَافِرُوا تَصِحُّوا، وَاعْرِوْا تَسْقُوا). তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং যুদ্ধ কর সাবলম্বী হবে।	২৫৭ দুর্বল
২৫৫	(سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْمُوا). তোমরা সফর কর সুস্থ থাকবে এবং গনিমত লাভ করবে।	২৫৭ মুনকার
২৫৬	(يُنَزِّلُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرِينَ وَمِئَةً رَحْمَةً، سَيُؤْنِ مِنْهَا لِلطَّافِينَ.....) আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাখিল করেন।...	২৫৮ জাল
২৫৭	(إِيَّاكَ وَالسَّرْقَ؛ فَإِنْ لَكُنَّ فِي يَوْمٍ مِنَ السَّرْقِ). তুমি তোমাকে অপচয় করা হতে বাঁচাও, কারণ দিনে দু'বার খাবার....	২৫৮ জাল
২৫৮	(إِنْ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْقِهِ إِلَى بَابِ الدُّرِّ). নিশ্চয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত ...	২৫৯ জাল
২৫৯	(لَا تَمَارِضُوا؛ فَمَرِضُوا، وَلَا تَحْقِرُوا؛ فَهَوِّرُوا؛ فَمُوتُوا). তোমরা রোগের ভান করোনা, কারণ এর ফলে তোমরা রোগী হয়ে ...	২৬০ মুনকার
২৬০	(اطْعِمُوا نَفْسَاعَكُمْ الرُّطْبَ. قَالُوا: نَبَسُ فِي كُلِّ حِينٍ يَكُونُ الرُّطْبُ...) তোমরা তোমাদের নেকাসধারী নারীদেরকে কাঁচা খেজুর খেতে দাও।...	২৬০ দুর্বল
২৬১	(احْصُوا إِلَى عَمَلِكُمُ النَّخْلَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ أَمَّ فَضْلٍ مِنْ ...) তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছের সাথে ভাল ব্যবহার কর। ...	২৬১ জাল
২৬২	(خُلِفَتِ النَّخْلَةُ وَالرَّمَانُ وَالْعَنْبُ مِنْ فَضْلِ طَيْبَةِ أَمِّ صَلَى اللَّهُ ...) আদম (আ:) -কে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ হতে খেজুর গাছ ...	২৬১ নিভাই দুর্বল
২৬৩	(اَكْرَمُوا عَمَلَكُمْ النَّخْلَةَ؛ فَإِنَّهَا خُلِفَتِ مِنْ فَضْلِ طَيْبَةِ إِبْنِكُمْ أَمِّ، ...) তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছকে সম্মান কর। কারণ তাকে ...	২৬২ জাল
২৬৪	(مَا لِلنَّفْسَاءِ عَدِيٍّ شِقَاءٍ مِثْلَ الرُّطْبِ، وَلَا لِلْمَرِيضِ مِثْلَ الصَّلِ). নেকাসধারী নারীদের জন্য আমার নিকট কাঁচা খেজুরের ন্যায় ...	২৬৩ জাল
২৬৫	(يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! عَلَّمَ النَّاسَ الْفَرْنَ، وَتَعَلَّمَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ وَانْتَ كُنْتَكَ...) হে আবু হুরাইরাহ! তুমি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তুমি ...	২৬৩ জাল
২৬৬	(كَانَ إِذَا اشْتَقَّ مِنَ الْحَاجَةِ أَنْ يَتَسَاهَا؛ جَعَلَ فِي يَدِهِ خِطًّا لِيَنْكُرَهَا). তিনি যখন কোন প্রয়োজনীয়তাকে ভুলে যাবার আশংকা করতেন,...	২৬৫ বাতিল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
২৬৭	(مَنْ حَوَّلَ خَلْمَهُ، أَوْ عَمَلَهُ، أَوْ عَقْلَ خَيْطٍ فِي أَصْبَعِهِ؛ لِيَذْكُرَهُ ...) যে ব্যক্তি তার আংটি বা পাগড়ী উলটিয়ে রাখে বা তার আংতলে সুতা ...	২৬৭ জাল
২৬৮	(مَنْ رَفَعَ قُرْطُلَسًا مِنَ الرُّضِ فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)؛ ...) যে ব্যক্তি যমীন হতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখা কাগজ...	২৬৭ জাল
২৬৯	(الْعَالَمُ لَا يَخْرُقُ). আলেম ব্যক্তির বার্বক্য জনিত কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না।	২৬৮ জাল
২৭০	(لَا يَخْرُقُ قَارِئُ الْقُرْآنِ). কুরআন পাঠকারী বার্বক্য জনিত কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না।	২৬৮ জাল
২৭১	(مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ؛ مَنَعَهُ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ). যে ব্যক্তি কুরআন জমা করবে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তার জ্ঞান ...	২৬৯ জাল
২৭২	(اعْتَبِرُوا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي طَوْلِكَ لِحَيْتِهِ، وَنَفْسَ خَاتَمِهِ، وَكَلْوَتِهِ). ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা যাচাই কর তার দাড়ির দীর্ঘায়ত্বের মাঝে....	২৭০ জাল
২৭৩	(لَا حَبْسَ (أَيُّ؛ وَقَفَ) بَعْدَ سُورَةِ النَّسَامِ). সূরা নেসার পরে ওয়াক্ফ নেই।	২৭০ দুর্বল
২৭৪	(أَوْصَانِي جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا، عَشْرَةَ ...) চল্লিশটি বাড়ী পর্যন্ত প্রতিবেশী এ মর্মে জিবরীল আমাকে ওয়াসিয়াত...	২৭১ দুর্বল
২৭৫	(إِلَّا أَنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَوَارَ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارَهُ يَوْمَئِذٍ). সাধারণ! অবশ্যই চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। সেই ব্যক্তি জান্নাতে ...	২৭১ দুর্বল
২৭৬	(حَقُّ الْجَوَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا؛ بِمِثْلٍ وَتَمَامًا....) প্রতিবেশীদের হক হচ্ছে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত। এদিকে, এদিকে...	২৭২ নিতান্তই দুর্বল
২৭৭	(السَّكِينُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارَ). চল্লিশটি বাড়ীর অধিবাসীরা প্রতিবেশী।	২৭৩ দুর্বল
২৭৮	(الْعِلْمُ خَزَائِنٌ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوا بِرَحْمَتِ اللَّهِ، فَبِهِ يُؤْجَرُ...) জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। ...	২৭৩ জাল
২৭৯	(نَبِيٌّ ضَيْقُهُ قُوَّةٌ، يَعْنِي سَطِيحًا). কোন এক নাবীকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ সোতাইহ।	২৭৪ ভিত্তিহীন
২৮০	(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيسَى! أَمِنْ بِمُحَمَّدٍ، আল্লাহ পাক 'ঈসা (আ:) -এর নিকট ওহী মারফত বললেনঃ হে 'ঈসা! ...	২৭৪ জাল
২৮১	(ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيْقُهُ قُوَّةٌ، يَعْنِي خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ). সে এক নাবী যাকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ ...	২৭৫ সহীহ নয়
২৮২	(لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْفَلَاحَ). আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।	২৭৬ জাল
২৮৩	(ارْمُوا؛ فَإِنْ أَيْتَانَ الرَّمَاةَ لَعْنُ، لَا حَنْتَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ). তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, কারণ তীর নিক্ষেপকারীদের শপথ অর্থহীন, ...	২৭৭ বাতিল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
২৮৪	(يَا مُعَاذُ! إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنِ الْمَجْرَةِ হে মু'আজ্জ! আমি তোমাকে কিতাবধারী (আহলে কিতাব) সম্প্রদায়ের নিকট ...	২৭৮ জাল
২৮৫	(لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ فِي الصَّيْلَمِ؛ إِلَّا شَهْرُ رَمَضَانَ، وَيَوْمٌ ... রামাযান মাস এবং অন্তরার দিবস ব্যতীত সপ্তম রাধার ক্ষেত্রে একটি ...	২৭৮ মুনকার
২৮৬	(قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ قَبِيَّةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رَجُلَيْهِ، ... আদম (আ:) পায়ে হেঁটে ইন্ডিয়া হতে এক হাজারবার এ ঘরের নিকট ...	২৭৯ নিজস্ব দুর্বল
২৮৭	(مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ نَتَبٍ). হত্যাকারী নিহতের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখে না।	২৮০ ভিত্তিহীন
২৮৮	(كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ عَرَضِهَا وَطَوْلِهَا). তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রস্থ) এবং দৈর্ঘ্যের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাট ...	২৮০ জাল
২৮৯	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبهْ فَاقَةٌ أَبَدًا). যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও ...	২৮১ দুর্বল
২৯০	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ) كُلَّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبهْ فَاقَةٌ أَبَدًا، وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ ... যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে; তাকে কখনও ...	২৮২ জাল
২৯১	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ) وَتَعَلَّمَهَا؛ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَلَمْ يَقْتَرَفْ ... যে ব্যক্তি সূরা আল-ওয়াকে'য়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ ...	২৮২ জাল
২৯২	(أَمَّا ظِلْمَةُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ؛ فَبَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ ... রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো; যখন সূর্য যমীনের নিচে চলে যায় ...	২৮৩ বাতিল
২৯৩	(وَكُلٌّ بِالشَّمْسِ يَسْقَى أَمْلاكًا؛ يَرْمُوتُهَا بِالنَّجَجِ كُلَّ يَوْمٍ، لَوْلَا ذَلِكَ؛ ... সূর্যের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নয়জন কেরেশতার উপর। তারা তার ...	২৮৪ জাল
২৯৪	(الْأَرْضُ عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَاءُ عَلَى صَخْرَةٍ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى ظَهْرِ ... যমীন হচ্ছে পানির উপর, পানি একটি পাথরের উপর আর পাথর হচ্ছে ...	২৮৫ জাল
২৯৫	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مِائَتِي مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ مِائَتِي سَنَةٍ). যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ সূরা দশত বার পাঠ করবে, তার দশত ...	২৮৬ মুনকার
২৯৬	(إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَتَرَكُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَبِيحَةَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ... নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুসলিমকে রামাযান মাসের প্রথম দিবসের প্রত্যুষে ...	২৮৭ জাল
২৯৭	(إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَتَرَكُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ). নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুসলিমকে জুম'আর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	২৮৭ জাল
২৯৮	(سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا تَسْتَقِيلُونَ، وَمَاذَا يَسْتَقِيلُكُمْ؟ قَالُوا ثَلَاثًا، فَقَالَ ... সুবহানাল্লাহ তোমরা কোন বস্তুকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং কোন বস্তুকে ...	২৮৮ মুনকার
২৯৯	(إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ، ... যখন রামাযান মাসের প্রথম রাতের আগমন হয়, তখন আল্লাহ তাঁর ...	২৮৯ জাল
৩০০	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مِائَتِي مَرَّةٍ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ ... যে ব্যক্তি দশত বার কুল-হু-আল্লাহ আহাদ পাঠ করবে, যদি তার উপর ...	২৯০ জাল
৩০১	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ؛ لَمْ يَقْنِ فِي ... যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ তার সেই রোগের মধ্যে পাঠ করবে ...	২৯১ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৩০২	(كَتَبْتُ نَبِيًّا وَالْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ). আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।	২৯২ জাল
৩০৩	(كَتَبْتُ نَبِيًّا وَلَا قَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طَيْنَ). যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।	২৯২ জাল
৩০৪	(مَا لَكُمْ شَيْبًا شَيْخًا لَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيُوضُ اللَّهِ لَهُ مَنْ يَكْرُمُهُ عِنْدَ سَيِّدِهِ). কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করলে, আল্লাহ তার ...	২৯৩ মুনকার
৩০৫	(كُنْ دَنِيًّا، وَلَا تَكُنْ رَاسًا). তুমি লেজ হও, তুমি মাথা হয়ো না।	২৯৩ ভিত্তিহীন
৩০৬	(لَعَنَ اللَّهُ الشَّاظِرَ إِلَى عِزَّةِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُتَّظِرَ إِلَيْهِ). মু'মিনের গুণ্ডামের দিকে দৃষ্টি দানকারী এবং যার দিকে দৃষ্টি দেয়া ...	২৯৩ জাল
৩০৭	(لَأَنْ أَطْعِمَ أَخَايَ فِي اللَّهِ لَقَمَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِرِزْقِهِ) ... আমি আমার কোন ভাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে এক লোকমা খানা খাওয়াব...	২৯৪ জাল
৩০৮	(لَأَنْ أَطْعِمَ أَخَا فِي اللَّهِ مَسْكِيًا لَقَمَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِرِزْقِهِ) ... আমি আমার কোন মুসলিম ভাইকে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই তা ...	২৯৫ দুর্বল
৩০৯	(مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمَّهُ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَلْقَ ... যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করল যে, তার সর্ববৃহৎ ব্যস্ততা (চিন্তা)---	২৯৫ জাল
৩১০	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ الدُّنْيَا؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمْ ... যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে ...	২৯৬ নিজায়ে দুর্বল
৩১১	(مَنْ أَصْبَحَ وَهَمَّهُ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ ... যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করবে যে, তার চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহকে ...	২৯৭ জাল
৩১২	(مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَا يُصْبِحُ وَيُغْمِسُ ... যে মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর...	২৯৮ দুর্বল
৩১৩	(كَانَ خَطِيئَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّظْرَ). দাউদ (আ:) -এর দৃষ্টিতে ত্রুটি ছিল।	২৯৮ জাল
৩১৪	(إِنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَهَمَّ بِهَا، قُطِعَ عَلَى بَيْتِي ... দাউদ (আ:) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা ...	২৯৯ বাতিল
৩১৫	(مَنْ أَكَلَ مِنْ مَقْظُورٍ لَهُ؛ غَيْرَ لَهُ). যে ব্যক্তি ক্রমাকৃত ব্যক্তির সাথে খাবে তাকে ক্রমা করে দেয়া হবে।	৩০০ ভিত্তিহীন
৩১৬	(إِذَا يَأْمُرُ أَبِيكَ، وَأَخِيكَ، وَأَخِيكَ، وَالْأُمِّي فَالْأُمِّي، وَلَا تَسْمُوا ... তুমি তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন এবং তোমার ভাইকে ...	৩০০ নিজায়ে দুর্বল
৩১৭	(إِنْ مُوسَى بْنُ عِزْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرُّ، فَقَامَ يَدْعُو لَهُ أَنْ ... মুসা ইবনু ইমরান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, ...	৩০১ দুর্বল
৩১৮	(إِكْلُ شَيْءٍ زَكَاءَ، وَزَكَاءُ الدَّارِ بَيْنَتُ الضِّيَافَةِ). প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে, আর বাড়ীর যাকাত হচ্ছে মেহমানদের জন্য ...	৩০১ জাল
৩১৯	(سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَرْكَبُهُمْ، وَيَقُولُ: ... সাত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকানেন না। তাদের ...	৩০২ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৩২০	(كَمَا تَكُونُوا يُوكَلِي عَلَيْكُمْ). তোমরা যেমন সেরূপ ব্যক্তিকেই তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হবে।	৩০২ দুর্বল
৩২১	(مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَإِنَّهُ فِي أَثَرِ الْيَمْنَى، وَأَقْلَمَ فِي أَثَرِ الْيَمْنَى؛ ... যে ব্যক্তির কোন সন্তান জন্মি হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং ...	৩০৩ জাল
৩২২	(سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي لِنَارِ قَاعِظِيهَا). আমি আমার প্রভুর কাছে চেয়েছি, যেন আমার পরিবারের মধ্য হতে ...	৩০৪ জাল
৩২৩	(مَا عَلَّمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى نَسَبٍ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْفِفَ). যখনই আল্লাহ জানতে পারেন যে, কোন বান্দা তার গুনাহের কারণে অনুতপ্ত ...	৩০৫ জাল
৩২৪	(مَنْ أَكْتَبَ نَسَبًا، فَطَعِمَ أَنْ لَهُ رِبَا؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ؛ غَفْرُهُ، যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করল, অতঃপর জানতে পারল যে তার প্রতিপালক ...	৩০৫ জাল
৩২৫	(مَنْ أَكْتَبَ نَسَبًا، فَطَعِمَ أَنْ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَيْهِ؛ غَفْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْفِفْ). যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করল। অতঃপর জানতে পারল যে, আল্লাহ তা ...	৩০৬ জাল
৩২৬	(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي؛ فَقَدْ لَجَزَ مِنْهُ شَهِيدٌ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সূনাতকে আঁকড়ে ...	৩০৬ নিম্নাঙ্ক দুর্বল
৩২৭	(الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সূনাতকে ধারণকারীর ...	৩০৭ দুর্বল
৩২৮	(مَنْ عَذَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَبُورِكَ لَهُ فِي مَقَاتِلِهِ، ... যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে করতে সকাল করল, ফেরেশতারা তার উপর ...	৩০৭ জাল
৩২৯	(رَحِمَ اللَّهُ أَخِي يُوسُفَ، لَوْ لَمْ يَقُلْ: (اجْعَلِي عَلَيَّ خَزَائِنَ الْأَرْضِ)؛ ... আমার ভাই ইউসুফকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি এ কথা না বলতেনঃ ...	৩০৮ জাল
৩৩০	(سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ أُمَّتِي إِلَيَّ؛ لِئَلَّا تُقْتَضَعَ عِنْدَ الْأُمَمِ، فَلَوْحِي .. আমি আল্লাহর নিকট চাইলাম যেন আমার উম্মাতের হিসাব-কিতাব আমার ...	৩০৮ জাল
৩৩১	(أَنَا ابْنُ الدُّنْيَا). আমি দুই কুব্বাণীকৃত ব্যক্তির সন্তান।	৩০৯ ভিত্তিহীন
৩৩২	(الدُّنْيَا بِنِهَايَةِ). কুব্বাণী করা হয়েছিল ইসহাককে।	৩০৯ দুর্বল
৩৩৩	(إِنَّ اللَّهَ ثَبَّارٌ وَتَعَالَى خَيْرِي بَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفِ أُمَّتِي، وَبَيْنَ أَنْ ... আল্লাহ তা'আলা আমার অর্ধেক উম্মাতকে ক্ষমা করার অথবা আমার শাফা' ...	৩১১ মুনকার
৩৩৪	(أَكْرَمَ النَّاسُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ؛ دُبَيْحَ اللَّهِ). লোকদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা ...	৩১২ মুনকার
৩৩৫	(قَالَ دَاوُدُ ۖ أَسْنَأْتُكَ بِحَقِّ آبَائِي؛ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ .. দাউদ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাহি ওয়াসাদ্বাহম বলেনঃ আমি তোমার নিকট আমার ...	৩১৩ নিম্নাঙ্ক দুর্বল
৩৩৬	(قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَبُّ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: ... আল্লাহর নাবী দাউদ বললেনঃ হে প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে বলতে ...	৩১৪ দুর্বল
৩৩৭	(إِنْ جِئْتُكَ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقِيبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ জিবরীল ইব্রাহীমকে সাথে নিয়ে জামারাতুল আকাবার নিকট গেলেন। ...	৩১৪ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৩৩৮	(إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سِتْعًا، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا، فَسَكَنَهَا، ... আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তার মধ্যে হতে ...	৩১৫ মুনকার
৩৩৯	(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيقًا لِمَلِكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ ... ইদরীস সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মালাকুল মাওত এর বন্ধু। ...	৩১৬ জাল
৩৪০	(سَوَّاءٌ بَيْنَ أَوْلَاكُمْ فِي الْعُظْمَةِ، قُلُوْ كُنْتُمْ مَقْضِلًا أَحَدًا؛ لَقَضَيْتُ النِّسَاءَ). তোমরা সন্তানদের মধ্যে সমান ভাবে হাদিয়া দাও। যদি কাউকে বেশী দিতা ..	৩১৭ দুর্বল
৩৪১	(كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضُّوْءِ). তিনি অন্ধকারেও দেখতেন যে রূপ আলোতে দেখেন।	৩১৮ জাল
৩৪২	(لَمَّا حَمَلَتْ حَوَاءُ؛ طَافَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ- وَكَانَ لَا يَعْشَى لَهَا وَلَدٌ- فَقَالَ: ... মা হাওয়া যখন গর্ভবতী হলেন, তখন ইব্রাহীম তাকে নিয়ে তাওয়াফ করল...	৩১৯ দুর্বল
৩৪৩	(مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأَ وَكُتِبَ). রসূল (ﷺ) পড়া এবং লিখার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেননি।	৩১৯ জাল
৩৪৪	(مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ أَنْ يَرْتَفِعَ فِي الدُّنْيَا دَرَجَةً، فَارْتَفَعَ؛ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ ... কোন বান্দা দুনিয়াতে তার মর্যাদা উচ্চ হওয়াকে ভাল বাসলে, সে ...	৩২০ জাল
৩৪৫	(يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ؛ إِلَّا بَنِي هَاشِمٍ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ لِأَخِي). বানু হাশেমরা ছাড়া এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়াবে। কারণ তারা কারো	৩২০ জাল
৩৪৬	(لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعْلَامُ؛ يَعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا). যেভাবে আজমীরা (অনারবরা) দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়াবে না, ...	৩২১ দুর্বল
৩৪৭	(لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَى شَرِيعَةٍ مَا لَمْ تَنْظُرْ فِيهِمْ ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يَقْبَضْ مِنْهُمْ ... এ উম্মাত শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ...	৩২৩ মুনকার
৩৪৮	(هُوَ الْوَزْغُ لِبْنِ الْوَزْغِ، الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ، يَقْبِى: مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ). সে টিকটিকির বাচ্চা টিকটিকি (কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ), অভিশপ্তের ...	৩২৩ জাল
৩৪৯	(رَجِمَ اللَّهُ حِمَيْرًا؛ لَقَوْمَهُمْ سَلَامٌ، وَلِإِنِّيهِمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ). হিমইয়ারীদের আল্লাহ রহম করুন; তাদের মুখমণ্ডলগুলো শান্তি স্বরূপ আর ...	৩২৪ জাল
৩৫০	(مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ؛ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً). যে মৃত্যু বরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে তার যুগের ইমামকে চিনল না, ...	৩২৪ ভিত্তিহীন
৩৫১	(يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). হে আলী! তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার ভাই।	৩২৫ জাল
৩৫২	(يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ). হে আলী! জান্নাতের মধ্যে তুমি আমার ভাই, আমার সঙ্গী এবং আমার বন্ধু।	৩২৬ জাল
৩৫৩	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عِلِّيِّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي؛ أَنَّهُ سَيِّدٌ ... আল্লাহ তা'আলা আলীর সম্পর্কে মে'রাজের রাতে তিনটি বিষয়ে আমার ...	৩২৬ জাল
৩৫৪	(خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَدَمَ مِنْ طِينِ الْجَانِيَةِ، وَغَجَّتْ بِمَاءِ الْجَنَّةِ). আল্লাহ তা'আলা আদমকে জাবীয়া নামক স্থানের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ...	৩২৭ মুনকার
৩৫৫	(الصَّدِيقُونَ ثَلَاثَةٌ: حَبِيبُ النَّجَارِ مُؤْمِنٌ أَلِ (بِس) الَّذِي قَالَ: (يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا ... তিন ব্যক্তি হচ্ছেন সত্যবাদী; হাবীবুন নায্জার; ইয়াসিনের পরিবারের মু'মিন ..	৩২৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৫৬	(النَّظَرُ فِي الْمُنْصَنَفِ عِيَادَةً، وَنَظَرُ الْوَالِدِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِيَادَةً، وَالنَّظَرُ মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, সন্তান কর্তৃক পিতা মাতার ...	৩২৮ জাল
৩৫৭	(عَلَى إِمَامِ الْبِرَّةِ، وَقِيلَ الْفَجْرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَنْصُورٌ مَنْ خَلَعَهُ). আলী হচ্ছে নেককারদের ইমাম, পাশাচারদের হত্যাকারী, যে তাকে সাহায্য ...	৩২৯ জাল
৩৫৮	(السَّبْقُ ثَلَاثَةٌ: فَالسَّبْقُ إِلَى مُوسَى يُؤْنَعُ بَنُ نُونٍ، وَالسَّبْقُ إِلَى عِيسَى. অগ্রগামী হচ্ছেন তিনজন: মুসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইউনাস ইবনু ..	৩৩০ নিচতাই দুর্বল
৩৫৯	(كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ لَجْمَعِينَ). প্রত্যেকে তার সম্পদের ব্যাপারে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের ...	৩৩১ দুর্বল
৩৬০	(لَا يَجُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مُتَبَوِّضَةً). হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।	৩৩১ ভিত্তিহীন
৩৬১	(إِذَا كَانَ الْهَبَةُ لِذِي رَحِمٍ؛ لَمْ يَرْجَعْ فِيهَا). যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়; তাহলে তা ফিরিয়ে ...	৩৩১ মুনকার
৩৬২	(مَنْ وَهَبَ هَبَةً، فَرَجَعَ بِهَا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يَتَّبِعْ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ যে ব্যক্তি হিবা করল, অতঃপর তা ফিরিয়ে নিল; সেই তার বেশী হকদার,...	৩৩২ দুর্বল
৩৬৩	(مَنْ وَهَبَ هَبَةً؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَلَمْ يَتَّبِعْ مِنْهَا). যে ব্যক্তি হিবা করল, সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ...	৩৩৩ দুর্বল
৩৬৪	(مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي لَرَبْعِينَ صَلَاةً لَا يَقُولُهُ صَلَاةً، خَبَّيْتُ لَهُ بَرَاءَةً ... যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করল এমনভাবে...	৩৩৩ মুনকার
৩৬৫	(جَهَرُوا صَلَاحِيكُمْ، فَبَيْنَ الْفَرْقِ فَلَذْ كَيْدَةٍ). তোমাদের সাধীকে তোমরা প্রস্তত কর, কারণ ভীতি তার কলিজাকে টুকরো ...	৩৩৪ দুর্বল
৩৬৬	(جَهَنَّمُ لَحِيطٌ بِالنِّبَا، وَالْجَنَّةُ مِنْ زَوَالِهَا، فَبَيْنَكَ صَرَّ الصَّرَاطُ عَلَى ... জাহান্নাম দুনিয়ার ঘারা পরিবেষ্টিত, আর জান্নাত তার (জাহান্নামের) পিছনে,...	৩৩৫ মুনকার
৩৬৭	(خَيْرُ أَمْرٍ عَمَلُوهُ، خَيْرُ عَمَلَيْنَا رَحْمَتُهَا، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَقَرُّ لِلْعَالَمِ .. আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে ..	৩৩৬ বাতিল
৩৬৮	(حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ رَايَةِ الْإِسْلَامِ، مَنْ كَتَمَهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ ... কুরআন বহনকারী হচ্ছে ইসলামের ঝান্ডা বহনকারী। যে তাকে সন্ধান করল,...	৩৩৭ জাল
৩৬৯	(قِيلَ: الْعَمَلُ يَنْقَعُ مَعَ الْعِلْمِ، وَكَثِيرُ الْعَمَلِ لَا يَنْقَعُ مَعَ الْجَهْلِ). জ্ঞানের সাথে অল্প আমল উপকারী, অজ্ঞতার সাথে বেশী আমল উপকারী নয়	৩৩৭ জাল
৩৭০	(قَوْلُ الْمَرْءِ عَقْلَهُ، وَلَا بَيْنَ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ). মানুষের মূল্যায়ন তার জ্ঞানে, যার জ্ঞান নেই তার কোন ধর্মও নেই।	৩৩৮ জাল
৩৭১	(سَبَّحْتُ عَلَيْكَ الْإِقْلَاقِ، وَسَبَّحْتُ عَلَيْكَ مَدِينَةَ يُقَالُ لَهَا: (قَرْوِينُ)، مَنْ ... তোমাদের জন্য প্রাঙ্গণসমূহের বিজয় সাধিত করা হবে এবং অচিরেই তোমাদের	৩৩৯ জাল
৩৭২	(مَخْلُفٌ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ الْفَضْلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يَرُودُ ... কোন বান্দা তার পরিবারের নিকট সেই দু' রাক'আত হতে উত্তম কিছু ...	৩৪০ দুর্বল
৩৭৩	(لَا تُكُونُوا عَلَى الَّذِينَ إِذَا وَلِيَهُ اللَّهُ، وَلَكِنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ ... যখন ধর্মের নেতৃত্ব দিবে তার উপযুক্ত ব্যক্তি তোমরা তখন তার জন্য কাঁদবে...	৩৪০ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৩৭৪	(تَهَى أَنْ يَمْنَحِي الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ يَتَوَدَّاهُمَا). তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে তার দু'উটের মাঝে চলে (হেঁটে) উট দু'টিকে ...	৩৪১ দুর্বল
৩৭৫	(تَهَى أَنْ يَمْنَحِي الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرَاتَيْنِ). তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে দু' মহিলার মাঝে চলতে নিষেধ করেছেন।	৩৪১ জাল
৩৭৬	(الْأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَغْرُوبِ). নিকটজনরা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার।	৩৪২ ভিত্তিহীন
৩৭৭	(أَخْرُ مِنْ يَنْخُلُ الْجَنَّةِ رَجُلٌ مِنْ جَهَنَّمَ؛ يُقَالُ لَهُ: جَهَنَّمَةُ فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ... জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে বলা ..	৩৪২ জাল
৩৭৮	(اتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا، وَمَصَابِيحُ الْآخِرَةِ). তোমরা আলেমদের অনুসরণ কর, কারণ তারা হচ্ছে দুনিয়ার চেরাগ ...	৩৪২ জাল
৩৭৯	(إِذَا لَقِيَ عَلَى يَوْمٍ لَا أَرْزَأُ فِيهِ عِلْمًا يُقَرَّبُنِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فَلَا بُرُوكَ ... যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে এরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি ...	৩৪৩ জাল
৩৮০	(إِذَا لَقِيَ عَلَى يَوْمٍ لَمْ أَرْزَأُ فِيهِ خَيْرًا؛ فَلَا بُرُوكَ لِي فِيهِ). যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে কল্যাণময় কিছু বৃদ্ধি ...	৩৪৪ দুর্বল
৩৮১	(لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلِكُ؛ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ). জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া মু'মিনের চরিত্রের মধ্যে হিংসা ও ভোষামোদী	৩৪৪ জাল
৩৮২	(لَا حَسَدَ، وَلَا مَلِكُ؛ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ). জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া হিংসা এবং ভোষামোদী থাকতে পারে না।	৩৪৫ জাল
৩৮৩	(مَنْ خَضَّ صَوْتَهُ عِنْدَ الْعُمَاءِ؛ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّارِ لِمَنْعِ اللَّهِ ... যে ব্যক্তি তার উচ্চ স্বর আলেমদের নিকট নীচ করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের ...	৩৪৬ জাল
৩৮৪	(لَا يَتْرُكُ اللَّهُ أَحَدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا عَفَرَ لَهُ). জুম'আর দিবসে আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	৩৪৭ জাল
৩৮৫	(لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْخَلَلُ). হারাম কখনও হালালকে (বন্ধকে) হারাম বানাতে পারে না।	৩৪৭ দুর্বল
৩৮৬	(يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ: يَا نَبِيَّ! مَرِي عَلَى أَوْلِيَائِي، وَلَا تَحْكُمِي لَهُمْ ... আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বললেনঃ হে দুনিয়া! তুমি আমার বন্ধুদের জন্য ...	৩৪৮ জাল
৩৮৭	(مَا اجْتَمَعَ الْخَلَلُ وَالْحَرَامُ؛ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ). হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।	৩৪৮ ভিত্তিহীন
৩৮৮	(لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ يَنْكَاحُ خَلَلُ). হারাম পছা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা...	৩৪৮ বাতিল
৩৮৯	(لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَأَهْلَ الْجَنَّةِ فِي النَّجَارَةِ؛ لَاتَجَرَّوْا بِالْبَزْرِ وَالْعِطْرِ). যদি জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা করার অনুমতি দিতেন; তাহলে ...	৩৪৯ দুর্বল
৩৯০	(لَوْ تَبَاعَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَنْ يَتَّبِعُوا؛ مَا تَبَاعُوا إِلَّا بِالْبَزْرِ). জান্নাতীরা যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাহলে তারা সূতী কাপড়ের ব্যবসা ...	৩৫০ নিম্নতম দুর্বল
৩৯১	(هَذِهِ يَدٌ لَا تَمْسُهَا النَّارُ). এ হাতকে আগুন স্পর্শ করবে না।	৩৫০ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৩৯২	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَنَاتٍ) يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَيَذَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَدَى... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যখন কিয়ামত দিবস ..	৩৫১ নিম্নতম দুর্বল
৩৯৩	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَنَاتٍ) يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَمَنْ صَلَّى الضُّحَى؛ حَتَّى يَلْبِسَ... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যে ব্যক্তি সালাতুয যুহা ...	৩৫১ জাল
৩৯৪	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَنَاتٍ) يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، لَا يَنْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ حَافِظٌ عَلَى... জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা, সেটি দিয়ে প্রবেশ করবে ...	৩৫২ জাল
৩৯৫	(إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ يَلُوبُوبُ الْجَوَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَفْتُونَ... জুমআর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ...	৩৫২ জাল
৩৯৬	(فَضَّلَ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ؛ فَفَضَّلَ الْخَالِقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ). কুরআন বহনকারীর কথীলত (প্রাধান্য) তাকে বহন নাকারীর উপর এমনই, ...	৩৫৩ মিথ্যা
৩৯৭	(إِذَا طَلَعَ النُّجْمُ؛ رَفِعتِ الْعَامَّةُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ). যখন তারকারাজী উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা প্রতিটি দেশবাসীর নিকট হতে ..	৩৫৪ দুর্বল
৩৯৮	(لَا تَسُبُّوا أَوْلِيَاءَنَا، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ يَمَلَأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَتَقْتَ... তোমরা কুরাইশদের গালী দিও না, কারণ তাদের আলেম যমীনকে জ্ঞান ...	৩৫৫ নিম্নতম দুর্বল
৩৯৯	(اللَّهُمَّ اهْدِ أَوْلِيَاءَنَا، فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالَمِ مِنْهُمْ يَمَلَأُ طَبَاقَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ... হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের হেদায়েত দান কর, কারণ তাদের একজন ...	৩৫৫ নিম্নতম দুর্বল
৪০০	(الْمُبَارَزَةُ عَلَى بَنِي طَلْحَةَ لِعَمْرِ بْنِ عَبْدِ وَدَّ يَوْمَ الْخَنْقِ أَفْضَلُ مِنْ... খন্দকের দিবসে আমর ইবনু আবদে উম্মের সাথে আলী ইবনু আবী তালেবের ..	৩৫৬ মিথ্যা
৪০১	(إِذَا صُمْتُ، فَاسْتَأْذِنُوا بِالْعَذَاةِ، وَلَا تَسْتَأْذِنُوا بِالضُّحَى، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاتِهِ. তোমরা যখন সওম রাখবে; তখন ভোরবেলা মসওয়াক করবে, সন্ধ্যায় ...	৩৫৭ দুর্বল
৪০২	(كَانَ يَسْتَأْذِنُ أَخِي النَّهَارَ وَهُوَ صَلَاتِهِ). সওম অবস্থায় তিনি দিনের শেষ প্রহরে মসওয়াক করতেন।	৩৫৭ বাতিল
৪০৩	(نَزَلَ أَدَمُ بِالْهَيْدِ وَأَسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَقَادَى بِالْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ... আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে ...	৩৫৮ দুর্বল
৪০৪	(تَبَى عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ). তিনি আরাফার দিবসে আরাফায় সওম রাখতে নিষেধ করেছেন।	৩৫৯ দুর্বল
৪০৫	(مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مِنْهُ مَرَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَكْتُمَ،... যে ব্যক্তি সকালের সালাত আদায় করবে। অতঃপর কোন কথা বলার পূর্বেই ..	৩৬০ জাল
৪০৬	(مَنْ كَثُرَ تَكْبِيرُهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، رَافِعًا يَهَا... সমুদ্রের ধারে যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় একবার উচ্চ স্বরে তাকবীর বলবে; ...	৩৬০ জাল
৪০৭	(مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَلَدَاتٍ، فَصَبَّرَ عَلَى لَوَائِيهِمْ، وَضُرَائِيهِمْ، وَسَرَائِيهِمْ... যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে সন্তান হবে, অতঃপর তাদের বাসস্থান দানে ...	৩৬১ দুর্বল
৪০৮	(أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا تُعْبَدُ بِهِ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম সেটি যেটির দ্বারা তার দাসত্ব করা..	৩৬২ জাল
৪০৯	(مَنْ عَشِقَ، وَكُتِمَ، وَغَفَّ، فَمَاتَ، فَهُوَ مُتَّهِدٌ). যে (কোন ব্যক্তিকে) ভালবেসে তা গোপন রাখল এবং পবিত্র থাকল, অতঃপর	৩৬২ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪১০	(الرَّابُّ رَيْنَعُ الصَّبِيَانِ). মাটি হচ্ছে বাচ্চাদের বসন্তকালেন বৃষ্টি (ঘাস)।	৩৬৪ জাল
৪১১	(أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا عُدَّ وَمَا حُمِدَ). আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে সেটি যাতে তাঁর দাসত্ব করা ...	৩৬৫ ভিত্তিহীন
৪১২	(مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ ... যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে; তা তার জন্য দু'বছরের কাফ্ফারা ...	৩৬৫ জাল
৪১৩	(مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمَحْرَمِ؛ قَلَّ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً). যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে এক দিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতি ...	৩৬৬ জাল
৪১৪	(مَا أَوْتِيَ قَوْمٌ الْمَنْطِقَ؛ إِلَّا مَيَّعُوا الْعَمَلَ). যে সম্প্রদায়কেই তর্কশাস্ত্র দেয়া হয়েছে; তাদেরকে কর্ম (এবাদাত) হতে ...	৩৬৭ ভিত্তিহীন
৪১৫	(مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُتْلَى فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ صَلَّى اللَّهُ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে সেই সূরা পাঠ করবে যাতে আলু ইমরানের ...	৩৬৭ জাল
৪১৬	(اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّنِينِ). চীন দেশে গিয়ে হলও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।	৩৬৮ বাতিল
৪১৭	(رَبُّ مَطْمٍ حُرُوفٍ أَبِي جَادٍ دَارِسٍ فِي النُّجُومِ؛ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ... কোন কোন আবজাদ অক্ষরের শিক্ষক হয় নক্ষত্র গণনাকারী। তার জন্য ...	৩৬৯ জাল
৪১৮	(اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرْقَةٌ الْأَنْبِيَاءِ). গমের সাথে গোশত নাবীগণের ঝোল।	৩৬৯ নিতান্তই দুর্বল
৪১৯	(إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُعْتَمِدَ إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقَرَّةِ ذَلِكَ ... আলেম এবং শিক্ষার্থী যখন কোন গ্রামকে অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ সেই ...	৩৭০ ভিত্তিহীন
৪২০	(إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أَلْهَمْتُمْ فِيهِ الْعَمَلَ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُلْهَمُونَ الْجَنَلَ). তোমরা এমন যুগে আছ যাতে তোমাদেরকে আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ...	৩৭০ ভিত্তিহীন
৪২১	(مَنْ مَكَتَ بِالشَّعْرِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَقٌ). যে ব্যক্তি কবিতা দ্বারা উদাহরণ দিবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন ...	৩৭০ দুর্বল
৪২২	(مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ؛ وَرَكَعَ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ). যে ব্যক্তি কিছু জেনে সে মাফিক আমল করল, আল্লাহ তাকে অধিকারী ...	৩৭১ জাল
৪২৩	(وَمَنْ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيْمَمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً؛ ثُمَّ يَقْتَصِمُ لِلصَّلَاةِ ... ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়ামুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াস্ত) সালাত আদায় করা ...	৩৭১ জাল
৪২৪	(لَا بَأْسَ أَنْ يُلْقِبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَيَنْتَظِرُ إِلَيْهَا؛ ... কোন ব্যক্তি দাসীকে ক্রয় করার ইচ্ছায় তার লজ্জাহীন ব্যাভীত উদ্ভিগে ...	৩৭২ জাল
৪২৫	(مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ، إِذَا احْتَضَرَ، فَرَمَى بِصُورِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ ... গরীবের [বিদেশে অবস্থানকারী] মৃত্যু হচ্ছে শাহাদাত। যখন মৃত্যুকে ...	৩৭৩ জাল
৪২৬	(لَوْلَا مَا طَبَعَ الرُّكْنَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا، وَأَيْدِي الظُّلْمَةِ ... রুকুনটি (হাযরে আসওয়াদটি) যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা, তার নাপাকী, ...	৩৭৪ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৪২৭	(مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبِلَ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، ...) যে ব্যক্তি সব কিছুর পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এবং সব কিছুর পরে...	৩৭৫ জাল
৪২৮	(الْبَيْتُ فَاطِمَةُ؛ حُوزَاءُ أَمِيَّةٍ، لَمْ تَحْضُ، وَلَمْ تَطْمِثْ، وَيَمَّا سَمَّاها فَاطِمَةَ. আমার মেয়ে কাতোমা মাটির পরী। সে হয়েছে হাওয়াও হয় না এবং নেফাসধারীও ..	৩৭৬ জাল
৪২৯	(كَانَ لَا يَرَى بِالْمُهَيِّمِينَ لِلْمُحْرَمِ بِلَاسًا). তিনি চিন্তাশীলদের সাথে মুহুরেমের কোন সমস্যা দেখতেন না।	৩৭৭ জাল
৪৩০	(شَتَرُوهُنَّ - يَغْيِي: النِّسَاءَ - وَخَالِفُوهُنَّ). তোমরা মহিলাদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধীতা কর।	৩৭৭ ভিত্তিহীন
৪৩১	(اسْتَوْصُوا بِالْمَعْرِي خَيْرًا؛ فَإِنَّهَا مَالٌ رَقِيقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَحَبٌ ...) তোমরা উত্তম অসিয়ত গ্রহণ কর ছাগল দ্বারা। কারণ তা হচ্ছে সাধের...	৩৭৮ জাল
৪৩২	(نَهَى عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ). তিনি (স্বামী+স্ত্রী) আমোদ প্রমোদ করার পূর্বে একে অপরে সরাসরি ...	৩৭৮ জাল
৪৩৩	(يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ سِوَمَا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمْ). কিয়ামতের দিন লোকদেরকে ডাকা হবে তাদের মায়াদের পরিচয়ে ...	৩৭৯ জাল
৪৩৪	(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ؛ سِوَمَا مِنْهُ عَلَى ...) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকবেন; ...	৩৭৯ জাল
৪৩৫	(طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ). নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।	৩৮০ জাল
৪৩৬	(هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ). পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।	৩৮১ দুর্বল
৪৩৭	(مَنْ وَلِيَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، فَلَمْ يَسْمُ أَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا؛ فَقَدْ جَهِلَ). যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো অতঃপর সে তাদের একজনেরও ...	৩৮২ জাল
৪৩৮	(مِثْلُ اصْنَابِي مِثْلُ الْجُوزِ، مَنْ أَتَى شَيْءًا مِنْهَا اهْتَدَى). আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন (তারা) নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে...	৩৮৩ জাল
৪৩৯	(يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَنْتَى مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى ...) হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে ...	৩৮৩ জাল
৪৪০	(حَسَنُ الْخَلْقِ يُذْنِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذْنِبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ، وَإِنَّ الْخَلْقَ السَّوْءَ. সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে..	৩৮৪ নিম্নতম দুর্বল
৪৪১	(الْخَلْقُ الْحَسَنُ يُذْنِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُذْنِبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخَلْقُ السَّوْءُ সচ্চরিত্র গুনাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে পানি বরফকে ...	৩৮৫ নিম্নতম দুর্বল
৪৪২	(إِنَّ حَسَنَ الْخَلْقِ لَيُذْنِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذْنِبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ). সচ্চরিত্র গুনাহকে গলিয়ে ফেলে যেমননি ভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে ফেলে।	৩৮৬ নিম্নতম দুর্বল
৪৪৩	(إِلَّا إِلَهَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ الذُّبَابِ تَمُوتُ فِي جَوْهَا، قَالَ اللَّهُ فِي . সাবধান! মাছির সাদৃশ ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না ...	৩৮৬ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৪৪৪	(كَانَ إِبْنُ سُلَيْمٍ أَوَّلُ مَنْ نَاحَ، وَلَوْ مِنْ نَحْنِ). সর্ব প্রথম ইবলিস ক্রন্দন করে এবং সর্ব প্রথম সেই গান করে।	৩৮৭ ভিত্তিহীন
৪৪৫	(مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ؛ كَلَّتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالْأَرْضُ فِرَاشَهُ)... যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা চাইবে, আসমান তার ছায়া ছায়া স্বরূপ	৩৮৭ জাল
৪৪৬	(أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالْفَضْلِ الْمَلَائِكَةِ؛ جِزْرِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْفَضْلُ الثَّيِّبِينَ أَمْ... আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দিব না সর্বোত্তম কেরেশতা সম্পর্কে তিনি ...	৩৮৮ জাল
৪৪৭	(يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَيْدٌ جَهْلٌ، وَقُرَاءٌ فَسَقَةٌ). শেষ যামানায় জাহেল (অজ্ঞ) আবেদ এবং ফাসেক ক্বারীদের সমারহ ঘটবে।	৩৮৮ জাল
৪৪৮	(لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ (أَوْ قَالُ: أُمَّتِي) يَخْزِرُ مَا لَمْ يَخْشَوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ ... এ উম্মাত (অথবা বলেন : আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে	৩৮৯ দুর্বল
৪৪৯	(حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ... মসজিদের নিকটে রসূল (ﷺ) যখন দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর নিকট ...	৩৯০ দুর্বল
৪৫০	(لَوْ اعْتَقَدَ لَحْنُكُمْ بِحُجْرٍ؛ لَنَقَعَهُ). কোন পাথরের উপর তোমাদের কেউ যদি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে তা ...	৩৯০ জাল
৪৫১	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ شَيْءٌ فِيهِ فَضِيلَةٌ، فَلَاخَذَ بِهِ إِيْمَانًا بِهِ، وَرَجَاءً ثَوَابِهِ... যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ নিকট হতে এমন কিছু পৌছবে যাতে ফযীলত ...	৩৯১ জাল
৪৫২	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضْلٌ، فَلَاخَذَ بِكَ الْفَضْلِ الَّذِي بَلَغَهُ؛ أَخْطَاهُ اللَّهُ ... যার কাছে আল্লাহর নিকট হতে ফযীলতের কোন কিছু পৌছল। অতঃপর...	৩৯৩ জাল
৪৫৩	(مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ، فَلَمْ يُصْنَقْ بِهَا؛ لَمْ يَكُنْهَا). যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে কোন ফযীলত পৌছল, ...	৩৯৪ জাল
৪৫৪	(إِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ... তোমরা যখন সালাত আদায় করবে, তখন তোমরা বল : সুবহানাঈলাহ ...	৩৯৪ দুর্বল
৪৫৫	(الرَّجُلُ الصَّالِحُ يَلْتَمِسُ بِالْخَيْرِ الصَّالِحِ، وَالرَّجُلُ السَّوْءُ يَلْتَمِسُ بِالْخَيْرِ السَّوْءِ) সৎ ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে আসে আর মন্দ ব্যক্তি দুঃসংবাদ নিয়ে আসে।	৩৯৫ জাল
৪৫৬	(إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللَّهُ نَرِيْنَهَا عَلَى النَّارِ). ফাতিমা তার লজ্জাহানকে পবিত্র রেখেছে, ফলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে ...	৩৯৬ নিতান্তই দুর্বল
৪৫৭	(إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُتَوَكِّلٍ بِغَيْرِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) وَلَا وَلَدَهَا). অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে (অর্থাৎ ফাতিমাকে (ﷺ) শান্তি দিবেন না এবং ...	৩৯৭ দুর্বল
৪৫৮	(دِيَةٌ نَفْسِي دِيَةٌ مُسْلِمٍ)... জিম্মির দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।	৩৯৮ মুনকার
৪৫৯	(صَامَ نُوْحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّهْرَ؛ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الضَّحَى). (ব্রহ্মদূত) ফিতর এবং যুহার (কুরবানী) দিন বাদ দিয়ে নূহ (আঃ) সারা বছর ...	৪০৪ দুর্বল
৪৬০	(أَنَا أَوَّلُ مَنْ وَفَى بِدَمِيهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرَ بِقَتْلِ ... যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ ...	৪০৪ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৬১	(النِّسَاءُ لَعَبٌ فَتَخَيَّرُوا). নারীরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব তোমরা তাদের বাছাই করে নাও।	৪০৭ মুনকার
৪৬২	(إِنَّمَا النِّسَاءُ لَعَبٌ، فَمَنْ لَئِذَا لَعِبَةٍ؛ فَلْيُخْصِنَهَا، أَوْ فَلْيُخْصِنَهَا). মেয়েরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব যে ব্যক্তি খেলনা গ্রহণ করবে, ...	৪০৮ দুর্বল
৪৬৩	(فِيمَا سَقَتْ النِّسَاءُ الْعُثْرُ، وَفِيمَا سَقَى يَنْفُحُ لَوْ غَرِبَ نِصْفُ الْعُثْرِ). আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শয্যে দশমাংশ...	৪০৮ জাল
৪৬৪	(الْإِيمَانُ مَثْبُتٌ فِي الْقَلْبِ كَلَجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَرِثْلُهُ وَتَقْصَةُ كَفَرٍ). ঈমান অন্তরে স্থায়ী পর্বতমালায় ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তার বৃদ্ধি ও কমে যাওয়া...	৪১০ জাল
৪৬৫	(إِنْ لَعِبَ إِسْمَاعِيلُ كَانَتْ فَدُ نَرَسَتْ، فَتَلَفِي بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفِظَهَا). ইসমাইলের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। আমার নিকট জিবরীল তা নিয়ে ...	৪১০ দুর্বল
৪৬৬	(عُلَمَاءُ أُمَّيْ كَاتِبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ). আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।	৪১১ ভিত্তিহীন
৪৬৭	(مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَشْرِينَ رُكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي ...) যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাক'য়াত সালাত আদায় ...	৪১১ জাল
৪৬৮	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رُكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قِيلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ؛ غَيْرَ لَهُ بِهَا ثَوْبٌ ...) যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাক'য়াত সালাত আদায়...	৪১২ নিভাতই দুর্বল
৪৬৯	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رُكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسَوْءٍ ...) যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাক'য়াত সালাত আদায় করবে এমনভাবেই...	৪১২ নিভাতই দুর্বল
৪৭০	(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ فَمٍ سَائِلٌ). প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওষু করতে হবে।	৪১৩ দুর্বল
৪৭১	(أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْبَلَاءِ سُلْطَانًا عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُؤْمِنِ). আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার শরীফে বিপদের উদ্দেশ্যে কোন ...	৪১৪ জাল
৪৭২	(الدِّينُ شَيْنٌ الدِّينِ). ঈশ্ব হচ্চে ধর্মের অপমান স্বরূপ।	৪১৫ জাল
৪৭৩	(الدِّينُ رَأْيَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْزِلَ عَبْدًا وَضَعَهُ فِي عَقِبِهِ) ঈশ্ব হচ্চে যমীনের মধ্যে আল্লাহর বাজা। যখন আল্লাহ কাউকে বেইজ্ঞত ...	৪১৬ জাল
৪৭৪	(الدِّينُ يَنْقُصُ مِنَ الدِّينِ وَالْحَسْبُ). ঈশ্ব ধর্ম ও বংশ মর্যাদাতে ক্রটি আনয়ন করে।	৪১৭ জাল
৪৭৫	(السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ هُدًى، وَمَنْ غَشَاهُ ضَلٌّ). বাদশা হচ্ছে আল্লাহর যমীনে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসিহত করবে, ...	৪১৭ জাল
৪৭৬	(مَنْ قَرَأَ رُبْعَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوْتِيَ رُبْعَ النَّبُوَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ...) যে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক চতুর্থাংশ নবুওয়াত ...	৪১৮ জাল
৪৭৭	(كَثْرَةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَمُتُّ الْعَيْلَةَ). বেশী বেশী হজ্জ ও উমরা পালন পরিবারকে নিবিদ্ধ করে দেয়।	৪১৯ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৭৮	(لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَرَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ... হজ্জ অথবা উমরাকারী অথবা আদ্বাহর পথের যুদ্ধকারী ছাড়া কেউ ...	৪২০ মুনকার
৪৭৯	(لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا غَرَّ أَوْ حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ). যোদ্ধা বা হজ্জ বা উমরাকারী ছাড়া কেউ সমুদ্র ভ্রমণ করবে না।	৪২১ মুনকার
৪৮০	(مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ؛ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম ...	৩২১ নিম্নবর্তী দুর্বল
৪৮১	(أَكَلَ الشَّمْرَ أَمَانٌ مِنَ الْفُلُوحِ). উদ্ভিত বিশেষ খাওয়া নিরাপত্তা দেয় কুলোনজ রোগ হতে।	৪২২ জাল
৪৮২	(غَسَلَ الْقَمِيْنِ بِالمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَامِ أَمَانٌ مِنَ الصَّدَاعِ). বাথরুম হতে বের হওয়ার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে দু' পা ধোত করলে মাথা ...	৪২৩ জাল
৪৮৩	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ). নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক চিন্তিত হৃদয়কে ভালবাসেন।	৪২৩ দুর্বল
৪৮৪	(إِنَّ مِنَ الْمُتَكَلِّفِ أَنْ يَنْتَرِ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَشْيِيًّا، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَشْيِيًّا). কোন ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ পালন করার নয়র মানলে তা মুসলার অন্তর্ভুক্ত। ...	৪২৪ দুর্বল
৪৮৫	(مَنْ خَافَ اللَّهَ خَوْفَ اللَّهِ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ، خَوْفَهُ اللَّهُ ... যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার থেকে সব কিছুকেই ভয় ...	৪২৫ মুনকার
৪৮৬	(مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَنَّفُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا ... আহলে বাইতের কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করার পরে তারা তার পক্ষ হতে ...	৪২৫ জাল
৪৮৭	(مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ أَنْ يَخْشَوْهُ ... তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম পিতা মাতার পক্ষ হতে আল্লাহর ...	৪২৬ দুর্বল
৪৮৮	(هَرُوا غَرِيْبِكُمْ، بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ). তোমরা তোমাদের প্রজাদেরকে উৎসাহ প্রদান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ...	৪২৭ ভিত্তিহীন
৪৮৯	(إِذَا اشْتَدَّ كَلْبُ الْجُوعِ؛ فَطَلِكْ بِرَغِيْفٍ وَجَرٍ مِنْ مَاءِ الْفَرَّاحِ، وَقُلْ: ... যখন ক্ষুধার রোগ প্রচণ্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো কুটি গ্রহণ করবে, ...	৪২৭ জাল
৪৯০	(يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقَةُ! إِنَّا نَسْتَعِيْظُكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، ... হে আবু হুরাইরাহ! যখন ক্ষুধা প্রচণ্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো কুটি ...	৪২৮ দুর্বল
৪৯১	(نَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرَطِ). তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।	৪২৮ নিম্নবর্তী দুর্বল
৪৯২	(يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقَةُ! إِنَّا نَسْتَعِيْظُكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، ... তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ আল্লাহ ...	৪৩১ নিম্নবর্তী দুর্বল
৪৯৩	(يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقَةُ! إِنَّا نَسْتَعِيْظُكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، ... তিনি তিনজন করে পত্তর (পিঠে) উপর আরোহন করতে নিষেধ করেছেন।	৪৩১ দুর্বল
৪৯৪	(يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقَةُ! إِنَّا نَسْتَعِيْظُكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، ... বহু আবেদন আছে যারা অজ্ঞ, বহু আলেম আছে যারা পাপাচারী। অতএব ...	৪৩২ জাল
৪৯৫	(مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَشْيِيًّا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ؛ كُتِبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ ... যে ব্যক্তি মক্কা হতে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে মক্কা ফিরে আসা পর্যন্ত ...	৪৩৩ নিম্নবর্তী দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৯৬	(إِنَّ الْحَاجَّ لِلرَّكِبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً، ... নিচয় আরোহন করে আগত হাজীর বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপ সত্তরটি...	৪৩৪ দুর্বল
৪৯৭	(الْمَشِيَّيْ أَجْرُ سَبْعِينَ حَجَّةً، وَلِلرَّكِبِ أَجْرُ ثَلَاثِينَ حَجَّةً). পায়ে হেঁটে আগত হজ্জকারীর জন্য সত্তরটি হজ্জের সাওয়াব। আর আরোহন ...	৪৩৫ জালি
৪৯৮	(صَلِّمَ رَمَضَانَ فِي السَّيْرِ كَالْمَقْطَرِ فِي الْحَضَرِ). যে ব্যক্তি সফরে রমায়ান মাসে সওম রাখে সে মুকিম অবস্থায় ইফতার ...	৪৩৬ মুনকার
৪৯৯	(الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ). ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আর বিশ্বাস হচ্ছে পুরো ঈমান।	৪৩৭ মুনকার
৫০০	(لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ نَفْيَاهُ لِأَخِيَرَتِهِ، وَلَا أَخْرَجَهُ لِنَفْيَاهُ، حَتَّى يُصِيبَ ... তোমাদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি নয় যে তার আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে ...	৪৩৭ বাতিল

বহুল প্রচলিত হাদীসের সূচী

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৪	(الْحَبِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ فَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيشَ). মসজিদের মধ্যে কথপোকথন পূণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে ...	৬৫ ভিত্তিহীন
১১	(إِنَّمَا بُعِثَ مُطْمَأَنَّ). আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী হিসাবে।	৬৯ য'ঈফ
১৬	(صَيِّفَانِ مِنْ أُمَّيٍّ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ: الْأَمْرَاءُ وَ الْفُقَهَاءُ)... আমার উম্মাতের দু' শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন মানুষ ...	৭২ জাল
১৭	(مَنْ أَتَّيَّبَ وَهُوَ يَضْحَكُ، نَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي). যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে ...	৭২ জাল
২২	(تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنْ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ). তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর, কারণ আমার সত্তা আলাহর কাছে মহান	৭৬ ভিত্তিহীন
২৪	(مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ .. যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ ...	৭৮ দুর্বল
২৫	(لَمَّا اقْتَرَبَ أَمُّ الْخَطِيئَةِ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ). আদম (আ:) গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন : হে আমার প্রভু!	৮০ জাল
৩৫	(مَنْ لَأَن فُلَيْحِمُ). যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।	৮৮ ভিত্তিহীন
৩৬	(حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ). দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।	৮৯ জাল
৩৮	(مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ظَهَرَتْ بِتَأْيِئِ الْجَنَّةِ عَلَى لِسَانِهِ). যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আদ্বাহর উদ্দেশ্যে নিদিষ্ট করবে, তার ভাষায় ...	৮৯ দুর্বল
৩৯	(مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَخُلِّيسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ). যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমায়ে, তার জ্ঞান হিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে ...	৯০ দুর্বল
৪৩	(شَهْرُ رَمَضَانَ مَقْلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْقُعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا ... আসমান এবং যমীনের মাঝে রমায়ান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে ঝাকাতুল ...	৯৩ দুর্বল
৪৪	(مَنْ أَخَذْتُ وَكَمْ يَتَوَضَّأُ، فَقَدْ جَقَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَكَمْ يَصَلُّ، فَقَدْ ... যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযু করল না সে আমার সাথে ...	৯৩ জাল
৪৫	(مَنْ حَجَّ الْبَيْتِ، وَكَمْ يَزُرُّنِي فَقَدْ جَقَانِي). যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, ...	৯৪ জাল
৪৬	(مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، نَخَلَ الْجَنَّةَ). যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্রাহীমকে একই বছরে যিয়ারত ...	৯৪ জাল
৪৭	(مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي). যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত ...	৯৫ জাল
৪৯	(مَنْ زَارَ قَبْرَ آبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًا). যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর ...	৯৭ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০	(مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ (يَس)؛ غُفِرَ لَهُ ...) যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে বিয়ারত ...	৯৮ জাল
৫১	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَّقِيَ آبَا الْعِيَالِ). বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সং মু'মিন বান্দাকে আলাহ ভালবাসেন।	১০০ দুর্বল
৫৬	(لَوْلَا النِّسَاءُ؛ لَعُدَّ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا). যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আলাহর ইবাদাত করা হত।	১০৫ জাল
৫৭	(اِخْتِلَافٌ أَمْنِي رَحْمَةً). আমার উম্মাতের মতভেদ রহমত স্বরূপ।	১০৬ ভিত্তিহীন
৫৮	(أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ، بَأَيُّهُمْ أَقْدَبُكُمْ؛ أَهْتَدَيْتُمْ). আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের ...	১০৮ জাল
৫৯	(مَهْمَا أَوْتَيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَاعْمَلُوا بِهِ لَا تَعْرِ لِبَحْثِكُمْ فِي ثَرْكِهِ، فَإِنْ ...) যখনই তোমরা কিতাবুলাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর আমল...	১০৯ জাল
৬০	(سَأَلْتُ رَبِّي فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَغْيِي، فَأَوْخَى اللَّهُ إِلَيَّ: ...) আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাহাবীগণ মতভেদ করেছে, সে ...	১১০ জাল
৬১	(إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ، فَأَيُّهُمْ أَكْثَرُ بِقَوْلِهِ؛ أَهْتَدَيْتُمْ). অবশ্যই আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো...	১১১ জাল
৬২	(أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ، بَأَيُّهُمْ أَقْدَبُكُمْ؛ أَهْتَدَيْتُمْ). আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের ...	১১২ জাল
৬৬	(مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ). যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।	১১৯ ভিত্তিহীন
৬৯	(مَنْحَ الرُّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْقَتْلِ). গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া হতে।	১২০ জাল
৭২	(أَتَيْتُ رَبِّي فَأَخْضَنَ ثَابِيئِي). আলাহ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার ...	১২৩ দুর্বল
৭৩	(مَنْحَ الْعَيْنَيْنِ بَيَاطُنِ أَمَلَتِي السَّبَابَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤْتَن: أَشْهَدُ أَنَا ...) যে ব্যক্তি ভজুনি অংশুলি দু'টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুয়ায্বিন কর্তৃক আশ-...	১২৩ সহীহ নয়
৭৭	(لَا مَهْدِي إِلَّا عَيْسَى). একমাত্র ঈসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।	১২৫ মুনকার
৭৮	(سُورُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءً). মু'মিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে আরোগ্য।	১২৫ ভিত্তিহীন
৭৯	(مِنْ التَّوَضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُورِ ...) কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নব্বতর অন্তর্ভুক্ত। ...	১২৬ জাল
৮৭	(إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمُبِيرُ؛ فَلَا صَلَاةَ، وَلَا كَلَامَ). খতীব যখন মিথ্যারে উঠে যাবে; তার পর কোন সলাতও নেই, কোন কথাও...	১৩৫ বাতিল
৯৫	(الْثَّابِتُ حَبِيبُ اللَّهِ). তাওবাকারী আদ্বাহর বন্ধু।	১৪৩ ভিত্তিহীন

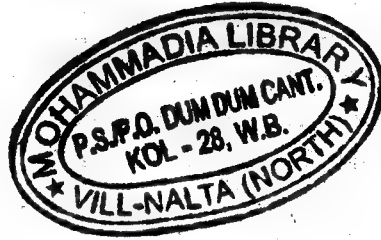
হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৮	(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يَقْنِي شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). নিশ্চয় আল্লাহ সেই যুবককে ভালবাসেন যে তার যৌবন কালকে আল্লাহর ...	১৪৪ জাল
১০০	(حَسَنَاتُ الْبِرِّ سِتُّ مِائَاتٍ الْمَقْرِيْنِ). সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জনকারীগণের মন্দ কর্ম।	১৪৫ বাতিল
১২৬	(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ ثَوْبَةٌ؛ إِلَّا صَاحِبُ سَوْءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَبُّ مِنْ ... অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন ওনাহ নেই যার জন্য ...	১৬৩ জাল
১২৭	(صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَغْلِي خُمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجُمُعَةٌ ... পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত ...	১৬৪ জাল
১২৮	(رَكَعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكَعَةً بِلا عِمَامَةٍ). পাগড়ী সহ দু' রাক'আত সলাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর ...	১৬৪ জাল
১৩৪	(ثَلَاثَةٌ يَزْنِي فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخَضِرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ ... তিনটি বস্তৃ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে: সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার ...	১৬৯ জাল
১৩৫	(إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَاتِهِ؛ فَصَلُّوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ ... যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, ...	১৭০ দুর্বল
১৪০	(الزَّيَّا يُوْرُثُ الْفَقْرَ). ব্যভিচার (যেনা) দুরিদ্রতার অধিকারী করে।	১৭৪ বাতিল
১৪১	(يَاكُمُ وَالزَّيْنُ؛ فَإِنَّ فِيهِ سِتُّ خُصَالٍ؛ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ، ... তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি ঋশালত ...	১৭৪ জাল
১৪৭	(تَزَوَّجُوا وَلَا تَطْلُقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে	১৭৮ জাল
১৪৮	(تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدَرِ الدَّرْهِمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَقَطٍ: ... (কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে ...	১৭৯ জাল
১৪৯	(الدَّمُ مِقْدَارُ الدَّرْهِمِ؛ يُفْضَلُ، وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ). রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে ...	১৮০ জাল
১৫৪	(السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنْ ... দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী ...	১৮৩ নিজস্বই দুর্বল
১৫৮	(اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كسما بيدينا). এক দিনারের বিনিময়ে এক গাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর ...	১৮৬ জাল
১৬০	(أحبوا العرب لثلاث؛ لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة ... আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। ...	১৮৭ জাল
১৬১	(أنا عربي، والقرآن عربي، وللسان أهل الجنة عربي). আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।	১৮৯ জাল
১৬৮	(بركة الطعام الوضوء قبله وبعده). খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে উযু করাতে।	১৯৫ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
১৬৯	(إِنْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنْ قَلْبَ الْقُرْآنِ (يس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكُنَّا قَرَأَ ... প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ...	১৯৬ জাল
১৭০	(إِنْ أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَهْبِطْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْارْضِ قَالَتْ ... আলাহ তা'আলা যখন আদম (আ:) কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা	১৯৭ বাতিল
১৭২	(قَالَ اللَّهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! إِنْ لِي فِي الْارْضِ بَيْتًا، فَبَيْتِي دَاوُدُ ... আলাহ তা'আলা দাউদকে বললেনঃ হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে ...	২০০ জাল
১৮৩	(لَا صَلَاةَ لِجَنَّةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।	২০৮ দুর্বল
১৯১	(الْجُمُعَةُ حَجٌّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَسْكِينِ). জুম'আহ হচ্ছে ফকিরদের হজ্জ, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্জ।	২১৪ জাল
১৯২	(النَّجَاحُ عَمَّ فَقَرَاءِ أَمِّي، وَالْجُمُعَةُ حَجٌّ فَقَرَاءِ). মুরোগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল আর জুম'আহ হচ্ছে ...	২১৫ জাল
১৯৩	(مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ حَقَّةٌ لِحَيْثِهِ). পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।	২১৫ জাল
১৯৫	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ لَوْ جَارِيَتَهُ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَبَيْنَ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; ...	২১৮ জাল
১৯৬	(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَصَى، وَلَا يُكْثِرُ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সঙ্গম করবে, তখন গুণ্ডাদের দিকে ...	২১৯ জাল
২০৩	(مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدِ قَبْرِي؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَافِيًا؛ وَكُلُّ يَهَا ... যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ ...	২২৫ জাল
২০৪	(مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِي، وَعَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي ... যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর যিয়ারত করবে, একটি ...	২২৬ জাল
২০৭	(أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ .. 'আরাকার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম।	২২৮ বাতিল
২০৯	(حَلَّتْ شِقَاقِي لِأَمِّي؛ إِلَّا صَاحِبَ بَدْعَةٍ). একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ ...	২৩০ মুনকার
২১৫	(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً؛ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দুরুদ পাঠ করবে; ...	২৩৪ জাল
২১৮	(مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, ফেরেশতারা ...	২৩৬ দুর্বল
২২৬	(تَحَنَّنُوا بِالْعَفِيقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ). তোমরা আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।	২৪২ জাল
২২৭	(تَحَنَّنُوا بِالْعَفِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ). তোমরা 'আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দূরিত্ব ...	২৪৩ জাল
২৩৯	(تَهَى أَنْ يَقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرْفَعَ). যতক্ষণ না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষণ তিনি খাদ্য ...	২৫১ নিজাই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
২৫০	(كَانَ إِذَا تَغَدَّى؛ لَمْ يَتَغَشَّ، وَإِذَا تَغَشَّى؛ لَمْ يَتَغَدَّ). তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর ...	২৫৪ দূর্বল
২৫৩	(صُومُوا تَصِحُّوا). তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।	২৫৬ দূর্বল
২৫৮	(إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ). নিশ্চয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত ...	২৫৯ জাল
২৭৮	(الْعِلْمُ خَزَائِنٌ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوا بِرَحْمَتِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ...) জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। ...	২৭৩ জাল
২৮২	(لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ). আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।	২৭৬ জাল
২৮৬	(فَدَأَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْبَيْتَ لَفَ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رَجُلَيْهِ...) আদম (আ:) পায়ে হেঁটে ইন্ডিয়া হতে এক হাজারবার এ ঘরের নিকট ...	২৭৯ নিজস্ব দূর্বল
২৮৮	(كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ عَرْضِهَا وَطَوْلِهَا). তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রস্থ) এবং দৈর্ঘ্যের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাট ...	২৮০ জাল
২৮৯	(مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبهْ فَاقَةٌ أَبَدًا). যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াক্‌ফা'হ পাঠ করবে, তাকে কখনও ...	২৮১ দূর্বল
২৯৫	(مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مِائَتِي مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ثُلُوبٌ مِائَتِي سَنَةٍ). যে ব্যক্তি কুল-হু আলাহ আহাদ সূরা দু'শত বার পাঠ করবে, তার দু'শত ...	২৮৬ মুনকার
২৯৭	(إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَثْرِكُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ). নিশ্চয় আলাহ কোন মুসলিমকে জুমআর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।	২৮৭ জাল
৩০২	(كُنْتُ نَبِيًّا وَأَمَّ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ). আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন।	২৯২ জাল
৩০৩	(كُنْتُ نَبِيًّا وَلَا أَمَّ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ). যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।	২৯২ জাল
৩১৪	(إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَهَمَّ بِهَا، قَطَعَ عَلَى بَيْتِي...) দাউদ (আ:) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা ...	২৯৯ বাতিল
৩২১	(مَنْ وَلِيَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَلَانَ فِي أَلْنِيهِ الْيَمْنَى، وَأَقَامَ فِي أَلْنِيهِ الْيُسْرَى؛ ...) যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূষ্টি হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং ...	৩০৩ জাল
৩২৬	(مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي؛ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ...	৩০৬ নিজস্ব দূর্বল
৩২৭	(الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারী ...	৩০৭ দূর্বল
৩৩৯	(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَنِيقًا لِمَلِكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ ...) ইদরীস সালাহ আল্লাহিহ ওয়া সালাম ছিলেন মালাকুল মাওত এর বন্ধু। ...	৩১৬ জাল
৩৬০	(لَا يَجُوزُ الْهَيْبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً). হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।	৩৩১ ভিত্তিহীন

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হকুম
৩৬১	(إِذَا كَانَ الْهَيْبَةُ لِذِي رَحِمٍ، لَمْ يَرْجَعْ فِيهَا). যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়; তাহলে তা ফিরিয়ে ...	৩৩১ মুনকার
৩৬৪	(مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بِرَاءَةٌ ...) যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চলিশ (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করল এমনভাবে...	৩৩৩ মুনকার
৩৬৭	(خَيْرُ أَمْتِي عَمَلُهَا، خَيْرُ عَمَلِنَا رَحْمَتُهَا، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ لِلْعَالَمِ ...) আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে ..	৩৩৫ বাতিল
৩৮৫	(لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَالِلَ). হারাম কখনও হালালকে (বস্ত্তকে) হারাম বানাতে পারে না।	৩৪৭ দুর্বল
৩৮৭	(مَا لَجَمَعَ الْحَالِلَ وَالْحَرَامَ؛ إِلَّا غَبَّ الْحَرَامَ). হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।	৩৪৮ ভিত্তিহীন
৩৮৮	(لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ يَنْكَاحُ حَالِلَ). হারাম পছা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা...	৩৪৮ বাতিল
৩৯৫	(إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ يَلُوبُّونَ الْجَوَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُونَ ...) জুম'আর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আলাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ...	৩৫২ জাল
৪০৩	(تَزَلَّ أَمُّ الْيَهُودِ، وَاسْتَوَحَّشَ، فَتَزَلَّ جَبْرِيلُ، فَتَذَى بِالْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ ...) আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে ...	৩৫৮ দুর্বল
৪১৬	(اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّغِيرِ). চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।	৩৬৭ বাতিল
৪২৩	(وَمِنَ السُّؤِّ أَنْ لَا يُعْنِيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَقْتِمُ لِلصَّلَاةِ ...) ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করা ...	৩৭১ জাল
৪৩৬	(هَلَكْتَ الرَّجَالُ حِينَ اطَاعَتْ لِلنِّسَاءِ). পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।	৩৮১ দুর্বল
৪৩৮	(مِثْلُ أَصْحَابِي مِثْلُ النُّجُومِ، مَنْ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى). আমার সাহাবীগণ হচ্ছেন (তারা) নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে...	৩৮৩ জাল
৪৩৯	(يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أُنْتَى مِنْ أَرْبَعَةِ بَرُؤٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى ...) হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে ...	৩৮৩ জাল
৪৪৮	(لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أَمْتِي) بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَخْلُؤُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ ...) এ উম্মাত (অথবা বলেনঃ আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে ...	৩৮৯ দুর্বল
৪৫৮	(دِينُهُ نِعْمَى دِينُهُ مُسْلِمٍ). জিমির দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।	৩৯৭ মুনকার
৪৬০	(أَنَا أَوَّلِي مَنْ وَفَى بِنِعْمَتِهِ. قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ ...) যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ ...	৪০৪ মুনকার
৪৬৩	(فِيمَا سَقَتْ الْمَسَاءُ الضُّرُ، وَفِيمَا سَقَى يَنْضَحُ أَوْ غَرِبَ نَصْفُ الضُّرُ; ...) আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শয্যে দশমাংশ...	৪০৮ জাল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৪৬৬	(عَلَمَاءُ أُمِّيِّ كَاتِبِيَاءُ بَنِي إِسْرَاقِيلَ). আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।	৪১১ ভিত্তিহীন
৪৬৭	(مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَشْرِينَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي ...) যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাকাত সালাত আদায় ...	৪১১ জাল
৪৬৮	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ؛ غُفِرَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ ...) যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথ্যা বলার পূর্বেই ছয় রাকাত সালাত আদায়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৬৯	(مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكْتُبْ فِيهَا بَيِّنَاتٍ يَسُوءُ؛ ...) যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাকাত সালাত আদায় করবে এমনভাবে ছয়...	৪১২ নিতান্তই দুর্বল
৪৭০	(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ نَمٍ سَقِيلٌ). প্রত্যেক প্রবাহিত পুনেই (রক্তেই) ওষু করতে হবে।	৪১৩ দুর্বল
৪৭৫	(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ؛ هَدَى، وَمَنْ غَشَى؛ ضَلَّ). বাদশা হচ্ছে আলাহর যমীনে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসিহত করবে, ...	৪১৭ জাল
৪৮০	(مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ؛ كُتِبَ لَهُ بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম ...	৪২১ নিতান্তই দুর্বল
৪৯১	(لَهُي عَنْ بَنِي وَشَرَطُ). তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।	৪২৮ নিতান্তই দুর্বল



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই মহান রাসুল আলামীনের জন্য যিনি তাঁর অশেষ মেহেরবানী
দ্বারা আমাদেরকে
জ্ঞাত

নর অধিকারী মানব জাতি হিসেবে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (سورة الإسراء: ৭০)

অর্থ : “নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি, আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি” (সূরা আল-ইসরা : ৭০)।

অতঃপর দুরূদ পাঠ করছি শেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যার মাধ্যমেই আমরা আলোকিত জীবন লাভ করেছি এবং নিজেদেরকে অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা হতে মুক্ত করে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার বেড়াভাল হতে নিজেদেরকে মুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি। তথাপিও পুনরায় আমাদেরকে সেই অনৈতিক জাহেলী কর্মকাণ্ড এমন ভাবে ইসলামের দোহাই দিয়ে ঘিরে ধরেছে যা আমাদেরকে পৌত্তলিকতার যুগের কাছাকাছি ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছে।

অন্ধভক্তি আর অতিরঞ্জিত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে গিয়ে নাবী (ﷺ)-এর সহীহ সুনাবহকে ছেঁড়ে দিয়ে তার স্ফুটাবিজ্ঞ করছি জাল-য'ঈফ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত তথ্যাবলি হাদীসগুলোকে। এটিই কী জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতির দাবী? আমরা বহু ক্ষেত্রে ভুলভে বসেছি সহীহ সুনাবহকে আর ধরতে বসেছি জাল-য'ঈফের দ্বারা সাব্যস্ত বিদ'আতকে। ভাগ করেছি বিদ'আতে হাসানা (ভাল বিদ'আত) এবং বিদ'আতে সাইয়েয়াহ (মন্দ বিদ'আত) দু'ভাগে অথচ নাবী (ﷺ) বলেছেন : ‘এসবই ভ্রষ্টতা আর এসবই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।’ আমরা একবারও ভেবে দেখছিনা শয়তান আমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চায়। যে আমাদের আকীদাহ-বিশ্বাসে ও ঈমানের মধ্যে ক্রটি বিচ্যুতি ঢুকানোর সুযোগে রয়েছে।

পাঠকবৃন্দ! আমাদেরকে একটি বিষয় ভালভাবে মনে রাখতে হবে নাবী (ﷺ) তাঁর বাণী সমূহের মধ্যে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার কিছুই তিনি নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে বলেননি। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ রসুল আলামীনের নিম্নোক্ত বাণী :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থ : “আর তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়” (সূরা আন-নাজম : ৩-৫)।

অতএব যা কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তার মাঝে জাল বা য'ঈফ সনদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তা দ্বারা অতিরিক্ত কিছু সাব্যস্ত করে নাবী ও আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করার মত ঝুঁকি না নিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করার স্বার্থে সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাই হবে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির জন্যে সত্যিকার জ্ঞানের পরিচায়ক। কারণ যা কিছু শুধুমাত্র য'ঈফ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেটিও নাবী (ﷺ)-এর কথা তা বলা যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا لَكُمْ لِرَسُولٍ فُتُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

অর্থ : “তোমাদের নিকট রসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ কর আর তিনি যা কিছু হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক” (সূরা আল-হাশর : ৭)।

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ سورة الأحزاب: ৩৬

অর্থ : “আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

(সূরা আল-আহযাব : ৩৬)

যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর বাণী এসেছে সেখানে আমাদের স্বাধীনতা নেই। অথচ আমরা ধরে নিচ্ছি ইমাম আমাদের শিরোমণি। এটিই কী আমাদের ঈমানের দাবী? যদি এমনই হয় তবে বিদ'আত বলে সমাজে কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। মিথ্যা বলে প্রমাণ করবেন মিথ্যা কী নাবীর অমীয়া বাণী? “সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর সকল বিদ'আতই নিয়ে যাবে জাহান্নামে।” না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! আমরা আমাদের সমাজের ইসলামী কাজ-কর্মগুলোর দিকে যদি একটু দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব বহু প্রচলিত ইবাদাত, যা প্রকৃত পক্ষে বিদ'আত তার পিছনে জাল ও য'ঈফ নামের তথাকথিত হাদীসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ ধারা ইসলামের স্বর্ণযুগ পরবর্তী দিনগুলো হতে শুরু করে অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে বলা যায় প্রতিটি যুগেই হাদীছ শাস্ত্রের মুহাব্বিক আলেম ও মুহাদ্দিসগণ জাল-য'ঈফ নামের হাদীছগুলোকে চিহ্নিত করতে কথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

নামের ১৫-এর অধিক খণ্ড বিশিষ্ট এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে তিনি পূর্বের সকল মুহাক্কিক মুজতাহিদ মুহাদিস ও বিজ্ঞ আলেমদের মতামতকে সামনে এনে কোন হাদীছটি কেন জাল, কেন য'ঈফ তার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি খণ্ডে ৫০০ টি করে হাদীসের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন। آمীন

আমার মনে হয় এসবের দিকে বর্তমান যুগের দ্বীনী আলেমগণই বেশী মুখাপেক্ষী।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! আমি কেন এ গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্রাজে হাত দিলাম? আপনারা হয়তো এর উত্তর অনেকটা পূর্বোক্ত আলোচনায় পেয়ে গেছেন। তবুও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলেই নয়।

প্রথমত : দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিভিন্ন মাধ্যমে বিশেষ করে স্মারত উপ মহাদেশে ইসলামী সমাজের নিয়ম-নীতিতে বহু বিজাতীয় মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার পিছনে বহুলাংশেই হাত রয়েছে জাল-য'ঈফ হাদীসের। এ কারণে সমাজকে বিদ'আত মুক্ত করণের লক্ষ্যে প্রচলিত বিদ'আতগুলোর উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে যদি আমরা সঠিকভাবে অবগত হতে পারি, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে আমাদের সহজ হবে। এজন্যেই য'ঈফ ও জাল হাদীসের সিরিজটির অনুবাদ ও প্রচার আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : আমরা নাবী (ﷺ)-এর বাণীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব যে, তিনি আমাদেরকে বিদ'আত-এর ব্যাপারে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন। যেমন আমরা সকলেই জানি তিনি বলেছেন : “সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ নাবীর আদর্শ। সর্ব নিকৃষ্ট আমল হচ্ছে নব আবিস্কৃত আমল আর সকল নব আবিস্কৃত আমলই বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই পথ ভ্রষ্টতা আর সকল পথ ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম। (অর্থীঃ জাহান্নামের মাধ্যম)।

অতএব জাল-য'ঈফের উপর নির্ভরশীল বিদ'আত হতে বাঁচার স্বার্থেই আমাদেরকে এরূপ তথাকথিত হাদীছগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

তৃতীয়ত : বিদ'আত এমন একটি কাজ যার সাথে জড়িত থাকলে তাওবাহ নামক পাপ মোচনের অত্যন্ত মূল্যবান ইবাদাতকে বিতাড়িত করা হয়। এ তাওবাহ এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আমরা বড় বড় গুনাহগুলো হতে খুব সহজেই (তাওবার শর্তগুলো পূরণ করে তাওবাহ করলে) পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। অথচ এ বিদ'আত অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তাওবার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। যেমন এর প্রমাণ পাচ্ছি নাবী (ﷺ)-এর বাণীতে :

“لَنْ يَكُفَّ اللَّهُ حُجْبَ الثُّوبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِذَعَةٍ حَتَّى يَذْغَ بِذَعَتِهِ”

অর্থ : “আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদ'আতির বিদ'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন” হাদীছটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। দেখুন

সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৩০ হা : নং ৫৪) এবং সিলসিলাতুস সাহীহাহ (হা : নং ১৬২০)।

চতুর্থত : পাঠকবৃন্দ! আপনারা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন যে, শিকের চেয়েও বিদ'আত বেশী ঘৃণিত পাপ। কারণ শিকের সাথে জড়িত ব্যক্তি তাওবাহ করলে তার তাওবাহ গৃহীত হয়। কিন্তু অন্য যে কোন বড় গুনাহ হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিদ'আতির তাওবাহ বিদ'আত হতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত হয় না। যার প্রমাণ উপরোক্ত হাদীছটি।

অতএব যে কোন ধরনের ইবাদাতের ক্ষেত্রে তার উপর আমল শুরু করার পূর্বেই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী যা করতে উদ্যত হয়েছেন তা সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত করা উচিত নয়। অন্যথায় আল্লাহ না করুন জাল-য'ঈফ হাদীছকে আমলে এনে নিজেদের জন্য মহা বিপদ ডেকে আনতে পারি। আর সেটি হচ্ছে তাওবার পথকে বন্ধ করে ফেলা। অতএব সাবধানতার কোন বিকল্প নেই।

ফযীলতের ক্ষেত্রে হোক আর অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হোক সে সব ক্ষেত্রে সহীহ দলীলের কোন প্রকার কমতি ঘটেনি যে আপনাদেরকে ও আমাদেরকে জাল ও য'ঈফ হাদীসের উপর আমল করা জরুরী হয়ে পড়েছে এবং আমল না করলেই নয়। এমনটি ভাবা কোন বিবেকবান লোকের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। কারণ সহীহ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতগুলোর পরিমাণ এতই বেশী যে সে সবগুলোর উপর কোন ব্যক্তির পক্ষেই আমল করে শেষ করা সম্ভব হয় না। তাহলে য'ঈফের উপর আমল করার মত তার সময় কোথায়? আল্লাহর দেয়া বিবেক দিয়ে একটু ভেবে দেখুন।

য'ঈফ ও জাল হাদীসের অত্যন্ত ঘৃণিত ও মন্দ দিক হচ্ছে এই যে, যা বান্দাদের উপর ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিব করে দেয়। এর প্রমাণ বইটি পড়লেই পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! সবার জন্য সহজবোধ্য ভাষায় বইটিতে সহজ সরল ভাষায় প্রতিটি বিষয়কে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কঠিন সক্ষম হয়েছি তা আপনাদের বিচারেই প্রমাণিত হবে। এছাড়া যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি নির্ভুল ভাবে তথ্যাদিগুলোকে উপস্থাপন করতে। তার পরেও ভুল যে ক্ষমনি তা বলা মুশকিল। অতএব যে কোন ধরনের ভুলের জন্য আমাকে অবহিত করলে বড়ই উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

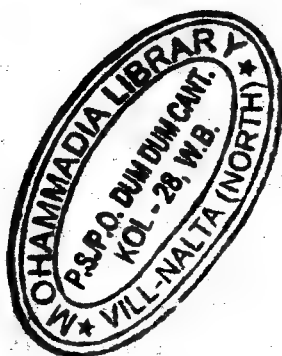
আশা করি আপনারা শুনে খুশি হবেন। আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও দ্রুত গতিতে চলছে এবং অনেকটা শেষের পথে। আল্লাহ চাহলে আতিসস্তর সেটিও প্রকাশ করতে সক্ষম হবো। আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এ খিদমাত অব্যাহত রাখার তাওফীক দান করেন।

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞ সেই সব সম্মানিত ধীনি ভাইদের নিকট যারা সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে :

- শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী, রাজশাহী (সউদী যাব'উস)।
- শাইখ আ, ন, ম রাশীদ আহমাদ (ধর্ম বিষয়ক অফিস সউদী দূতাবাস)।
- শাইখ মুশাররাফ হুসাইন আকন্দ (দাঈ আর, আই, এইচ, এস)।
- শাইখ এনামুল হক (প্রভাষক, উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউট, উত্তরা-ঢাকা)।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মাস'উদ (কর্মকর্তা দাও : বিভাগ আর, আই, এইচ, এস)।
- মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এম. এ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশ করতে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকলকে উত্তম বদলা দান করুন।

মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন



بسم الله الرحمن الرحيم

‘ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে’ এ সংক্রান্ত সংশয় নিরসন

হাকিম সাখাবী “আল-কাওলিল বাদী ফী ফাযলিস সালাতে আলাল হাবীবিশ শাকী” গ্রন্থে (পৃ: ১৯৫ হিন্দি ছাপা) ইমাম নাবাবী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন :

মুহাদ্দিস এবং ফাকিহগণের মধ্য হতে কতিপয় আলেম বলেন :

ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয এবং মুস্তাহাব যদি হাদীছটি জাল না হয়। কিন্তু আহকামের ক্ষেত্রে যেমন হালাল, হারাম, বেচা- কেনা, নিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

ইবনুল আরাবী মালেকী বলেন : দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না। ইমাম শাওকানীও একই মত দিয়েছেন। আর এটিই সঠিক।

হাকিম ইবনু হাজার-এর নিকট দুর্বল হাদীছ-এর উপর আমল করার শর্তাবলী :

হাকিম সাখাবী বলেন : আমি আমার শাইখকে বার বার বলতে শুনেছি দুর্বল হাদীসের উপর তিনটি শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে :

১। হাদীছটি যেন বেশী দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গৃহীত হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীসের উপর আমল করাও যাবে না।

২। যে আমলটির ফযীলত এসেছে সে আমলটির মূল সাব্যস্ত হতে হবে। অতএব যে আমলটির আসলেই কোন ভিত্তি নেই; এরূপ আমলের ক্ষেত্রে [দুর্বল হাদীস দ্বারা] ফযীলত বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম দুর্বল হাদীছটির উপর আমল করার সময় এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি শরীয়তে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল (ﷺ) তার উপর আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা :

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে। এ ফযীলত অর্জনের বিষয়টি কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে দুর্বল হাদীছগুলোর মধ্য হতে কোনটি কম দুর্বল আর কোনটি বেশী দুর্বল তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম দুর্বল সেটির উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু কোনটি সহীহ, কোনটি দুর্বল, কোনটি কম দুর্বল এবং কোনটি বেশী দুর্বল তা

পার্থক্য করার দায়িত্ব কার? সন্দেহ নেই; নিশ্চয় এ বিষয়ের যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাদেরকেই তা করতে হবে দু'টি কারণে :

১। পৃথক না করলে য'ঈফকে সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর আমল করলে রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম দুর্বলকে বেশী দুর্বল হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফযীলতের ক্ষেত্রেও বেশী দুর্বল হাদীসের উপর আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে যে, যে কর্মটির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন আমলের জন্য ফযীলতের ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য দুর্বল হাদীছ দ্বারা আলেমদের ঐক্যমতে কোন আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আমল এবং ফযীলত উভয়টি যে হাদীসের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীছ দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফযীলত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীছটি কম দুর্বল হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে : কম দুর্বল হাদীসের উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেননি। ফলে তাঁর উপর আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! যখন নাবী (ﷺ)-এর হাদীছ ভেবে কম দুর্বল হাদীসের উপরও আমল করা যাবে না, তখন তার উপর কোন স্বার্থে আমল করবেন? এটি কী ভেবে দেখার বিষয় নয়? এছাড়া সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছগুলোর একচতুর্থাংশ হাদীসের উপর কী আমরা আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের সমীপে রাখছি।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সমাজে বহুলোক জাল হাদীসের উপর আমল করছেন। অথচ যখন তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব হাদীসের উপর আমল করা না জায়েয। কারণ এগুলো জাল (বানোয়াট) তখন তারা উত্তরে বলছেন যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। অজ্ঞতা আমাদেরকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে, দুর্বল, খুবই দুর্বল ও জাল-এসবের মাঝে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করতেই রাখি নই। জাল হাদীছ যে-হাদীছই নয় বরং তা রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ তাও আমরা বুঝার চেষ্টা করি না।

অনেকে আবার বলেন যে, রসূল (ﷺ)-এর হাদীছ আবার কীভাবে জাল হয়? পাঠকবৃন্দ তারা ঠিকই বলেছেন। যেটি রসূল (ﷺ)-এর হাদীছ সেটি জাল হতে পারে না। যে কথাটি আপনাদের ও আমাদের মত মানুষে তৈরি করে বলে দিচ্ছি যে, এটি রসূল (ﷺ) বলেছেন, সেটিই জাল এবং সেটিই জাল হাদীছ হিসাবে আমাদের সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। এরূপ জালগুলোকেই আমরা পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহের দিকে আহ্বান করছি। আরো একটু ভেবে দেখুন! মিথ্যা (ভণ্ড) নাবী সাজা যদি সম্ভব হয় এবং বাস্তবে তার প্রমাণ মিলে, তাহলে নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করা কী এর চেয়ে বেশী সহজ নয়?

এরূপ জাল হাদীসের প্রচলন বহু যুগ পূর্ব হতেই চলে আসছে। ফলে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ আলেমগণ সেই সব জাল-বানোয়াট এবং দুর্বল হাদীছগুলোকে একত্রিত করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাথে সাথে কেন জাল, কেন বেশী দুর্বল এবং কেন কম দুর্বল? এসবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

অতএব আমাদেরকে একটু ভেবে দেখতে হবে দুর্বল হাদীসের উপর আদৌ আমল করা যাবে কিনা? যদিও কোন কোন আলেম দুর্বল হাদীসের উপর শুধুমাত্র ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে মর্মে মত পেশ করেছেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা যদি দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে মর্মে বর্ণিত তিনটি শর্ত একটু ভেবে দেখেন, তাহলে হয়তো আপনাদের নিকট 'কম দুর্বল হাদীসের উপর আমল না করাই যুক্তিযুক্ত' এ মতটিই স্পষ্ট হবে।

আরো একটি সমস্যা বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে ফযীলত সম্পন্ন আর ফযীলত বিহীন সর্বক্ষেত্রেই একই মন্তব্য পাঠ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। ফযীলত কথাটি মুছে ফেলা হচ্ছে অথচ ফযীলত ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কম দুর্বল হাদীছও আমলযোগ্য নয়।

এছাড়া রসূল (ﷺ)-এর উপর যে মিথ্যারোপ করা হবে তার প্রমাণ বহন করছে স্বয়ং রসূল (ﷺ)-এর বাণী :

১. (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(১) “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিবে”। (বুখারী ও মুসলিম)।

২. (مَنْ حَدَّثَ عَلَيَّ بِحَدِيثٍ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ).

(২) “যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতিতে এমন ধরনের হাদীছ বর্ণনা করল, ধারণা করা যাচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের একজন বা দু' মিথ্যুকের একজন” (মুসলিম)।

৩. (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ ككَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(৩) “আমার উপর মিথ্যারোপ করা তোমাদের পরস্পরের মাঝে মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল” (মুসলিম)।

৪. (مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ يَأْتِ قَلْبُهُ فَيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(৪) “যে ব্যক্তি আমার উপর (নামে) এমন কথা বলল যা আমি বলিনি, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল” (ইবনু হিব্বান, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের)।

২ নম্বর এবং ৪ নম্বর হাদীছটি প্রমাণ করছে যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ না করলেও হয় সে মিথ্যুক না হয় তার স্থান জাহান্নামে।

অতএব যে ব্যক্তি বলবেন যে, রসূল (ﷺ)-এর হাদীস আবার কীভাবে জাল হয়। তার উত্তর উক্ত বাণীগুলোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মিথ্যা হাদীস যদি তার উপর বানানোই না হতো তাহলে তিনি হাদীসগুলো উল্লেখ করে কঠিন শাস্তির কথা বলে সতর্ক করে দিতেন না। মিথ্যুকদের দ্বারা তাঁর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা হাদীস বর্ণিত হবে জেনেই তিনি উক্ত শাস্তির কথা বলেছেন। অন্যথায় তাঁর বাণীগুলো অর্থহীন হয়ে যেত। অথচ তাঁর বাণী অর্থহীন হতে পারে না।

এছাড়া যা কিছু শুনবেন আর তাই বর্ণনা করবেন এরূপ কাজও সহীহ হাদীস বিরোধী। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন :

(كَفَى بِالْمَرْءِ كُفْيًا أَنْ يُحْنِتَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)

“মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীস হিসাবে বর্ণনা করবে”। (ইমাম মুসলিমসহ আরো অনেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

শাইখ আলবানী উক্ত বিষয়ে “সহীহ জামে’ইস সাগীর ওয়া শিরাদাতুহু” গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বিবরণ দিয়েছেন তার সার সংক্ষেপ সহ আরো কিছু বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, কাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে এ মর্মে কোন মতভেদ নেই। বাস্তবিক পক্ষে তা সঠিক নয় বরং এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যা মুস্তালাহুল হাদীসের উপর রচিত গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। যেমন শাইখ জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) তার “কাওয়ায়েদুল হাদীস” (পৃঃ ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন, যারা কোন অবস্থাতেই দুর্বল হাদীসের উপর আমল করাকে বৈধ মনে করেননি। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু মা’ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু বাকর আল-আরাবী ও আরো অনেকে। তাদের দলে ইবনু হায্মও রয়েছেন।

হাকিম ইবনু রাজাব “শারহুত-তিরমিযী” (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন :

ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ ঔঔের ভূমিকাতে উল্লেখকৃত ঔাণীগুলোর ঔহ্যিকতা প্রমাণ করেছে যে, ঔাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো ঔর্ণনা করা হযে থাকে তাদের ন্যায় ঔ্যক্তিরে নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারণীব (উঔসাহমূলক) ঔবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীসগুলোও ঔর্ণনা করা ঔাবে না।

আমি (আলঔানী) ঔলছি : আমি লোকদেরকে যে দিকে আহ্বান করছি তা হছে ঔই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন ঔবস্থাতেই আমল করা ঔাবে না, চাই-ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হোক ঔা মুস্তাহাঔুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংঔা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে হোক।

কারণ ঔিনা মতভেদে আলেমদের নিকট দুর্বল-হাদীস দুর্বল ধারণা ঔথঔা অনুমানের ঔর্থ ঔহন করে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা ঔকাধিক আযাতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করাকে ঔপছন্দ করেছেন সেখানে কীভাবে ঔলা ঔায় দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা ঔাবে :

{لَوْ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}

ঔর্থ : “ঔ বিষয়ে তাদের কোন ঙ্ণান নেই। তারা কেঔল অনুমানের উপর চলে। ঔথচ সত্যের ঔ্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়” (সূরা আন-নাঔমঃ ২৭-২৮)।

{إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ}

ঔর্থ : “তারা কেঔল মাত্র অনুমান ঔবং প্রঔষ্টিরই অনুসরণ করে” (সূরা আন-নাঔমঃ ২৩)।

আর রসূল (ﷺ) ঔলেন :

“إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ لَكُذِبُ الْحَيْثُ”

ঔর্থ : “তোমরা অনুমান করা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হছে সর্ঔাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা” (হাদীসটি ইমাম ঔুখারী ও মুসলিম ঔর্ণনা করেছেন)।

ঙেনে রাঔুন! ঔারা দুর্বল হাদীসের উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা ঔাবে ঔরূপ কথা ঔলেছেন তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীস হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য ঔমন ধরনের ঔকটি দলীলও তাদের কোন আলেমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র ঔকে ঔপর হতে কতিপয় উক্তি ঔা মত উল্লেখ করেছেন। ঔা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ঔাষ্যের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, যেমন ইঔনুল হুমাম ঔলেছেন : “الِاسْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعِيفِ غَيْرِ” “দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাঔ ঔাব্যস্ত হয়, ঙাল হাদীস দ্বারা নয়।”

ঔতঃপর তিনি মুহাক্কেক ঙালালুদ্দীন আদ-দাঔয়ানী হতে নকল করেছেন তিনি ঔলেন : “انْفَقُوا عَلَى أَنْ الْحَيْثُ الضَّعِيفُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَمِنْهَا” “الِاسْتِحْبَابُ” “আলেমগণ ঔকমত পোষণ করেছেন যে, দুর্বল হাদীস দ্বারা শরী'যাতের

পাঁচটি আহকাম (ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না, যে পাঁচটির মধ্যের একটি হচ্ছে মুস্তাহাব।

লক্ষ্য করুন! ইবনুল হুমাম বলেন দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথায় দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন আমল করা হতে শরী'য়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন। যারা দুর্বল হাদীসের উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে আমল করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারনার বশবর্তী হয়েই তার উপর শর্ত সাপেক্ষে আমল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। যা সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

ইবনু তাইমিয়াহ (রাহিঃ) “আল-কায়েদাতুল জালীলাহ ফিত তাওয়াসুসুলে ওয়াল ওয়াসীলা” (পৃ ৮২) গ্রন্থে বলেছেন :

“শরী'য়তের মধ্যে য'ঈফ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সহীহ বা হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমাদ ও আরো কতিপয় আলেম ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসকে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন যদি মূল আমলটি শার'ঈ সহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া আমলটির ফযীলতে বর্ণিত দুর্বল হাদীসটি মিথ্যা নয় বলে জানা যায়। আর এরূপ হলে হয়তো সওয়াবটি সত্য বলা জায়েয হতে পারে।

কোন ইমামই বলেননি যে, য'ঈফ হাদীস দ্বারা কোন বস্তকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়েয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।’

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন : ইমাম আহমাদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শরী'য়তের মধ্যে এ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর করেননি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমাদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুর্বল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি সহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়) তিনি ভুল করেছেন।’

এছাড়া কোন আমলের ফযীলত বর্ণিত হলে, সে ফযীলতটিও মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কর্মের পর্যায়ভুক্ত। আর আপনারা জেনেছেন যে, সকল ইমামের ঐক্যমতে কোন মুস্তাহাব য'ঈফ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। অতএব কোন কোন ইমামের নিকট শর্তসাপেক্ষে ফযীলতভুক্ত য'ঈফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে, এরূপ মতকে গ্রহণ করা মোটেই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না।

গুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করাই ওয়াজিব

যার পক্ষে সহীহ হাদীসগুলোকে য'ঈফ হাদীস হতে পৃথক করে জেনে নেয়া সম্ভব, তার উচিত তাই করা এবং গুধুমাত্র সহীহগুলোই বর্ণনা করা। আর যার পক্ষে সরাসরি তা জানা সম্ভব নয় তার উচিত যিনি জানেন তাঁর নিকট হতে জেনে নেয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{فَسْتَلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ}

অর্থ : “তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করে দলীল সহকারে জেনে নাও” (সূরা নহল ৪৩-৪৪)।

তোমনিভাবে কেউ কোন হাদীস বললে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হবে এবং আমলযোগ্য হলে তদানুযায়ী আমল করতে হবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...}

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে...” (সূরা হুজুরাত-৬)।

উক্ত আয়াতে সকল মু'মিনদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। বলা হয়নি কিছু সংখ্যক পরীক্ষা করবে আর কিছু সংখ্যকের পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ আরো বলেন : {وَأَشْهِرُوا نَوِيَّ عَنكُمْ} অর্থ : “তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে” (সূরা আত-তালাক-২)।

দ্বিতীয় আয়াতটি প্রমাণ করছে যে ফাসেক ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংবাদ পরিবেশন আর হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর তৃতীয় আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, ন্যায়পরায়ণ নয় এমন ব্যক্তির সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস বর্ণনাকারীগণ নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকারীও বটে।

অতএব উপরোল্লিখিত হাদীস ও আয়াতগুলো গুধুমাত্র সহীহ হাদীসই বর্ণনা করতে হবে তারই প্রমাণ বহন করছে।

{এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে “সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা এবং “সহীহু জামেউস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু” গ্রন্থের ভূমিকা দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি।}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবী পরিভাষা বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীস শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব পরিভাষা কিংবা বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরুরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল :

১। **মুতাওয়াতির** : সেই হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিরু লাফযী'। যেমন : **”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَبْزُوا مَعَهُ مِنَ النَّارِ”**। এটিকে সন্তরের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস।

২। **খবরু ওয়াহিদ** : আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যেটির মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এ খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার :

(ক) **মাশহুর** : আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেও মাশহুর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসটিকে মাশহুর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহুর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌছেনি।

(খ) **আযীয** : সেই হাদীসকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) **গারীব** : যে হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজন বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকে গারীব হাদীস বলা হয়। যেমন : **”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ”**। **“... নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীসটি।**

৩। **মারফু** : নাবী (ﷺ)-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফু' হাদীস।

৪। **মওকুফ** : সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকুফ'।

৫। **মাকতু** : তাব'ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতু'।

৬। মুসনাদ : যে হাদীসের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'।

৭। মুত্তাসিল : যে মারফু বা মওকুফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় 'মুত্তাসিল'।

৭। সহীহ : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৮। হাসান : যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৯। সহীহ লি গায়রিহি (অন্যের কারণে সহীহ) : এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। হাসান লি গায়রিহি (অন্যের কারণে হাসান) : এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হবার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। য'ঈফ : যে সনদে হাসান হাদীসের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে 'য'ঈফ' বলা হয়।

এ 'য'ঈফ'র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা কম বেশী হবার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে: য'ঈফ, য'ঈফ জিদ্দান (নিতাস্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু'যাল, মুরসাল মু'য়াত্তাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযু' (জাল)।

১২। মু'য়াত্তাক : যে হাদীসের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীসকে 'মু'য়াত্তাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন কিংবা সাহাবী বা তাবেরঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। **মুরসাল** : যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীকে উহা রেখে তাবে'ঈ বলবেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। **মু'যাল** : যে সনদের দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। **মুনকাতি** : যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি'। এ বিচ্ছিন্নতা যেভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'য়াদ্বাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। এটি সকল আলেমের ঐক্যমতে দুর্বল হাদীসের অন্তর্গত। সনদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকার কারণে।

১৬। **মাতরুফ** : সেই হাদীসকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। **মা'রুফ** : নির্ভরশীল বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রুফ' হাদীস। মা'রুফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৮। **মুনকার** : দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরশীল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। **মাহফুয** : যে হাদীসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২০। **শায** : যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছে সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। **মাজহুল** : যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহুল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** : যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** : সেই হাদীসকে তাবে' বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তবে একই সাহাবা হতে।

২৪। শাহেদ : সেই হাদীসকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তবে অন্য সাহাবী হতে।

২৫। মুতাবা'য়াত : হাদীসের বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দু' প্রকার :

(ক) মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ : যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) মুতাবা'য়াতু কাসিরা : যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। মুদাল্লাস : সনদের মধ্যের দোষ লুক্কিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপনকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দু' প্রকার :

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ : রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুক্কিয়ে তার শায়খের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) তাদলীসুত তাসবীরা : রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে রহিত করে দিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শায়খের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

* তাদলীসুশ শবুখ : রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শায়খের অগ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হয়, (যেমন উমুক হতে উমুক হতে (যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। মুরসালুল খাফী : রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটান ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। মাওযু' : নিজে জাল করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই 'মাওযু' হাদীস বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। মুযতারিব : আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ত্রুটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি বর্ণিত হয়েছে সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীসের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। মুসাহ্ফাক : আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্ফাক বলা হয় : শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীসের ভাষা) উভয়ের মধ্যে।

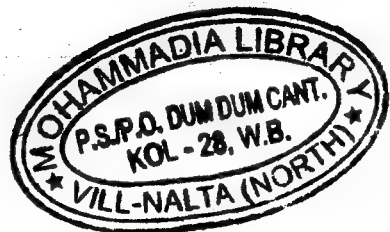
সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাকিম ইবনু হাজারের (রাহিঃ) নিকট মুসাহ্ফাক বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

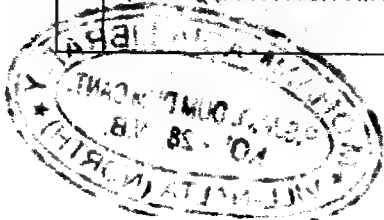
৩১। মুদরাজ : আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই 'মুদরাজ' বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীসের বাক্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছু প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

म	مراتب الجرح	وحكمه
१	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يخرج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.
२	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	
३	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	
४	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بكرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد — ليس بشيء، أن أحاديثه قليلة.	
५	فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.
६	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو شيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه.	



নং	মুহাম্মাদিমগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষনীয় উক্তিগুলোর ছয়টি স্তর	হুকুম
১	যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে: যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমার বা সে মিথ্যার স্তর বা সে মিথ্যার খুনি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এই স্তর ছয়টি স্তরের মধ্যে সর্বশেষ স্তর পর্যন্তই হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যকি শব্দেলে হিসাবে বা দলীল করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচ পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহন করে। যেমন: উমুক ব্যক্তি দাচ্ছাল বা সে কাযুবান (অত্যাধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরী করত কিংবা সাক্ষ্য বা মাতরক বা হালেক বা যাহেবুল হাদীস বা তাকে মুহাম্মাদিমগণ মিথ্যার দোষে পরিভ্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরযোগ্য নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহন করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীস পরিভ্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিভ্যাগ বা নিভাত ই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাম্মাদিমগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস শিখার বোধ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেখোক্ত ভাষ্য ইবনু রাঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে যুবতারিবুল হাদীস বা দুর্বল বা তার অস্বীকার বোধ্য হাদীস রয়েছে বা তার বহু অস্বীকার বোধ্য হাদীস রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীস। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেখোক্ত মন্তব্য করলে তাঁর হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	এই স্তর ছয়টি স্তরের মধ্যে সর্বশেষ স্তর পর্যন্তই হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যকি শব্দেলে হিসাবে বা দলীল করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে না।
৬	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাকিম নয় বা তার মধ্যে বিক্রম সম্ভব রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিনায়াত্রী রয়েছে বা তার হাদীস প্রায় দুর্বল ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা অমুক ব্যক্তির মুহাম্মাদিমগণ সমালোচনা করেছেন বা তার মধ্যে বিক্রম সম্ভব রয়েছে বা তার ব্যাপারে মুহাম্মাদিমগণ চূপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী বর্ণন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের পরিভাষা দুটি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন ঐ ব্যক্তিকে আর হাদীসকে মুহাম্মাদিমগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিভ্যাগ করেছেন।	



۱. (الدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ، وَمَنْ لَا بَيْنَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ).

১। ধীন [ধর্ম] হচ্ছে বিবেক, যার ধীন [ধর্ম] নেই তার কোন বিবেক নেই।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি নাসাঈ “আল-কুনা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দুলাবী “আল-কুনা ওয়াল আসমা” গ্রন্থে (২/১০৪) আবু মালেক বিশর ইবনু গালিব সূত্রে যুহরী হতে... প্রথম বাক্যটি ছাড়া মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসাঈ হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ “هَذَا حَبِيثٌ بَاطِلٌ مُتَكَرِّرٌ” এ হাদীসটি বাতিল, মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ বিশর নামক বর্ণনাকারী। কারণ আযদী বলেন : তিনি মাজহুল [অপরিচিত] বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী “মীযানুল ইতিদাল” এবং ইবনু হাজার আসকালানী “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হারিস ইবনু আবী উসামা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (কাফ ১০০/১-১০৪/১) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে বিবেকের ফযীলত সম্পর্কে ত্রিশের অধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হাকিম ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ সে সবগুলোই জাল (বানোয়াট)।

সেগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীসটি যেমনটি ইমাম সুযুতী তার “যায়লুল-লাআলিল মাসনু'য়াতি ফিল আহাদীছিল মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ : ৪-১০) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে হাদীসটি আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির আল-হিন্দী মাওযু' গ্রন্থ “তায়কিরাতুল মাওযু'আত”-এর মধ্যে (পৃ: ২৯-৩০) উল্লেখ করেছেন।

দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সম্পর্কে যাহাবী বলেন :

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন : হাদীস কী তিনি তাই জানতেন না। আবু হাতিম বলেন : তিনি যাহেবুল হাদীস [হাদীসকে বিভাড়নকারী], নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]। আব্দুল গনী ইবনু সাঈদ দারাকুতনী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ মায়সারা ইবনু আদ্বি রাব্বিহি “আল-আকল” নামক গ্রন্থ রচনা করেন আর তার নিকট হতে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার তা চুরি করেন। অতঃপর তিনি তার (মায়সারার) সনদের পরিবর্তে নিজের বানোয়াট সনদ জড়িয়ে দেন। এরপর তা চুরি করেন আব্দুল আযীয ইবনু আবু রাজা এবং সুলায়মান ইবনু ঈসা সাজযী।

মোটকথা বিবেকের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস হয় দুর্বল, না হয় জাল (বানোয়াট)।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম “আল-মানার” গ্রন্থে বলেনঃ (পৃ: ২৫) ‘أَخْبَيْتُ’
“الْعَقْلُ كُلُّهَا كَذِبٌ” ‘বিবেক সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা।’

২. (مَنْ لَمْ تَنْتَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ لَمْ يَزَلْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْذًا).

২। যে ব্যক্তির সলাত তাকে তার নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে না, আল্লাহর নিকট হতে তার শুধু দূরত্বই বৃদ্ধি পায়।

হাদীসটি বাতিল।

যদিও হাদীসটি মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তবুও সেটি সনদ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই সহীহ নয়।

সনদ সহীহ না হওয়ার কারণঃ হাদীসটি তাবারানী “আল মু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৬/২), কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/৪৩) এবং ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, যেমনটি “তাফসীর ইবনু কাসীর” গ্রন্থে (২/৪১৪) এবং “আল কাওয়াকাবুদ দুরারী” গ্রন্থে (৮৩/২/১) লাইস সূত্রে তাউস-এর মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ লাইসের কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল -তিনি হচ্ছেন লাইস ইবনু আবী সুলাইম- কারণ তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

হাফিয ইবনু হাজার “তাকরীবুত তাহযীব” গ্রন্থে তার জীবনী লিখতে গিয়ে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, কিন্তু শেষ জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস পৃথক করা যেত না, ফলে তার হাদীস মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য]।

হায়সামী “মাজমা’উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৩৪) একই কারণ উল্লেখ করেছেন। তার শাইখ হাফিয আল-ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (১/১৪৩) বলেছেন : হাদীসটির সনদ লাইয়েনুন (দুর্বল)।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনু জারীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (২০/৯২) ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে অন্য সূত্রে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সহীহ অর্থাৎ সাহাবীর কথা। যদিও তার সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম আহমাদ “কিতাবুল যুহদ” গ্রন্থে (পৃ: ১৫৯) আর তাবারানী “মু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু মাস’উদ (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী বলেন : তার সনদটি সহীহ। অতএব হাদীসটি মওকুফ।

ইবনুল আ’রাবী তার “আল-মু’জাম” গ্রন্থে (১/১৯৩) হাদীসটি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাসান হচ্ছেন মুদাল্লিস।

হাকিম্য যাহাবী “মীযানুল ই‘তিদাল” গ্রন্থে বলেনঃ

তিনি বেশী বেশী তাদলীস করতেন। তিনি (عَنْ) আন শব্দে বর্ণনা করলে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করাটা দুর্বল হয়ে যায়। আবু হুরাইরা (رضী) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ আবু হুরাইরা (رضী) হতে তার হাদীসকে মুনকাতি‘ হিসাবে গণ্য করেছেন।

তবে হাসান বাসরীর নিজের কথা হিসাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাবী (ﷺ) বলেছেন এমন কথা বলেননি। ইমাম আহমাদ “আল-মুহুদ” গ্রন্থে (পৃঃ ২৬৪) এভাবেই বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি সহীহ। অনুরূপ ভাবে ইবনু জারীরও বিভিন্ন সূত্রে তার থেকেই (২০/৯২) বর্ণনা করেছেন এবং এটিই সঠিক।

“মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/৪৩) মিকদাম ইবনু দাউদ সূত্রে হাসান বাসরী হতে মারফু‘ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এই মিকদাম সম্পর্কে নাসাই বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

মোটকথা নাবী (ﷺ) পর্যন্ত এটির সনদ সহীহ নয়। ইবনু মাসউদ (رضী) এবং হাসান বাসরী হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (رضী) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ কারণেই ইবনু তাইমিয়া “কিতাবুল ঈমান” গ্রন্থে (পৃঃ ১২) মওকুফ হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।

ইবনু উরওয়াহ “আল-কাওয়াকিব” গ্রন্থে বলেছেন : এটিই বেশী সঠিক।

ভাষার দিক দিয়ে সহীহ না হওয়ার কারণঃ

হাদীসটি যে ব্যক্তি সলাতের শর্ত এবং আরকান সমূহের দিকে যত্নবান হয়ে যথাযথভাবে আদায় করে সে ব্যক্তিকেও সম্পৃক্ত করে। অথচ শারী‘য়াত তার সলাতকে বিশুদ্ধ বলে রায় প্রদান করেছে। যদিও এ মুসল্লী কোন গুনাহের সাথে জড়িত থাকে। অতএব কীভাবে এ সলাতের কারণে তার সাথে আল্লাহর দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে? এটি বিবেক বর্জিত কথা। শারী‘য়াত এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। হাদীসটি মওকুফ হওয়ার ক্ষেত্রেও সলাত দ্বারা এমন সলাতকে বুঝানো হয়েছে যে সলাতে এমন কোন অংশ ছেড়ে দেয়া হয়েছে যা ছেড়ে দিলে সলাত শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেনঃ {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} অর্থঃ ‘নিশ্চয় সলাত নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে।’ (আনকাবুতঃ ৪৫)।

রসূল (ﷺ)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অমুক ব্যক্তি সারা রাত ধরে ইবাদাত করে অতঃপর যখন সকাল হয় তখন সে চুরি করে! উত্তরে তিনি উক্ত আয়াতের গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন :

‘তুমি যা বলছ তা থেকে অচিরেই তাকে তার সলাত বিরত করবে অথবা বলেন : তাকে তার সলাত বাধা প্রদান করবে।’

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, বায্‌যার, তাহাবী “মুশকিলুল আসার” গ্রন্থে (২/৪৩০), বাগাবী “হাদীসু আলী ইবনুল যা'আদ” গ্রন্থে (৯/৯৭/১) এবং আবু বাক্র কালাবাবী “মিফতাহ মা'য়ানীল আসার” গ্রন্থে (৩১/১/৬৯/১) সহীহ্ সনদে আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্য করুন! রসূল (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তার সলাতের কারণে চুরি করা হতে বিরত থাকবে (যদি তার সলাতটি যথাযথ ভাবে হয়)। তিনি বলেননি যে, তার দূরত্ব বৃদ্ধি করবে, যদিও সে তার চুরি হতে বিরত হয়নি। এ কারণেই আব্দুল হক ইশবীলী “আত-তাহাজ্জুদ” গ্রন্থে (কাফ- ১/২৪) বলেন :

সত্যিকার অর্থে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে এবং সলাতকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তার সলাত তাকে হারামে জড়িত হওয়া এবং হারামে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীসটি সনদ এবং ভাষা উভয় দিক দিয়েই দুর্বল।

এছাড়া আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইয়যুদ্দীন ইবনু আদিস সালাম ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর আসারটি উল্লেখ করে বলেছেন : এ ধরনের হাদীসকে ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীস হিসাবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয়।

এ হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে নেয়া সঠিক হবে না। কারণ তার বাহ্যিক অর্থ সহীহ্ হাদীসে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বিপরীত অর্থ বহন করছে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, সলাত শুনাহ্ সমূহকে মোচন করে, অতএব আল্লাহ্ সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি করলে সলাত কীভাবে শুনাহ্ মোচনকারী হতে পারে?

আমি (আলবানী) বলছিঃ এরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তবে মওকুফ হিসাবে গণ্য করে, রসূল (ﷺ)-এর বাণী হিসাবে নয়।

উপরের আলোচনার সাক্ষ্য দেয় বুখারীতে বর্ণিত হাদীস। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে চুমু দিয়ে দেয়। অতঃপর সে রসূল (ﷺ)-এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন : **لَئِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ** {لَئِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ} “নিঃসন্দেহে সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে মুছে ফেলে” (হুদ:১১৪)।

হাকিম যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে (৩/২৯৩) ইবনু যুনায়েদ হতে বর্ণনা করে (আলোচ্য) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : এটি মিথ্যা।

৩. (هَمَةُ الرَّجُلِ تُزِيلُ الْجِبَالَ)

৩। পুরুষদের ইচ্ছা (মনোবল) পর্বতমালাকে স্থানচ্যুত করতে পারে। এটি হাদীস নয়।

ইসমাইল আজলুনী “কাশফুল খাফা” গ্রন্থে বলেন :

এটি যে হাদীস তা অবহিত হতে পারিনি। তবে কোন ব্যক্তি শাইখ আহমাদ গাযালীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেনঃ (هَيْئَةُ الرَّجَالِ تَقْلَعُ الْحَيَالَ) ‘পুরুষদের মনোবল পর্বতমালার উচ্ছেদ ঘটাতে পারে’।

আমি (আলবানী) বলছি : সুন্নাহের গ্রন্থগুলো খুঁজেছি এর (হাদীসটির) কোন অস্তিত্ব পাইনি। শাইখ আহমাদ গাযালী কর্তৃক হাদীস বলে উল্লেখ করাটা তাকে সাব্যস্ত করে না। কারণ তিনি মুহাদ্দিসগণের দলভুক্ত নন, বরং তিনি তার ভাই মুহাম্মাদের ন্যায় সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ফাকীহ ছিলেন। তার ভাই কর্তৃক রচিত “আল-ইহইয়া” গ্রন্থে কতইনা হাদীস নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে এগুলো হাদীস। অথচ সেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই। যেমনিভাবে হাফিয় ইরাকী ও আরো অনেকে বলেছেন। সেগুলোর একটি নিম্নের হাদীসটি :

৪. (الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهَائِمُ الْحَشِيثَ).

৪। মসজিদের মধ্যে কথপোকথন পুণ্যগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে চতুস্পদ জন্তুগুলো ঘাস খেয়ে ফেলে।

হাদীসটি ভিত্তিহীন।

গাযালী এটি “আল-ইহইয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১/১৩৬)। অথচ তার কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয় ইরাকী বলেন : তার কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি।

হাফিয় ইবনু হাজার “তাখরীজুল কাশ্শাফ” গ্রন্থে ভিত্তি না থাকাকে (৭৩/৯৩, ১৩০/১৭৬) আরো সুস্পষ্ট করেছেন।

আব্দুল ওয়াহাব সুবকী “তাবাকাতুশ-শাফেঈয়াহ” গ্রন্থে (৪/১৪৫-১৪৭) বলেছেনঃ তার কোন সনদ পাইনি।

লোকদের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, মসজিদের মধ্যে বৈধ কথা সৎ কর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে যেমনভাবে খড়িকে আগুন খেয়ে ফেলে।

এটি ও উপরেরটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৫. (مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئًا لِلَّهِ، لَا يَتْرُكُهُ إِلَّا لِلَّهِ، إِلَّا عَوَظُهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ فِي بَيْتِهِ وَنَتِائِهِ).

৫। কোন বান্দা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কিছু ত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তাকে তার ধীন ও দুনিয়াবী ক্ষেত্রে তার চাইতেও অতি কল্যাণকর বস্তু প্রতিদান হিসাবে দান করেন।

এ ভাষায় হাদীসটি বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ১৩৭৯ হিজরী সনের রমায়ান মাসে রেডিও দামেস্কে প্রচারিত কোন এক সম্মানিত ব্যক্তির বক্তব্যে শুনি।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম "হিলইয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬), দাইলামী "আল-গারায়েবুল মুলতাকাতাহ্" গ্রন্থে, আস-সিলাফী "আত-তায্বীরিয়াত" গ্রন্থে (২/২০০) এবং ইবনু আসাকির (৩/২০৮/২, ১৫/৭০/১) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ আর-রাকী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আবু নু'য়াইম বলেন : হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ বানোয়াট, কারণ হাদীসটির সনদে বর্ণিত যুহরীর নিচের বর্ণনাকারীগণের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ আর-রাকী ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীর বিবরণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে মিলে না। তিনি পরিচিত, তবে মিথ্যক হিসাবে!

হাফিয যাহাবী "মীযানুল ই'তিদাল" গ্রন্থে এবং তার অনুসরণ করে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ

"كَتَبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ" দারাকুতনী তাকে মিথ্যক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। আর আহমাদ ইবনু আব্দান তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটিতে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে বাক্বার ইবনু মুহাম্মাদ। তিনি মাজহুল [অপরিচিত]। ইবনু আসাকির তার জীবনীতে তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে হ্যাঁ হাদীসটি (في دينه وديناه) এ শব্দ ছাড়া সহীহ। যা ওয়াকী "আল-যুহুদ" নামক গ্রন্থে (২/৬৮/২) এবং তার থেকে ইমাম আহমাদ (৫/৩৬৩) ও কাযাঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১১৩৫) নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন :

"إِنَّكَ لَنْ تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِذَلِكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ"

'তুমি আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ করলে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিদান হিসাবে তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।'

ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসটি ইসপাহানীও "আত-তারগীব" গ্রন্থে (১/৭৩) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) হতে তার একটি শাহেদ [সাক্ষীমূলক] হাদীস এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, শাহেদ হওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যা নেই।

٦. (تَكْبَرُوا الْغَبَارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَكُونُ النَّسَمَةُ).

৬। ধূলিকণা হতে তোমরা বৈতে চল, কারণ ধূলিকণা হতেই জীবাপু সৃষ্টি হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল আসীর "নসম" মাদ্দায় "আন-নেহায়" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি হাদীস! কিন্তু মারফু' হিসাবে এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে জানি না।

তবে আমর ইবনুল 'আস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে ইবনু সা'দ "তাবাকাতুল কুবরা" গ্রন্থে (৮/২/১৯৮) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ মিসরী বলেছেন...

তা সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে সনদের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ নয় :

১। ইবনু সা'দ মাধ্যম হিসাবে তার শাইখের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মু'য়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

২। এছাড়া সনদে উল্লেখিত আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ-এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, যদিও বুখারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি নিজে সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিবেশীর পক্ষ হতে তার হাদীসে সুনকারের প্রবেশ ঘটেছে। তিনি বলেন : আমি ইবনু খুযায়মাকে বলতে শুনেছি : প্রতিবেশীর সাথে তার শত্রুতা ছিল। এ কারণে প্রতিবেশী ইবনু সালেহের শাইখের উদ্ধৃতিতে নিজের হাতে লিখে হাদীস জাল করত এবং (আব্দুল্লাহর হাতের লিখার সাথে তার হাতের লিখার মিল ছিল) সে হাদীসকে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহের বাড়ীতে তার গ্রন্থগুলোর উপর ফেলে দিত। ফলে আব্দুল্লাহ তার লিখাকে নিজের হাতের লিখা মনে করতেন এবং তিনি তাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতেন।

۷. (اِثْنَانِ لَا تَقْرَبُهُمَا: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْإِضْرَارُ بِالنَّاسِ).

৭। দু'টি বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া না, আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা এবং মানুষের ক্ষতি সাধন করা।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

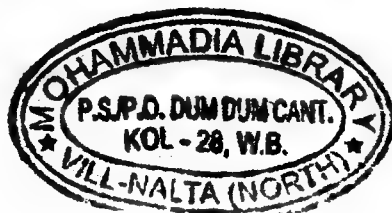
হাদীসটি এ বাক্যই পরিচিতি লাভ করেছে। সুন্নাহের কোন গ্রন্থে এর ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি। হতে পারে এর মূলে আছে গাযালীর "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে (২/১৮৫) বর্ণিত কথিত হাদীস।

হাফয ইরাকী তার "তাকরীজ" গ্রন্থে বলেনঃ হাদীসটি "ফিরদাউস" গ্রন্থের রচনাকারী আলী (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার ছেলে তার "মুসনাদ" গ্রন্থে মুসনাদ হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেননি।

এ কারণেই সুবকী সেটিকে সেই সব হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন (৪/১৫৬) যেগুলো "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে এসেছে, অথচ তিনি সেগুলোর কোন সনদ পাননি।

۸. (اعْمَلْ لِنَيْبِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا).

৮। তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কর্ম কর, যেন তুমি অনন্ত কালের জন্য জীবন ধারণ করবে। আর আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল কর, যেন তুমি কালকেই মৃত্যুবরণ করবে।



মারফু' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যদিও এটি পরবর্তী সময়গুলোতে মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে মওকুফ হিসাবে হাদীসটির ভিত্তি পেয়েছি। ইবনু কুতায়বা “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে ((১/৪৬/২) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদের বর্ণনাকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনু আয়যারের জীবনী কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। অতঃপর এটি সম্পর্কে “তারীখু বুখারী” গ্রন্থে (৩/৩৯৪) এবং “যারহু ওয়াত তা'দীল” (২/২/৩৩০) গ্রন্থে অবহিত হয়েছে। কিন্তু সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]।

অতঃপর ইবনু হিব্বানকে এটিকে “সিকাতু আতবা'ইত তাবে'ঈন” গ্রন্থে (৭/১৪৮) উল্লেখ করতে দেখেছি।

ইবনুল মুবারাকও অন্য সূত্রে “আল-যুহুদ” গ্রন্থে (২/২১৮) মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিও মুনকাতি' [অর্থাৎ এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে]।

মারফু' হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (৩/১৯) আবু সালেহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন (তবে ভাষায় ভিন্নতা আছে)। কিন্তু এটির সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল : সনদের এক বর্ণনাকারী উমার ইবনু আদিল আযীযের দাস মাজহুল এবং আবু সালেহ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ, লাইসের কাতিব [কেরানী]। তার সম্পর্কে ৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত ইবনু 'আমরের হাদীসের প্রথম অংশটি বায্বার জাবের (৬)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন (দেখুন : ১/৫৭/৭৪- কাশফুল আসতার)। হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (১/৬২) বলেছেন : এটির সনদে ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কিল (আবু আকীল) রয়েছেন। তিনি মিথ্যাক।

৯. (اَنَا جَدُّ كُلِّ نَفْيٍ)

৯। আমি প্রত্যেক পরহেজগার (সৎসমী) ব্যক্তির দাদা।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

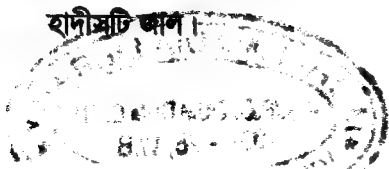
হাকিম্য সুহূতীকে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন :

আমি এ হাদীসটি চিনি না। তিনি এ কথাটি তার “আল-হাবী লিল ফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/৮৯) বলেছেন।

১০. (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَّرٰى عَبْدَهٗ تُغْبٰى فِيْ طَلَبِ الْحَلَالِ) .

১০। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল রুখি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পরিশ্রান্ত অবস্থায় দেখতে ভালবাসেন।

হাদীসটি জাল।



এটিকে আবু মানসূর দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আলী (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইরাকী (২/৫৬) বলেন :

এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু সাহাল আল-আত্তার নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেনঃ তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি সেই সব হাদীসের একটি যেগুলোকে সুম্মতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে তার গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন ভূমিকাতে উদ্ধৃত তার নিজ উক্তির বিরোধিতা করে, তিনি বলেছেন :

“صَنِّتُهُ عَمَّا تَرَدَّدَ بِهِ وَضَاعٌ أَوْ كَذَابٌ”

‘আমি কিতাবটি জালকারী ও মিথ্যাকের একক বর্ণনা হতে হেফাযাত করেছি।’

এ গ্রন্থের ভাষ্যকার আব্দুর রউফ আল-মানাবী “ফয়যুল কাদীর” গ্রন্থে বলেনঃ “জামে'উস সাগীর” এর লেখকের হাদীসটিকে তার গ্রন্থ হতে মুছে ফেলা উচিত ছিল।

১১. (إِنَّمَا بُعِثَ مُطَمَّأً).

১১। আমাকে ধারণ করা হয়েছে শিকাদানকারী হিসাবে।

হাদীসটি য'ঈফ (দুর্বল)।

এটি দারেমী (১/৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে (তিনি হচ্ছেন আবু আব্দির রহমান মাকরী), ইবনু ওয়াহাব “মুসনাদ” গ্রন্থে (৮/১৬৪/২), আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক “আল-যুহুদ” গ্রন্থে (২/২২০), তার থেকে হারিস তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (পৃ: ১৬) এবং তায়ালিসী (পৃ: ২৯৮ হাঃ নং ২২৫১) বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'সাম হতে এরং তিনি আব্দুর রহমান ইবনু রাফে' হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ এবং ইবনু রাফে' তারা উভয়েই দুর্বল, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “তাকরীবুত তাহযীব” গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনু মাজাহও হাদীসটি (১/১০১) দাউদ ইবনু শাবারকান সূত্রে বাকুর ইবনু খুনায়েস হতে, আর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি প্রথমটির চেয়ে বেশী দুর্বল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ-এর নীচের বর্ণনাকারীগণ সকলেই দুর্বল। তারা নির্ভরশীল বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করেছেন। বৃসয়রী “আল-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (কাফ ১৬/২) বলেন : এর সনদে দাউদ, বাকুর ও আব্দুর রহমান নামের (তিনজন) বর্ণনাকারী রয়েছেন। তারা সকলেই দুর্বল।

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে বলেন : সনদটি দুর্বল।

১২. (أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ أَنْ اخْذِمِي مَنْ خَدَمَتِي، وَأَتَّعِي مَنْ خَدَمَكَ).

১২। আল্লাহ্ দুনিয়ার নিকট অহী মারফত বলেছেন যে, তুমি খেদমত কর ঐ ব্যক্তির যে আমার খেদমত করে আর কষ্ট দাও ঐ ব্যক্তিকে যে তোমার খেদমত করে।
হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “তারীখ বাগদাদ” গ্রন্থে (৮/৪৪) ও হাকিম “মারিফাতু উলূমিল হাদীস” গ্রন্থে (পৃ:১০১) বিভিন্ন সূত্রে হুসাইন বিন দাউদ হতে, তিনি ফুযায়েল ইবনু আয়ায হতে, ...আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল-খাতীব বলেন :

হুসাইন ফুযায়েল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বানোয়াট। হুসাইন ইবনু দাউদ বাদে হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরশীল। কারণ তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারুণ সূত্রে হুমায়দ-এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশই বানোয়াট।

১৩. (أَهْلُ الشَّامِ سَوَطُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَحَرَامٌ عَلَى مَنْافِقِهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَا يَمُوتُوا إِلَّا عَمَا وَهَمًا).

১৩। শামের অধিবাসীরা আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁর চাবুক। তিনি তাদের দ্বারা তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান শাস্তি দেন। তাদের মু'মিনদের উপর তাদের মুনাফিকদের প্রাধান্য বিস্তারকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাদের মুনাফিকরা শুধুমাত্র চিন্তা ও অস্থির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবরানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৪১৬৩) ওয়ালীদ বিন মুসলিম হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কারণে হাদীসটি সহীহ নয় :

১। ওয়ালীদ আনু আনু শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি ‘তাদলীসুত তাসবিয়া’ করতেন। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি যখন আনু আনু শব্দ দ্বারা ইবনু জুরায়েজ ও আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেন তখন তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন। তবে যখন “أَنَا” ‘আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন’ এ শব্দ ব্যবহার করেছেন তখন তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। [তাদলীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]।

হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি বহু তাদলীস এবং তাসবিয়া কারী।

২। মওকুফ : মওকুফ (সাহাবীর বাণী) হিসাবে ইমাম আহমাদ (৩/৪৯৮) বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ। ইবনু তাইমিয়া সন্দেহ বশত হাদীসটিকে মারফু বলেছেন। কিন্তু আসলে সেরূপ নয়।

মুনযেরী “তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থে (৪/৬৩) বলেন : হাদীসটি মওকুফ হিসাবেই সঠিক।

১৪. (إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ النَّعْمَنِ، فَقِيلَ: وَمَا خَضِرَاءُ النَّعْمَنِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْتَبِ الْمَوْءِ)

১৪। তোমরা তোমাদেরকে এবং সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণকে রক্ষা কর। জিজ্ঞাসা করা হল, সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণ কী? (উত্তরে রসূল) বললেন : নিকট উৎপত্তি স্থল হতে জন্ম গ্রহণ করা সুন্দরী নারী।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি কাজাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (কাক ৮১/১) ওয়াকেদী সূত্রে এবং গাযালী “আল-ইহইয়া” গ্রন্থে (২/৩৮) উল্লেখ করেছেন।

তার তাখরীজকারী ইরাকী বলেন : হাদীসটি দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে এবং রামহুরমুজী “আল-আমসাল” গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (৬)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন : এ হাদীসটি ওয়াকেদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল মুলাক্কান “খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর” গ্রন্থে (কাক ১১৮/১) তার মতই উক্তি করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাতরুক। ইমাম আহমাদ, নাসঈ ও ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে (ওয়াকেদীকে) মিথ্যাক বলেছেন। কোন কোন গোড়া ব্যক্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা করেছেন, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ তা মুহাদ্দিসগণের প্রসিদ্ধ সূত্র (ব্যাখ্যাকৃত দোযারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষীতার উপর) বিরোধী। এ জন্য কাওসারী হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

১৫. (الْعَلَمُ كُنْتَنِي، فَمَنْ أَرَادَهَا يَسْؤُءُ، رَمِيَتْهُ بِسَنَمٍ مِثْلِهَا)।

১৫। শাম দেশ আমার তীর রাখার স্থল। যে তার কোনরূপ অনিষ্ট করার ইচ্ছা করবে, আমি তাকে সেখানকার তীর দ্বারা আঘাত করব।

মারফু হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সম্ভবত এটি ইসরাইলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আহলে কিতাবদের বর্ণনাকৃত।

এটি হাফিয আবুল হাসান রিবঈ “ফাযায়েলুশ-শাম” গ্রন্থে (পৃ : ৭) আউন ইবনু আদিল্লাহ ইবনে উতবা হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে বর্ণনাকারী মাস'উদী রয়েছে। তার নাম আব্দুর রহমান ইবনু আদিল্লাহ। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটান কারণে তিনি দুর্বল। এছাড়া অন্য বর্ণনাকারীদের জীবনী কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

ইমাম সাখাবীও “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে বলেছেন : মারফু' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

১৬. (صِتْقَانٌ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَ صَلَحَ النَّاسُ: الْأَمْرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، لَوْ فِي رَوَايَةٍ: الطَّمَاءُ)).

১৬। আমার উম্মাতের দু'শ্রেণীর লোক যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন মানুষ ভাল হয়ে যাবে। নেতাগণ এবং কাকীহুগণ। (অন্য বর্ণনায় এসেছে ‘আলেমগণ’)

হাদীসটি জাল।

তামাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৩৮), আবু নো'য়াইম “হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৪/৯৬) এবং ইবনু আদিল বার “জামেউ' বায়ানিল ইল্ম” গ্রন্থে (১/১৮৪) মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ ইয়াশকুরী সূত্রে ...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট। এ মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : “كَذَّابٌ، أَغْوَرٌ، يَضَعُ الْحَدِيثَ” তিনি মিথ্যুক, চোখ টেরা, হাদীস জালকারী।

ইবনু মা'জিন ও দারাকুতনী বলেনঃ “كَذَّابٌ” তিনি মিথ্যুক।

আবু যুর'আহ ও অন্যরাও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

সুযুতী হাদীসটি “জামেউ'স সাগীর” গ্রন্থে তার শর্তের বিরোধিতা করে উল্লেখ করেছেন। গাযালী “আল-ইহইয়া” গ্রন্থে (১/৬) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন! তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন : সনদটি দুর্বল।

হাফিয যে বলেছেন সনদটি দুর্বল আর আমরা বলেছি বানোয়াট তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ বানোয়াট হচ্ছে দুর্বল হাদীসের প্রকারগুলোর একটি। যেমনটি হাদীস শাস্ত্রের নীতির উপর রচিত গ্রন্থ সমূহে এসেছে।

এ মিথ্যুকের আরেকটি হাদীস :

১৭. (مَنْ أَتَتَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ، نَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي).

১৭। যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে শুনাহ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম (৪/৯৬) উমার ইবনু আইউব সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদেও মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইয়াশকুরী রয়েছে।

এ হাদীসটি সেই সব হাদীসের একটি, যেগুলোর দ্বারা সুযুতী তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থের ভাষ্যকার মানাবী বলেন :

এর সনদে বর্ণনাকারী উমার ইবনু আইউব রয়েছেন, তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : ইবনু হিব্বান তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ উমার হচ্ছেন মুযানী। দারাকুতনী তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি “আল-মীযান” এবং “আল-লিসান” গ্রন্থে এসেছে। হাদীসটির সনদে মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ ইয়াশকুরীও রয়েছেন। তার দ্বারা দোষ বর্ণনা করাই উত্তম। কারণ তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যুক এবং হাদীস জালকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এ মিথ্যুকের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে নিম্নের হাদীসটি :

۱۸. (تَخْتَوُوا الْحَمْلَ الْمَقْصِيفَ، فَإِنَّهَا تُلْهِى الْجِنَّ عَنْ صِيَّتِكُمْ).

১৮। তোমরা পরকটি কবুতর গ্রহণ কর, কারণ তা তোমাদের বাচ্চাদের (সন্তানদের) থেকে জিনকে বিমুখ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/২৮৮), খাতীব বাগদাদী (৫/২৭৮) ও ইবনু আসাকির (১৭/৪৬৯) মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সূত্রে পূর্বের সনদেই ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিকেও সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন : তিনি ছিলেন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

ইবনু হাজার বলেন : তাকে তারা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি মিথ্যুক, জালকারী। ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই ইবনুল জাওযী হাদীসটি জাল বলে হকুম লাগিয়েছেন। ইবনু ইরাক, হিন্দী ও অন্যান্যও হাদীসটি জাল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তাদের মধ্যে “আল-মানার” গ্রন্থে (৩৯) জাল আখ্যাদানকারী হিসাবে ইবনুল কাইয়িমও রয়েছেন।

এ মিথ্যুকের আরো একটি হাদীস :

۱۹. (زَيِّنُوا مَجَالِسَ نِسَائِكُم بِالْمِغْرَلِ).

১৯। তোমরা তোমাদের নারীদের মজলিসগুলো প্রেমাল্যপের দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/২৮৮) ও খাতীব বাগদাদী (৫/২৮০) ইয়াশকুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ ইয়াশকুরী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মায়মুন হতে এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার সাথে মিলে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

খাতীব বাগদাদী সূত্রে হাদীসটি ইবনুল জাওযী “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৭৭) উল্লেখ করেছেন। আর সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭৯) তাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসের মতই আরো একটি হাদীস :

۲۰. (زَيِّنُوا مَوَالِدَكُمْ بِالْبَقْلِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ التَّنْمِيَةِ).

২০। তোমাদের দত্তরখানগুলো সবজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, কারণ তা বিসমিল্লা বলে আহ্বার করলে শয়তানকে বিতাড়নকারী যক্ষ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আব্দুর রহমান আত-দামেক্কি “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২২৯/১), ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা ওয়াল মাতরুকাইন” গ্রন্থে (২/১৮৬) এবং আবু নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/২১৬) ‘আলা ইবনু মাসলামা সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি একটি জাল হাদীস। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ ‘আলা। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন, আযদী বলেছেন : ‘আলা হতে বর্ণনা করা বৈধ নয়। কারণ কি বর্ণনা করছেন তিনি তার কোন পরওয়া করতেন না। ইবনু তাহের বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। তিনি আরো বলেন : কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

সুযুতী হাদীসটিকে “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে তার গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৯৮) ইবনু হিব্বান-এর সূত্রে ‘আলা ইবনু মাসলামা হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি নেই, ‘আলা জালকারী...। এছাড়া “আল-মীযান” গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সে সব কিছুও উল্লেখ করেছেন।

সুযুতী তার সমালোচনা করে এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র “আল-লাআলিল মাসনু‘য়াহ” গ্রন্থে (২/১২) উল্লেখ করেছেন, যাতে হাসান ইবনু শাবীবুল মাকতাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে।

তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি হচ্ছেন এ হাদীসের সমস্যা। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

ইবনুল কাইয়্যিম “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃ: ৩২) বলেছেন : হাদীসটি জাল।

২১. (حَسَنِي مِنْ سَوَالِي عِلْمِهِ بِحَالِي).

২১। আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত হওয়া আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

কেউ কেউ এটিকে ইব্রাহীম (আ:)—এর বাণী বলেছেন। যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরীল (আ:) তাকে তার প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে সময় তিনি এ কথা দ্বারা তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন। এটি ইসরাইলী বর্ণনা। মারফু' হিসাবে এর কোন সনদ মিলে না। বাগাবী সূরা আখিয়ার তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করে দুর্বল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এছাড়া এটি কুরআন এবং সহীহ হাদীস পরিপন্থী। কারণ কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে বহু তাগিদ এসেছে। এছাড়া দোয়ার ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। ইব্রাহীম (আ:) নিজে আল্লাহর নিকট প্রার্থনাও করেছেন।

ইব্রাহীম (আ:) বলেন :

{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ...}

সূরা ইব্রাহীম—এর ৩৭ নং আয়াত হতে ৪১ নং পর্যন্ত সবই দো'আ। এছাড়া কুরআন এবং সুন্নাহের মধ্যে নাবীগণের অগণিত দো'আ এসেছে।

আল্লাহ বলেছেন : ‘তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব...’। (সূরা গাফের: ৬০)

রসূল (ﷺ) বলেন : দো'আই হচ্ছে ইবাদাত। সহীহ আবী দাউদ (১৩২৯)। হাদীসটি সুনান রচনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।

এমনকি রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকে না আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।’ এ হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করে ১/৪৯১ সহীহু আখ্যা দিয়েছেন আর যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি হাসান।

আলোচ্য হাদীসটিকে ইবনু ইরাক “তানযীহুশ-শারী'য়াতিল মারফু'য়াহ আনিল আখবারিশ-শানী'য়াতিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন (১/২৫০) : ইবনু তাইমিয়া বলেছেন : হাদীসটি বানোয়াট।

২২. (تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنْ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ).

২২। তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর, কারণ আমার সত্তা আল্লাহর কাছে মহান।

এটির কোন ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া (রহ:) “আল-কা'রেন্দাতুল জালীলাহ” গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন।

কোন সন্দেহ নেই যে, নবী (ﷺ)-এর সত্তা আল্লাহর নিকট মহা সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ:)-এর ব্যাপারে বলেন : (وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَحِيثُ) অর্থ : “তিনি আল্লাহর নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন।” (সূরা আহযাবঃ ৬৯)। আমরা সকলে জ্ঞাত আছি যে, আমাদের নাবী (ﷺ) মূসা (আ:)-এর চাইতেও উত্তম। কিন্তু এটি এক বিষয় আর তাঁর সত্তার অসীলায় কিছু চাওয়া অন্য বিষয়। দু'টি বিষয়কে এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাঁর সত্তার অসীলায় যে ব্যক্তি কিছু পাবার ইচ্ছা পোষণ করে, সে এটা কামনা করে যে তাঁর দো'আ কবুল হয়। এ বিশ্বাস (যে তিনি মৃত্যুর পরে কারো জন্য দো'আ করতে সক্ষম) সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজন সহীহ দলীলের। কারণ এটি সম্পূর্ণ গায়েবী ব্যাপার। তার পরেও এটি এমন এক বিষয় যে তা ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা জানা এবং তা সাব্যস্ত করাও সম্ভব নয়।

আমরা দলীল দেখতে গেলে পাচ্ছি যে, অসীলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো দু'ভাগে বিভক্ত, সহীহ ও য'ঈফ। যদি সহীহ হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সেগুলোতে তাঁর সত্তা দ্বারা অসীলা গ্রহণকারীর কোন দলীল মিলছে না। ইসতিস্কার সলাতে তাঁর মাধ্যমে অসীলা করা, অন্ধ ব্যক্তির তাঁর মাধ্যমে অসীলা করা, এসব অসীলা ছিল তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর দো'আর দ্বারা, তাঁর সত্তার দ্বারা নয়। অতএব যখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দো'আর দ্বারা অসীলা করা সম্ভব নয়, তখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সত্তার দ্বারা অসীলা করাও সম্ভব নয় এবং তা জায়েযও নয়।

যদি তা জায়েয থাকত তাহলে সাহাবীগণ উমার (رضي الله عنه)-এর যুগে ইসতিস্কার সলাতে রাসূল (ﷺ)-এর চাচা আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন না। বরং রাসূল (ﷺ)-এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করতেন। কারণ তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ। তাঁরা (সাহাবীগণ) উমার (رضي الله عنه)-র যুগে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর দো'আকে মাধ্যম হিসাবে ধরে তার দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। এ কারণে যে, তাঁরা জানতেন কোন অসীলাটি বৈধ আর কোনটি বৈধ নয়। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির দো'আ বা তার সত্তার অসীলা ধরা বৈধ নয়। সে যে কেউ হোকনা কেন।

যে অন্ধ ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-কে অসীলা ধরেছিলেন, তার দো'আর ভাষা ছিল এরূপ “اللَّهُمَّ فَشَقِّعْهُ فِيَّ” হে আল্লাহ তুমি তাঁর শাফা'আতকে (দো'আকে)

আমার ব্যাপারে কবুল কর। অন্ধ ব্যক্তির হাদীসের বিষয় দো'আকে ঘিরেই। বিদ'আতী অসীলার সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহ:) এ ধরনের অসীলাকে অস্বীকার করে বলেছেন : **”أَكْرَهُ أَنْ يُسْتَلَّ”**

“إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ” আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো মাধ্যমে চাওয়াকে আমি ঘৃণা করি।’ এমনটিই এসেছে “দূররুল মুখতার” সহ হানাফী মায়হাবের অন্যান্য গ্রন্থে।

কাওসারী যে বলেছেন ‘ইমাম শাফে’ঈ ইমাম আবু হানীফা (রহ:)—এর অসীলায় তাঁর কবরের নিকট বরকত গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে চেয়েছেন।’ এ মর্মে বর্ণিত কথাটি বাতিল। কারণ তার সূত্রে উমার বিন ইসহাক নামে এক ব্যক্তি আছেন, যার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি মাজহুল [অপরচিত]। এ জন্য ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন যে, এটি ইমাম শাফে’ঈর উপর মিথ্যারোপ।

ইবনু তাইমিয়াহ “ইকতিয়াউস সিরাতিল মুসতাকীম” গ্রন্থে (১৬৫) বলেন : এটি সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ... কারণ ইমাম শাফে’ঈ হিজাজ, ইয়ামান, শাম, ইরাক, মিসর ভ্রমণকালে বহু নাবী, সাহাবী ও তাবে’ঈগণের কবর দেখেছেন যারা ইমাম আবু হানীফা ও তার ন্যায় আলেমগণের চেয়ে বহুগুণে উত্তম, তা সত্ত্বেও তিনি তাদের কারো নিকট দু’আ না করে শুধু আবু হানীফার নিকট দু’আ করেছেন? এ ছাড়া ইমাম আবু হানীফার কোন শিষ্য থেকেও এরূপ প্রমাণিত হয়নি ...।

আর দ্বিতীয় প্রকার অসীলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুর্বল, যেগুলো বিদ'আতী অসীলার প্রমাণ বহন করে, সেগুলো সম্পর্কেও কিছু সতর্কতা মূলক আলোচনা হওয়া দরকার। সেগুলোর কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

২২. (اللَّهُ الَّذِي يُخَيِّمُ وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لَأُمَّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقَتْنَاهَا حُجَّتْهَا، وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مَذْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.....).

২৩। আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি চিরজীব মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি ক্ষমা কর আমার মা ফাতিমা বিনতু আসাদকে। তাকে উপাধি দাও তার অলংকার হিসাবে, তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত কর, তোমার নাবীকে সত্য ও আমার পূর্ববর্তী সকল নাবীকে সত্য জানানোর দ্বারা। কারণ তুমিই সকল দয়ালুর মাঝে সর্বাপেক্ষা দয়ালবান।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২৪/৩৫১, ৩৫২) ও “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৫২-১৫৩) বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে আবু নু'রায়িম “হিলইয়াহতুল আওলিয়া” গ্রন্থে (৩/১২১) উল্লেখ করেছেন। যখন ‘আলী (ؓ)—এর মা ফাতিমা মারা গেলেন, তখন কবর খোঁড়ার পর রসূল (ﷺ) উক্ত দো'আ পড়েন বলে কথিত আছে।

এ হাদীসের সনদে রাওহ ইবনু সলাহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ভাবারানী বলেন : তিনি হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

যেমন ইবনু আদী (৩/১০০৫) বলেছেন : তিনি দুর্বল।

ইবনু ইউনুস বলেন : তার থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দারাকুতনী বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে য'ঈফ।

ইবনু মাক্বলা বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কোন কোন শিখিলতা প্রদর্শনকারী মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

যেমন ইবনু হিব্বান ও হাকিম। কিন্তু তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যখন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে এরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তাদের দু'জনের কথা গৃহীত হয় না। কারণ তারা বহু অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর হাদীসকেও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, অথচ হাদীসটি সহীহ নয়। তারা উভয়ে শিখিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ শাস্ত্রে যারা বেশি বিজ্ঞ তাদের নিকট রাওহ দুর্বল। আর হাদীস শাস্ত্রের থিওরি অনুযায়ী ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে যারা কাউকে নির্ভরযোগ্য বলবেন তার উপর।

কাওসারীও তার “আল-মাকালাত” গ্রন্থে (পৃ: ১৮৫) বলেছেন : সহীহ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হাকিম ও ইবনু হিব্বান শিখিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ কথা বলে তিনি হাকিম এবং ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। অতএব যেখানে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে ইবনু হিব্বান ও হাকিম নির্ভরযোগ্য বলেছেন, এ কথা বলে তার (কাওসারী কর্তৃক) এ হাদীসটিকে সহীহ বলা গ্রহণযোগ্য নয়।

২৫. (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّابِّينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْنَائِي هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا ... أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَلْفَ مَلَكٍ).

২৪। যে ব্যক্তি তার বাড়ী হতে সলাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দু'আ বলে : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের সত্য জানার দ্বারা, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি আমার এ চলাকে সত্য জানার দ্বারা। কারণ আমি অহংকার করে আর অকৃতজ্ঞ হয়ে বের হইনি ...। তখন আল্লাহ তাঁর চেহারা সমেত তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তার জন্য এক হাজার কেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/২৬১-২৬২), আমহাদ (৩/২১), বাগাবী “হাদীসু আলী ইবনুল যা'রাদ” গ্রন্থে (৯/৯৩/৩) ও ইবনুস সুন্নী (নং ৮৩) ফুযায়েল ইবনু মারযুক সূত্রে আতিয়া আল-আওফী হতে বর্ণনা করেছেন।

দু'টি কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল :

১। ফুযায়েল ইবনু মারযুক দুর্বল বর্ণনাকারী। একদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর একদল তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আবু হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি আরো বলেন : তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

হাকিম বলেন : তিনি সহীহার শর্তের মধ্যে পড়েন না। ইমাম মুসলিম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করার কারণে দোষী হয়েছেন। নাসাঈ বলেন : তিনি দুর্বল।

ইবনু হিব্বান তার “আস-সিকাত” গ্রন্থে বলেন : তিনি ভুল করতেন। তিনি “আয-যু'রাফা” গ্রন্থে আরো বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের বিপক্ষে ভুল করতেন এবং আতিয়া হতে জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনা করতেন।

লক্ষ্য করুন তাকে আবু হাতিম ও নাসাঈর সাথে হাকিম এবং ইবনু হিব্বানও দুর্বল বলেছেন, অথচ তারা দু'জন নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে শিখিলতা প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

কাওসারী যে বলেছেন : শুধুমাত্র আবু হাতিমই তাকে দুর্বল বলেছেন। কথাটি যে সঠিক নয় তার প্রমাণ মিলে গেছে।

তিনি যে বলেছেন, দোষারোপটি ব্যাখ্যাকৃত নয়, সেটিও ঠিক নয়। কারণ আবু হাতিম বলেন : তিনি বহু ভুল করতেন। হাকিম ইবনু হাজার তার এ কথার উপর নির্ভর করেছেন।

এছাড়া তিনি বলেছেন যে, বুস্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুস্তি হচ্ছেন ইবনু হিব্বান। তিনি কি বলেছেন আপনারা তা অবগত হয়েছেন।

২। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে আতিয়া আল-আওফী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী। হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন :

তিনি সত্যবাদী, তবে বহু ভুল করতেন। এছাড়া তিনি একজন শি'য়া মতাবলম্বী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন। অতএব তাকে দোষ দেয়াটা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ।

ইবনু হিব্বান “আয-যু'রাফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি আবু সা'ঈদ (رضي الله عنه) হতে কতিপয় হাদীস শুনেন। অতঃপর যখন আবু সা'ঈদ (رضي الله عنه) মারা গেলেন, তখন তিনি কালবীর মজলিসে বসা শুরু করলেন। যখন কালবী বলতেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন..., তখন তিনি তা হেফয করে নিতেন। কালবীর কুনিয়াত ছিল আবু সা'ঈদ। তিনি তার থেকে বর্ণনা করতেন। তাকে যখন বলা হত এ হাদীসটি আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তখন তিনি বলতেন : আমাকে হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন আবু সা'ঈদ। ফলে লোকেরা ধারণা করত যে, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه)-কে বুঝিয়েছেন, অথচ আসলে হবে কালবী। এ জন্য তার হাদীস লিপিবদ্ধ করাই হালাল নয়। তবে আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্যে লিখা যেতে পারে।

যাহাবীও “আল-মীযান” গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী আতিয়ার হাদীসকে হাসান বলেছেন। কিন্তু তার একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিরমিযী এ ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে পরিচিত।

ইবনু দাহিয়া বলেন : তিনি বহু জাল এবং দুর্বল হাদীসের সনদকেও সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে ইমাম যাহাবী বলেন : আলেমগণ ইমাম তিরমিযীর বিতর্ককরণের উপর নির্ভর করেননি।

আবুস সিন্দীক হাদীসটির মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তার সনদে আব্দুল হাকিম ইবনু যাকুওয়ান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তাকে আমি চিনি না। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে ইযতিরাব। একবার এসেছে মারফু' হিসাবে আরেকবার এসেছে মওকুফ হিসাবে।

এছাড়া ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ” গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সনদে বর্ণনাকারী ওয়াযে রয়েছে, তিনি বিলাল হতে বর্ণনা করেছেন। এ ওয়াযে সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন :

তিনি নিতান্তই দুর্বল, তিনি কিছুই না।

তিনি তার ছেলেকে বলেন : তার হাদীসগুলো নিষ্ক্ষেপ কর, কারণ সেগুলো মুনকার।

হাকিম বলেন : তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

মোটকথা হাদীসটি উভয় সূত্রেই দুর্বল। একটি সূত্র অন্যটি হতে বেশী দুর্বল। বৃসয়রী, মুনযেরী ও অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২০. (لَمَّا اقْتَرَفَ اَنَّهُمُ الْخَطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ! لَسْتَ بِكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي. فَقَالَ اللهُ: يَا اَنَّهُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، وَلَمْ اَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَتَخَفْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ، رَفَعْتَ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا اَنَّهُ! إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اذْغَيْبِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ).

২৫। আদম (আ:) যখন শুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন : হে আমার ঐশ্ব! তোমার নিকট মুহাম্মাদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্রমা করে দাও। আদ্বাহ বললেন : হে আদম! তুমি কীভাবে মুহাম্মাদকে চিনলে, অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? (আদম) বললেন : হে আমার ঐশ্ব! আপনি আমাকে বখন আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার আত্মা থেকে আত্মার প্রবেশ ঘটান, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের স্তম্ভগুলোতে (খুটি) লিখা দেখেছিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। সত্যই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় তিনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাঁকে হক জ্ঞানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্রমা করে দিব। মুহাম্মাদ যদি না হতো আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল।

ইমাম হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (২/৬১০) এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির (২/৩২৩/২) ও বাইহাকী “দালায়েলুন নবুওয়াহ” গ্রন্থে (৫/৪৮৮) মারফুঁ হিসাবে আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ।

যাহাবী তার বিরোধিতা করে বলেছেন : বরং হাদীসটি বানোয়াট। আব্দুর রহমান দুর্বল আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী কে তা জ্ঞানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ফিহরীকে “মীযানুল ই‘তিদাল” গ্রন্থে এ হাদীসটির কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (যাহাবী) বলেছেন : হাদীসটি বাতিল।

বাইহাকী বলেন : হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ একক ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

ইবনু কাসীর তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (২/৩২৩) তা সমর্থন করেছেন। আর হাকিম ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে যাহাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনে রাশীদ সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী। তিনি লাইস, মালেক এবং ইবনু লাহি'য়ার উপর হাদীস জাল করতেন। তার হাদীস লিখা হালাল নয়।

হাকিম কর্তৃক এ হাদীসের বর্ণনা তার বিপক্ষেই গেছে। কারণ হাকিম সহীহ বলেলেও তিনি “আল-মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস সহীহে মিনাস সাকিমে” নামক গ্রন্থে বলেছেন : আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। একই কথা আবু নু'য়াইমও বলেছেন।

ইবনু তাইমিয়া বলেছেন : এ আব্দুর রহমান ইবনু আসলাম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। ইবনুল জাওযী বলেন : আপনি যদি হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কিতাবগুলো বুজেন, তাহলে তাকে কেউ দুর্বল বলেননি এরূপ পাবেন না। বরং তাকে আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইবনু সা'দ অত্যন্ত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম তাহাবী বলেন : তার হাদীসের বিধানদের নিকটে চরম পর্যায়ের দুর্বল।

ইবনু হিষ্মান বলেন : তিনি না জেনে হাদীসকে উলট পালট করে ফেলতেন। তিনি বহু মুরসাল বর্ণনা ও মওকুফ সনদকে মারফু' করে ফেলেছেন। এ জন্য তাকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তার প্রাপ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত হাদীসটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ মারফু' করে ফেলেছেন। কারণ আলোচিত ফেহরী সূত্রেই হাদীসটি মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু বাকুর আজুরী “আশ-শারীয়াহ” গ্রন্থে (পৃ: ৪২৭) তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবু মারওয়ান উসমানী সূত্রে উসমান ইবনু খালিদ হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারা দু'জনই দুর্বল। ইবনু আসাকিরও অনুরূপ ভাবে (২/৩১০/২) মদিনাবাসী এক শাইখ হতে ইবনু মাস'উদ (رحمہ) -এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে একাধিক মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছে।

মোটকথা নাবী (ﷺ) হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে দু' হাফিয যাহাবী ও আসকালানী বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বর্ণিত ৪০৩ নং হাদীসটিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২৬. (الْحَدَّثُ نَعْرِي خِيَارَ أُمَّتِي.)

২৬। ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী (৩/১১৮/১, ১/১২৩), ইবনু আদী (১/১৬৩) ও মুখাব্বেস “আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৬/৪৪/২) সালামুত তাবীল সূত্রে ফযল ইবনু আতিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

১। বিঃ দ্রঃ (কাওসারী এ জাল হাদীসকে সন্ধ্যাত করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তার কথার বহুলাংশই স্ববিরোধীও বটে। এছাড়া তিনি ভাষাগত বহু ভুলও করেছেন। শাইখ আলবানী এ “য'ঈফা” গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ পরিসরে তা বিষদভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। যার একান্তই প্রয়োজন মূল কিতাব দেখে নেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।) (অনুবাদক)

বাগাবী বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। সালামুত তাবীল হাদীসের ক্ষেত্রে নিতান্তই দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল জাওযী বলেন : সালামুত তাবীল মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য] এবং ফযল ইবনু আতিয়াও তার ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : ফযল ইবনু আতিয়া যদিও দুর্বল তবুও তাকে হাদীস জাল করার মত দোষ দেয়া যায় না। তবে সালামুত তাবীল তার বিপরীত। কারণ তাকে মিথ্যুক ও জালকারী হিসাবে একাধিক ব্যক্তি দোষী করেছেন।

হ্যাঁ তার একটি মুতাবা'য়াত পাওয়া যায় মুহাম্মাদ ইবনু ফযল হতে, যেটি আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৬১) ও আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৪/৭৩) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলও মিথ্যুক। তার মুতাবা'য়াত দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাকে ইবনু মা'দীন, ফাল্লাস ও অন্যান্য মিথ্যুক বলেছেন। [মুতাবা'আতের অর্থ জানা জন্য ৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন]।

তা সত্ত্বেও হাদীসটি জাল এরূপ হুকুম লাগানো যাচ্ছে না। কারণ এর শাহেদ অন্য সনদে মিলছে, যার অবস্থা এটির চেয়ে উত্তম। সেটি হাসান ইবনু সুফিয়ান তার “মুসনাদ” গ্রন্থে, বিশ্র ইবনু মাতার তার “হাদীস” গ্রন্থে (৩/৮৯/১), ইবনু মান্দা “মারিফাতুস সাহাবা” গ্রন্থে (২/২৬৪/২), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৭) ও আল-খাতীব “আল-মুওয়াযযহ” গ্রন্থে (২/৫০) দূরায়দে ইবনু নাকি'র সূত্রে আবু মানসূর আল ফারেসী হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। কারণ আবু মানসূর সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীস মুরসাল।

আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় ও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই মিথ্যুক হতে খালী নয়। নিম্নে সেগুলোর তিনটি উল্লেখ করা হলো :

২৭. (الْحَدَّثُ نَعْرِي حَمْلَةَ الْقُرْآنِ، لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي أَجْوَافِهِمْ).

২৭। ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে কুরআন বহনকারীদেরকে। তাদের পেটে কুরআনকে ইয'ত করার উদ্দেশ্যে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (৭/২৫২৯) ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব সূত্রে নিজ সনদে মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ

“وَهَبَ يَضَعُ الْحَنِيَّتَ” ওয়াহাব হাদীস জাল করতেন। উকায়লী (৪/৩২৫) বলেনঃ “أَحَابِيئُهُ كُلُّهُ بَوَاطِيلٌ” তার সকল হাদীস বাতিল।

সুযুতীও ইবনু আদীর বর্ণনায় “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মানাবী বলেন : তার সনদে ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব ইবনে কাসীর

রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন, ইবনু মা'ঈন বলেছেনঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি জাল করতেন। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন (যেগুলোর শেষে এটিও রয়েছে) : এ হাদীসগুলো মিথ্যা।

২৮. (الْحَدِيثُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي صَالِحِي أُمَّتِي وَأَنْبِرَارِهَا، ثُمَّ تَفُتُّ).

২৮। ধর্মীয় চেতনা শুধুমাত্র আমার উম্মাতের নেককার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই হবে। অতঃপর তা ফিরে যাবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২৩/৬৯/২) বিশ্র ইবনু হুসাইন সূত্রে ... আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ বিশ্র মিথ্যুক। ইমাম সুযুতী দাইলামী কর্তৃক “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী বলেন, দারাকুতনী বলেছেন : তিনি (বিশ্র) মাতরুক।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন, আবু হাতিম বলেন : তিনি যুবায়ের ইবনু আদীর প্রতি মিথ্যারোপ করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন : বিশ্র ইবনু হুসাইন জাল হাদীসের পাণ্ডুলিপি হতে বর্ণনা করতেন। তাতে প্রায় একশত পঞ্চাশটি জাল হাদীস ছিল।

এটি সেগুলোরই একটি, যেমনটি যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি উকায়লীও “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/১৪১) বিশ্র সূত্রেই উল্লেখ করেছেন। তিনি তার আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : সবগুলোই মুনকার।

মানাবী বলেন : তায়ালিসীও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইমাম সুযুতী মু'য়ায এবং আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস দু'টি “যায়লুল আহাদীছিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২৪) উল্লেখ করা সত্ত্বেও “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি এ গ্রন্থটিকে মিথ্যুক এবং জাল বর্ণনাকারী হতে হেফযাত করেছেন।

২৯. (خِيَارُ أُمَّتِي أَحْدَاؤُهُمْ، إِذَا غَضِبُوا، رَجَعُوا).

২৯। আমার উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তির হচ্চেন তাদের ধর্মীয় চেতনার অধিকারীগণ। যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা (তা হতে) প্রত্যাবর্তন করে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ: ২১৭), তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৪৯), ইবনু শাযান “ফাওয়াইদু ইবনু কানে ওয়া গায়রিহি” গ্রন্থে (২/১৬৩) এবং সিলাহী “আত-তায়ুরিয়াত” গ্রন্থে (২/১৪০) আব্দুল্লাহ ইবনু কুমবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেনঃ হাদীসটি সাব্যস্ত করতে আব্দুল্লাহ অনুসরণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আযদী বলেন : “تَرْكُوهُ” (মুহাদ্দিসগণ) তাকে গ্রহণ করেননি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি একটি বাতিল হাদীস। আসকালানীও তা স্বীকার করেছেন।

তাবারানী হাদীসটি “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে ইয়াগনাম ইবনু সালেম ইবনে কুমবার রয়েছে। তিনি মিথ্যুক, যেমনটি হায়সামী (৮/৬৮) ও সাখাবী (পৃঃ ১৮৭) বলেছেন।

মোটকথা ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস জাল। একমাত্র দুরায়েদের হাদীসটি বাদে। যেটি আবু মানসূর আল ফারেসী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (২৬)। সেটি শুধুমাত্র দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে।

৩০. (الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৩০। আমার ও আমার উম্মাতের মাঝে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী “আল-মাকাসীদ” গ্রন্থে বলেছেন :

আমাদের শাইখ ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন : হাদীসটি আমি চিনি না।

ইবনু হাজার হায়তামী আল-ফাকীহ “আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ” গ্রন্থে (১৩৪) বলেছেন : এ শব্দ বর্ণিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণে সুযুতী “যাইলুল আহাদীছিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (১২২০ নং) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখে নিম্নের সহীহ হাদীস। রসূল (ﷺ) বলেছেন : ‘আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে...’। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

৩১. (الدُّنْيَا خُطُوَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ).

৩১। দুনিয়া হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির এক পদক্ষেপ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থে (১/১৯৬) বলেন :

“لَا يُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا (عَنْ) غَيْرِهِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَلَا أَئِمَّتِهَا”

এটি নাবী (ﷺ) হতে, এছাড়া উম্মাতের সালাফ (সাহাবী ও তাব'ঈ) এমনকি ইমামগণ হতেও জানা যায় না। হাদীসটি সুযুতী “যাইলুল আহাদীছিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (১১৮৭ নং) উল্লেখ করেছেন।

৩২. (الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا،
وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ).

৩২। আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আখেরাত হারাম। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারাম আল্লাহর ওয়ালাদের জন্য।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সে সব হাদীসের একটি যার দ্বারা সুযুতী তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থকে কালিমালিগু করে বলেছেন যে, দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : এ হাদীসের সনদে জাবালাত ইবনু সুলায়মান নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাহাবী তাকে “আয-যু’রাফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ তার সম্পর্কে ইবনু মা’ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি : সত্যিই যিনি এ হাদীস বর্ণনা করবেন তিনি নির্ভরযোগ্য হবেন না, বরং তিনি হবেন অত্যন্ত নিকৃষ্ট মিথ্যুক। কারণ এ হাদীসটি বাতিল তাতে কোন বিবেকবান মু’মিন সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। কীভাবে রসূল (ﷺ) আখেরাতের অধিবাসী মু’মিনদের উপর দুনিয়াকে হারাম করেন। যার উত্তম উত্তম বক্তৃতা দ্বারা উপকৃত হওয়াকে তাদের জন্য স্বয়ং আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন তাঁর {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} অর্থ : “তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন” (সূরা: বাক্বারাহ : ২৯) এ বাণী দ্বারা, তিনি আরো বলেছেন :

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

“আপনি বলে দিন আল্লাহর অলংকারাজী, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারের হালাল বস্তুগুলোকে কে হারাম করেছে। আপনি বলে দিন সে নে’রামাতগুলো মু’মিনদের জন্যেই পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামত দিবসে...” (সূরা আলে ইমরান: ৩২)।

অতঃপর কীভাবে বলা সম্ভব যে, রসূল (ﷺ) দুনিয়া ও আখেরাতকে একসাথে হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ ভক্তদের উপর। অথচ আল্লাহ ভক্তরাই হচ্ছেন কুরআনের ভক্ত। যারা তাকে প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল করে। আর আখেরাত হয় জান্নাত নয়তোবা জাহান্নাম। আল্লাহ ভক্তদের উপর

জাহান্নামকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। এ সংবাদ তিনি নিজেই দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি মুমিনদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কীভাবে এ মিশ্রুক বলে যে, রসূল (ﷺ) আখেরাতকে তাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন? অথচ এ আখেরাতেই রয়েছে জান্নাত, যা মুত্তাকীদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে।

আমার ধারণা এ হাদীসটির জালকারী হচ্ছেন একজন মূর্খ সূফী। তিনি এ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে সূফী আকীদাহ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

অতঃপর আমি দাইলামীর “মুসনাদ” গ্রন্থে এটির সনদ সম্পর্কে (২/১৪৮) অবহিত হয়েছি। তাতে (তিনজন) বর্ণনাকারী রয়েছে, যাদেরকে আমি চিনি না। এ ছাড়াও এটি ইবনু যুরায়জ হতে আনু আনু শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। [মুদাল্লিস-এর অর্থ দেখুন ৫৭ নং পৃষ্ঠায়]।

৩২. (الدُّنْيَا ضَرَّةٌ الْآخِرَةُ).

৩৩। দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সতীন।

নাবী (ﷺ) হতে এর কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি “আল- কাশফ” সহ অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ)-এর বাণী হিসাবেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

৩৪. (اخْذَرُوا الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا اسْتَحَرَّ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ).

৩৪। দুনিয়া থেকে তোমরা বেঁচে চল, কারণ তা হচ্ছে হারুত ও মারুতের দেয়েও অধিক যাদুকর।

হাদীসটি মুনকার এর কোন ভিত্তি নেই।

“তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (৩/১৭৭) ইরাকী বলেন : হাদীসটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া ও বাইহাকী “তুয়াবুল ঈমান” গ্রন্থে আবুদ-দারদা আর-রাহাবীর বর্ণনা সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী বলেন, তাদের কেউ বলেছেন : আবুদ-দারদা কোন একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। সাহাবী বলেন : আবুদ-দারদা কে তা জানা যায় না? আরো বলেন : এটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফয ইবনু হাজার আসকালানী “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে (৬/৩৭৫) তা সমর্থন করেছেন।

যিনি ধারণা করবেন যে, আবুদ-দারদা সাহাবী তিনি ভুল করবেন। সুযুতী “জামেউস সাগীর” ও “দুররুল মানসূর” গ্রন্থে (১/১০০) এমনটিই বুঝিয়েছেন বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন : আবুদ-দারদা হতে। এ ক্ষেত্রে মানাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

মোটকথা হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ আবুদ-দারদাই, তিনি মাজহুল [অপরিচিত], তিনি সাহাবী নন।

৩০. (مَنْ أَذْنٌ فَلْيَقُمْ.)

৩৫। যে আযান দিবে সেই যেন ইকামাত দেয়।

এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। বর্ণিত হয়েছে এ ভাষায় ‘مَنْ أَذْنٌ فَلْيَقُمْ’।
“যে আযান দিবে সে ইকামাত দিবে” এ ভাষাতেও হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহন” গ্রন্থে (১/২৬৫, ২৬৬) ও ইবনু আসাকির (৯/৪৬৬, ৪৬৭) আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল-ইফরীকী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি এ আল-ইফরীকীর কারণে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন :

তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। ইমাম তিরমিযীও তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : “إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ”
‘এ হাদীসটিকে ইফরীকী সূত্রেই চিনি, তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল।’

হাদীসটিকে বাগাবীও “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (২/৩০২) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নাবাবীও “আল-মাজমু'” গ্রন্থে (৩/১২১) তেমনটিই বলেছেন।
বাইহাকী “সুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (১/৪০০) দুর্বল বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে আব্দু ইবনে হামীদ “আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদিহি” গ্রন্থে (২/৮৮), আবু উমাইয়াহ “আত-তারসূসী মুসনাদু ইবনে উমার” গ্রন্থে (১/২০২), ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/৩২৪), বাইহাকী, তাবারানী (৩/২৭২) ও উকাযলী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ: ১৫০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সূত্রেও হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাকীও দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন : সা'ঈদ ইবনু রাশেদ একক ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজারও “আত-তালখীস” (৩/১০) গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন : আবু হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে এ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম “ইলালুল হাদীস” গ্রন্থে (নং ৩২৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার, সা'ঈদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আরেকবার বলেছেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

ইবনু আবী হাতিম হাদীসটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে (১/২৯৫) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনে আতিয়া রয়েছে। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী বলেন : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করেননি।

৩৬. (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ).

৩৬। দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

হাদীসটি জাল। যেমনিভাবে সাগানী (পৃ: ৭) ও অন্যরা বলেছেন।

এটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ এ ভালবাসা নিজকে এবং সম্পদকে ভালবাসার মতই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মূলগত ভাবে বিদ্যমান। শারীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ভালবাসার প্রশংসা করা যায় না। এটি ঈমানের জন্য অপরিহার্যও নয়। আপনারা কী দেখছেন না যে, এ ভালবাসার মুমিন এবং কাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩৭. (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هُمْ فِيهِ نَبَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، أَكْثَرُ الذَّنْبِ).

৩৭। মানুষের মাঝে এমন এক যামান আসবে যখন তারা বাঘের ন্যায় হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বাঘ না হতে পারবে তাকে বাঘগুলো খেয়ে ফেলবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/৮০) দারাকুতনীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ সনদে যিয়াদ ইবনু আবী যিয়াদ আল-জাস্‌সাস নামক এক বর্ণনাকারী আছেন।

দারাকুতনী বলেন : যিয়াদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য]।

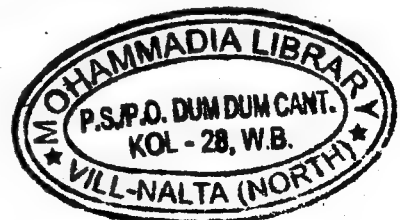
সুযুতী তার “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৫২) বলেন : “আল-মীযান” গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যিয়াদ দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, কখনও কখনও ক্রটি করতেন। তাবারানীও হাদীসটি “মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তাবারানীর বর্ণনায় হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (৭/২৮৭, ৮/৮৯) উল্লেখ করে হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন : এর সনদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি রয়েছেন যাদের কে চিনি না।

৩৮. (مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ ارْتَبِعَ يَوْمًا، ظَهَرَتْ بِتَابِعِ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ).

৩৮। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে, তার ভাষায় বিচক্ষণতার স্বর্ণাধারা উদ্ভাসিত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।



হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৫/১৮৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল সূত্রে আবু খালেদ ইয়াযীদ ওয়াসেতী হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া হুসাইন আল-মারওয়াযী “জাওয়ায়েদুয য়ুহদ” গ্রন্থে (১/২০৪), ইবনু আবী শাইবাহ “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১৩/২৩১) ও হান্নাদ “আল-যুহদ” গ্রন্থে (৬৭৮ নং) উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার “মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/১৪৪) আবু নু'য়াইম সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেনঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। ইয়াযীদ ইবনু আবী ইয়াযীদ আব্দুর রহমান ওয়াসেতী অধিক পরিমাণে ভুল করতেন, হাজ্জাজ ঐটি যুক্ত ব্যক্তি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল অপরিচিত এবং আবু আইউব (رضي الله عنه) হতে মাকহুলের শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি।

সূফী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন : ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল বলেই খ্যাত হয়েছেন। মাকহুল হতে মুরসাল হিসাবে তার অন্য একটি সূত্র রয়েছে, যাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ও ইয়াযীদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদে বর্ণিত হাজ্জাজ হচ্ছেন ইবনু আরতাত-তিনি মুদাল্লিস, আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও মুরসাল। হাদীসটিকে সাগানী “আহাদীসুল মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির অন্য একটি সনদ পেয়েছি, সেটি কাযাঈ বর্ণনা করেছেন। তাতেও সেওয়ার ইবনু মুস'য়াব নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে নাসাঈ সহ প্রমুখ মহাদ্বিসগণ বলেছেন : তিনি মাতরুক। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল।

৩৭. (مَنْ تَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُومُنْ إِلَّا نَفْسَهُ).

৩৯। যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে শুধুমাত্র নিজেকেই দোষারোপ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরুকীন” গ্রন্থে (১/২৮৩) খালিদ ইবনুল কাসেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী “মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৬৯) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ খালেদ মিথ্যুক। হাদীসটি মূলত ইবনু লাহী'য়ার, খালিদ তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তাকে লাইস-এর সূত্রে গেথে দিয়েছেন।

তৃতীয় সূত্রে মরুওয়ান হতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ২১১/১) ও সাহমী “তারীখু জুরজান” গ্রন্থে (৫৩) উল্লেখ

করেছেন। মারওয়ান বলেন : আমি লাইস ইবনু সা'দকে এমতাবস্থায় বললাম যে, তিনি রামাযান মাসে আসরের পরে ঘুমাছিলেন : হে আবুল হারিস! কী হয়েছে আপনার যে আপনি আসরের পরে ঘুমাচ্ছেন? অথচ আমাদেরকে ইবনু লাহী'য়া হাদীস শুনিয়েছেন ...। উত্তরে আবুল লাইস বললেন : আকীল হতে ইবনু লাহী'য়ার হাদীসের কারণে আমি এমন কিছু ছাড়ব না যা আমার উপকার করে। (ইবনু লাহী'য়া মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল)।

বর্তমান যুগের বহু মাশায়েখ আসরের পরে ঘুমাতে নিষেধ করে থাকেন যদিও তার প্রয়োজন হয়। তাকে যদি বলা হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। তাহলে দ্রুত উত্তরে বলেন : ফাযায়েলে আমল-এর ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়।

ভেবে দেখুন পূর্ববর্তীদের চিন্তা-চেতনা আর পরবর্তীদের জ্ঞানের মধ্যে কত বড় পার্থক্য? লাইস ছিলেন মুসলমানদের ইমাম এবং প্রসিদ্ধ এক ফাকীহ। তার কথা প্রমাণ বহন করছে তার চিন্তাচেতনা ও জ্ঞানের গভীরতার, অথচ পরবর্তীগণ কী বলেন?

হাদীসটি আবু ই'য়ালা ও আবু ন'য়াইম “আত-তিব্বুনাবাবী” গ্রন্থে (২/১২) আমর ইবনু হুসাইন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ আমরকে খাতীব বাগদাদীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাক বলেছেন। এ আমরই নিম্নের ডালের হাদীস বর্ণনাকারী:

٤٠. (عَلَيْكُمْ بِالْقُرْعِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدَّمَاعِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدْسٌ

عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا).

৪০। তোমরা কদু (লাউ) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি [জ্ঞান] বৃদ্ধি করে। তোমরা ডালকে অপরিহার্য করে নাও, কারণ তার পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে সত্তর জন নাবীর ভাষায়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২২/৬২ নং ১৫২) আমর ইবনুল হুসাইন সূত্রে ইবনু 'আলাসা হতে বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৫১) বলেছেন : আমর ও তার শাইখ তারা দু'জনই মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

যারাকনী “আল-লাআলিল মানসুরা ফিল আহাদীসিল মাশহুরাহ্” (১৪৩ নং) গ্রন্থে বলেন : ইবনুস সালাহ-র হাতের লিখায় পেয়েছি যে, এটি একটি বাতিল হাদীস।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/২৯৪, ২৯৫) কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বানোয়াট হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন।

সাগানী “আহাদীসুল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ:৯) ও ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃ:২০) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সাদৃশ্যপূর্ণ সেই সব জালকারীদের সাথে যারা মান্না ওয়াস সালওয়ার উপর এটিকে পছন্দ করেছেন।

‘আলী আল-কারী তার “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ১০৭) এটিকে বানোয়াট হিসাবেই স্বীকার করেছেন।

ইবনু তাইমিয়া “মাজমু‘উ ফাতাওয়া” গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটি জ্ঞানীজনদের ঐক্যমতে মিথ্যা ও বানোয়াট।

এ মিথ্যুক আম্রের আরো একটি হাদীস :

৪১. (مَنْ أَصْلَبَ مَالًا مِنْ نَهَاوُسَ، أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَائِرِ).

৪১। যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় (অন্যকে বিপদগ্রস্থ করে) সম্পদ অর্জন করল, আল্লাহ তাকে নরকে নিয়ে যাবেন।

হাদীসটি সহীহ নয়।

হাদীসটি কাযা‘ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (কাফ ২/৩৭) ও রামহুরমুযী “আল-আমসাল” গ্রন্থে (পৃ: ১৬০) আম্র ইবনুল হুসাইন সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সাকেত [নিষ্কপযোগ্য]। এ আম্র ইবনুল হুসাইন মিথ্যুক। পূর্বে তার সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। সাখাবী “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে (নং ১০৬১) বলেছেন :

আম্র মাতরুক। আর আবু সালমা হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু সালাম। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু জাবের-এর কাতিব [লেখক], তিনি সাহাবী নন।

এছাড়া আবু সালমা আল-হিমসী সম্পর্কে মানাবী বলেন : তিনি একজন মাজহুল [অপরিচিত] তাবে‘ঈ।

৪২. (الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ، وَمَجَالِسُهُمْ زِيَادَةٌ).

৪২। নাবীগণ হচ্ছেন নেতা, ফাকীহগণ হচ্ছেন সর্দার আর তাদের মজলিসগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ:৩২২) এবং কাযা‘ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (১/২৩)... হারিস ইবনু আব্দিল্লাহ হামদানী আল-আওয়ার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। হারিসকে জামহূর ওলামা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন : “كُذِّبَ” তিনি মিথ্যুক। শু‘বা বলেন : আবু ইসহাক তার থেকে মাত্র চারটি হাদীস শ্রবণ করেছেন।

“আল-কাশফ” গ্রন্থে এসেছে (১/২০৫), “আলী আল-কারী বলেন : এটি বানোয়াট হাদীস। অনুরূপ কথা “খুলাসা” গ্রন্থেও এসেছে।

৫৩. (شَهْرُ رَمَضَانَ مَطْلَقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ).

৪৩। আসমান ও যমীনের মাঝে রমায়ান মাস ঝুলন্ত থাকে। তাকে যাকাতুল ফিতর প্রদান না করা পর্যন্ত আদ্বাহর নিকটে উঠিয়ে নেয়া হয় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে ইবনু শাহীন তার “আত-তারগীব” গ্রন্থে এবং যিয়া জারীর হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মানাবী তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-ওয়াহিয়াত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : সহীহ নয়। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দ আল-বাসরী নামক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছি : “ইলালুল মুতানাহিয়া” গ্রন্থে (৮২৪) ইবনুল জাওযীর পূর্বাঙ্গ কথা হচ্ছে : “وَلَا يَتَّبِعُ عَلَيْهِ” তার অনুসরণ করা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে আল-খাতীব (৯/১২১) বর্ণনা করেছেন, তার থেকে ইবনুল জাওযী “আল-ইলাল” গ্রন্থে (৮২৩) এবং ইবনু আসাকির (১২/২৩৯/২) বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু উসমান ইবনে উমার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আব্দুর রহমানকে আমি চিনি না। বাহ্যিক ব্যাপার এই যে, তিনি বাকিয়ার মাজহুল শাইখদের একজন। ইবনুল জাওযী ধারণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন বাকরাবী। যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : লোকেরা তার হাদীসকে গ্রহণ করেনি।

৫৪. (مَنْ أَخَذَتْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَصَلِّ، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي، فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أَجِبْهُ، فَقَدْ جَفَانِي، وَلَكُنْتُ بِرَبِّ جَافٍ).

৪৪। যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করল, অতঃপর ওযু করল না সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি ওযু করল, অতঃপর সলাত আদায় করল না সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল, অতঃপর

আমাকে ডাকলো না, সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল। যে ব্যক্তি আমাকে ডাকলো আর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না তার সাথে আমি রুঢ় আচরণ করলাম। অথচ আমি রুঢ় আচরণকারী প্রতিপালক নই।

হাদীসটি জাল। সাগানী (পৃ: ৬) ও অন্যরা এ কথাই বলেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ এই যে, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর ওযু করা এবং ওযুর পরে সলাত আদায় করা মুসতাহাব কাজের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হাদীসটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এ দু'টো ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত “فقد جفائي” ‘আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল’ এ কথার কারণে। অথচ এটি কোন অজানা কথা নয় যে, এসব কর্ম মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নের হাদীসটি উপরের হাদীসের ন্যায় :

٤٥. (مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي).

৪৫। যে ব্যক্তি বায়তুন্নাহ্ব যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার ব্যাপারে রুঢ় আচরণ করল।

হাদীসটি জাল। হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” (৩/২৩৭) গ্রন্থে এ কথাই বলেছেন।

সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ৬), অনুরূপ ভাবে যারাকনী ও শাওকানী “আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ‘য়াহ ফিল আহাদীসিল মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ৪২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মান।

ইবনু আদী (৭/২৪৮০) ও ইবনু হিব্বান “আয-যু‘রাফা” গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২১৭) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়ে (ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান) বলেছেন : মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বড় সমস্যা (মিথ্যা) বহন করে আনতেন এবং দৃঢ়চেতাদের উদ্ধৃতিতে উল্টা পাণ্টা হাদীস বর্ণনা করতেন।

দারাকুতনী বলেন : এ হাদীসটির সনদের মধ্যে দোষনীয় ব্যক্তি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নু‘মান।

এছাড়া হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ এটিও যে, নাবী (ﷺ)-এর ব্যাপারে রুঢ় আচরণ করা যদি কুফরী নাও হয়, তবুও তা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে যে তাঁকে যিয়ারত করা ছেড়ে দিবে, সে বড় গুনাহে লিপ্ত হল। এমনটি হলে হাদীসটি যিয়ারত করাকে হজ্জের ন্যায় অপরিহার্য করে। অথচ যিয়ারত করা ওয়াজিব এমন কথা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেননি। যিয়ারত করা যদি নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যমও হয় তবুও তা আলেমদের নিকট মুসতাহাবের গণি হতে আর বেশী কিছু হবে না। অতএব কীভাবে তাঁর যিয়ারত পরিত্যাগকারী তাঁর সাথে রুঢ় আচরণকারী হয় এবং কীভাবে তাঁর থেকে বিমুখ হয়?

৬৭. (مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي يُرَاهِمَ فِي عِلْمٍ وَاحِدٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ).

৪৬। যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইব্রাহীমকে একই বছরে ভিজ়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি জাল।

যারাকশী “আল-লাআলিল মানসূরা” গ্রন্থে (১৫৬ নং) বলেন : কোন কোন হাফিস বলেছেন : হাদীসটি বানোয়াট। হাদীস সম্পর্কে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এটিকে হাদীস বলে বর্ণনা করেননি।

অনুরূপভাবে ইমাম নাবাবী বলেন : এটি বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি নেই।

সুযুতী এটিকে “যায়লুল আহাদীছিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (নং ১১৯) উল্লেখ করার পর বলেছেন :

ইবনু তাইমিয়া ও নাবাবী বলেছেন : হাদীসটি জাল, ও ভিত্তিহীন।

শাওকানীও “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (পৃ:৪২) তা সমর্থন করেছেন।

৬৮. (مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي).

৪৭। যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর ভিজ়ারত করবে, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২০৩/২) এবং “আওসাত” গ্রন্থে (১/১২৬/২), ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে, দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ:২৭৯), বাইহাকী (৫/২৪৬) ও সিলাবী “আস-সানী আশার মিনাল মাশীখাতিল বাগদাদীয়াহ্” গ্রন্থে (২/৫৪) বর্ণনা করেছেন। তারা প্রত্যেকেই হাফস ইবনু সুলায়মান আবী উমার সূত্রে লাইস ইবনু আবী সূলাইম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দু’টি কারণে হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল :

১। লাইস ইবনু সূলাইম-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, যেমনটি বলা হয়েছে ২ নং হাদীসের আলোচনায়।

২। হাফস ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন আল-কারী, তাকে আল-গাযেরী বলা হয়। তিনি নিতান্তই দুর্বল, যেমনটি ইঙ্গিত দিয়েছেন হাফিস ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথার দ্বারা :

“متروك الحديث” তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে মাতরক্ক [অগ্রহণযোগ্য]।

কারণ তার সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেন : “كان كذاباً” তিনি ছিলেন মিথ্যুক; যেমনটি ইবনু আদীর “আল-কামিল” গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু খাররাশ বলেন : “كذاب، يضع الحديث” তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

এ হাদীসের সনদের সমর্থন সূচক আরো কিছু সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।^২ যেগুলো এটিকে শক্তিশালী করে না। কারণ দুর্বলের দিক থেকে সেগুলোর অবস্থা এটির সনদ চেয়ে কম নয়। রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে আরো হাদীস এসেছে, যেগুলো সুবকী “আল-শেফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর সবই দুর্বলের অন্তর্ভুক্ত, যার একটি অপরটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

ইবনু তাইমিয়া “আল-কা'য়েদাতুল জালীলা” গ্রন্থে (পৃ:৫৭) বলেনঃ

রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে যে সব হাদীস এসেছে সবই দুর্বল। দ্বীনি বিষয়ে সেগুলোর কোনটির উপরেই নির্ভর করা যায় না। সে কারণেই সহীহ গ্রন্থ এবং “সুনান” গ্রন্থের লেখকগণ এ সংক্রান্ত কোন হাদীস তাদের গ্রন্থগুলোতে বর্ণনা করেননি। সেগুলো বর্ণনা করেছেন তারা ই যারা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। যেমন দারাকুতনী, বায্‌যার ও আরো অনেকে।

অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, এ হাদীসের মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্ট, এটি মুসলমানদের ধর্ম বিরোধী। কারণ যে ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর জীবিত থাকাকালীন মু'মিন অবস্থায় তাঁকে যিয়ারত করেছে, সে সাহাবীগণের দলভুক্ত, যাদের ফযীলত বর্ণনা করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি সাহাবীগণের পরে যে কোন আমলের দ্বারা, যদিও সেটি ওয়াজিব-এর পর্যায়ভুক্ত হয় যেমন হজ্জ, জিহাদ, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও তাঁর উপর দুবুদ পাঠ করা তবুও সাহাবীগণের সমকক্ষ হতে পারবে না। অতএব কীভাবে তাদের সমকক্ষ হবে এমন একটি আমলের দ্বারা যেটি (তাঁর কবর যিয়ারত) সকল মুসলিমের ঐক্যমতে ওয়াজিব নয়। বরং তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাই শারী'য়াত সম্মত নয়। বরং সেটি নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি তাঁর মসজিদে সলাত কায়েমের উদ্দেশ্যে সফর করে তাহলে তা মুস্তাহাব এবং সে সাথে কবর যিয়ারতও করতে পারবে।

সতর্কবাণী : বহু লোক মনে করেন যে, ইবনু তাইমিয়া এবং সালাফীদের মধ্য থেকে যারা তার নীতির অনুসরণ করেছেন শুধামাত্র তারা ই বলেন যে, নাবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারত করা নিষেধ। এটি মিথ্যা ও অপবাদ মাত্র। যাদের ইবনু তাইমিয়ার (কিতাবের) গ্রন্থরাজী সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা জানেন যে, ইবনু তাইমিয়া নাবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারতকে শারী'য়াত সম্মত এবং মুস্তাহাব বলেছেন। যদি তার সাথে কোন প্রকার শারী'য়াত বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং বিদ'আত জড়িত না হয় তাহলেই। যেমন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত করা বা শুধু তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

^২ {যেমন: তাবারানী তার “আল-আওসাত” গ্রন্থে (১/১২৬/২) আহমাদ ইবনু রাশদীন সূত্রে ‘আলী ইবনুল হাসান ইবনে হারুন আনসারী হতে হাফস ইবনু সুলায়মানের মুতাবা'য়াত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আহমাদ ইবনু রাশদীন সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাক বলেছেন এবং তার উপর বহুকিছু ইনকার করা হয়েছে। যাহাবী তার কতিপয় বাতিল হাদীস উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও একাধিক মাজহুল বর্ণনাকারীর সমাবেশ ঘটেছে}

রসূল (ﷺ)-এর ব্যাপক ভিত্তিক নিয়োক্ত হাদীসের কারণে : 'لا تشد الرحال إلا إلى' তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত কর না।

তিনটি মসজিদ ছাড়া শুধুমাত্র অন্য মসজিদগুলোতে যাওয়াকেই বাতিল করা হয়নি, যেমনটি বহুলোকে ধারণা করে থাকেন বরং আব্দাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে যাওয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চাই সেটি মসজিদ বা কবর বা অন্য কোন স্থান হোক না কেন। এর দলীল আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর হাদীস :

বুসরা ইবনু আবু বুসরা বলেন : আমি তুর পাহাড় হতে ফিরে এসে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা হতে আসলে? আমি বললাম : তুর হতে। অতঃপর তিনি বললেন : আমি যদি তোমাকে তুরের দিকে বের হওয়ার পূর্বে পেতাম তাহলে তুমি বের হতে না। কারণ আমি রসূলকে (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : আরোহী প্রস্তুত কর না তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বাহন তৈরি করো না। (আল-হাদীস)। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন “আহকামুল জানায়েয”ঃ (পৃ: ২২৬)।

৪৮. (الوكلاء سير أبيه).

৪৮। সন্তান তার পিতার উত্তম ভূমি।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। ইমাম সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানাত” গ্রন্থে (পৃ: ৭০৬) এ কথা বলেছেন। ইমাম সুযুতীও তার “আদ-দুরার” গ্রন্থে (পৃ: ১৭০) যারাকশীর (আত-তাজকিরাহ পৃ: ২১১) গ্রন্থের অনুসরণ করে এরূপই বলেছেন। সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৪) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এটির অর্থের প্রয়োগও সহীহ নয়। কারণ নাবীগণের মধ্যে এমন আছেন যার পিতা ছিলেন মুশরিক, নাকারমান। যেমন- ইব্রাহীম (আ:)-এর পিতা আযর। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যার সন্তান ছিলেন মুশরিক। যেমন- নূহ (আ:)-এর পুত্র।

৪৭. (مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بِرًا).

৪৭। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর অথবা যে কোন একজনের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে সিয়রাত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাকে সং কর্মশীলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীসটি জাল।

ভুবারানী হাদীসটি “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৯৯) এবং “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/৮৪/১) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে ইম্পাহানী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/২২৮) মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু 'আলা বাজালী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল করীম আবী উমাইয়াহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি বানোয়াট। এ মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এবং তার অনুসরণ করে “আল-লিসান” গ্রন্থে ইবনু হাজার বলেছেন : “مجهول، قاله العقيلي، ويحيى متروك” উকায়লী বলেন : “তিনি মজহুল এবং ইয়াহইয়া হাছেন মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য]।”

আমি (আলবানী) বলছি : এ ইয়াহইয়ার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকে ওয়াকী' মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমাদ বলেছেন : “كذاب يضع الحديث” “তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।”

ইবনু আদী বলেন : তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

তার শাইখ আব্দুল করীম আবু উমাইয়াহ ইবনু আবিল মুখারিকও দুর্বল। তবে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা যায় না। এ কারণে শুধুমাত্র তার (আব্দুল করীম) কথা উল্লেখ করে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে হাফিয হায়সামী সঠিক কাজটি করেননি।

তিনি বলেছেন : (৩/৬০) তাবারানী হাদীসটি “মু'জামুস সাগীর” এবং “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আব্দুল করীম আবু উমাইয়াহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, তিনি দুর্বল।

ইমাম সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৩৪) বলেছেন : “عبد الكريم ضعيف، ويحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان مجهولان” (আব্দুল করীম দুর্বল, ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা এবং মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান দু'জনই মাজহুল)। শুধুমাত্র এভাবে কারণ দর্শিয়ে ঠিক করেননি। কারণ ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা মাজহুল নন বরং তিনি পরিচিত, তবে মিথ্যুক হিসাবে। এছাড়াও হাদীসটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে।

٥٠. (مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ {يس}؛ غُفِرَ لَهُ بِعَذِّ كُلِّ آيَةٍ أَوْ خَرَفَ).

৫০। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত করবে। অতঃপর তাদের উভয়ের নিকট অথবা পিতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, প্রতিটি আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/২৮৬), আবু নু'য়াইম “আখবাবু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৪৪-৩৪৫) ও আব্দুল গনী আল-মাকদেসী “সুনান” গ্রন্থে (২/৯১) ... আমর ইবনু যিয়াদ সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

কোন মুহাদ্দিস (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনু মুহিব কিংবা যাহাবী) “সুনানুল মাকদেসী” গ্রন্থের হাশিয়াতে (টীকাতে) লিখেছেন, **هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ** “এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।”

ইবনু আদী বলেন : হাদীসটি বাতিল। এ সনদে এটির কোন ভিত্তি নেই। আমর ইবনু যিয়াদ (তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আস-সাওবানী)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটির ব্যাপারে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। সে সব হাদীসের একটি সম্পর্কে বলেন : **“موضوع”** জাল (বানোয়াট)।

অতঃপর বলেন : আমর ইবনু যিয়াদ-এর এ হাদীসটি ছাড়া আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে নির্ভরযোগ্যদের থেকে চুরি করা এবং কিছু আছে বানোয়াট। তাকে সেগুলো জালকারী হিসাবে দোষী করা হয়েছে। দারাকুতনী বলেন : **“يضع الحديث”** তিনি হাদীস জাল করতেন।

এ কারণে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৩৯) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠিকই করেছেন। অথচ সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৪০) বলেছেন :

হাদীসটির সমর্থনে শাহেদ আছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটিতে পূর্বের হাদীসের সনদটিই উল্লেখ করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনি জেনেছেন যে, সেটিও জাল হাদীস। যদিও বলা হয়েছে সেটি শুধু দুর্বল। তা সত্ত্বেও সেটিকে এ হাদীসের শাহেদ হিসাবে ধরা যেতে পারে না। কারণ এটির সাথে সেটির ভাষার মিল নেই। আর জাল হাদীসের শাহেদ হিসাবে জাল হাদীস উল্লেখ করাতে কোন উপকারীতাও নেই। [শাহেদ অর্থ জানতে দেখুন : ৫৬ নং পৃষ্ঠা]।

উল্লেখ্য কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এ মর্মে সহীহ সুন্নাহ হতে কোন প্রমাণ মিলে না। বরং সহীহ সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কবর যিয়ারতের সময় মৃত্যু ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সালাম প্রদান করা এবং আখেরাতকে স্বরণ করাই হচ্ছে শারী‘য়াত সম্মত। সালাফে সালাহীনের ‘আমল এর উপরেই হয়ে আসছে। অতএব কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা ঘৃণিত বিদ‘আত। যেমনটি স্পষ্ট ভাবে পূর্ববর্তী একদল ওলামা বলেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ, কারণ এ মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

ইবনু উমার হতে দাফনের সময় সূরা বাকারার প্রথম এবং শেষ অংশ পাঠের যে কথা বলা হয়েছে তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়নি। যদি ধরেইনি সহীহ তাহলে তা শুধু মাত্র দাফনের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। [কিন্তু ধরে নিয়ে সহীহ বানানো কী সঠিক]।

অতএব আমাদেরকে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর বিদ‘আত হতে সতর্ক হয়ে তা হতে বেঁচে চলতে হবে। যদিও লোকেরা বিদ‘আতকে ভাল কাজ হিসাবে দেখে। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন : সকল বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।

৫১. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ).

৫১। বহু সন্তানের পিতা দরিদ্র সৎ মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/৫২৯) এবং উকায়লী “আয-যু'রাফা” গ্রন্থে (পৃ: ৩৬১) হাম্মাদ ইবনু ঈসার সূত্রে মুসা ইবনু ওবায়দাহ হতে, তিনি কাসিম ইবনু মিহরান হতে ...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী কাসেম-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

“لَا يَبْنَتْ سِمَاعُهُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ عَنْهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ

কাসেম কর্তৃক ইমরান ইবনু হুসাইন হতে শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি এবং তার থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী মুসা ইবনু ওবায়দাহ মাতরুক।”

বৃসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৫৩) উকায়লীর একথাকে সমর্থন করে বলেছেন : এ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : উকায়লীর কথা হতে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ স্পষ্ট হয়েছে। কারণ দু'টি হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং ইবনু ওবায়দার দুর্বলতা।

এটির তৃতীয় কারণ হচ্ছে কাসেম ইবনু মিহরানের মাজহুল হওয়া। হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাজহুল [অপরিচিত]।

চতুর্থ কারণ হাম্মাদ ইবনু ঈসা ওয়াসেতী সম্পর্কে হাকিম বলেন : তিনি দুর্বল। এ কারণে হাকিম ইরাকী বলেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল, যেমনভাবে মানাবী উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে সাখাবীও “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে (২৪৬) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সেটির দ্বারা শুধু এটির দুর্বলতাই বৃদ্ধি পায়। কারণ এটি মুহাম্মাদ ইবনু ফযল-এর সূত্রে য়ায়েদ ইবনু ‘আমী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু আদী (১/২৯৫) ও আবু নু'য়াইম (২/২৮২) উল্লেখ করেছেন।

এটি দুর্বল হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ :

১। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ও ইমরান ইবনু হুসাইনের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ তিনি ইমরান হতে শুনেননি, যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন।

২। য়ায়েদ আল-‘আমী, তিনি হচ্ছেন ইবনুল হাওয়ারী, তিনি দুর্বল।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু ফযল; তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনভাবে ফাল্লাস ও আরো অনেকে বলেছেন।

৫২. (إِذَا اسْتَضَعَبْتَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتَهُ، أَوْ سَاءَ خَلْقُ زَوْجَتِهِ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ فَلْيُؤْتِنِ فِي أَثْنِهِ).

৫২। তোমাদের কারোর উপর যখন তার পশুটি বোঝা স্বরূপ হয়ে যাবে অথবা তার জীর চরিত্র অথবা তার পরিবারের যে কোন একজনের চরিত্র মন্দ হয়ে যাবে, তখন সে যেন তার কানে আযান দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি গাযালী দৃঢ়তার সাথে নাবী (ﷺ)-এর কথা বলে “ইয়াহইয়াউল উলুমিদ-দ্বীন” গ্রন্থে (২/১৯৫) উল্লেখ করেছেন।

তার তাখরীজকারী হাফিয় ইরাকী বলেন : হাদীসটি আবু মানসূর আদ-দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে হুসাইন ইবনু ‘আলী ইবনে আবী তালিব (ﷺ) হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (৩/৫৫৮) হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ “مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ ذَايَبَةٍ؛ فَاتَّبِعُوا فِي أَثَرِهِ” ‘মানুষ অথবা পশুর মধ্য হতে যার চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে তোমরা তার কান দু’টোতে আযান দিবে।’

৫৩. (عَلَيْكُمْ بَيْنَ الْعَجَائِزِ).

৫৩। তোমরা বৃদ্ধদের ধর্মকে আঁকড়ে ধর।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে এরূপই বলেছেন। সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ:৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অথচ ইমাম গাযালী মারফু‘ হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তার তাখরীজকারী হাফিয় ইরাকী বলেন : ইবনু তাহের “কিতাবুত তাযকিরাহ” গ্রন্থে (৫১১) বলেন : সাধারণ লোকদের মাঝে হাদীসটি পরিচিত, অথচ সহীহ বা দুর্বল বর্ণনাতেও এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি।

৫৪. (إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَاخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ؛ فَعَلَيْكُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ).

৫৪। যখন কেউ শেষ যামানায় এসে যাবে এবং মতামতগুলো বিভিন্নরূপ হয়ে যাবে, তখন তোমরা মকম্বলবাসী ও নারীদের ধর্মকে ধারণ করবে।

হাদীসটি জাল।

ইবনু তাহের বলেন : এটির সনদে ইবনুল বাইলামানী রয়েছেন। তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা ইবনু উমার (ﷺ) হতে এমন এক কপি বর্ণনা করেছেন, যেটিকে জাল করার দোষে তাকে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয় ইরাকী বলেন : এ সূত্রেই ইবনুল বাইলামানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু হিব্বান হাদীসটি “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান-এর সূত্রে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/২৭১) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির অন্য সমস্যা হচ্ছে ইবনু আদ্রির রহমান বাইলামানী হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস হারেসী; তিনি দুর্বল। ইবনু আদী (২/২৯৭) হাদীসটি ইবনু আদ্রির রহমান বাইলামানী হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-হারেসীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : “وعامة ما يرويه غير محفوظ” ‘তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীস মাহফূয নয় (নিরাপদ নয়)।’

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস কিছুই না এবং তার শাইখ ইবনুল বাইলামানী তার ন্যায়। তিনি তার পিতা হতে জাল কপির মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে উমার ইবনু আব্দিল আযীয-এর ভাষ্য হিসাবে জানা যায়।

সুযুতী “আল-লাআলিল মাসনূ‘য়াহ” গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করে বলেছেনঃ

মুহাম্মাদ ইবনু হারিস সুনান ইবনু মাজাহর বর্ণনাকারীদের একজন। “আল-মীযান” গ্রন্থে বলা হয়েছে এ হাদীসটি তার অজুত বর্ণনাগুলোর একটি।

ইবনু হারিস সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করে এখানে ইবনুল বাইলামানীর সম্পর্কে বলাই উত্তম। কারণ সকলেই তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। আর কেউ কেউ ইবনু হারিসকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।

অতএব এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে-ইবনুল বাইলামানী। যার সম্পর্কে সাখাবীও “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে ইবনু তাহেরের ভাষ্যের ন্যায় বলেছেন।

শাইখ ‘আলী আল-কারী বলেন : “حديث موضوع” হাদীসটি বানোয়াট।

তা সত্ত্বেও হাদীসটি সুযুতী “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫০. (سُرْعَةُ الْمَشْنِيِّ تَذْهَبُ بِهَاءِ الْمُؤْمِنِ).

৫৫. দ্রুত চলা মু‘মিনের উজ্জলতাকে বিতাড়িত করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই য়ুনকার।

হাদীসটি আবু হুরাইরা, ইবনু উমার, আনাস ও ইবনু আব্বাস (رضী) হতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ আবু হুরাইরা (رضী)-এর হাদীস; এটি তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

প্রথম সূত্র : হাদীসটি আবু সা‘ঈদ আল-মালীনী “আল-আরবা‘উন ফি শুযুহিস সূফিয়া” গ্রন্থে (৫/১), আবু নূ‘য়াইম “হিলইয়াহ” গ্রন্থে (১০/২৯০), আল-খাতীব “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১/৪১৭) এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “আল-

ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১১৭৮) উল্লেখ করেছেন। যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনুল আসমা'ঈর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার। অতঃপর তিনি হাদীসটির সনদ উল্লেখ করে বলেনঃ এটি সহীহ নয়। হাফিয় ইবনু হাজারও "আল-লিসান" গ্রন্থে তার (যাহাবীর) কথাকে সমর্থন করেছেন। [মুনকার অর্থ জানার জন্য দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠা]।

আমি (আলবানী) বলছি : এ প্রথম সূত্রটি দুর্বল হওয়ার কারণ তিনটি :

১। এতে মুহাম্মাদ ইবনু আসমা'ঈ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি মাজহুল [অপরিচিত]।

২। ইবনু আসমা'ঈ হতে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব আল-ফারাজীর জীবনী পাচ্ছি না।

৩। আবু মাশার যার নাম নাজীহ ইবনু আদ্রির রহমান সিন্দী, সবার ঐক্যমতে তিনি দুর্বল। ইয়াহুয়া ইবনু সা'ঈদ তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে ইমাম বুখারীও বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

দ্বিতীয় সূত্র : ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/৭২), তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (২/২১৯) আব্দুল্লাহ ইবনু সালেম সূত্রে আম্মার ইবনু মাতার রাহাবী হতে বর্ণনা করে ইবনুল জাওযী বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। এ সূত্রের বর্ণনাকারী আম্মার ইবনু মাতার রাহাবী সম্পর্কে আবু হাতিম আর-রাযী বলেন : তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসগুলো বাতিল। দারাকুতনী বলেন : তিনি দুর্বল।

তৃতীয় সূত্র : ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/৭২) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী আবু শিহাব আব্দুল কুদ্দুস সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : "لَهُ أَكْثَرُ بَعْضُهَا" তার বহু মিথ্যা [হাদীস] রয়েছে যেগুলো তিনি জাল করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে এটিকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এ তিনটি সূত্রের প্রথমটি উত্তম তা সত্ত্বেও সেটি দুর্বল বহুবিধ কারণে।

দ্বিতীয়ত : ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস;

এটি আব্বাস দাওরী "তারীখু ইবনু মা'ঈন" গ্রন্থে (কাফ ২/৪১), ইবনু আদী (৫/১৩, ৭/৭৭), আল-খাতীব "আল-জামে'" গ্রন্থে (৫/৯১/২), ওয়াহেদী "ওয়াসীত" গ্রন্থে (৩/১৯৪/১০), সা'লাবী "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/৭৮/২) ও ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১১৭৭) বর্ণনা করেছেন।

এর সনদে ওয়ালাদ ইবনু সালামা (জর্দানের কাজী) এবং উমার ইবনু সহবান নামক দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

এ উমার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন :

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এ উমারের হাদীসগুলোর অনুসরণ করেননি। তার অধিকাংশ হাদীস মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

তার থেকে বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবনু সালামা তার চাইতেও মন্দ। তার সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তি বলেছেন : তিনি বড়ই মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন : “يُضَعِّعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثَّقَاتِ” তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন।

তৃতীয়ত : আনাস (ؓ)-এর হাদীস; হাদীসটি ইবনু বিশরান “আল-‘আমালী” গ্রন্থে (২৩/৬৯/২) ও আল-খাতীব “আল-জামে” গ্রন্থে (২/২২/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস সূত্রে ইউসুফ ইবনু কামেল হতে, তিনি আব্দুস সালাম ইবনু সুলায়মান আযদী হতে, তিনি আবান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বাতিল। এ সনদে উল্লেখিত কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

আবান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

শু'বা বলেন : “لأن يَرْوِي الرَّجُلُ خَيْرَ مَنْ أَنْ يَرُوِي عَنْ”
“আবানের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে কোন ব্যক্তির যেনা করাটা বেশী উত্তম (অর্থাৎ জালহাদীস বর্ণনা করা যেনার চেয়েও জঘন্য)। এ কথাটিই প্রমাণ করে যে তিনি মিথ্যুক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আব্দুস সালাম ইবনু সুলায়মান আল-আযদী মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।

তিনি একজন শামী বর্ণনাকারী। অথচ এ সনদটি শামী নয়। অতএব তিনি এ হাদীসের বর্ণনাকারী নন এটিই সুস্পষ্ট।

ইউসুফ ইবনু কামিল আল-আস্তার; তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলা হয়নি। অর্থাৎ তিনি মাজহুল [অপরিচিত]।

মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস; তিনি হচ্ছেন কুদাইমী।

তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : “قد اُثِّمَ بالوضع” তাকে (হাদীস) জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

ইবনু হিব্বান বলেন : সম্ভবত তিনি হাজারাধিক হাদীস জাল করেছেন।

আবু দাউদ, মুসা ইবনু হারুণ এবং কাসিম ইবনু মুতাররীয তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

দারাকুতনী বলেনঃ তাকে হাদীস জাল করার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস;

সুযুতী তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি ইবনু নাজ্জারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সনদটি পাইনি। আমার বেশীর ভাগ ধারণা এটিও অন্যান্যটির ন্যায় দুর্বল।

এক কথায় এ হাদীসটি সম্পর্কে বর্ণিত সকল সনদ নিতান্তই দুর্বল। এ জন্য একটি সনদ অপরটিকে শক্তিশালী করে না।

শাইখ ‘আলী আল-কারী “শারহুশ শামায়েল” গ্রন্থে (১/৫২) এটিকে যুহরীর বাণী বলে উল্লেখ করেছেন।

এটি যে হাদীস নয় তার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, রসূল (ﷺ) চলার সময় দ্রুত চলতেন। (দেখুন তিরমিযীর “মুখতাসারুশ শামায়েল” (পৃ: ৭১ ও ২০), ইমাম বুখারীর “আদাবুল মুফরাদ” (১১৯), তাবাকাতু ইবনু সা’দ (১/৩৭৯-৩৮০) এবং “মাজমা’উয যাওয়াইদ” (৮/২৭৩, ২৮১)। এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। উমারও (رضي الله عنه) দ্রুত চলতেন। দেখুন “তাবাকাতু ইবনে সা’দ” (১/৩৭৯-৩৮০)।

০৬. (لَوْلَا النَّسَاءُ؛ لَعَبَدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا).

৫৬। যদি নারী জাতি না থাকত, তাহলে সত্যিই সত্য আদ্বাহর ইবাদাত করা হত।

হাদীসটি জাল।

এটির দু’টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

প্রথম সূত্রটিতে বর্ণনাকারী আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-‘আমী রয়েছে। তিনি তার পিতা যায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটি (কাফ ১/৩১২) উল্লেখ করে বলেছেন :

হাদীসটি মুনকার। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটিকে চিনি না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-‘আমীর কোন হাদীসকে সমর্থন করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি :

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : “تركوه” মুহাদ্দিসগণ তাকে গ্রহণ করেননি।

ইবনু মা’ঈন বলেন : তিনি একজন মিথ্যুক, খবীস।

আবু হাতিম বলেন : তার হাদীস ছেড়ে দেয়া উচিত, তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি তার পিতাকে দোষী করতেন। তার থেকে তিনি মহা বিপদ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার পিতা যায়েদ দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৫৫) ইবনু আদীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন : এর কোন ভিত্তি নেই। আব্দুর রহীম ও তার পিতা উভয়েই মাতরুক।

সুযুতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১৫৯) বলেছেন : এটির শাহেদ রয়েছে, কিন্তু তার এ সমালোচনা যথার্থ নয়। কারণ এর শাহেদ হিসাবে যে হাদীসটি উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটি আলোচ্য হাদীসটির চেয়ে উত্তম নয়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

“لَوْلَا النِّسَاءُ؛ دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ.”

‘নারীরা যদি না থাকত, তাহলে পুরুষরা জান্নাতে প্রবেশ করত।’

কারণ এটির সনদে বিশ্ব ইবনু হুসাইন নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি মাতরুক, মিথ্যা বলতেন।

“মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে হাদীসটির ভাষা এভাবে এসেছে, “لَوْلَا النِّسَاءُ؛ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ.” ‘যদি নারী জাতি না থাকত তাহলে যথার্থ আল্লাহর ইবাদাত করা হতো।’ সুযুতী বিশ্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে শুধুমাত্র বলেছেন : তিনি মাতরুক।

এ জন্য তার সমালোচনা করে ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/২০৪) বলেছেন : “بَلْ كَذَابٌ وَضَّاعٌ، فَلَا يَصْلُحُ حَبِيثَةٌ شَاهِدًا” ‘বরং তিনি মিথ্যুক, জালকারী, তার হাদীস অন্য হাদীসের সমর্থনে শাহেদ হবার যোগ্য নয়।’

এ বিশ্ব সম্পর্কে ২৮ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

০৭. (اِخْتِلَافُ امْتَنِي رَحْمَةً).

৫৭। আমার উম্মাতের মতভেদ রহমত স্বরূপ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

মুহাম্মদিসগণ হাদীসটির সনদ বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে সুযুতী “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে বলেছেন :

সম্ভবত কোন হুফায-এর গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের নিকট পৌঁছেনি!

আমার নিকট এটি অসম্ভবমূলক কথা, কারণ এ কথা এটাই সাব্যস্ত করে যে, রসূল (ﷺ)-এর কিছু হাদীস উম্মাতের মধ্য হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন মুসলিম ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মানাবী সুবকীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন :

এ হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত নয়। এটির কোন সহীহ, দুর্বল এমনকি জাল সনদ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারিনি।

শাইখ জাকারিয়া আল-আনসারী “তাকসীরে বায়যাবী” গ্রন্থের টীকাতে (কাফ ২/৯২) মানাবীর কথাটি সমর্থন করেছেন।

এছাড়া এ হাদীসের অর্থও বিচক্ষণ আলেমগণের নিকট অপছন্দনীয়। ইবনু হায্ম “আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম” গ্রন্থে (৫/৬৪) এটি কোন হাদীস নয় এ ইঙ্গিত দেয়ার পর বলেন :

এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা। কারণ যদি মতভেদ রহমত স্বরূপ হত, তাহলে মতৈক্য অপছন্দনীয় হত। এটি এমন একটি কথা যা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেন না।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেন : “بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ” এটি বাতিল, মিথ্যারোপ।

এ বানোয়াট হাদীসের কুপ্রভাবে বহু মুসলমান চার মাযহাবের কঠিন মতভেদগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কখনো কিতাবুল্লাহ ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ সে দিকে তাদের ইমামগণ প্রত্যাবর্তন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তাদের নিকট এ চার মাযহাব যেন একাধিক শরী‘য়াতের ন্যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

{لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}

অর্থঃ “যদি (এ কুরআন) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।” সূরা নিসা: ৮২।

আয়াতটি স্পষ্ট ভাবে জানাচ্ছে যে, মতভেদ আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে নয়। অতএব কীভাবে এ মতভেদকে অনুসরণীয় শারী‘য়াত বানিয়ে নেয়া সঠিক হয়? আর কীভাবেই তা নাযিলকৃত রহমত হতে পারে?

মোটকথা শারী‘য়াতের মধ্যে মতভেদ নিন্দনীয়। ওয়াজিব হচ্ছে যতদূর সম্ভব তা থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ এটি হচ্ছে উম্মাতের দুর্বলতার কারণসমূহের একটি। যেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

{وَلَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ}

অর্থঃ “এবং তোমরা আপোসে বিবাদ করো না, কারণ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে” (আনফালঃ ৪৬)।

অতএব মতভেদে সন্দেহ থাকে এবং রহমত হিসাবে তার নামকরণ করা সম্পূর্ণ আয়াত বিরোধী কথা, যার অর্থ খুবই স্পষ্ট। অপরপক্ষে মতভেদের সমর্থনে সনদ বিহীন (রসূল ﷺ) হতে যার কোন ভিত্তি নেই) এ জাল হাদীস ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন, অথচ তারা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাদেরকে কি উল্লেখিত এ নিন্দা সম্পৃক্ত করে না।

ইবনু হায্ম তার উত্তরে বলেন : কক্ষনও নয়। তাদেরকে এ নিন্দা সম্পৃক্ত করবে না। কারণ তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পথ এবং হকের পক্ষকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ভুল করেছেন তিনি তাতেও সওয়াবের অধিকারী এবং একটি সওয়াব পাবেন। সুন্দর নিয়্যাত এবং উত্তম ইচ্ছা থাকার কারণে। তাদের উপর হতে তাদের ভুলের গুনাহ উঠিয়ে নয়। হয়েছে। কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি আর সত্যকে জানার গবেষণার ক্ষেত্রে তারা অলসতাও করেননি। ফলে তাদের মধ্যে যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি দু'টি সওয়াবের অধিকারী। এমন ধারা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ধর্মীয় ঐসব বিষয়ের ক্ষেত্রে যেগুলোর সমাধান লুকায়িত, যা আমাদের নিকট এখনও পৌঁছেন।

উল্লেখিত নিন্দা ও ভীতি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আদ্বাহর রজ্জুর সম্পর্কে (কুরআনকে) এবং নাবীর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে, তার নিকট স্পষ্টভাবে দলীল পৌছা ও প্রতীয়মান হওয়ার পরেও। বরং কুরআন ও সুন্নাহকে পরিত্যাগ করার মানসে অন্য ব্যক্তির সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে মতভেদের অন্ধ অনুসরণ করে, পৌড়ামী ও অজ্ঞতার দিকে আহ্বানকারী হিসাবে। সে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার দাবীর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের যে কথাটি মিলে সেটি গ্রহণ করে আর যেটি তার বিপরীতে যায় সেটি পরিত্যাগ করে। এরাই হচ্ছে নিন্দনীয় মতভেদকারী।

০৮. (أَصْحَابِي كَالْجُؤْمِ، بِلَهُمْ أَقْنَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ).

৫৮। আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদিল বার “জামে’উল ইলম” (২/৯১) ও ইবনু হায্ম “আল-ইহকাম” (৬/৮২) গ্রন্থে সালাম ইবনু সুলাইম সূত্রে হারিস ইবনু গোসাইন হতে, তিনি আ’মাশ হতে, তিনি আবু সুফিইয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদিল বার বলেন :

“هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ بْنَ غُصَيْنٍ مَجْهُولٌ.”

‘এ সনদটি দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না, কারণ এ সনদের বর্ণনাকারী হারিস ইবনু গোসাইন মাজহুল।’

ইবনু হায্ম বলেন :

এ বর্ণনাটি নিম্ন পর্যায়ের। তাতে আবু সুফিইয়ান রয়েছে, তিনি দুর্বল আর হারিস ইবনু গোসাইন হচ্ছেন মাজহুল। আর সালাম ইবনু সুলাইম কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি : সালাম ইবনু সুলাইমকে বলা হয় ইবনু সুলায়মান আত-তাবীল, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত।

এমনকি তার সম্পর্কে ইবনু খাররাশ বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন : “رَوَى أَحَادِيثٌ مَوْضُوعَةٌ” তিনি কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হারিস মাজহুল হলেও আবু সুফিইয়ান দুর্বল নয় যেমনভাবে ইবনু হায্ম বলেছেন। তিনি বরং সত্যবাদী যেহেতু ইবনু হাযার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়, যেমনভাবে ইবনু কুদামার “আল-মুনতাখাব” গ্রন্থে (১০/১৯৯/২) এসেছে।

তবে হাদীসটি জাল হওয়ার জন্য সালামই যথেষ্ট।

৫৭. (مَهْمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عَزَرَ لِحَدِيثِكُمْ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَسُنَّةٌ مِنْ مَاضِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةً مِنْ مَاضِيَةٍ؛ فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي يَمْتَزِلُونَ النُّجُومَ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّهَا أَتَدْرِكُونَهَا؟ وَأَخْبَلْتُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةً).

৫৯। যখনই তোমরা কিতাবুল্লাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার উপর ‘আমল করবে। তা ছেড়ে দিতে তোমাদের কারো ওষর চলবে না। যদি কিতাবুল্লাহতে (সমাধান) না থাকে, তাহলে আমার নিকট হতে (সমাধান হিসাবে) প্রাপ্ত অতীত সন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে। যদি আমার পক্ষ হতে অতীত কোন সন্নাহতে সমাধান না মিলে, তাহলে আমার সাহাবীগণ যা বলেছেন তা গ্রহণ করবে। কারণ আমার সাহাবীগণ আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। অতএব তোমরা যে কোন জনের কথা গ্রহণ করলেই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আমার সাহাবীগণের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ” গ্রন্থে (পৃ: ৪৮) এবং আবুল আক্বাস আল-আসাম তার “হাদীস” গ্রন্থে (নং ১৪২) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তার থেকে বাইহাকী “আল-মাদখাল” গ্রন্থে (নং ১৫২), দাইলামী (৪/৭৫) ও ইবনু আসাকির (৭/৩১৫/২) সুলায়মান ইবনু আবী কারীমা সূত্রে যুওয়াইবির হতে, আর তিনি যহ্‌হাক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অত্যন্ত দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (২/১/১৩৮) সুলায়মান ইবনু আবী কারীমা সম্পর্কে বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

যুওয়াইবির ইবনু সাঈদ আল-আযদী মাতরুক, যেমনভাবে দারাকুতনী, নাসাঈ ও অন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন। ইবনুল মাদীনী তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর যহ্‌হাক; তিনি হচ্ছেন ইবনু মাজাহিম আল-হিলালী। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-র সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

বাস্তব কথা হচ্ছে এ যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে যুওয়াইবির-এর কারণে খুবই দুর্বল। যেমনভাবে সাখাবী “আল-মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এটি বানোয়াট।

সূহুতী বলেন যে, হাদীসটির মধ্যে কিছু ফায়েদাহ রয়েছে। কথা হচ্ছে যেটি হাদীস হিসাবে সাব্যস্তই হচ্ছে না সেটিতে ফায়েদা বুজার যৌক্তিকতা কোথায়?

৬০. (سَأَلْتُ رَبِّيَ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْضِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِدِّيَ بِمِثْرِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بَعْضُهَا أَضْوَاءُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهُمْ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ؛ فَهُوَ عِدِّيَ عَلَى هَذِهِ).

৬০। আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাথীগণ মতভেদ করেছে, সে বিষয়ে আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে অহী মারফত জানিয়েছেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথীগণ আমার নিকট আসমানের নক্ষত্রতুল্য। যাদের কতকজন অন্যজনের চেয়ে অতি উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মতভেদকৃত বস্তু থেকে কিছু গ্রহণ করেছে সে আমার নিকট সঠিক পথের উপরেই রয়েছে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু বাত্তা “আল-ইবানাহ” গ্রন্থে (৪/১১/২) এবং আল-খাতীবও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নিয়ামুল মূলক “আল-আমালী” গ্রন্থে (১৩/২), দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৯০), যিয়া “আল-মুনতাকা” গ্রন্থে (২/১১৬) ও ইবনু আসাকির (৬/৩০৩/১) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আমী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি বানোয়াট। কারণ নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি বহু ভুল করতেন।

আর আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আমী; মিথ্যাক। তার সম্পর্কে ৫৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

“জামে'উস সাগীর” গ্রন্থের ভাষ্যকার মানাবী বলেন :

ইবনুল জাওযী “আল-ইলাল” গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ নু'য়াইম দোষণীয় ব্যক্তি আর আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যাক। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি বাতিল।

৬১. (إِنَّمَا أَصْحَابِي مِثْلُ النَّجُومِ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا بِقَوْلِهِ؛ اهْتَدَيْتُمْ).

৬১। অবশ্যই আমার সাথীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো কথা গ্রহণ করলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদিল বার মু'য়াত্তাক হিসাবে (২/৯০) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইবনু হাযম মারফু' হিসাবে আবু শিহাব হান্নাত সূত্রে হামযা যাবারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আবু ইবনে হুমায়েদ “আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ” (১/৮৬) গ্রন্থে, এবং ইবনু বাত্তা “আল-ইবানাহু” গ্রন্থে (৪/১১/২) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদিল বার বলেছেন : **“هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَرْوِيهِ”** এ সনদটি সহীহ নয়, হাদীসটি নাফে' হতে এমন কেউ বর্ণনা করেননি যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হামযা হচ্ছে আবু হামযার ছেলে; দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাতরুক।

ইবনু আদী বলেন : **“عامة مروياته موضوعة”** তার অধিকাংশ বর্ণনা জাল [বানোয়াট]।

ইবনু হিব্বান বলেন : **“يُتَرَدُّ عَنِ الثَّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، حَتَّى كَأَنَّهُ”** তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন। সুতরাং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এটি।

ইবনু হাযম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৬/৮৩) বলেন :

এটিই স্পষ্ট হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি আসলে সাব্যস্ত হয়নি। বরং বর্ণনাটি যে মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন: **“لَوْ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ”** অর্থ: “আর তিনি মনোবৃত্তি হতে কিছু বলেন না। তাঁর উক্তি অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।” (সূরা নাজম: ৩-৪)

যখন নাবী (ﷺ)-এর সকল কথা শরীয়তের মধ্যে সত্য এবং তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তখন তিনি যা বলেন তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট হতেই বলেন। আর আল্লাহর নিকট হতে যা আসে তাতে মতভেদ থাকতে পারে না, তাঁর এ বাণীর কারণে।

﴿لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

অর্থ: “আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।” (সূরা নিসা: ৮২)

আল্লাহ তা'আলা মতভেদ ও দ্বন্দ্ব করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর এ বাণী দ্বারা : {وَلَا تَنَازَعُوا} “আর তোমরা আপোষে বিবাদ করো না।” আনফালঃ ৪৬।

অতএব এটি অসম্ভবমূলক কথা যে রসূল (ﷺ) তার সাহাবীগণের প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করার নির্দেশ দিবেন, অথচ তাদের মধ্য হতে কেউ কোন বস্তুকে হালাল বলেছেন আবার অন্যজন সেটিকে হারাম বলেছেন।

ইবনু হায্ম এ বিষয়ে আরো বলেছেন : সাহাবীগণের মধ্য হতে এমন মতামতও আছে যে, রসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তারা তাতে ভুল করেছেন সুন্নাত বিরোধী হওয়ার কারণে। অতঃপর (৬/৮৬) বলেছেন : কীভাবে সম্ভব তাদের অন্ধ অনুসরণ করা যারা ভুল করেছেন, আবার সঠিকও করেছেন?

ইবনু হায্ম মতভেদ নিন্দনীয় অধ্যায়ে (৫/৬৪) আরো বলেন :

আমাদের উপর ফরয হচ্ছে আল্লাহর নিকট হতে কুরআনের মধ্যে যা এসেছে ইসলাম ধর্মের শারী'য়াত হিসাবে তার অনুসরণ করা এবং নাবী (ﷺ) হতে সহীহ বর্ণনায় যা এসেছে তার অনুসরণ করা। কারণ সেগুলোও আল্লাহর নির্দেশ হিসাবে তাঁর নিকট ধর্মের ব্যাখ্যায় এসেছে। অতএব মতভেদ কখনও রহমত হতে পারে না, আবার তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

মোটকথা হাদীসটি মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল, কখনও সহীহ নয়, যেমনটি ইবনু হায্ম বলেছেন।

৬২. (اَهْلُ بَيْتِي كَالْجُومِ، بَالِيَهُمْ أَهْتَدَيْتُمْ؛ اهْتَدَيْتُمْ.)

৬২। আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যে কোন জনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ লাভ করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি মিথ্যুক আহমাদ ইবনু নুবায়েতের কপিতে রয়েছে। আমি অবহিত হয়েছি যে, এ বর্ণনাটি আবু নু'য়াইম আসবাহানীর। তার সনদে আহমাদ ইবনু কাসিম আল-মিসরী আল-লোকাঈ এবং আহমাদ ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আল-আশযাঈ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ আহমাদ উক্ত কপিতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

যাহাবী এ কপি সম্পর্কে বলেন : “فِيهَا بَلَايَا! وَلَحْمُذُنُ إِسْحَاقَ لَا يَحِلُّ” “তাতে বহু সমস্যা রয়েছে! আহমাদ ইবনু ইসহাক দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়, কারণ তিনি একজন মিথ্যুক।”

হাফিয় ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে যাহাবীর কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আহমাদ ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনাকারী অপর ব্যক্তি আহমাদ ইবনু কাসেম লোকাঈ দুর্বল।

ইবনু আররাব হাদীসটি সুযুতীর “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থের (পৃ: ২০১) অনুসরণ করে “তানযীলুশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/৪১৯) উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া শাওকানীও “ফাওয়াইদুল মাযমু‘য়াহ ফিল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১৪৪) উল্লেখ করেছেন।

৬২. (إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا بِشَرَابٍ).

৬৩। শীলা খাদ্যও না আবার পানীয় দ্রব্যও না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি তাহাবী “মশকিলুল আসার” গ্রন্থে (২/৩৪৭), আবু ই‘সালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (কাফ ২/১৯১), সিলাফী “আত-তায়রিয়াত” গ্রন্থে (৭/১-২) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) ‘আলী ইবনু য়ায়েদ ইবনু যাদ‘আন সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল, কারণ ‘আলী ইবনু য়ায়েদ ইবনে যাদ‘আন দুর্বল; যেরূপভাবে হাফয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

গু‘বা ইবনু হাজ্জাজ বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি ‘আলী ইবনু য়ায়েদ ইবনে যাদ‘আন বর্ণনা করেছেন। তিনি মওকুফকে মারফু‘ হিসাবে বর্ণনাকারী।

অর্থাৎ : তিনি ভুল করতেন, মওকুফ হাদীসকে মারফু‘ করে ফেলতেন। এটিই হচ্ছে এ হাদীসটির সমস্যা। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে আনাস (ﷺ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এখানে মওকুফকে মারফু‘ হিসাবে বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মুনকার।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২৭৯) ও ইবনু আসাকির (৬/৩১৩/২) গু‘বা সূত্রে ... আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : একদা শীলা বৃষ্টি হল, তখন আবু তালহা সওম অবস্থায় ছিলেন। তিনি তা থেকে ঋণাও গুরু করলেন। তাকে বলা হল : আপনি সওম অবস্থায় শীলা খাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন : এটিতো বরকত স্বরূপ।

শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটির সনদ সহীহ। ইবনু হায্ম “আল-ইহকাম” গ্রন্থে (৬/৮৩) সহীহ বলেছেন।

তাহাবীও অন্য দু’টি সূত্রে আনাস (ﷺ) হতেই বর্ণনা করেছেন।

ইবনু বাযযারও মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করার পর বলেছেন : এটি সাঈদ ইবনু মুসায়যাব-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন যে, এটি তৃষ্ণাকে দূর করে।

সুযুতী হাদীসটি “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১১৬) দাঈলামীর সূত্রে উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযু‘ হাদীস।

কিন্তু ইবনু আরবাক “তানযীছশ শারী‘রাহ” গ্রন্থে (১/১৫৯) তার বিরোধিতা করে বুঝিয়েছেন যে, এটি মাওযু‘ নয়, তবে এটি দুর্বল। কারণ ইবনু হাজার বলেছেন যে, এটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটি মওকুফ হিসাবে সহীহ হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি ছিল আবু তালহার অভিমত। অন্যরা তার এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তার এ মতের সাথে কেউ ঐক্যমতও শোষণ করেননি।

৬৫. (يَعْمُ أَوْ نَيْغَتِ الضَّحِيَّةِ الْجَدْعُ مِنَ الضَّانِ).

৬৪। মেঘ শাবক (যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে) কতই না উত্তম কুরবানী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/৩৫৫), বাইহাকী (৯/২৭১) ও ইমাম আহমাদ (২/৪৪৪, ৪৪৫) উসমান ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে কিদাম ইবনু আদ্রির রহমান হতে আর তিনি আবু কাব্বাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : “حديث غريب” হাদীসটি গারীব। একথা দ্বারা বুঝিয়েছেন এটি দুর্বল।

এ জনা হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারীর” মধ্যে (১০/ ১২) বলেছেন : “وفي سنده ضعف” ‘এটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।’

ইবনু হাযম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৭/৩৬৫) বলেন : উসমান ইবনু ওয়াকিদ মাজহুল আর কিদাম ইবনু আদ্রির রহমান জানি না সে কে।

আবু কাব্বাশ সম্পর্কে যা বলেছেন তা যেন ইঙ্গিত করছে যে, তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে অপবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কিদামের ন্যায় একজন মাজহুল, যেরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

উসমান ইবনু ওয়াকিদ; অপরিচিত নয়। কারণ তাকে ইবনু মাঈন ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যদিও আবু দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সনদে ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম আল-হুনাযনী রয়েছে। বাইহাকী তার সম্পর্কে বলেন : “نفرد به، وفي حديثه” “তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে।’

আমি (আলবানী) বলছি : ইসহাক আল-হুনাযনী দুর্বল এ বিষয়ে সকলে একমত। উকায়লী তাকে “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি নেই।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : **“يُرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ -وَكَانَ يَكْتُبُ- عَنْ أَنَسٍ”** তিনি যিলাদ ইবনু মায়মুন হতে আনাস (رضي الله عنه)-এর উদ্ধৃতিতে মিথ্যা বর্ণনা করতেন।

ইবনুত তুরকুমানী বাইহাকীর উপরোক্ত কথার সমালোচনা করে বলেন :

হাদীসটি হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে উল্লেখিত ইসহাক সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটির সনদ সহীহ!

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ শাস্ত্রের প্রত্যেক বিজ্ঞজন জ্ঞাত আছেন যে, সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী। এ জন্য তার দিকে কেউ দৃষ্টি দেন না। বিশেষ করে যখন তিনি অন্যদের বিপরীতে বলেছেন। এ কারণেই যাহাবী তার এ সহীহ বলাকে “তালবীস” গ্রন্থে সমর্থন করেননি, বরং বলেছেন (৪/২২৩) :

ইসহাক ধবংসপ্রাপ্ত আর হিশাম নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনুত তুরকুমানী সম্ভবত হানাফী হওয়ার কারণে হাদীসটি সহীহ বলার চেষ্টা চালিয়েছেন। এটি এ ধরনের আলেমের ক্ষেত্রে বড় দোষ।

৬০. (يُجَوِّزُ الْجَدْعُ مِنَ الضَّئَانِ اضْحِيَّةً).

৬৫। মেঘ শাবক দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/২৭৫), বাইহকী ও ইমাম আহমাদ (৬/৩৩৮) উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া সূত্রে তার মা হতে, তার মা উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল উম্মু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া মাজহুল হওয়ার কারণে, যেমনভাবে ইবনু হাযম (৭/৩৬৫) বলেছেন। তিনি আরো বলেন : উম্মু বিলাল বিনতে হিলালও মাজহুল। রসূল (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটানো ব্যাপারটি জানা যায় না।

সিন্দী বলেন, দামায়রী বলেছেন : ইবনু হাযম প্রথমটিতে ঠিক করেছেন দ্বিতীয়টিতে ঠিক করেননি। কারণ উম্মে বিলালকে ইবনু মান্দা, আবু নু'য়াইম ও ইবনু আদিল বার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার পরেও যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না। অথচ আযালী তাকে নির্ভরশীল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সম্পর্কে ইবনু হাযম যা বলেছেন সেটিই সঠিক। কারণ তাকে একমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। নাবী (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটানো ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। যেমনটি জানা যায় তার সনদে অজ্ঞতাও রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, হাদীসটির মধ্যে দুর্বলতা সাব্যস্ত হওয়ার পরেও “নাসবুর রায়্য” গ্রন্থে ইমাম যায়লাঈ (৪/২১৭, ২১৮) চূপ থেকেছেন।

এ অধ্যায়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো ইবনু হায্ম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৭/৩৬৪-৩৬৫) উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলোকেই দুর্বল বলেছেন।

উকবা ইবনু ‘আমের-এর হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসকে তার দুর্বল বলার সিদ্ধান্তটি সঠিক। উকবার হাদীসে বলা হয়েছে : **”صَحِّحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعِ مِنَ الضَّئَانِ”** ‘আমরা রসূল (ﷺ)-এর সাথে মেষ শাবক যবেহ করেছি’।

হাদীসটি নাসাঈ (২/২০৪) ও বাইহাকী (৯/২৭০) বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদটি ভাল।

উকবার ক্ষেত্রে মেষ শাবক কুরবানী দেয়ার বিষয়টি তার জন্যই খাস ছিল, এ মর্মে হাদীসে বিবরণ এসেছে বা ওয়ের কারণে ছিল। যেমন মুসিন্নার (যে ছাগল দু'বছর পার হয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে) দুষ্প্রাপ্যতা বা মূল্য বেশী হওয়ার কারণে। এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আসিম ইবনু কুলাঈব কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণনাকৃত হাদীসের কারণে। তার পিতা বলেন :

”كُنَّا نُؤْمَرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، كُنَّا يَفَارِسُ، فَغَلَّتْ عَلَيْنَا يَوْمَ الْخُرِّ الْمُسَانُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسَيَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مَزَيْنَةٍ، فَقَالَ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ ﷺ، فَأَصْبَنَّا مِثْلَ هَذَا الْيَوْمِ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسَيَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : “لَنْ الْجَذَعُ يُوقِيَ مِمَّا يُوقِي النَّثْيُ”.

“আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ কর্তৃক যুদ্ধের মধ্যে আদেষ্টিত হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। কুরবানীর দিন মুসিন্নাগুলোর দাম বেড়ে গেলে, একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবক-এর বিপরীতে গ্রহণ করতাম। আমাদের মধ্য হতে মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেনঃ আমরা রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। আজকের দিনের ন্যায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখন আমরা একটি মুসিন্নাহ দু'টি/তিনটি মেষ শাবকের পরিবর্তে গ্রহণ করতাম। রসূল (ﷺ) বললেন : মুসিন্নাহ যাতে যথেষ্ট হয় মেষ শাবকও তাতে যথেষ্ট হবে।

হাদীসটি নাসাঈ, হাকিম (৪/২২৬) ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন : হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি তেমনই যেমনটি হাকিম বলেছেন।

ইবনু হায্ম বলেন (৭/২৬৭) : হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ (২/৩), ইবনু মাজাহ (২/২৭৫) ও বাইহাকী (৯/২৭০) সংক্ষিপ্তাকারে মুশাজ্জে ইবনু মাস'উদ আস-সুলামী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, মেষ শাবক কুরবানী দেয়া যাবে তখনই যখন মুসল্লার দাম বেড়ে যাবে এবং তা দুষ্প্রাপ্য হবে।

এ ব্যাখ্যাকে জাবির (رضي الله عنه)-এর নিম্নের হাদীসটি সমর্থন করছে :

“لا تَبْخُوا إِلَّا مَسْنَةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَبْخُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ”
“তোমরা মুসল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু যবেহ কর না, তবে তোমাদের জন্য যদি তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় তাহলে তোমরা মেষ শাবক যবেহ কর।”

হাদীসটি মুসলিম (৬/৭২) ও আবু দাউদ (২/৩) (৩/৩১২, ৩২৭) বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারীর” মধ্যে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ।

জাবির হতে বর্ণিত হাদীসটি আসলে সহীহ নয়। কারণ আবু যুবায়ের যখন জাবির হতে বা অন্যদের থেকে “عَنْ عَنْ” আন আন শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসটি যদি লাইস ইবনু সা'দ কর্তৃক তার থেকে বর্ণিত না হয়, তাহলে আবু যুবায়ের-এর শ্রবণ জাবির হতে সাব্যস্ত হয় না। এ হাদীসটিতে এদু'টোই বিদ্যমান। এ কারণে হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জাবির হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না হয় অথবা সাক্ষীমূলক হাদীস না মিলে যা তার হাদীসকে শক্তি যোগাবে।

আমি (আলবানী) প্রথমে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে না এ মতকে সমর্থন করেছি। কিন্তু এখন তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছি তাও প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বিশেষ করে মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী করা যাবে এ মতকে সমর্থন করছি এবং শেষবধি বলছি যে, উম্মে হিলাল সূত্রে বর্ণিত হাদীস যদিও সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয় তবুও সেটি অর্থের দিক দিয়ে সহীহ। যার সাক্ষী দিচ্ছে উকবা এবং মুশাজ্জের হাদীস।

তবে যদি ছাগল ছানা হয় তাহলে তার দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। কারণ বারা (رضي الله عنه)-এর হাদীসে এসেছে; তিনি বলেন :

“صَحَّى خَالِي أَبُو بَرْزَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ شَأْءُ لَحْمٍ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ عِلْدِي جَذْعَةً مِنَ الْمَعِزِ، فَقَالَ : صَحَّ بِهَا، وَلَا تُصْلَحْ لِغَيْرِكَ”.

وَقِي رَوَايَةٌ “لَتَبْخَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَّ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ”.

وَقِي آخَرَى : “وَلَا تَجْزِي جَذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ”.

আমার খালু আবু বুরদা সলাতের (কুরবানীর সলাতের) পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন, ফলে রসূল (ﷺ) বললেন : “সেটি গোশতের ছাগল।” তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকটে একটি ছাগল ছানা রয়েছে। রসূল (ﷺ)

বললেন : “সেটিই কুরবানী কর, তবে তা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না।”

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :

“তাই যবেহ কর, তবে তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে তা যথেষ্ট হবে না।”

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

ছাগল ছানা তোমার পরে আর কারো পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম (৬/৭৪-৭৬) এবং বুখারী তার ন্যায়।

কায়দা: “المسنة” ‘মুসিনা’ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে দুই বা তারও বেশী নতুন দাঁতধারী উট, গরু ও ছাগলকে। গরু ও ছাগলের মধ্যে যেটির বয়স দু’ বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে আর উটের ক্ষেত্রে যেটি সবে মাত্র ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করেছে সেটিকে।

আর “الذئع من الضأن” মেঘ শাবক (ভেড়ার বাচ্চা) বলতে বুঝানো হচ্ছে যেটির বয়স আরবী ভাষাবিদ ও জামহূরে আহলে ইলমের প্রসিদ্ধ মতানুসারে এক বছর পূর্ণ হয়েছে সেটিকে।

(মোটকথাঃ ছাগলের এক বছরের বাচ্চা দিয়ে কুরবানী বিত্ত্বক হবে না, তবে এক বছরের ভেড়া দিয়ে কুরবানী করা যাবে)।

৬৬. (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ).

৬৬। যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ: ১৯৮) বলেন :

আবু মুযাফ্ফার ইবনুস সাম'য়ানী বলেন : মারফু' হিসাবে এটিকে জানা যায় না। ইয়াহুইয়া ইবনু মু'য়ায আর-রাযীর ভাষ্য হিসাবে বলা হয়ে থাকে। ইমাম নাবাবী বলেছেন : এটি সাব্যস্ত হয়নি।

সুযুতী হাদীসটি “যায়লুল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২০৩) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাবাবীর কথটি উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করেছেন। তিনি তার “আল-কাওলিল আশবাহ্” গ্রন্থে (২/৩৫১) বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়।

শাইখ আল-কারী তার “মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৮৩) ইবনু তাইমিয়া হতে নকল করে বলেছেন : হাদীসটি বানোয়াট।

ফিরোযাবাদী বলেন : যদিও অধিকাংশ লোক এটিকে নাবী (ﷺ)-এর হাদীস বলে চালাচ্ছেন, তবুও এটি নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর ভিত্তিই সহীহ নয়। এটি ইসরাইলীদের বর্ণনায় বর্ণিত একটি কথা।

মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের উপর উল্লেখিত হুকুম লাগালেও পরবর্তী হানাফী কাকীহুগণের মধ্য হতে জনৈক কাকীহু এটির ব্যাখ্যায় পুস্তক রচনা করেছেন, অথচ হাদীসটির কোন অস্তিত্বই নেই।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, ঐসব কাকীহুগণ-মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতের বিদমাতে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা হতে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেননি। এ জন্য তাদের গ্রন্থসমূহে দুর্বল এবং জাল হাদীসের সমারোহের আধিক্যতা দেখা যায়।

৬৭. (مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ - (الْمُ تَنْزِيحُ)، وَ (الْمُ تَرْكِيفُ)؛ لَمْ يَرْمَدْ).

৬৭। যে ব্যক্তি ফজরের সলাতে সূরা “আলাম নাশরাহ” এবং সূরা “আলাম তারা কাইফা” পাঠ করবে; সে চোখে ঝাপসা দেখবে না।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ:২০০) বলেছেনঃ

এটির কোন ভিত্তি নেই। চাই ফজর দ্বারা সকালের সুন্নাত অথবা সকালের ফরয সলাত ধরা হোক না কেন। উভয়টিতে কিরাতায় পাঠের সুন্নাত এটির বিপরীতে হওয়ার কারণে।

তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, ফজরের সুন্নাত সলাতে সুন্নাত হচ্ছে (প্রথম রাক'আতে) কুল ইয়া-আইউহাল কাফিরুন আর (দ্বিতীয় রাক'আতে) কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করা। আর ফজরের ফরয সলাতে ষাট বা ততোধিক আয়াত পাঠ করা।

অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।

৬৮. (قِرَاءَةُ سُورَةِ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) عَقِبَ الْوُضُوءِ).

৬৮। ওযুর পরে “ইন্না আনযালনাহু” সূরা পাঠ করতে হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি সাখাবী বলেছেন।

তিনি বলেন : আমি এটি দেখি হানাফী মাযহাবের ইমাম আবুল লাইস-এর “আল-মুকাদ্দিমা” গ্রন্থে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাতে (মুকাদ্দিমাতে) এটির প্রবেশ ঘটেছে। এটি সহীহ সুন্নাতকে বিতাড়িত করে।

আমি (আলবানী) বলছি : কারণ ওযুর পরের সুন্নাত হচ্ছে, এ দু'আ পাঠ করাঃ
 “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ”.

এটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তবে বাক্যগুলো তিরমিযীর।

অথবা বলবে : **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،** “সুব্বানাক্‌ল্‌লহুম্‌ ও বিহম্‌দিক্‌, অশ্‌হেদু আন লাহ্‌ ইলাহে ইল্লা অন্তা, ও তওব্‌ ইলিক্‌” এটি হাকিম ও অন্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : (আলোচ্য) হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। এ কথাতো সন্দেহ হতে পারে যে, এর কোন সনদ নেই। আসলে তা নয়, সনদ আছে তবে তা সঠিক নয়, যা ১৪৪৯ নং হাদীসে আসবে।

৬৭. (مَسْنَحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ).

৬৯। গর্দান মাসাহ করা নিরাপত্তা বিধান করে বন্দি হওয়া থেকে।

হাদীসটি জাল।

ইমাম নাবাবী “আল-মাজমু’ শারহুল মুহাযযাব” গ্রন্থে বলেনঃ **هذا** “এটি জাল, নাবী (ﷺ)-এর কথা নয়।”

সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু’আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২০৩) ইমাম নাবাবীর উক্ত কথা বর্ণনা করে তা সমর্থন করেছেন।

হাকিম ইবনু হাজার “তালখীসুল হাবীর” গ্রন্থে (১/৪৩৩) বলেন :

এটি আবু মুহাম্মাদ আল-যুওয়াইনী বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এটির সনদে সম্ভ্রষ্ট হতে পারেননি। গাযালীও “আল-ওয়াসীত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সালাহ তার সমালোচনা করে বলেছেন : এ হাদীসটি নাবী (ﷺ) হতে জানা যায়নি। এটি সালাফদের কোন ব্যক্তির কথা।

হাকিম আরো বলেন : হতে পারে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই হাদীসটিকে যেটি “কিতাবুত তাহুর”-এর মধ্যে আবু ওবায়দে মাস’উদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এটি মওকুফ।

তথাপিও গৃহীত হত যদি সূত্রে মাস’উদী না থাকত। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার হাদীস যদি মারফু’ও হয় তাহলে গৃহীত হয় না। অতএব মওকুফ হলে কীভাবে গৃহীত হবে?

হাকিম ইবনু হাজার (১/৪৩৪-৪৩৫) বলেন : আবু নু’য়াইম “তারীখু আসবাহান” গ্রন্থে ও রুইয়ানী “আল-বাহার” গ্রন্থে পৃথক পৃথক সনদে একই ভাবার্থে আলাদা আলাদা ভাষায় ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর উদ্ধৃতিতে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু “আল-বাহারে” বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইবনু ফারেস এবং ফুলাইহ ইবনু সুলায়মান রয়েছে। তারা উভয়েই সমস্যার স্থল। তাতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

“তারীখু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১১৫) উল্লেখিত ইবনু উমারের (رضي الله عنه) হাদীসটিকে শাইখ আলী আল-কারী “মাওযু’আত” গ্রন্থে (পৃ: ৭৩) দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর কারণ তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-আনসারী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন আবু সাহাল আল-বাসরী। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। ইয়াহুইয়া ইবনু সাঈদ তাকে নিতান্তই দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি হাসান হতে ধ্বংসাত্মক বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম-এর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদও দুর্বল। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : দারাকুতনী তার থেকে বর্ণনা করে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ধরনের হাদীসকে মুনকার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ হাদীসটি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত ওয়ূর পদ্ধতি বর্ণনাকারী সকল সহীহ হাদীস বিরোধী। কেননা সেগুলোর কোনটিতেই গর্দান মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হ্যাঁ একটিতে বলা হয়েছে; যেটি বর্ণিত হয়েছে তালহা ইবনু মুসাররাফ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে গর্দান পর্যন্ত মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটি আবু দাউদ ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে ইবনু ওয়াইনা হাদীসটি অস্বীকার করতেন। সেটিই হক, কারণ এটির সনদে তিনটি সমস্যা একত্রিত হয়েছে। একেকটিই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ জন্য নাবাবী, ইবনু তাইমিয়া, আসকালানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এটিকে আমি যঈফু সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থে ১৫ নং হাদীসে বর্ণনা করেছি।

৭০. (مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْرًا حَتَّى يَشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ، بَعْدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ مَبِغَ خَلْقٍ، بَعْدَ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ).

৭০। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে পরিভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত রুটি খাওয়াবে। তৃষ্ণা না মিটি পর্যন্ত পানি পান করাবে। তাকে আল্লাহ সাত শতক সমপরিমাণ জাহান্নাম হতে দূরে সরিয়ে দিবেন। দু' শতকের মধ্যের দূরত্ব হবে পাঁচশত বছরের চলার পথের সমপরিমাণ।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দুলাবী “আল-কুনা” গ্রন্থে (১/১১৭), ইয়াকুব আল-ফুসাবী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (২/৫২৭), ইবনু আকী হাকাম “ফতূহে মিসর” গ্রন্থে (পৃ:২৫৪), হাকিম (৪/১২৯), তারাবানী “আল-আওয়াত” গ্রন্থে (১/৯৫/১) ও ইবনু আসাকির (৬/১১৫/২) ইদরীস ইবনু ইয়াহুইয়া খাওলানী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদে রাজা ইবনু আবী আতা নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : সহীহ! আর তার সাথে সুর মিলিয়েছেন হাকিম যাহাবী!

এটি তাদের দু'জনের মারাত্মক ভুল। কারণ এ রাজাকে কেউ নির্ভরশীল বলেননি, বরং তিনি একজন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি।

শুনুন স্বয়ং হাকিম নিজে তার সম্পর্কে কি বলেছেন, যাহাবী নিজেই যা “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

নিজে তাকে কিঞ্চিৎ ভাল বলার পর বলেছেন, হাকিম বলেন : তিনি মিসরী-জাল হাদীসের হোতা।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী। অতঃপর এ হাদীসটি মিসরীদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/১৭২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৮৭) তা সমর্থন করেছেন।

হাকিম ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসটি ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এটি জাল। হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ। আবার তিনি নিজেই তার বর্ণনাকারী (রাজা) সম্পর্কে বলেছেন : তিনি জালের হোতা।

মোটকথা হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এটিই সঠিক।

৭১. (التَّكْذِيبُ جَزْمٌ).

৭১। তাকবীর হচ্ছে পৃথক পৃথক ভাবে। (অর্থাৎ আযানের তাকবীর)।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এমনই বলেছেন হাকিম ইবনু হাজার, সাখাবী ও সুযুতী। তবে সুযুতী এটিকে ইব্রাহীম নাখ'ঈর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ তাকবীর দ্বারা বুঝিয়েছেন সলাতের তাকবীর। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যেমনভাবে কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেছেন। মিসরের একদল লোক এ হাদীসের উপর 'আমল করে পৃথক পৃথক ভাবে আযান দিয়ে থাকেন। যদিও এ পদ্ধতিতে আযান দেয়ার কোন ভিত্তি সুন্নাতের মধ্যে নেই। কারণ আযানে দু' তাকবীরকে একসাথে জোড়া জোড়া করে বলার ব্যাপারে সহীহ সুন্নাতে প্রকাশ্য ইঙ্গিত এসেছে। যা সহীহ মুসলিমে উমার (رضি) হতে বর্ণিত হয়েছে।

৭২. (الْبَيْتُ رَبِّيْ فَاحْسِنِ تَلْوِيْنِيْ).

৭২। আত্মাহ তা'আলা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, অতঃপর আমার শিষ্টাচারে সুন্দর রূপ দান করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল। ইবনু তাইমিয়া “মাজমু'আতুর রাসায়েলিল কুবরা” গ্রন্থে (২/৩৩৬) বলেন : হাদীসটির অর্থ সহীহ, কিন্তু তার সনদ সম্পর্কে জানা যায় না।

সাখাবী ও সুযুতী তাঁর ংকথাকে সমর্থন করে শক্তিশালী করেছেন। দেখুন “কশকুল ঝাফা” (১/৭০)।

৭৩. (مَسْنَحُ الْعَيْنَيْنِ بَيَاطِنُ الْعَمَلَيْنِ السَّيِّئَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤْتَنِّ: لَنْتَهَذَا أَنْ مُحَدِّثًا رَسُولُ اللَّهِ ... إلخ، وَأَنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ حَلَّتْ لَهُ شِقَاعَةُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

৭৩। যে ব্যক্তি তজ্জুনী অংগুলি দু’টোর ভিতরের অংশ দ্বারা মুন্নাযযিন কর্তৃক আশ-হাদু-আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ ... বলার সময় দু’ চোখ মাসাহ করবে; তার জন্য রসূল (ﷺ)-এর সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে ঝাবে।

হাদীসটি সহীহ নয়।

হাদীসটি দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আবু ঝাক্বর (رحمته) হতে মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাহির “আত-তায়কীরাহ্” গ্রন্থে বলেন : ংটি সহীহ নয়।

শাওকানী “আহাদীসুল মাওযু’আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৯) অনুরূপ কথাই বলেছেন। সাখাবীও “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থের মধ্যে অনুরূপ বলেছেন।

৭৪. (عَظَمُوا ضَحَائِكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَابِرُكُمْ).

৭৪। তোমরা মোটা-তাজ্জ শক্তিশালী পণ্ড দ্বারা কুরবানী কর; কারণ তা হবে পূল-সিরাতের উপর তোমাদের ঝাহন।

ং ঝাষায় হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু সালাহ্ বলেন : “هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَعْرُوفٌ وَلَا ثَابِتٌ” ং হাদীসটি পরিচিতও না ংবং সাব্যস্তও হয়নি।

হাদীসটি ইসমাদিল আল-আজলুনী “আল-কাশফ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বে ইবনুল মুলাক্কিন “আল-খুলাসা” গ্রন্থে (১৬৪/২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। ংটি সম্পর্কে ২৬৮৭ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা ংসবে। ইনশাআল্লাহ।

৭৫. (عَجَلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَوْتِ، وَعَجَلُوا بِالثَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ).

৭৫। সলাত ছুটে ঝাবার পূর্বেই দ্রুত তোমরা তা ংদার কর ংবং মৃত্যু ংস করার পূর্বেই দ্রুত তাওবাহ কর।

হাদীসটি জাল।

তবে তার অর্থটি সঠিক। সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযু’আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৪-৫) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৭৬. (النَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَى؛ إِلَّا الْعَالَمُونَ، وَالْعَالَمُونَ كُلُّهُمْ هَلَكَى؛ إِلَّا الْعَامِلُونَ، وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ غَرَقَى؛ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَظَرٍ عَظِيمٍ).

৭৬। আলেমগণ ব্যতীত সব মানুষ মৃত, 'আমলকারীগণ ব্যতীত সব আলেম ধ্বংসপ্রাপ্ত, মুখলেসগণ ব্যতীত সব 'আমলকারী ডুবে রয়েছে। আঃ। মুখলেসগণ মহা বিপদে নিপতিত।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সাগানী "আল-আহাদীসুল মাওযু'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ৫) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : এটি একটি মিথ্যারোপ।

আমি (আলবানী) বলছি : সূফীদের কথার সাথে এটির সাদৃশ্যতা রয়েছে।

৭৭. (لَا مَهْدِي إِلَّا عِيسَى).

৭৭। একমাত্র ইসা (আঃ)-ই হচ্ছেন মাহদী।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৪৯৫), হাকিম (৪/৪৪১), ইবনুল জাওয়াযী "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৪৭), ইবনু আদিল বার "জামে'উল ইলম" গ্রন্থে (১/১৫৫), আবু আমর আদানী "আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান" গ্রন্থে, সিলারী "আত-তায়রিয়াত" গ্রন্থে (৬২/১) এবং খাতীব বাগদাদী (৪/২২১) মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ জানাদী সূত্রে আবান ইবনু সালাহ হতে, তিনি হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ তিনটি কারণে দুর্বল :

১। হাসান বাসরী কর্তৃক আনু আনু "عن عن" শব্দ দ্বারা বর্ণনাকৃত। কারণ তিনি কখনও কখনও তার শাইখের নাম গোপন করতেন (তাদলীস করতেন)।

২। সনদে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আল-জানাদী মাজহুল; যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

৩। হাদীসটির সনদে বিভিন্নতা।

বাইহাকী বলেন : হাসান বাসরী সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে হাদীসটি মুনকাতি'।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : "إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ" 'এ হাদীসটি মুনকার।' তিনি এটিকে মুরসালও বলেছেন।

সাগানী বলেন : হাদীসটি জাল; যেমনভাবে শাওকানীর "আল-আহাদীসুল মাওযু'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ১৯৫) এসেছে।

সুযুতী “আল-ওরফুল ওয়ারদী ফী আখবারিল মাহদী” (২/২৭৪) গ্রন্থে কুরতুবীর উদ্ধৃতিতে বলেন, তিনি “তায়কির” গ্রন্থে বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারীর” মধ্যে (৬/৩৮৫) ইঙ্গিত দিয়েছেন এ হাদীসটি মারদূদ (পরিত্যাক্ত) মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধী হওয়ার কারণে।

৭৮. (سُورُ الْمُؤْمِنِ شِقَاءٌ).

৭৮। মু'মিনের উচ্ছিষ্ট রয়েছে আরোগ্য।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখ আহমাদ আল-গাযাযী আল-‘আমেরী “আল-যাদ্দুল হাসীস” গ্রন্থে (১৬৮) বলেন : “ليس بحديث” এটি কোন হাদীস নয়।

তার একথাকে শাইখ আজলুনী “কাশফুল খাফা” গ্রন্থে (১/৪৫৮) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : শাইখ ‘আলী আল-কারী তার “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ৪৫) বলেছেন : অর্ধের দিক দিয়ে হাদীসটি সহীহ্। ইবনু আক্বাস (رحمہ) হতে মারফু‘ হিসাবে “আল-আফরাদ” গ্রন্থে দারাকুতনীর নিম্নের বর্ণনার কারণে:

“مِنَ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ” “أَيُّ الْمُؤْمِنِ”

‘কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মু‘মিন ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পানি পান করা বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত।’

কিন্তু ইবনু আক্বাস (رحمہ)-এর মারফু‘ হাদীসটিও সহীহ নয়। তার বিবরণ একটু পরেই আসবে। যদি সহীহ্ হত তাহলেও এটি মূলহীন হাদীসের সাক্ষী [শাহেদ] হতে পারতো না। কীভাবে হবে? যাতে মু‘মিনের উচ্ছিষ্ট আরোগ্য স্বরূপ একথাটি না স্পষ্টভাবে আছে আর না পরোক্ষভাবে আছে।

৭৭. (مِنَ التَّوَاضُّعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُورِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُورِ أَخِيهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى؛ رَفَعَتْ لَهُ سَبْعُونَ نَرَجَةً، وَمُحِيتَ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ نَرَجَةً).

৭৯। কোন ব্যক্তির তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে পান করা নম্রতার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পান করবে, তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তার সত্তরটি তনাহ (অপরাধ) মোচন করে দেয়া হবে এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা লিখা হবে।

হাদীসটি জাল।

ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/৪০) দারাকুতনীর বর্ণনায় নূহ ইবনু মারইয়াম সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন :

নূহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরুক।

কিন্তু সুযুতী “আল-লাআলিল মাসনু'রাহ” গ্রন্থে (২/২৫৯) তার সমালোচনা করে বলেছেন :

এটির যুতাবা'য়াত পাওয়া যায়। কিন্তু ইসমাঈলী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (২/১২৩) এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ আল-বালখী এবং হাসান ইবনু রানীদ আল-মারওয়াযী নামক দুই বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাসান মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হাজার আসকালানীর “আল-লিসান” গ্রন্থে এসেছে; উকায়লী বলেন : তার হাদীসে সন্দেহ রয়েছে। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যেটিকে ইবনু আবী হাতিম মুনকার বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : হাদীসটি বাতিল, তার কোন ভিত্তি নেই।

আবু বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন : ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ আল-বালখী ও হাসান ইবনু রানীদ আল-মারওয়াযী তারা উভয়েই মাজহুল [অপরিচিত]।

অতএব, সুযুতীর পক্ষ হতে সমর্থন সূচক হাদীস রয়েছে এ দাবীকরণ সঠিক নয়। কারণ সেটিও সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ নূহ ছিলেন জ্ঞানীদের একজন। আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিকাহ জমা করার কারণে আল-জামে' নামে তার নামকরণ করা হয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আবু আলী নাইসাপুরী বলেন :

“كَانَ كَذَابًا” ‘তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক।’

আবু সা'ঈদ আন-নাক্বাশ বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে হাকিম বলেন : সত্যবাদিতা ব্যতীত তাকে সব কিছু দান করা হয়েছিল। আল্লাহর নিকট তার পদস্থলনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইবনু হিব্বানও অনুরূপ কথা বলেছেন।

হাফিয় বুরহান উদ্দীন হালাবী “কাশফুল হাসীস” গ্রন্থে তাকে হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়া হাদীসটির আরো একটি সমস্যা আছে, তা হচ্ছে ইবনু যুরায়েজ কর্তৃক তাদনীস। তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মুদাল্লিস ছিলেন।

ইমাম আহমাদ বলেন : কিছু কিছু জাল হাদীসকে ইবনু যুরায়েজ মুরসাল হিসাবে চালিয়ে দিতেন। তিনি কোথা হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে বে-পারওয়া ছিলেন। যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে এমনটিই এসেছে।

দারাকুতনী বলেন : ইবনু যুরায়েজের তাদলীস (শাইখকে গোপন করা) হতে বঁচে থাকুন। কারণ তিনি জঘন্যতম তাদলীস করতেন। তিনি তাদলীস করতেন একমাত্র ঐ ব্যক্তি হতে যিনি দোষণীয়।

“আত-তাহযীব” গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

৪০. (المَهْدِيُّ مِنْ وَكْدِ الْعَبَّاسِ عَمِّي).

৮০। মাহদী হবে আমার চাচা আব্বাসের সন্তানদের থেকে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে (২/ নম্বর ২৬) উল্লেখ করেছেন। তার থেকে দাইলামী (৪/৮৪) ও ইবনুল জাওযী “আল-ওয়াহিয়াত” গ্রন্থে (১৪৩১) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কুরাশী সূত্রে...উল্লেখ করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : হাদীসটি গারীব, মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ এককভাবে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী বলেন : “كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ” ‘তিনি হাদীস জাল করতেন।’

আবু আরুবাহ বলেন : “كَذَابٌ” ‘তিনি মিথ্যুক।’

ইবনুল জাওযীর উদ্ধৃতিতে মানাবী একই কারণ দর্শিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটি রসূল (ﷺ)-এর কথা বিরোধী। তিনি বলেন : “মাহদী আমার মেয়ে ফাতিমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।” এটিকে আবু দাউদ (২/২০৭-২০৮), ইবনু মাজাহ (২/৫১৯), হাকিম (৪/৫৫৭), আবু আমর আদানী ও উকায়লী যিয়াদ ইবনু বায়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪১. (يَا عَبَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ هَذَا الْأَمْرَ بِي، وَسَيَخْتِمُهُ بِغُلَامٍ مِنْ وَلَدِكَ، يَمْلُؤُهَا عَدْلًا؛ كَمَا مَلَأْتَ جُورًا، وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي بَعِيسَى).

৮১। হে আব্বাস! নিশ্চয় আল্লাহ আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন, যার সমাপ্তি টানবেন তোমার সন্তানদের মধ্য হতে এক যুবকের মাধ্যমে। তিনি ইনসাফ দ্বারা তাকে (যমীনকে) পরিপূর্ণ করে দিবেন; যেমনি ভাবে তাকে (যমীনকে) অত্যাচার দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি ইসা (আঃ)-এর সাথে সলাত কায়ম করবেন (তঁার ইমামতী করবেন)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৪/১১৭) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “আল-ওয়াহিয়াত” গ্রন্থে (১৪৩৭) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আহমাদ ইবনু হাজ্জাজ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তাকে যাহাবী এ হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তার এ কথার সাথে হাফিয় ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটি সুযুতী “আল-লাআলিল মাসনু'য়াহ” গ্রন্থে (১/৪৩১-৪৩৪) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কোন হকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন।

ইবনুল জাওযী “মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/৩৭) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি জাল।

খাতীব বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে অন্য এক সনদে (৪/১১৭) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “ইলালুল মুতানাহিয়াহ” গ্রন্থে (২/৩৭৫/১৪৩৮) উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ এটির সনদে সমস্যা নেই।

কিন্তু এটির সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছেঃ

১। আব্দুস সামাদ ইবনু আলী, তিনি হাশেমী; তাকে উকায়লী (৩/৮৪/১০৫৩) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। মুহাম্মাদ ইবনু নুহ ইবনে সাঈদ আল-মুয়াযযিন; তার সম্পর্কে যাহাবী বলেনঃ তার এ হাদীসটি মিথ্যা এবং তার পিতা মজহুল।

৪২. (إِذَا ابْتَشَرْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَتَحَ لِي هَذَا الْأَمْرَ، وَيُبْرِئُنِيكَ يَخْتِمُهُ).

৮২। হে আবুল ক্বাসম! তোমাকে কী সুসংবাদ দেব না? নিশ্চয় আল্লাহু আমার মাধ্যমে এ কর্ম উন্মোচন করেছেন এবং তা তোমার সন্তান দ্বারা সমাপ্ত করবেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম “হিলইয়াহু” গ্রন্থে (১/১৩৫) লাহিয় ইবনু জা'ফার আত-তাইমী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ লাহিয় মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ

তিনি বাগদাদী মজহুল। তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।

অতঃপর আলী (رضي الله عنه)-এর ফযীলত বর্ণনায় তার একটি হাদীস উল্লেখ করে ইবনু আদী বলেনঃ “وهذا باطل” ‘এ হাদীসটি বাতিল।’

যাহাবী বলেনঃ আল্লাহর কসম এটি সর্বাপেক্ষা বড় জাল হাদীস। (আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তিকে যে আলী (رضي الله عنه)-কে মুহাক্কাত করে না)।

৪৩. (يَعْمُ الْمُنْكَرُ السَّبْحَةَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ، وَمَا أَنْبَيْتُهُ الْأَرْضُ).

৮৩। তাসবীহ পাঠের যন্ত্র দ্বারা তাসবীহ পাঠক কতইনা ভাল ব্যক্তি। নিশ্চয় সর্বোত্তম বস্তু সেটিই যমীনে যার উপর সাজদাহ করা হয় এবং যমীন বা উৎপাদন করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (৪/৯৮) বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া সুয়ুতী তার “আল-মিনহা ফিস সিবহা” গ্রন্থে (২/১৪১) এবং তার থেকে শাওকানী “নাইলুল আওতার” গ্রন্থে (২/১৬৬-১৬৭) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তারা উভয়ে (কোন হুকুম না লাগিয়ে) চুপ থেকেছেন!

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদে রয়েছে একগুচ্ছ অন্ধকার যার একটির চেয়ে অন্যটি বড়। তার অধিকাংশ বর্ণনাকারী মাজহুল, এমনকি তাদের কেউ কেউ মিথ্যার দোষে দোষী।

এটির সনদে উম্মুল হাসান বিনতু জা'ফার ইবনুল হাসান রয়েছে। কে তার জীবনী রচনা করেছেন পাচ্ছি না।

সনদে আরো রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনু হারুন ইবনে ঈসা ইবনে মানসুর আল-হাশেমী, তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে বলেন : “يُضَعِّ الْحَدِيثُ” ‘তিনি হাদীস জাল করতেন।’ অতঃপর তিনি তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন : এটি তার জালকৃত হাদীস।

অনুরূপ ভাবে খাতীব বাগদাদীও তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তিনি (৭/৪০৩) বলেনঃ এ হাশেমীকে ইবনু বোরাই নামে চেনা যায়। তিনি যাহেবুল হাদীস। তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

সনদে আরো রয়েছে আব্দুস সামাদ ইবনু মুসা, তিনি হাশেমী। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে খাতীব বাগদাদীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর যাহাবী বলেন : “يُرْوَى مِنْكَرٍ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ” ‘তিনি তার দাদা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আল-ইমাম হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।’

আমার নিকট কতিপয় কারণে এ হাদীসের অর্থও বাতিল :

১। তসবীহ ঘানা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা বিদ'আত। কারণ তা নাবী (ﷺ)-এর যুগে ছিল না। এটি আবিষ্কার হয়েছে পরবর্তীতে। কীভাবে তিনি তাঁর

সাথীদেরকে এমন একটি কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন যেটিকে তারা চিনতেন না।

এর দলীল; ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) এক মহিলাকে তাসবীহ দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখে তা কেটে ও ছুড়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে পাথর দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখে তিনি তাকে তার পা দ্বারা প্রহার করেন। অতঃপর বলেন : তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রণী হয়ে গেছ! অত্যাচার করে বিদ'আত-এর উপর আরোহন করেছ এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে নাবী (ﷺ)-এর সাথীগণকেও ছাড়িয়ে গেছ।

২। এটি নাবী (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনা বিরোধী। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (رضي الله عنه) বলেন : **“رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِبِمِينِهِ”** ‘আমি রসূল (ﷺ)-কে ডান হাতের মুষ্টি বেধে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।’ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও বাইহাক্কী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩। এছাড়া রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশেরও বিরোধী। তিনি মহিলাদেরকে অংগুলীগুলো মুষ্টি বেধে তাসবীহ ... পাঠের নির্দেশ দেন...। হাদীসটি হাসান। এটি আবু দাউদ ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন। এটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন আর নাবাবী ও আসকালানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

কেউ যদি বলেন যে, কোন কোন হাদীসে পাথর দ্বারা তাসবীহ পাঠের কথা এসেছে এবং রসূল (ﷺ) তা সমর্থন করেছেন। আর তাসবীহ দ্বারা ও পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেমনভাবে শাওকানী বলেছেন?

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মেনে নেয়া যেত যদি পাথর দিয়ে তাসবীহ পাঠের হাদীসগুলো সহীহ হতো। কিন্তু সেগুলো সহীহ নয়। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুযুতী হাদীস দু'টো বর্ণনা করেছেন।

একটি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (رضي الله عنه) হতে আর দ্বিতীয়টি সাফিয়া (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, দাওরাকী, মুখাল্লিস ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি হাসান। হাকিম বলেছেন : সনদ সহীহ। যাহাবী তাতে তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে ভুল করেছেন। কেননা এর সনদে খুযাইমা নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তিনি মাজহুল। যাহাবী নিজেই বলেছেন : তার পরিচয় জানা যায় না এবং তার থেকে সা'ঈদ ইবনু আবী হিলাল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনটিই বলেছেন : হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে **“إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ”** ‘তার পরিচয় জানা যায় না।’ এছাড়া সা'ঈদ ইবনু আবী হিলাল নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বলেন : তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। ইয়াহইয়াও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া কোন কোন নির্ভরশীল বর্ণনাকারী সনদে খুযাইমাকে উল্লেখ করেননি। ফলে সনদটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্নতা) ভুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হাদীস, যেটি সাফিয়্যা (رضী) হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম তিরমিযী, আবু বাকর আশ-শাফেঈ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে তিনি সহীহুল ইসনাদ বলেছেন আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। এটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। কারণ তিনি হাশিম ইবনু সাঈদকে “আল-যীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, ইবনু মাঈন বলেন : তিনি কিছুই না। ইবনু আদী বলেন : তিনি যে পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অনুসরণ করা যায় না। এ জন্য ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল আর সাফিয়ার মাওলা কিনানা তিনি মাজহুলুল হাল, তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ নির্ভরশীল বলেননি।

এছাড়া এ দু’টি পাথরের হাদীস দুর্বল হওয়ার আরো কারণ হচ্ছে, উল্লেখিত হাদীস দু’টির ঘটনা ইবনু আব্বাস (رضী) সূত্রে সহীহ বর্ণনায় যুওয়াইরিয়াহ হতে বর্ণিত হয়েছে। যাতে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটি ইমাম মুসলিম (৮/৮৩-৮৪), তিরমিযী (৪/২৭৪) (এবং তিনি সহীহ বলেছেন), নাসাঈ “আমালুল ইয়াওয়ম ওয়াল লাইলা” গ্রন্থে (১৬১-১৬৫), ইবনু মাজাহ (১/২৩) ও আহমাদ (৬/৩২৫, ৪২৯-৪৩০) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি দু’টি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে :

১। পূর্বে যে ঘটনার সাথে সাফিয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি আসলে সাফিয়া নয় বরং সেটি হচ্ছে যুওয়াইরিয়ার ঘটনা।

২। ঘটনায় পাথরের উল্লেখ মুনকার। মুনকার হওয়াকে শক্তিশালী করছে কিছু লোককে পাথর গণনা করতে দেখে ইবনু মাসউদ (رضী) কর্তৃক তা ইনকার করা। এছাড়া তার মাদরাসা হতে শিক্ষাগ্রহণকারী ইব্রাহীম আন-নাখঈ তার মেয়েকে মহিলাদেরকে তসবীর সূতা (তা ঘারা তাসবীহ পাঠ করার জন্য) পাকিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছিলেন। এটি ইবনু আবী শায়বাহ “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (২/৮৯/২) ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪. (كَلِمَاتُ أَفْضَلُ مِنْهُ).

৮৪। তার থেকে তোমরা সকলে উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

সুনাতের গ্রন্থ সমূহে এটি পাচ্ছি না। এটি ইবনু কুতাইবা “উযুনুল আখবার” গ্রন্থে (১/২৬) দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির ঘটনা নিম্নরূপ : আশ‘যারীদের একটি দল কোন এক সফরে ছিল। তারা যখন ফিরে আসল, তখন তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূলের পরে অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কোন উত্তম ব্যক্তি নেই। সে দিনে সওম পালন করে, আর আমরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করি তখন সে দাঁড়িয়ে গিয়ে সলাত শুরু করে, সে স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত! (রসূল) বললেন : তার কাজ কে

করেছে? তারা বললেনঃ আমরা। (রসূল) বললেন : “كَلِمَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ” তোমরা প্রত্যেকে তার চাইতে উত্তম।

সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরশীল, কিন্তু হাদীসটি মুরসাল। কারণ মুসলিম ইবনু ইয়াসার বাসরী উমাবী একজন তাবঈ। তার জীবনীতে বলা হয়েছে যে, তার অধিকাংশ বর্ণনা আবুল আশ'য়াস সান'য়ানী এবং আবু কিলাবা হতে বর্ণিত হয়েছে। তার এ হাদীসটি আবু কিলাবার সূত্রে। আবু কিলাবা এবং মুসলিম ইবনু ইয়াসার তারা উভয়ে একশ হিজরীর কিছু পরে মারা গেছেন। কিন্তু আবু কিলাবা বর্ণনাকারী হিসাবে একজন মুদাল্লিস।

যাহাবী বলেন : তিনি মুদাল্লিস যার সাথে মিলিত হয়েছেন তার থেকে এবং যার সাথে মিলিত হননি তার থেকেও। তার কতিপয় সহীফা ছিল, তিনি সেগুলো হতে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন। এ জন্য হাফিয বুরহানুদ্দীন আল-আজামী আল-হালাবী তার “আত-তাবঈঈন লি আসমাঈল মুদাল্লিসীন” গ্রন্থে (পৃ:২১) তাকে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে হাফিয ইবনু হাজারও তাকে “তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন” গ্রন্থে (পৃ: ৫) উল্লেখ করেছেন।

৪০. (يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ؛ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيقَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلَهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْقَظُهُ، فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ؛ فَبَايَعُوهُ، وَلَوْ حَبَوًا عَلَى النَّجَسِ، فَبَيْتُهُ خَلِيقَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ).

وفي رواية: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجْتَ مِنْ قِبَلِ خُرَّاسَانَ؛ فَأَتَوْهَا، وَلَوْ حَبَوًا..... (الخ).

৮৫। তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদের নিকট তিনজনকে হত্যা করা হবে। তারা প্রত্যেকে খলীফার পুত্র। অতঃপর তা তাদের মধ্যের একজনের জন্যও হবে না। অতঃপর প্রাত্যহিক দিক থেকে এক বিরাট দলের ঝাঞ্জ প্রকাশ পাবে। তারা তোমাদের এমন ভাবে হত্যা করবে, যে রূপ হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন কোন জাতি হয়নি। অতঃপর তিনি কিছু উল্লেখ করলেন তা আমি হেফয করতে পারিনি। তারপর তিনি বললেন : তোমরা যদি তাকে দেখতে পাও তাহলে তার সাথে বাই'য়াত করবে। যদিও বরকের উপর হামাগুড়ি দিয়েও তা করতে হয়। কারণ তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : তোমরা বড় দলের ঝাঞ্জগুলো দেখতে পাবে খুরাসানের দিক থেকে বের হয়েছে। তখন তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার নিকট আসবে।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু মাজাহ (৫১৮-৫১৯), হাকিম (৪/৪৬৩-৪৬৪) দু'টি সূত্রে খালেদ আল-হাযা সূত্রে আবু কিলাবা হতে ... হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমাদ (৫/২৭৭) 'আলী ইবনু যায়েদ সূত্রে এবং হাকিম আব্দুল ওয়াহাব সূত্রে ...তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী "আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে (১৪৪৫) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাজার "আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ..." গ্রন্থে বলেন : 'আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল।

মানাবীও "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে একই কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেন : "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমাদ ও অন্যরা তাকে দুর্বল (য'ঈফ) আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর যাহাবী বলেন : "أراه حديثاً منكراً" আমি এ হাদীসটিকে মুনকারই মনে করি।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "মাওযু'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার বলেন :

জাল হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করাটা সঠিক হয়নি। কারণ এ হাদীসের সনদে এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে মিথ্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তবে ইবনুল জাওযী তার জাল হাদীস গ্রন্থে (২/৩৯) যে সনদে উল্লেখ করেছেন, সে সনদের দিকে লক্ষ্য করলে, তার জাল হিসাবে উল্লেখ করাটা সঠিক হয়েছে। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন : এটির ভিত্তি নেই। আমর কিছুই না। তিনি হাসান হতে শুনেননি এবং হাসান আবু ওবায়দা হতে শুনেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু ওবায়দা তার পিতা ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতেও শুনেননি।

সুযুতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/৪৩৭) বলেন :

তার ইসনাদ সহীহ্। হাকিম শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অথচ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন : আমি হাদীসটিকে মুনকার হিসাবেই দেখছি।

মুনকার হওয়াটাই সঠিক। তিনি এটিকে সহীহ্ বলেছেন মুনকার হওয়ার কারণ ভুলে যাওয়ায়। সেটি হচ্ছে আবু কিলাবার আনু আনু সূত্রে বর্ণনা করা। কেননা তিনি মুদাল্লিসদের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি উল্লেখ করেছেন যাহাবী ও অন্যরা। এ জন্যই ইবনু ওলাইয়্যাহ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন যেমনভাবে ইমাম আহমাদ "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৩৫৬) ইবনু ওলাইয়্যাহ হতে তা বর্ণনা করে তাকে সমর্থন করেছেন।

তবে "فإنه خليفة الله المهدى" 'কারণ তিনিই' হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে হাদীসটির অর্থ সঠিক। কারণ এ অংশটুকু সাব্যস্ত করার মত কোন বিদ্বান সূত্র নেই। আবু বাকরকে (ﷺ) খালীফাতুল্লাহ বলে

সম্বোধন করা হলে তিনি বলেন : আমি আল্লাহর খলীফা নই বরং আমি রসূল (ﷺ)-এর খালীফা। এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে। আল্লাহ্ অন্যান্য খালীফা হন, কেউ তাঁর খালীফা হতে পারেন না।

১৬. (الطَّاعُونَ وَخَزُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ).

৮৬। প্রোগ (উদরাময়) তোমাদের ভাই জিনদের এক অংশ।

হাদীসটির এ বাক্যে কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটি ইবনুল আসীর “আন-নেহায়্য” গ্রন্থে “وَزُ” মূলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইমাম আহমাদ “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/৩৯৫, ৪১৩, ৪১৭), তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৭) এবং হাকিম (১/৫০) আবু মুসা আল-আশ'যারী হতে নিম্নের ভাষায় মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন :

“الطَّاعُونَ وَخَزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ”

অর্থ: প্রোগ (উদরাময়) তোমাদের দুশমন জিনদের এক অংশ।

হাকিম এটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ভাষায় হাদীসটি সহীহ। তবে মুসলিমের শর্তানুযায়ী এ কথাটি সঠিক নয়।

মোটকথা হাদীসটি “وَزُ أَعْدَائِكُمْ...” এ শব্দে সহীহ, “وَزُ” শব্দে সহীহ নয়।

তবে “طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ” এ শব্দে সহীহ, যেটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন। দেখুন “নাইলুল আওতার”। সম্ভবত কারো নিকট একটি অন্যটির সাথে গোলমাল হয়ে গেছে।

১৭. (إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ؛ فَلَا صَلَاةَ، وَلَا كَلَامَ).

৮৭। খতীব যখন মিন্বারে উঠে যাবে; তার পর সলাতও নেই, কোন কথাও নেই।

হাদীসটি বাতিল। এ বাক্যটি মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে, কিন্তু তার কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে নিম্নের এ ভাষায় উল্লেখ করেছেন :

“إِذَا نَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا صَلَاةَ، وَلَا كَلَامَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ”

“তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম মিম্বারের উপরে, তখন ইমামের খুৎবা শেষ না করা পর্যন্ত আর কোন সলাত পড়া যাবে না এবং কোন কথাও বলা যাবে না।”

এ হাদীসের সনদে আইউব ইবনু নাহীক নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত-তা’দীল” গ্রন্থে (১/১/২৫৯) বলেনঃ

আমি আমার পিতা হতে শুনেছি তিনি বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। আবু যুর'য়াহ হতে শুনেছি, তিনি বলেন : আইউব ইবনু নাহীক হতে আমি হাদীস বর্ণনা করব না এবং তার হাদীস আমাদের নিকট পড়াও হয় না। অতঃপর বলেছেন : তিনি একজন মুনকারুল হাদীস।

হায়সামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১৮৪) বলেন : “وهو متروك،” “ضعفه جماعة..” “তিনি মাতরুক, তাকে মুহাদিসগণের এক জামা'আত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।”

এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারীর” মধ্যে (২/৩২৭) বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল।

আমি হাদীসটি বাতিল বলে হকুম লাগিয়েছি। কারণ তার সনদে দুর্বলতা থাকা ছাড়াও এটি দু'টি সহীহ হাদীস বিরোধীঃ

١- “إِذَا جَاءَ أَحَظُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ، وَلَيَبْجُوزُ فِيهِمَا.”

১। “তোমাদের কেউ জুম'আর দিবসে যখন (মসজিদে) আসবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাকা'আত সলাত আদায় করে।”

হাদীসটি মুসলিম শরীফে (৩/১৪/১৫) এবং আবু দাউদে (১০২৩) বর্ণিত হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম-এর বর্ণনাতেও জাবের (رضي الله عنه) হতে অনুরূপ হাদীস এসেছে।

٢- قوله صلى الله عليه وسلم: “إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ.”

২। রসূল (ﷺ) বলেন : “তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে জুম'আর দিবসে ইমাম খুৎবা দেয়ার সময় বল চূপ কর, তাহলে তুমি কটু কথা বললে।”

প্রথম হাদীসটি অত্যন্ত স্পষ্ট, যা তাগিদ দিচ্ছে খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাকা'আত সলাত আদায় করার জন্য। রসূল (ﷺ)-এর হাদীসের বিরোধিতা করে কিছু অজ্ঞ ইমাম/খতীব খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি দু'রাকা'আত সলাত আদায় করতে চাই তাকে নিষেধ করেন।

আমার ভয় হয় তারা রসূলের হাদীসের বিরোধিতা করার কারণে নিম্নে বর্ণিত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কি না।

{ارَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى}

অর্থঃ “কোন বান্দা যখন সলাত আদায় করে তখন তাকে যে নিষেধ করে তাঁর সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কী?” (সূরা আল-লাকঃ ৯-১০)।

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

অর্থঃ “যারা আদ্বাহর হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদেরকে কোন বিপদ গ্রাস করবে বা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে” (সূরা নূরঃ ৬৩)।

দ্বিতীয় হাদীসটি হতে বুঝা যাচ্ছে ইমাম খুৎবা শুরু করলে কথা বলা নিষেধ। খুৎবা শুরু না করে মিম্বারে বসে থাকা অবস্থায় কথা বললে তা নিষেধ নয়। কারণ উমার (رضي الله عنه)-এর যুগে তিনি যখন মিম্বারের উপর বসতেন তখনও লোকেরা মুয়াযযিন চুপ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকতেন। যখন তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন দু' খুৎবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কেউ কথা বলতেন না।

অতএব মিম্বারে উঠলেই কথা বলা নিষেধ এটি সঠিক নয়।

৪৪. (الزُّرْعُ لِلزَّارِعِ، وَإِنْ كَانَ غَاصِيًا).

৮৮। শস্য কৃষকের জন্য, যদিও তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকে।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

সান'আনী “সুবুলুস সালাম” গ্রন্থে (৩/৬০) বলেন : কেউ এটিকে উল্লেখ করেননি। “আল-মানার” গ্রন্থে বলা হয়েছে : এ হাদীসটিকে খুজাখুজি করেছে, কিন্তু পাইনি।

শাওকানী “নাইলুল আওতার” গ্রন্থে বলেন : এটির ব্যাপারে অবহিত হইনি, এটিতে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

আমি (আলবানী) বলছি : আমি এটির ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়েছি, কিন্তু তার ভিত্তি পাইনি। বরং এটিকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে পেয়েছি।

১- “مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَبْنِيَّةً فِيهِ لُهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ”.

১। “যে ব্যক্তি মৃত যমীন জীবিত করবে (আবাদ করবে) তা তার জন্যেই। অত্যাচারীর জন্য এতে কোন হক নেই।”

হাদীসটি সহীহ সনদে আবু দাউদে (২/৫০) বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী (২/২২৯) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২- “مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمَ يَغْيِرُ إِنْتِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتَرَدُّ عَلَيْهِ نَقْعُهُ”.

২। “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের যমী তাদের বিনা অনুমতিতে চাষ করবে, তার সেই ক্ষেত হতে কোন অংশ নেই। তাকে তার খরচগুলো দিয়ে দিতে হবে।”

হাদীসটি আবু দাউদ (২/২৩), তিরমিযী (২/২৯১), ইবনু মাজাহ (২/৯০), তাহাবী “আল-মুশকিল” গ্রন্থে (৩/২৮০), বাইহাকী (৬/১৩৬) ও ইমাম আহমাদ (৪/১৪১) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এটিকে হাসান বলেছেন। এটি সহীহ অনুরূপ অর্থের বহু হাদীস থাকার কারণে। দেখুন “ইরওয়াউল গালীল” (হা: নং: ১৫১৯)।

৪৭. (صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَغْيِرُ عَنْهُ، فَيُجِئُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ).

৮৯। বস্ত্র মালিকই তার বস্ত্রটি বহন করার অধিক হকদার। তবে সে যদি দুর্বলতার কারণে তা বহন করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে তার মুসলিম ভাই সহযোগিতা করবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (২৩৫/১-২), ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/৫৩-৫৪) ও মুহাম্মাদ ইবনু নাসীর “আত-তানবীহ” গ্রন্থে (১৬/১-২) ইউসুফ ইবনু যিয়াদ আল-বাসরী সূত্রে তার শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'আম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি একেবারেই নিম্ন পর্যায়ের। উক্ত ইউসুফ সম্পর্কে “তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/২/৩৮৮) ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৪৭) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ। কারণ তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আর তিনি ছাড়া ইফরীকী হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

মানাবী তার “আল-ফায়য” গ্রন্থে বলেন, হাকিম ইরাকী ও ইবনু হাজার বলেছেন : তিনি দুর্বল। সাখাবী বলেন : তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনুল জাওযী হাদীসটির ব্যাপারে জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়ে বলেছেন যে, তাতে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ আল-বাসরী রয়েছে, তিনি আব্দুর রহমান আল-ইফরীকী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার নিকট হতে একমাত্র বর্ণনাকারী।

সুযুতী বলেন : তিনি আব্দুর রহমান হতে একক বর্ণনাকারী নন, বরং বাইহাক্কী তার “আল-ওয়াব” গ্রন্থে এবং “আল-আদাব” গ্রন্থে হাকস ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর উত্তরে বলতে হচ্ছে যে আমরা আব্দুর রহমান আল-ইফরীকীর কথা বলছি।

ইবনু হিব্বান বলেন : **“يَرَوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ النَّقَاتِ فَهُوَ كَافٍ بِالْحُكْمِ بِوَضْعِهِ”** তিনি (ইউসুফ) নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। অতএব তিনিই হাদীসটি জাল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : হক হচ্ছে ইবনুল জাওযীর সাথে (তার কথাই ঠিক)। যারা ইউসুফকে শুধু দুর্বল বলেছেন, তারা তিনি যে, নিতান্তই দুর্বল তা না বলে ভুল করেছেন। এছাড়া (দ্বিতীয় কারণ) শাইখ আব্দুর রহমান আল-ইফরীকীও যে নিতান্তই দুর্বল এটি বলতেও তারা ভুলে গেছেন।

খাতীব বাগদাদী তার “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১৪/ ২৯৫-২৯৬) ইউসুফ সম্পর্কে বলেন, নাসাঈ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। বুখারী ও সাজী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। আবু হাতিমও এরূপ কথাই বলেছেন, যেমনভাবে তার “আল-জারহু ওয়াত তাদীল” গ্রন্থে (৪/২২২) এসেছে। তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত।

সাখাবী হাদীসটি “ফাতাওয়ালা হাদীসাহ্” গ্রন্থে (কাফ ৮৬/১) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

৯০. (عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تَجِدُوا قِلَّةَ الْكُلِّ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوْفِ؛ تُعْرِفُونَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ لِبَاسِ الصُّوْفِ يُوْرِثُ الْقَلْبَ التَّفَكُّرَ، وَالتَّفَكُّرُ يُوْرِثُ الْحِكْمَةَ، وَالْحِكْمَةُ تَجْزِي فِي الْجَوْفِ مَجْزَى الدَّمِّ، فَمَنْ كَثُرَ تَفَكُّرُهُ؛ قَلَّ طَعْمُهُ، وَكَلَّ لِسَانُهُ، وَرَقَّ قَلْبُهُ، وَمَنْ قَلَّ تَفَكُّرُهُ؛ كَثُرَ طَعْمُهُ، وَعَظُمَ بَدَنُهُ، وَقَسَا قَلْبُهُ، وَالْقَلْبُ الْقَاسِيُ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ).

৯০। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ঈমানের মধুরতা পাবে। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর, তাহলে সন্ন্যাসী খাদ্য প্রাপ্ত হবে। তোমরা পশমী পোশাক গ্রহণ কর; তাহলে তা দ্বারা তোমাদেরকে আশ্বেরাতে চেনা যাবে। পশমী পোশাক হৃদয়কে গবেষণার অধিকারী করে আর গবেষণা বিচক্ষণতার অধিকারী করে এবং বিচক্ষণতা প্রবাহিত হয় রক্তনালীর মধ্যে। অতএব যে ব্যক্তির গবেষণা বৃদ্ধি পাবে, তার খাদ্য কমে যাবে, তার জিহ্বা অকেজো হয়ে যাবে এবং তার অন্তর পাতলা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির গবেষণা কমে যাবে তার খাদ্য বৃদ্ধি পাবে, তার শরীর মোটা হয়ে যাবে এবং তার হৃদয়

শক্ত হয়ে যাবে। এ শক্ত হৃদয় দূরে সরে যাবে জান্নাত হতে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু বাকর ইবনুন নাকর “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১৪৭-১৪৮), ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/৯/১), দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (২/২৮১) এবং ইবনুল জাওয়ী “মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৪৮) আল-খাতীব-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মী হতে, তিনি তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ আল-ওয়াসেতী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। কুদায়মী হাদীস জাল করতেন এবং তার শাইখ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুযুতী তার এ মতকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৬৪) সমর্থন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, হাদীসটিতে ইদ্রাজ করা হয়েছে (যা তার মধ্যে হওয়ার কথা নয় তা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে)। তিনি তার “মুদরাজ ইলাল মুদরাজ” গ্রন্থে (২/৬৪) একটি বাক্য নকল করে বলেন : এটি বাইহাক্বী “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে, এটি হতে মারফু' হচ্ছে শুধুমাত্র এ অংশটুকু : “عَلَيْكُمْ بِلِيَاسِ الصُّوفِ؛ تَجْنُوا حَلَاوَةَ الْيَمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ” অবশিষ্ট অংশ অতিরিক্ত মুনকার।

এ জন্যেই তিনি “আল-জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাকিম ও বাইহাক্বীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সূত্রেও জালকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : সম্ভবত তিনি দু'হাজারেরও বেশি হাদীস জাল করেছেন।

এছাড়াও হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিও সহীহ নয়।

মোটকথা এটির কোন সূত্রই সঠিক নয়। এটির সনদে ইবনু হাবীব মারওয়াযী রয়েছেন; তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন এবং আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। আমার ধারণা তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুক এবং তার ভাই মুহাম্মাদ মাজহুল।

৭১. (لَا نَحْلِفُ بِاللَّهِ وَكَذِبَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَأَصْنَقُ).

৯১। আল্লাহর নাম ধরে কসম করে মিথ্যা কথা বলা আমার নিকট অতিপ্রিয়, আল্লাহু ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করে সত্য বলা হতে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে (৭/২৬৭) এবং “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৮১) উল্লেখ করে “আখবার” গ্রন্থে বলেছেন : লোকেরা এটিকে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর “হিলইয়্যাহ্” গ্রন্থে বলেছেন :

মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়া একক ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন নাইসাপুরী। দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা'ঈনও বলেছেন : তিনি মিথ্যুক।

তবে এটি ইবনু মাস'উদ (رحمہ) এর বাণী, যেমনভাবে আবু নু'য়াইম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারানীও “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৭/২) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি এসেছে “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৪/১৭৭)। অর্থাৎ এটি মওকুফ হিসাবে সহীহ।

৭২. (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَفَقَةٌ، وَالْخَطَةُ الْجَنَّةُ: رَفَقٌ بِالضُّعِيفِ، وَالشَّقَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ).

৯২। তিনটি বস্তু যার মাঝে থাকবে, তার বন্ধকে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দুর্বলকে দয়া করা, পিতা-মাতার প্রতি নম্র ব্যবহার করা এবং অধীনস্তদের প্রতি ইহসান করা।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৩/৩১৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম আল-গিফারী আল-মাদীনী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান এ আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। হাকিম বলেন : তিনি দুর্বল সম্প্রদায় হতে বহু জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তার পিতা মাজহুল, যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে। অতএব হাদীসটি এ সনদে জাল।

৯৩. (يُصَفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ، فَسَقَيْتَكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشْتَقِعُ لَهُ. وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاولْتَكَ طَهُورًا؟ فَيَشْتَقِعُ لَهُ. وَيَمُرُّ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْتَقِعُ لَهُ).

৯৩। কিয়ামত দিবসে লোকদের কাতার বন্দি করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের কোন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে আর বলবে : হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন তুমি (আমার নিকট) পানি চেয়েছিলে? অতঃপর আমি তোমাকে একবার পানি পান করিয়েছিলাম। তিনি বলেন : অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে। অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করবে আর বলবে : হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন আমি তোমাকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি দিয়েছিলাম? অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে। অন্য এক ব্যক্তি অতিক্রম করবে আর বলবে যে, হে ব্যক্তি! তুমি কী স্মরণ করতে পারছ না সেই দিনটিকে যেদিন তুমি আমাকে এ এ প্রয়োজনে প্রেরণ করেছিলে আর আমি তোমার জন্য গিয়েছিলাম? অতঃপর তার জন্য সুপারিশ করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩৯৪) ইয়াযীদ বুকাশী সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হচ্ছেন ইয়াযীদ ইবনু আবান; তিনি দুর্বল, যেরূপভাবে ইবনু হাজার ও অন্যরা বলেছেন। তিনি ছাড়া অন্য ব্যক্তিও হাদীসটি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কোন একটিও সহীহ নয়। দেখুন “আত-তারগীব” (২/৫০-৫১)।

৯৪. (عُرِيَ الْإِسْلَامُ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةً، عَلَيْهِنَّ أَسَسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ؛ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ).

৯৪। ইসলামের হাতল ও দিনের স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি। যেগুলোর উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি সেগুলো হতে একটি পুত্রিত্যাগ করবে, সে তা দ্বারা কুফরীকারী হিসাবে গণ্য হবে, যার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল। সত্যিকার -১০

অর্থে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই-এর সাক্ষ্য প্রদান, ফরয সলাত ও রমায়ানের সত্ত্ব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু ই'য়াল্লা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (কাফ ১২৬/২) এবং লালকাই তার “সুন্নাহ” গ্রন্থে (১/২০২/১) মুয়াম্মিল ইবনু ইসমাঈল সূত্রে ...আম্র ইবনু মালেক আন-নুকারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আম্র ইবনু মালেককে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য বলেননি। তিনি নির্ভরযোগ্য বলতে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের একজন। এমনকি মাজহুল ব্যক্তিদেরকেও তিনি নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এছাড়া তিনি নিজেই এ মালেক সম্পর্কে বলেন :

তার ছেলে ইয়াহুইয়ার বর্ণনা ব্যতীত অন্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করতেন এবং গারীব বর্ণনা করতেন। অতএব এ হাদীসটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না অন্য সনদে তা বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত।

এছাড়া মুয়াম্মিল ইবনু ইসমাঈল সত্ববাদী, কিন্তু বহু ভুল করতেন। এরূপই বলেছেন আবু হাতিম ও অন্যরা।

এছাড়া হাদীসটি সকলের ঐক্যমতের সহীহ হাদীস বিরোধী। যেটিতে ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এটিতে বলা হয়েছে তিনটি। সহীহ হাদীসটির মধ্যে বলা হয়নি যে, কোন একটি স্তম্ভকে ছেড়ে দিলে সে কাকফর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এটিতে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি (তিনটির) একটি ছেড়ে দিবে সে কাক্ফির। তবে অন্য দলীল হতে বুঝা যায় যে, আশংকা আছে কেউ যদি সলাতের ব্যাপারে অলসতা করে তাহলে সে কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করবে এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী প্রদান করা ব্যতীত কোন কিছুই উপকারে আসবে না।

অতএব মুনযেরী (১/১৯৬) এবং হায়সামী (১/৪৮) কর্তৃক আলোচ্য হাদীসের সনদটি হাসান বলা প্রশ্নবোধক।

৯০. (التَّائِبُ حَيِّبُ اللَّهِ).

৯৫। তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।

এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৪/৪৩৪) নাবী (ﷺ)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন!

অথচ শাইখ তাজুদ্দীন সুবকী “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৪/১৪-১৭০) বলেন :
 “لم أجد له إسناداً” এর কোন সনদ পাচ্ছি না।

এটির ন্যায় নিম্নের হাদীসটিও :

৭৬. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَّقِينَ الثَّوَابُ).

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন পথভ্রষ্ট তওবাকারী মু’মিন বান্দাকে।

হাদীসটি জাল।

এটি আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ “যাওয়াইদুল মুসনাদ” গ্রন্থে (নং ৬০৫,৮১০) এবং তাঁর সূত্রে আবু নু’য়াইম “হিলইয়্যাহু” গ্রন্থে (৩/১৭৮-১৭৯) উল্লেখ করেছেন।

এ সূত্রে আবু আদিল্লাহ মাসলামা আর-রাযী রয়েছে। তিনি আবু আম্র আল-বাজালী হতে আর তিনি আব্দুল মালেক ইবনু সুফিয়ান আস-সাকাফী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ আবু আদিল্লাহ মাসলামা আর-রাযীর জীবনী পাচ্ছি না। হাফিয় ইবনু হাজার তাকে তার “তাজীলুল মানফা’রাহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

আবু আম্র আল-বাজালী সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার “আত-তাজীল” গ্রন্থে বলেন : বলা হয় তার নাম আবীদা, তার থেকে হারামী ইবনু হাফস হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

হাফিয় ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে “আল-কুনা” গ্রন্থে “লিসানুল মীযান”-এর উদ্ধৃতিতে (৬/৪১৯) বলেছেন : তিনি হচ্ছেন আবীদা ইবনু আদির রহমান।

তাকে ইবনু হিব্বান উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

আব্দুল মালেক ইবনু সুফিয়ান আস-সাকাফী সম্পর্কে হুসাইনী বলেন : তিনি মাজহুল। হাফিয় ইবনু হাজার তার এ কথাকে “আত-তাজীল” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া হাদীসটি ওয়াকেরদী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন মিথ্যুক। অতএব হাদীসটি বানোয়াট।

৭৭. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ النَّاتِبَ).

৯৭। নিচয় আল্লাহ ভগবাকারী যুবককে ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাফিয ইরাকী “আত-তাখরীজ” গ্রন্থে (৪/৪-৫) বলেন :

এটিকে ইবনু আবিদ-দুনিয়া “আত-তাওবাহ” গ্রন্থে এবং আবূশ শাইখ “কিতাবুস সাওয়াব” গ্রন্থে আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস বলে দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন।

৯৮. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يُقْبِلُ شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

৯৮। নিচয় আল্লাহ সেই যুবককে ভালবাসেন যে, তার যৌবন কালকে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবু নু'য়াইম (৫/৩৬০) এবং তার সূত্রে দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (১/২/২৪৭ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ইবনু আতিয়া সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল মিথ্যুক।

এর পরেও সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার আশংকা করছি, উমার ইবনু আব্দিল আযীয এবং ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর মধ্যে। কারণ ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর মৃত্যুর দিন উমারের বয়স ছিল ১৩ বছর মত।

৯৯. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيفَ).

৯৯। নিচয় আল্লাহ পরিকার পরিচ্ছন্নতার সাথে ইবাদাতকারীকে ভালবাসেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১০/১১-১২) আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম আল-গিফারী সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। কারণ গিফারী জাল করার দোষে দোষী আর তার শাইখ মুনকাদির ইবনু মুহাম্মাদ লাইয়েনুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল), যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

এ হাদীসটি এবং পূর্বের হাদীসটি “জামে’উস সাগীর”-এর জাল হাদীস গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

১০০. (حَسَنَاتُ الْأَزْوَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِئِينَ).

১০০। সদাচারণকারীদের উত্তম কর্মগুলো হচ্ছে নৈকট্য অর্জন কারীগণের মন্দ কর্ম।
হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

গায়ালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৪/৪৪) “قَالَ الْقَاتِلُ الصَّادِقُ...” এ ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

সুবকী (৪/১৪৫-১৭১) বলেন : এটি যদি হাদীস হয় তাহলে তা দেখার প্রয়োজন আছে। কারণ লেখক তার উল্লেখিত কথা দ্বারা কাকে বুঝিয়েছেন তা দেখতে হবে।

আমি (আলবানী) বলছি : বাহ্যিকভাবে যা দেখা যাচ্ছে, গায়ালী হাদীস হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেননি। এ জন্য হাফিয ইরাকী “তাখরীজু আহাদীসে ইহুইয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। গায়ালী ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি আবু সাঈদ আল-খাররাজ আস-সুফীর কথা। ইবনুল জাওযী “সাফওয়াতুস সাফওয়া” গ্রন্থে (২/১৩০/১) অনুরূপভাবে ইবনু আসাকিরও উল্লেখ করেছেন, যেমনটি “আল-কাশফ” গ্রন্থে (১/৩৫৭) এসেছে। অতঃপর বলেছেন : কোন কোন ব্যক্তি এটিকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তেমনটি নয়।

যারা এটিকে হাদীস হিসাবে গণ্য করেছেন, তাদের একজন হচ্ছেন আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাফেঈ তার “জিলুল মওরেদ” গ্রন্থে (কাফ ১/১২)। তবে তিনি দুর্বল শব্দ দিয়ে (রোগাক্রান্ত শব্দে) উল্লেখ করেছেন।

তার এ দাবী সঠিক নয়। কারণ এটির কোন ভিত্তিই নেই।

অর্থের দিক দিয়েও এটি সঠিক নয়। কারণ কখনই ভালকর্ম খারাপ কর্মে পরিণত হতে পারে না।

১০১. (أَمَّا إِنِّي لَا أَنْسَى، وَلَكِنْ أَنْسَى لِأَشْرَعِ).

১০১। আমি ভুলিনা, কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যাতে করে আমি বিধান রচনা করতে পারি।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে উক্ত ভাষায় গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৪/৩৮) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইরাকী বলেন : ইমাম মালেক হাদীসটি বিনা সনদে তার নিকট পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদিল বার বলেন : হাদীসটি “আল-মুওয়াত্তা” গ্রন্থে সনদহীন মুরসাল হিসাবে পাওয়া যায়।

হামযা আল-কিনানী বলেন : ইমাম মালেক ছাড়া অন্য কারো সূত্রে এটি বর্ণিত হয়নি।

আবু তাহের আনমাতী বলেন : এটিকে আমি দীর্ঘ সময় খুঁজেছি, ইমাম এবং হাফিযগণকে এটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু সফলকাম হইনি এবং কারো নিকট শুনিনি যে, তিনি সফল হয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : যারকানী “শরহুল মুওয়াত্তা” গ্রন্থে (১/২০৫) উল্লেখ করেছেন। এর কোন ভিত্তি নেই।

এছাড়া হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নের সহীহ হাদীস বিরোধী।

“إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَتَكْرَرُونِي”.

অর্থঃ ‘আমি মানুষ; আমি ভুলে যাই যেকোনভাবে তোমরা ভুলে যাও। অতএব আমি যখন ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।’

১০২. (النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوا؛ انْتَبَهُوا).

১০২। লোকেরা ঘুমিয়ে রয়েছে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে; তখন তারা সজর্ক হবে (জাগ্রত হবে)।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে মারফু বলে উল্লেখ (৪/২০) করেছেন।

হাফিয ইরাকী এবং তার অনুসরণ করে সুবকী বলেন (৪/১৭০-১৭১) : কিন্তু মারফু হিসাবে হাদীসটি পাচ্ছি না। এটিকে আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বলা হয়েছে।

অনুরূপ কথা “আল-কাশফ” গ্রন্থেও (২/৩১২) এসেছে।

১০৩. (جَالِسُوا التَّوَّابِينَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرْقُ أَقْبَدَةً).

১০৩। তোমরা তওবাকারীদের সাথে বস। কারণ তারা অতি নরম হৃদয়ের অধিকারী।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী এবং তার অনুসরণ করে সুবকী (৪/১৭১) বলেছেন : এটিকে মারফু' হিসাবে পাচ্ছি না।

হাফিয ইরাকী বলেন : এটি 'আওন ইবনু আব্দিল্লাহ'র কথা; যা ইবনু আবিদ-দুনিয়া "আত-তওবা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০৪. (مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ؛ فَلْيَلْعَنَ الْيَهُودَ)।

১০৪। যার নিকট সাদাকা করার মত কিছু থাকবে না, সে যেন ইয়াহুদীদের অভিশাপ দেয়।

হাদীসটি জাল।

খাতীব বাগদাদী এটিকে "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১৪/২৭০) উল্লেখ করেছেন।

এর সনদে ইয়াকুব ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুহরী আছেন। তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তিনি যার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন তার ব্যাপারে তিনি বেপরওয়া। ইবনু মা'ঈন বলেন :

“هَذَا كَذِبٌ وَبَاطِلٌ، لَا يُحْتَسَبُ بِهِذَا أَحَدٌ يَعْطَلُ”.

এটি মিথ্যা ও বাতিল, যার আকূল আছে তিনি এটি বর্ণনা করতে পারেন না।

ইবনুল জাওযী এটিকে তার "মাওযু'আত" গ্রন্থে (২/১৫৭) আল-খাতীবের সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন : বর্ণনাকারী ইয়াকুব সম্পর্কে আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন : তিনি কোন কিছুই না।

সুযুতী তার (ইবনুল জাওযীর) সমালোচনা করেছেন এবং ইয়াকুবকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এ বাতিল হাদীসটির কারণ প্রকাশ করতে পারেননি। সেটি হচ্ছে 'ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছিন্নতা)।

যাহাবী ইয়াকুবের জীবনীতে বলেন : যিনি এ কথা বলবেন যে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনা করেছেন তিনি ভুল করবেন। কারণ তিনি তার সাথে মিলিতই হননি। সম্ভবত তার জন্মই হয়েছে হিশামের মৃত্যুর পরে।

অতঃপর বলেন : আরো নিকৃষ্ট সেটি যেটিকে তিনি এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন, আর সে ব্যক্তি হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত যে ব্যক্তির নাম নেয়া হয়নি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে যাহান আল-মাদানী। এর সূত্রেই ইবনু আদী, সাহমী "তারীখু

জুরজান" গ্রন্থে (২৮২) এবং যিয়া "আল-মুনতাকা" গ্রন্থে (২/৩৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তার (আব্দুল্লাহর) সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তার এমন হাদীস রয়েছে যেগুলো সংরক্ষিত [নিরাপদ] নয়।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি হালেক [ধ্বংস প্রাপ্ত]। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : এটি মিথ্যা।

তার এ কথাকে ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

খাতীব বাগদাদী অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি (১/২৫৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আত-তালহী, সুলাইম আল-মাক্বী ও তালহা ইবনু আমর রয়েছে।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়, তারা সকলে মাতরুক।

তালহা এবং সুলাইমকে নাসাঈ মাতরুকুল হাদীস বলেছেন।

তবে তালহী মাতরুক নয়।

শাইখ 'আলী আল-কারী এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন (পৃঃ ৮৫) : এটি সঠিক নয়। অর্থাৎ এটি জাল।

১০০. (مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ) .

১০৫। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদানুযায়ী সংহতি প্রকাশ করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে উকায়লী "আয-যু'রাফা" গ্রন্থে (৪৩৬, ৪৩৭), আবু নূ'রায়িম "আখবাবু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৬৬) নাসর ইবনু নাজীহ আল-বাহিলী সূত্রে উমার আবু হাফস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন : নাসর এবং উমার উভয়েই বর্ণনার দিক দিয়ে মাজহুল। হাদীসটি নিরাপদ নয়।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "মাওযু'আত" গ্রন্থে (২/১৭১) উল্লেখ করে বলেছেন : "موضوع، عمر متروك" এটি বানোয়াট, উমার একজন মাতরুক বর্ণনাকারী।

হাকিম ইরাকী তার এ কথাকে "তাখরীজুল ইহুইয়া" গ্রন্থে (২/১১) সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সুযুতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৮৭) তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাদীসটিকে বায্যার এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : আবু হাফস শক্তিশালী ছিলেন না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার (সুয়ূতীর) এ কথায় খুবই শিথিলতা করা হয়েছে। কারণ তিনি (আবু হাফস) খুবই দুর্বল, এমনকি তার সম্পর্কে ইবনু খারাম বলেন : “كَذَّابٌ، يَضَعُ الْحَدِيثَ” তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর সুয়ূতী তার শাহেদ হিসাবে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যাতে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতএব তার এ সমালোচনা অর্থহীন।

১০৬। (مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شَهْوَةً؛ حَرَمَهُ اللَّهُ النَّارَ).

১০৬। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী পানাহার করাবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

বাইহাক্বী এটিকে “ওয়াবুল ইমান” গ্রন্থে তার সনদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : হাদীসটি এ সনদে মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : এর কারণ হচ্ছে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আদিস সালাম (তিনি হচ্ছেন ইবনুন নুমান)। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন :

“كَانَ مِنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ” “তিনি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা মিথ্যা বলাকে হালাল জানতেন।”

আমি (আলবানী) বলছি : সুয়ূতী এ হাদীসটিকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৮৭) উপরেরটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ সেটিও জাল। আর তিনি দুটিকেই “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০৭। (مَنْ لَزَّ أَخَاهُ بِمَا يَشْتَهُي؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ جَنَّاتٍ: جَنَّةُ الْفِرْنَوَسِ، وَجَنَّةُ عَذْنٍ، وَجَنَّةُ الْخُلْدِ).

১০৭। যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার চাহিদানুযায়ী ভৃত্তি দিবে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, তার নিকট হতে দশ লক্ষ মন্দ কর্মকে মুছে ফেলবেন, তার জন্য দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতু আদন ও জান্নাতুল খুলদ এ তিনটি জান্নাত থেকে পানাহার করাবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (২/১১) নাবী (ﷺ)-এর হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

সুবকী “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে বলেন : তিনি এটির কোন সনদ পাননি।

তবে হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে বলেন : এটিকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে আবু যুবায়ের হতে মুহাম্মাদ ইবনু নাঈমের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন : এটি বাতিল ও মিথ্যা।

অনুরূপ কথা যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে এবং ইবনু হাজারের “লিসানুল মীযান” গ্রন্থেও বলা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তবে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে (২/১৭২)

“... ألف ألف حسنة” এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে তার মন্তব্যকে সুযুতী “আল-লাআলী” (২/৮৭) গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অতঃপর ইবনু আররাকও “তানযীহুশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/২৬২) তা সমর্থন করেছেন। হাদীসটি মুয়াফ্ফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা “আল-মুত্তাখাব” গ্রন্থে (১০/১৯৬/১) উল্লেখ করে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেছেন : “هذا كذب” “هذا باطل” এটি মিথ্যা, এটি বাতিল।

১০৮. (كَانَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرَطًا).

১০৮। তিনি আংগুর খেতেন টুকরো টুকরো করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আদী “আল-কামিল” (১/২৮০) গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী তার সূত্রে “শু‘আবুল ইমান” গ্রন্থে (২/২০১/১) উল্লেখ করেছেন। এ সনদে সুলায়মান ইবনু রাবী, কাদিহ ইবনু রাহমা এবং হুসাইন ইবনু কাইস রয়েছেন।

ইবনু আদী কাদিহ সম্পর্কে বলেন : তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা নিরাপদ নয় এবং তার সনদ এবং মতনগুলোর কোনটিরই অনুসরণ করা যায় না।

ইবনুল জাওযী ইবনু আদী সূত্রে তার “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৮৭) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : হুসাইন কিছুই না, কাদিহ মিথ্যুক এবং সুলায়মানকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বাইহাক্বী এবং ইবনুল জাওযী উকায়লী সূত্রে দাউদ ইবনু আব্বিল জাক্বার আবু সুলায়মান আল-কুফী হতে হাদীসটি নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

“رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرَطًا”

এটি সম্পর্কে উকায়লী বলেন : এটির কোন ভিত্তি নেই। দাউদ নির্ভরযোগ্য নয়, তার অনুসরণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : তার (উকায়লী) সূত্রে হাদীসটি আবু বাকুর আশ-শাফেঈ “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/১১০) ও তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৭৪/২) উল্লেখ করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২১১০) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : এটিকে তাবারানী এবং বাইহাক্কী “ও'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর (বাইহাক্কী) বলেছেন : তার কোন শক্তিশালী সনদ নেই। ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধু দুর্বল বলেই খ্যাত হয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইরাকী এবং বাইহাক্কীর দুর্বল আখ্যা প্রদান ব্যাখ্যা সম্বলিত নয়। কারণ এ দাউদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি মিথ্যা বলতেন।

অতএব তার মত ব্যক্তির হাদীস, মিথ্যুক কাদিহের হাদীসের জন্য শাহেদ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ জন্য যাহাবী ও আসকালানী উকায়লী কর্তৃক “لا أصل” “এটির কোন ভিত্তি নেই” একথাকে সমর্থন করেছেন।

এ কারণেই সুযুতী কর্তৃক হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করা তার শর্তানুযায়ী সঠিক হয়নি।

১০৭. (عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرَّجَالِ مِنْ أُمَّتِي الْخِيَاطَةُ، وَعَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النِّسَاءِ الْمِغْرَلُ).

১০৯। আমার উম্মাতের সংকর্মশীল পুরুষদের কর্ম হচ্ছে দরজীর কাজ আর আমার উম্মাতের সং কর্মশীলা মহিলাদের কর্ম হচ্ছে চরকার সূতা কাটা।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/১৫৩), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/৩০৩) এবং ইবনু আসাকির (১৫/২৬১/১) আবু দাউদ আন-নাখ'ঈ সুলায়মান ইবনু আম্র সূত্রে তার শাইখ আবু হাযিম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এটি সুলায়মান ইবনু আম্র কর্তৃক আবু হাযিমের উপর জালকৃত হাদীসগুলোর একটি।

সুযুতী- তাম্মাম, খাতীব বাগদাদী ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূত্রে আবু দাউদ আন-নাখ'ঈ রয়েছে। মানাবী বলেন : তার সম্পর্কে আল-খাতীব নিজে বলেছেন : তিনি একজন মিথ্যুক, জালকারী, দাজ্জাল। যাহাবী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি মিথ্যুক, দাজ্জাল। তিনি তার “আল-মীযান” গ্রন্থে ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। ইয়াহুইয়া তার সম্পর্কে বলেন : “كَانَ أَكْثَبَ الْحَدِيثِ” “তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক ছিলেন। ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুল জাওযী জাল হিসাবেই হকুম লাগিয়েছেন।

সুযুতী এ হাদীসটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৫৪) এবং “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/১০৭) তাম্মামের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে মুসা ইবনু ইব্রাহীম আল-মারওয়যী রয়েছে।

তাকে ইয়াহুইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার মুতাবা'য়াত দ্বারা আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। এ জন্য ইবনু আররাক হাদীসটিকে জাল-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ হাদীসটি সম্পর্কে যাহাবী বলেন : “قَبِيحٌ لِلَّهِ مِنْ وَضْعَةٍ” ‘আল্লাহ খারাপ পরিণতি করুন সেই ব্যক্তির যিনি হাদীসটি জাল করেছেন।’

১১০. (لَوْ خُشِعَ قَلْبُ هَذَا؛ خُشِعَتْ جَوَارِحُهُ).

১১০। যদি এ হৃদয় বিনয়ী হয়, তবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও বিনয়ী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে হাকীমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

শাইখ জাকারিয়া আনসারী বলেন : হাদীসটির সনদ য'ঈফ। কিন্তু এটি তার চাইতেও আরো দুর্বল।

যাইন আল-ইরাকী “শারহুত তিরমিযী” গ্রন্থে বলেন : এটির সনদে সুলায়মান ইবনু আমর রয়েছে। তিনি হচ্ছেন আবু দাউদ আন-নাখ'ঈ। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এটিকে জানা যায় ইবনুল মুসাইয়্যাবের কথা হিসাবে।

যেমনটি “আল-মুগনী” গ্রন্থে (১/১৫১) উল্লেখ করা হয়েছে : এটির সনদ দুর্বল এবং সা'ঈদের কথা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

যায়লা'ঈ বলেছেন : ইবনু আদী বলেন যে, তিনি (সুলায়মান) হাদীস জাল করতেন এ কথার উপর মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এটিকে “আল-যুহুদ” গ্রন্থে (১/২১৩) সা'ঈদ হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদে একজন ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সনদটি মাজহুল।

আব্দুর রাযযাক “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (২/২২৬) মাজহুল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি হচ্ছেন আবান, কিন্তু আবানও দুর্বল বর্ণনাকারী।

সুতরাং হাদীসটি মারফু' হিসাবে জাল আর মওকুফ হিসাবে দুর্বল।

তবে মওকুফ হিসাবে এটির শাহেদ পাওয়া যায়। যার সনদটি ভাল। সেটি ইমাম আহমাদের পুত্রের “মাসায়েল” গ্রন্থে (পৃ: ৮৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

১১১. (كَذَبَ الشَّائِبُونَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَفَرُّوْنَا بَيْنَ نِكَاحٍ كَثِيرًا).

১১১। বংশ পরিচয় দানকারীগণ মিথ্যা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : “এবং তাদের মধ্যবর্তী বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।”

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী তার “আল-জামে” গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে ইবনু সা'য়াদ এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

মানাবী “জামে'উস সাগীর-এর শারাহুতে” দু'টি স্থানে এ হাদীসটি সম্পর্কে চূপ থেকেছেন। সম্ভবত তিনি এটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হননি, অন্যথায় তার এরূপ চূপ থাকা সঠিক হয়নি।

ইবনু সা'য়াদ হাদীসটি “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (১/১২৮) হিশাম সূত্রে তার পিতা মুহাম্মাদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হিশাম হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুস সাঈব আল-কালবী। তিনি মাতরূক, যেমনভাবে দারাকুতনী প্রমুখ বলেছেন।

তার পিতা মুহাম্মাদ তার চেয়েও নিকট। জুযজানী ও অন্যান্য তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মিথ্যুক।

মুহাম্মাদ নিজে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করেছেন। বুখারী সহীহ সনদে সুফিইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন তিনি (সুফিইয়ান) বলেন :

কালবী আমাকে বলেছেন যে, আমি তোমার নিকট যে সব হাদীস আবু সাালেহ হতে বর্ণনা করেছি সেগুলো মিথ্যা।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আবু সাালেহ-এর সূত্রে তাফসীর বর্ণনা করেছেন। অথচ আবু সাালেহ ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) দেখেননি আর কালবী আবু সাালেহ হতে শুনেছেন।

১১২. (الْجَرَادُ نَثْرُهُ حَوْتٌ فِي الْبَحْرِ).

১১২। ফড়িং (পতঙ্গ) সামুদ্রিক মাছের হাঁচি।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/২৯২) যিয়াদ ইবনু আদিল্লাহ ইবনে আলাসা সূত্রে মুসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন... (এ অংশটুকু বর্ণিত হাদীসের অংশ বিশেষ)।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ খুবই দুর্বল। এ মুসা ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন তাইমী মাদানী। তিনি মুনকারুল হাদীস; যেমনভাবে নাসাই ও অন্যান্য বলেছেন। হাদীসটিকে যাহাবী তার মানাকীর গুলোর একটি মুনকার হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয়ী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/১৪) মুসার সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়, মুসা মাতরূক।

সুযুতী তার এ কথাকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৩৩৩) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কুতায়বা হাদীসটি “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (৩/১১৪) আবু খালিদ আল-ওয়াসেতী সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিও মারফু'টির ন্যায়। কারণ এর সনদও নিতান্তই দুর্বল। কেননা এ আবু খালিদ হচ্ছেন আমর ইবনু খালিদ, তিনি মাতরুক। ওয়াকী' তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি ইসরাইলী বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১১২. (اتَّقُوا مَوَاضِعَ الشُّهْمِ).

১১৩। অপবাদমূলক স্থানগুলো হতে বেঁচে চল।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৩১) উল্লেখ করেছেন। তার ভাষারীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন : হাদীসটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

সুবকী “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৪/১৬২) অনুরূপ কথাই বলেছেন। এছাড়া একইভাবে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন যুবাইদীর “শারহুল ইহুইয়া” গ্রন্থ (৭/২৮৩)।

১১৪. (مَنْ رَبَّنَا صَنِيعًا حَتَّى يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ لَمْ يُحَاسِنِهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ).

১১৪। যে ব্যক্তি কোন শিওকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা পর্যন্ত লালনপালন করবে; আল্লাহ তার হিসাব কিতাব নিবেন না।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খারায়তী “মাকারিমুল আখলাক” গ্রন্থে (পৃ: ৭৫), ইবনু আদী (২/১৬২) এবং ইবনুন নাজ্জার “যায়লু তারীখে বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/১৬৩/২) আবু উমাইর আব্দুল কাবীর ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে তার শাইখ সুলায়মান আশ-শায়কুনী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সনদ জাল। এ আব্দুল কাবীর ও তার শাইখ শায়কুনী তারা উভয়ে মিথ্যার দোষে দোষী। হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/১৭৮) বর্ণনাকারী আব্দুল কাবীর হতে ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়।

ইবনু আদী বলেন : সম্ভবত এটির বিপদ হচ্ছে আবু উমাইরের নিকট হতে। তিনি বলেন : এটিকে ইব্রাহীম ইবনু বারা শায়কুনী হতে বর্ণনা করেছেন। এ ইব্রাহীম বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এ ইব্রাহীমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, উকায়লী বলেন : “يُحْتَنَبُ عَنِ النَّفَاتِ بِالْبَوَاطِيلِ” তিনি নির্ভরযোগ্যদের

উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।' ইবনু হিব্বান বলেন : **يُحْنَثُ عَنِ الثَّقَاتِ** "তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সমালোচনা করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে উল্লেখ করাই বৈধ নয়"।

এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে; যেটি সুযুতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৯/৯১) উল্লেখ করেছেন। যাতে আশ'য়াস ইবনু মুহাম্মাদ আল-কালাঈ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসের সনদেই চেনা যায়। এ জন্যেই যাহাবী তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

“أتى بخبر موضوع.” “তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।”

যাহাবীর এ কথাকে হাফিয় ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসটি বাতিল এ মর্মে হাফিয়গণ (ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, যাহাবী, আসকালানী) ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১১০. **(الْيَبُتُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَتَمَوَّأُوا عَلَيْهِ؛ فَتَقْسُوا فُلُوبَكُمْ).**

১১৫। তোমরা তোমাদের খাদ্যকে আল্লাহর যিকর ও সলাত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ, তোমরা তার উপর নিদ্রা বেওনা; কারণ তাহলে তোমাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু নাসর "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃ: ১৯-২০), উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ: ৯৬), ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/৪০), আবু নু'য়াইম "আখবাবুল আসবাহান" গ্রন্থে (১/৯৬), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইআহ" গ্রন্থে (পৃ: ১৫৬ নং ৪৮২) ও বাইহাকী "শু'য়াবুল ইমান" গ্রন্থে (২/২১১/১) বাযী' আবুল খালীল সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি জাল। উকায়লী বলেন : বাযী' অনুসরণযোগ্য নয়।

ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এ সব হাদীসগুলো মুনকার। কোন ব্যক্তিই তার অনুসরণ করেননি।

বাইহাকী বলেন : এটি মুনকার, বাযী' একক ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট কিছু (হাদীস) বর্ণনা করেছেন, যেন তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

“লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে; বুরকানী দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি (বায়ী) মাতরুক। তার সব কিছুই বাতিল।

হাকিম বলেন : তিনি জালা হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিষ্ঠুরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৫/৬৯) এ সূত্রে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি অন্য বর্ণনায় আসরাম ইবনু হাওশাব সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন : এটি জাল। বায়ী’ মাতরুক এবং আসরাম মিথ্যেক।

১১৬. (تَضَوُّوا وَكُلُوا بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الْعِشَاءَ مَهْرَمَةً).

১১৬। তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও তা নিকৃষ্ট মানের খাদ্যের এক হাভের তাণু পরিমাণও হয়। কারণ নৈশ খাদ্য পরিত্যাগ করা বার্ষিক্যের কারণ।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১০০) ও কাযা‘ঈ (১/৬৩) আশ্বাসা ইবনু আদীর রহমান আল-কুরাশী সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু ‘আল্লাক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি মুনকার, এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে চিনি না। আশ্বাসা হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আর আব্দুল মালেক মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ আশ্বাসা সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : ‘كَانَ’ ‘يُضَعُ الْحَدِيثُ’ তিনি হাদীস জাল করতেন; যেমনভাবে যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীসটি আবু নু‘য়াইম “হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/ ২১৪-২১৫), খাতীব বাগদাদী (৩/৩৯৬), ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১১) ও ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/২৩২) আশ্বাসা সূত্রেই তার শাইখের নাম বিভিন্নরূপে উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণেই উক্ত বর্ণনাগুলো হতে সনদটি আশ্বাসা সূত্রে মুযতারিব এটাই সুস্পষ্ট। কারণ তিনি তার শায়খের নাম একবার বলছেন আব্দুল মালেক ইবনু আল্লাক আরেক বার বলছেন মুসলিম, আরেক বার বলছেন আল্লাক ইবনু মুসলিম, আবার বলছেন মুসা ইবনু উকবা। এরূপ ইযতিরাব হওয়াটাও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। মুযতারিবের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়।

হাদীসটি সাগানী তার “আহাদীসুল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১২) এবং তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৩৬) তিরমিযীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২) অনুরূপ অর্থে হাদীস জাবির (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু আদিস সালাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মূন রয়েছে। কিন্তু সেটি সহীহ নয় বরং নিতান্তই দুর্বল। কারণ ইব্রাহীম মাতরূকদের দলভুক্ত; যেমনভাবে “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে : ইবনু আদী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : আমার নিকট তার অবস্থান হাদীস চোর হিসাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মূন যদি কাদাহ হন, তাহলে তিনি মাতরূক। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তিনি মাজহুল।

ইবনুন নাজ্জার তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে হাদীসটি আবুল হায়সাম আল-কুরাশী সূত্রে মুসা ইবনু উকবা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : আবুল হায়সামের বর্ণনা মুসা হতে। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন : “كذاب” তিনি মিথ্যুক। “লিসানুল মীযান” গ্রন্থেও অনুরূপ কথা এসেছে।

১১৭. (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ خَيْرَ بَيْتِهِ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رَفَعَ).

১১৭। যে ব্যক্তি তার ঘরে আব্দাহ তা’আলা কর্তৃক অধিক কল্যাণ কামনা করে, সে যেন তার দুপুরের খাবার উপস্থিত হওয়ার সময় ওযু করে এবং যখন তা উঠিয়ে নেয়া হবে তখনও ওযু করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (৩২৬০), আবুশ শাইখ “কিতাবুল আখলাকিন নাবী (ؓ) ওয়া আদাবুহু” (পৃ: ২৩৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (১/২৭৫) ও ইবনুন নাজ্জার “যায়লু তারীখে বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/১৫৩/২) বিভিন্ন মাধ্যমে কাসীর ইবনু সুলাইম সূত্রে আনাস (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী এ কাসীরের জীবনীতে বলেন : সাধারণত আনাস (ؓ) হতে তার এ বর্ণনাগুলো নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কাসীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : “متروك” তিনি মাতরূক।

বৃসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেছেন : যাবারা ও কাসীর তারা উভয়েই দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১১) বলেন :

আবু যুর’য়াহ বলেন : হাদীসটি মুনকার।

১১৮. (لَا تَتَّبِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بَشِيْعًا).

১১৮। মৃত্যু বস্তুর কোন কিছু দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ কর না।

হাদীসটি দুর্বল। (কিন্তু পরবর্তীতে তা সহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে)।

হাদীসটি ইবনু ওয়াহাব তার “আল-মুসনাদ” গ্রন্থে যাম'য়াহ ইবনু সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন। এ যাম'য়াহ বিতর্কিত; যেমনভাবে “নাসবুর রায়” গ্রন্থে (১/১২২) এসেছে।

এটির সনদ দু'টি কারণে দুর্বল :

১। এ যাম'য়াহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” ও “তালখীস” গ্রন্থে (১/২৯৭) বলেন : তিনি দুর্বল।

২। আবুয যুবায়ের; তিনি মুদাল্লিস।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ হাদীস বিরোধী।

নির্দেশিকা:

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছি এবং বলেছি যে, এটি সহীহ হাদীস বিরোধী যা “ইরউয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে আবুয যুবায়েরের সুস্পষ্ট শ্রবণ পেয়েছি এবং এটির শক্তিশালী শাহেদ আব্দুল্লাহ ইবনু উকায়েম হতে এ শব্দেই পেয়েছি। যা আমি “ইরউয়া” গ্রন্থে স্পষ্ট করেছি। অতঃপর পুনরায় আমি এটির সনদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি এবং এটি যে সহীহ এ মর্মে নিশ্চিত হয়েছি। এ জন্যই আমি এটিকে সহীহার মধ্যে (৩১৩৩) নাম্বারে উল্লেখ করেছি।

১১৭. (عَنْ أَثَّالَةِ الْأَعْيَاءِ الدَّجَّاجِ يَأْتُنُ اللَّهَ بِهِ لَكَ الْفَرَى).

১১৯। ধনীদের মোরগ গ্রহণ করার সময় আব্দাহু গ্রামগুলোকে ধ্বংসের ঘোষণা দেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/৪৮) ও আবু সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (১৭৬/১/২) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১২/২৩৮/১) উসমান ইবনু আদ্রির রহমান সূত্রে ‘আলী ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সিন্দী ইবনু মাজার হাশিয়াতে বলেন : “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে এসেছে এটির সনদে ‘আলী ইবনু উরওয়া রয়েছে। যাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : “يُضَعُ الْحَدِيثُ” ‘তিনি হাদীস জাল করতেন।’ আর উসমান ইবনু আদ্রির রহমান মাজহুল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটির ভাষা “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তাকে (উসমান ইবনু আদ্রির রহমানকে) সালেহু যাহারা ও অন্যরা মিথ্যুক বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ উসমান মাজহুল নন। তিনি হচ্ছেন পরিচিত হাররানী। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তার বেশীর ভাগ বর্ণনা দুর্বল এবং মাজহুল বর্ণনাকারীদের থেকে হওয়ায় তাকে দুর্বল বলা হয়েছে। এমনকি ইবনু নুমায়ের তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। অথচ তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ইবনুল জাওযী (২/৩০৪) হাদীসটি ইবনু আদীর সূত্রে (৫/১৮৫১) আলী ইবনু উরওয়া'র বর্ণনা ছাড়াও উকায়লীর সূত্রে গিয়াস ইবনু ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করে বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ ‘আলী ইবনু উরওয়া এবং গিয়াস ইবনু ইব্রাহীম তারা উভয়েই হাদীস জাল করতেন।

সুযুতী যে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২২৭) অন্য সূত্র আছে বলে তার সমালোচনা করেছেন, ইবনু আররাক এ সমালোচনাকে অমূলক বলেছেন, এ মিথ্যুক ‘আলী ইবনু উরওয়া সনদে থাকার কারণে।

উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৫১) বলেছেন : এ গিয়াস সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক; তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন।

ইমাম বুখারী বলেন : মুহাদিসগণ (মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে) তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

১২০. (يَا حُمَيْرَا! مَنْ أَعْطَى نَارًا؛ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا تَضِجُتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا؛ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مَسْكِيًا شَرِبَتْهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ؛ فَكَأَنَّمَا أَعْطَى رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مَسْكِيًا شَرِبَتْهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ؛ فَكَأَنَّمَا أَخْيَاهَا).

১২০। হে হুমাইরা (আয়েশা [রা.])! যে ব্যক্তি (অন্যকে) আগুন দান করল, সে যেন সাদকাহ করল সেই সব বস্তুকে যেগুলোকে সে আগুন পাকিয়েছে। যে ব্যক্তি (অন্যকে) লবন দান করল সে যেন সাদকা করল সেই সব বস্তুকে লবন যেগুলোকে পবিত্র করেছে। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার নিকট প্রাণ্ড পানি পান করালো, সে যেন একটি দাসী মুক্ত (স্বাধীন) করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে পানি পান করালো এমতাবস্থায় যে, তা ছিল দুষ্প্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/৯২) ‘আলী ইবনু গোরাব সূত্রে যুহায়ের ইবনু মারযুক হতে, তিনি ‘আলী ইবনু য়ায়েদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

‘আলী ইবনু গোরাব মুদাল্লিস। যুহায়ের ইবনু মারযুক সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেনঃ তাকে চিনি না। বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : “منكر الحديث، مجهول” ‘তিনি মুনকারুল হাদীস, মাজহুল।’

‘আলী ইবনু যায়েদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনুল জাওযী হাদীসটির দ্বিতীয়াংশ অন্য এক সনদে “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/১৭০) উল্লেখ করে বলেছেন :

ইবনু আদী বলেছেন : এটি জাল। কারণ বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আলী হচ্ছে তার সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির তৃতীয় সূত্রও পেয়েছি যেটি ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ষ” (২/১৫৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এটির সূত্রও একাধিক সমস্যা জর্জরিত যার জন্য সনদটি দুর্বল।

১। বর্ণনাকারী ওবায়দ ইবনু ওয়াক্কদ হচ্ছেন দুর্বল।

২। আরজী ইবনু যিয়াদের জীবনী মিলছে না।

৩। তার শাইখ আব্দু কাইস মাজহুল।

১২১. (قُلْ مَا يَوْجَدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِرَهْمٍ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ أَخْ يُوْتَقُ بِهِ).

১২১। শেষ যামানায় হালাল পছন্দ্য দিরহাম অর্জন কমে যাবে বা এমন ভাই মিলে কমে যাবে যার উপর নির্ভর করা যায়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল অথবা জাল।

হাদীসটি আবু নু‘য়াইম (৪/৯৪) মুহাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ আল-হাররানী সূত্রে আবু ফারওয়া আর-রাহাবী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ আল-হাররানী সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : তিনি কে জানি না।

আবু ফারওয়া আর-রাহাবী; তার নাম ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ। ইবনু আবী হাতিম তার জীবনী উল্লেখ করলেও তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। তিনি তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতে খুবই গাফিল ছিলেন। যদিও তিনি একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন, ...।

তার সম্পর্কে বুখারী বলেন : “يروي عن أبيه مناكير” ‘তিনি তার পিতা হতে মুনকারগুলো বর্ণনা করতেন।’

নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

১২৩। আব্বাহ তা'আলা এক ঘণ্টা সজ দেওয়া সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসটি এভাবেই মুখে মুখে পরিচিতি লাভ করেছে। এটিকে এ শব্দে চিনি না। এটি আগত হাদীসটির অর্থবোধক।

১২৪. (مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلَّا سَكَلَ عَنْ صُحْبَتِهِ: هَلْ أَقَامَ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ أَمْ أَضَاعَهُ؟)

১২৪। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথীদের সাথে সঙ্গ দেয় এবং তা যদি দিবসের একটি মুহূর্তের জন্যও হয়; তবুও তাকে তার সঙ্গদানের মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সে তাতে আল্লাহর হুকু প্রতিষ্ঠা করেছে না নষ্ট করেছে?

হাদীসটি জাল।

গাযালী হাদীসটি “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (২/১৫৪) উল্লেখ করেছেন।

“আল-ইহুইয়া” গ্রন্থের তাখরীজকারী হাকিম ইরাকী বলেন : এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। সুবকী “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৪/১৫৬) একই কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির ভিত্তি পেয়েছি। কিন্তু সেটি জাল (বানোয়াট)। কারণ এটি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমারের বর্ণনাকৃত, যার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম তার জীবনীতে (১/১/৭১) বলেছেন :

আমি তার সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন : তিনি আমাদের নিকট এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক। তার নিকট হতে লিখেছি কিন্তু তার থেকে হাদীস বর্ণনা করিনি।

১২৫. (سَوْءُ الْخَلْقِ نَتَبٌ لَا يُغْفَرُ، وَسَوْءُ الظَّنِّ خَطِيئَةٌ تَفْوُخُ).

১২৫। খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না আর কু-ধারণা এমন এক ত্রুটি যা দুর্গন্ধ ছড়ায়।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৪৫) উল্লেখ করেছেন।

যদি ধরে নেই যে, এ হাদীসটি হাদীস হিসাবে বাতিল একথাটি তার (গাযালী) নিকট লুক্কায়িত ছিল; তা বোধগম্য। কিন্তু জানি না হাদীসটি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকেও যে বাতিল, এ বিষয়টি তার নিকট কীভাবে লুক্কায়িত থাকল?!

কারণ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে আয়াত বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তার সাথে শরীক স্থাপন করাকে, তবে তা ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে চান ক্ষমা করে দিবেন” (সূরা আন-নিসা : ৪৮)।

সম্ভবত এর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিলতা করেন এবং মুহাদ্দিসগণের তরীকায় সহীহ হাদীস হিসাবে সাব্যস্ত না করেই নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে তা বর্ণনা করেন।

সুবকী “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৪/১৬২) এ হাদীসটি “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থের ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সনদ নেই।

১২৬. (مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ ثَوْبَةٌ؛ إِلَّا صَاحِبُ سُوءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَبُّ مِنْ نَتَبٍ؛ إِلَّا عَادَ فِي شَرِّ مِثْلِهِ).

১২৬। অসং চরিত্রের অধিকারী ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নেই যার জন্য তওবা নেই। কারণ সে যখনই গুনাহ হতে তওবা করে তখনই সে তার চেয়েও নিকৃষ্ট গুনাহের মধ্যে পতিত হয়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১১৪) এবং ইস্পাহানী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (১/১৫১) আমর ইবনু জামী' সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি বানোয়াট। কারণ আমর সম্পর্কে নাক্বাশ বলেন : “لِحَادِيثِهِ مَوْضُوعَةٌ، وَكَذَّبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ” তার হাদীসগুলো বানোয়াট এবং তাকে ইহুইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আদী বলেন : “كَانَ يُثَمُّ بِالْوَضْعِ” তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হত।

হাফিয হায়সামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৮/২৫) বলেছেন : এটিকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মিথ্যুক আমর ইবনু জামী' রয়েছেন।

সুয়ূতী হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা তার শর্ত মোতাবেক হয়নি। সনদে মিথ্যুক ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করার কারণে।

“তাকরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৪৫) ইরাকী কর্তৃক শুধুমাত্র হাদীসটির সনদ দুর্বল বলেই শেষ করাও ঠিক হয়নি। তবে যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলে থাকেন যে, জাল তো দুর্বল হাদীসেরই একটি প্রকার, তাহলে সমস্যা নেই।

১২৭. (صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَغْدُلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ، وَجَمْعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَغْدُلُ سَبْعِينَ جَمْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ. إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَسْهَدُونَ الْجَمْعَةَ مُعْتَمِنِينَ، وَلَا يَزَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعِمَامَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

১২৭। পাগড়ী পরে একটি সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশটি সলাত আদায় করার সমতুল্য। পাগড়ী সহ একটি জুম'আহ পাগড়ী ছাড়া সত্তরটি জুম'আর

সমতুল্য। ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরা অবস্থায় ছুম'আতে উপস্থিত হন এবং পাগড়ীধারীদের প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে রহমত কামনা করতে থাকেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুন নাজ্জার তার সনদে মহাম্মাদ ইবনু মাহদী আল-মারওয়াযী পর্যন্ত ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে (৩/২৪৪) বলেছেন :

এ হাদীসটি জাল। এটির সনদে আব্বাস ইবনু কাসীর রয়েছেন। তার বিবরণ ইবনু ইউনুসের “আল-গুরাবা” এবং তার “আয-যায়ল” নামক গ্রন্থে দেখছিলা। বর্ণনাকারী আবু বিশ্বর ইবনু সায়ুয়ারকে আবু আহমাদ হাকিম তার “আল-কুনা” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু মাহদী আল-মারওয়াযীকে চিনি না। আর মাহদী ইবনু মায়মুনকে সালিম হতে বর্ণনাকারী হিসাবে চিনি না, তিনি বাসরীও নন।

সুযুতী তার “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১১০) হাদীসটি উল্লেখ করে আসকালানীর কথাকে সমর্থন করেছেন। ইবনুল আররাকও (২/১৫৯) তার অনুসরণ করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুযুতী তার “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

‘আলী আল-কারী হাদীসটি তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৫১) মানূফী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : “هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ” ‘এ হাদীসটি বাতিল।’

১২৮. (رُكَّعَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رُكْعَةً بِلا عِمَامَةٍ).

১২৮। পাগড়ী সহ দু'রাক'য়াত সলাত আদায় বিনা পাগড়ীতে সত্তর রাক'য়াত সলাত আদায় করার চাইতেও উত্তম।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় জাবের (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি তার “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে উল্লেখ করা উচিত ছিল। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের ক্ষেত্রে করেছেন। কারণ এটিতে পূর্বেরটির চেয়ে বেশী ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এর উপর জালের হকুম লাগানোটা বেশী উপযোগী ছিল।

এটির সনদে তারেক ইবনু আদ্রির রহমান নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তাকে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন :

নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

বুখারী তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাকিম বলেন : তিনি হেফযের ক্ষেত্রে ক্রটিযুক্ত ছিলেন।

এ কারণে সাখাবী বলেন : এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : তারেক ইবনু আদ্রির রহমান দু'জন রয়েছেন। একজন হচ্ছেন বাজালী কুফী। তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন। অপরজন হচ্ছেন কুরাশী হিজাজী। তিনি 'আলা ইবনু আদ্রির রহমান হতে বর্ণনা করেছেন। এ দ্বিতীয়জন সম্পর্কে জানা যায় না। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। এ হাদীসের সনদে এ দ্বিতীয়জনই রয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্মালকে নাসীবীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু নু'য়াইম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাকে বলা হয়েছিল তিনি সোহাইল হতে, আর সোহাইল তার পিতা হতে, তার পিতা আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে, আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। 'পাগড়ী সহ সলাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে সন্তরবার সলাত আদায় করার চেয়েও উত্তম? উত্তরে তিনি (আহমাদ ইবনু হাম্মাল) বলেন : তিনি মিথ্যুক, এটি বাতিল হাদীস।

১২৭. (الصَّلَاةُ فِي عِمَامَةٍ تَغْلِي بِعَثْرَةِ الْأَقْبِ حَسَنَةً).

১২৯। পাগড়ীসহ সলাত পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১১১) দাইলামীর বর্ণনায় (২/২৫৬) উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রে আবান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতঃপর তিনি (সুযুতী) বলেন : আবান মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল আররাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (২/২৫৭) তার এ কথার অনুকরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সাখাবী “মাকাসীদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ: ১২৪) তার শাইখ হাফিয ইবনু হাজারের অনুকরণ করে বলেন : অবশ্যই হাদীসটি জাল।

মানুফী বলেন : অবশ্যই উক্ত হাদীসটি বাতিল, যেমনভাবে শাইখ আল-কারী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৫১) বলেছেন।

উল্লেখ্য এ হাদীসটিসহ উপরের হাদীস দু'টি বাতিল তাতে আমার নিকট কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের চেয়েও পাগড়ী পরে সলাত আদায় করলে তা বেশী সাওয়াব হবে এটি বোধগম্য নয়। কারণ পাগড়ী সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এটি মুস্তাহাব। এমনকি পাগড়ী পরা অভ্যাসগত সুন্নাত ইবাদাতগত সুন্নাত নয়, এটিই সঠিক। অতএব এরূপ ফযীলত সম্বলিত হাদীস বাতিল হওয়ারই উপযোগী।

১৩০. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ حَسَنَانَ الْوُجُوهِ، سَوْدُ الْحَدَقِ).

১৩০। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চোখে কালো মনি বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার অধিকারীদেরকে শাস্তি দিবেন না।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দাইলামী বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে বেনজীর ইবনু মানসূর, জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-আবহারী, 'আলী ইবনু আহমাদ আল-হাররী, জা'ফার ইবনু আহমাদ আর-দাকাক এবং আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ আর-রুকাশী রয়েছে।

সূয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১১৩-১১৪) উল্লেখ করে এটি সম্পর্কে কিছু না বলে চূপ থেকেছেন।

আমি এটি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি এর সমস্যা কি তা প্রকাশ করার জন্য। আমাকে এটি সম্পর্কে আমার অতি আপনজন আমার পিতা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমি বলছি : এ হাদীসটির সনদে রুকাশীর নীচের বর্ণনাকারীগণ সকলেই মাজহুল। তাদের কারো সম্পর্কে আমার নিকট যে সব আসমায়ে রিজালের [বর্ণনাকারীদের তথ্য সম্বলিত] গ্রন্থ রয়েছে সে সবার কোনটিতেই (তাদের) আলোচনা পাইনি।

তবে এ রুকাশীর জীবনী সম্পর্কে “তাহযীবুত তাহযীব” (৬/৪১৯-৪২১) এবং “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/৪২৫-৪২৭) আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ইবনু মাজার এক বর্ণনাকারী।

তিনি সত্যবাদী হলেও যখন তিনি বাগদাদে আগমন করেন তখন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। ফলে তার হাদীসের সনদ এবং মতনগুলোতে বহু ভুলের সমাহার ঘটে। সম্ভবত এ হাদীসটি সেগুলোর একটি। নতুবা এটি সে সব মাজহুল বর্ণনাকারীদের কোন একজনের তৈরিকৃত।

ইবনুল আররাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (১/১৭৪) বলেন : তার সনদে জা'ফার ইবনু আহমাদ আদ-দাকাক রয়েছে। তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির বিপদ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করছি না। কারণ এটি শরীয়তে যা বর্ণিত হয়েছে তার সাথে বিরোধপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে প্রতিদান দেয়া হবে অর্জন এবং কর্মের উপর ভিত্তি করে।

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

অর্থঃ “যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল আয়াতঃ ৭-৮)

এমন কিছুর উপর ভিত্তি করে নয় যা মানুষের কৃত নয় এবং যাতে মানুষের কোন হাত নেই, যেমন ভাল-মন্দ। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রসূল (ﷺ) বলেছেন :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ).

অর্থঃ ‘নিশ্চয় আল্লাহ দৃষ্টি দিবে না তোমাদের শরীর এবং তোমাদের আকৃতির দিকে, বরং দৃষ্টি দিবে তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম সমূহের দিকে।’

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অতএব আলোচ্য হাদীসটি যে বানোয়াট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

১৩১. (عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمَلَا، وَالْحَقِيقُ السُّوْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِ أَنْ يُعَذِّبَ وَجْهًا مَلِيحًا بِالنَّارِ).

১৩১। তোমরা সুন্দর (সুশ্রী) চেহারা এবং চোখে কালো মনি বিশিষ্ট রূপ ধারণ কর। কারণ আল্লাহ সুশ্রী চেহারার অধিকারীকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে লজ্জা পান।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৭/২৮২-২৮৩) হাসান ইবনু আলী ইবনু জাকারিয়ার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটির সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু ‘আলী ইবনু জাকারিয়া আল-আদাবী। কারণ তিনি হাদীস জালকারী।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১১৩) বলেন : তিনি প্রসিদ্ধ জালকারীদের একজন।

শাইখ আল-কারী (পৃ:১১০) বলেন : “قُلْعَةُ اللَّهِ عَلَى وَاضِعِهِ الْخَيْنِثُ” আল্লাহর অভিশাপ এ হাদীসের জালকারী খবীসের উপর।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও পেয়েছি, যাতে একাধিক সমস্যাধারী বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণে এ সনদটি পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সনদের মতই অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এতে রয়েছেন :

১। ইব্রাহীম ইবনু সুলায়মান আয-যাইয়াত; তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

২। মুহাম্মাদ ইবনু তালহা আরুকী এবং তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী; তাদের দু’জনকেই চিনি না।

৩। লাহেক ইবনু হুসাইন; তিনি এ হাদীসের সমস্যা। কারণ তিনি একজন মিথ্যুক, জালকারী।

হাফয ইদরীসী বলেন : তিনি ছিলেন মিথ্যুক, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জালকারী। আমাদের যুগে তার মত মিথ্যুক দ্বিতীয় কাউকে চিনি না।

মিথ্যুক হাসান ইবনু 'আলী আল-আদাবীর হাদীসগুলোর একটি নিম্নের হাদীসটিও :

۱۳۲. (النَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنَ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُؤْزِثُ الْكَلَجَ).

১৩২। সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিদান চোখকে উজ্জ্বল করে আর কুৎসিত চেহারার দিকে দৃষ্টিদান মুখমণ্ডলে ভীতির চিহ্নের উদ্ভব ঘটায়।

হাদীসটি জাল।

খাতীব বাগদাদী হাদীসটি (৩/২২৬) উল্লেখ করেছেন এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/১৬২-১৬৩) হাসান ইবনু ‘আলী আল-আদাবীর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩১ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : সম্ভবত তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এক হাজারেরও বেশী জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : তিনিই হাদীসটি জাল করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : আবু সাঈদই যে, হাদীসটি জাল করেছেন তাতে কোন সন্দেহ করছি না।

۱۳۳. (النَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحَسَنَاءِ وَالْخُسْرَاءِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ).

১৩৩। সুন্দর চেহারার অধিকারিণী নারী এবং সুন্দর ঘাসের দিকে দৃষ্টিদান দৃষ্টিশক্তিকে বৃদ্ধি করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু‘য়াইম “হিলইয়্যাহ” গ্রন্থে (৩/২০১-২০২) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (৪/১০৬) বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে ইব্রাহীম ইবনু হাবীব ইবনে সালাম আল-মাক্কী রয়েছেন। তার জীবনী পাচ্ছি না। একই অবস্থা তার থেকে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু হুসাইনের ক্ষেত্রেও। কিন্তু তার মুতাবা‘য়াত পাওয়া গেছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব এবং মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ কাযী বুরানী তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। তারা সকলেই ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১১৬) উল্লেখ করেছেন। এ বুরানীর জীবনী আল-খাতীব (১/২৯৫) উল্লেখ করে দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন :

তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি দুর্বল শাইখদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইব্রাহীম। হাদীসটি যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আদীর রহমান আবুল ফযলের জীবনী

বর্ণনা করতে গিয়ে ইব্রাহীমের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : “خَبْرٌ بَاطِلٌ” হাদীসটি বাতিল।

সাগানী হাদীসটি “আহাদীসুল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন : এ হাদীসসহ অনুরূপ হাদীসগুলো যিন্দীকদের (নাশ্তি কদের) জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি : সুযুতী তার “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে এটি এবং পরবর্তী হাদীসটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিগু করেছেন।

১৩৪. (ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخَضِرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَإِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ).

১৩৪। তিনটি বস্তু দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে: সবুজ বর্ণ, প্রবাহিত পানি ও সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টি দান।

হাদীসটি জাল।

ইবনুল জাওয়াযী এটিকে “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/১৬৩) ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব সূত্রে ... উল্লেখ করে বলেছেন : “بَاطِلٌ، وَهَبٌ كَذَّابٌ” হাদীসটি বাতিল ওয়াহাব একজন মিথ্যাক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গন্থে (১/১১৫-১১৭) তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাদীসটির একাধিক সূত্র রয়েছে। যা হাদীসটিকে জালের পর্যায় হতে বের করে নিয়ে আসে।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সূত্রগুলোতে হয় দুর্বল, না হয় মাজহুল, না হয় মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম তার “আল-মানার” গ্রন্থে জাল হাদীস চেনার উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন : (যা শাইখ আল-কারী তার “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ১০৯) উল্লেখ করেছেন) হাদীসটি নাবীদের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না, এমনকি সাহাবীদের কথার সাথেও মিলবে না, যেমন বলে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর শাইখ আল-কারী তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটি দুর্বল জাল নয়।

আমি বলছি : তাদের উভয়ের কথার মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কারণ এটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল এবং মতনের (ভাষার) দিক দিয়ে জাল।

১৩৫. (إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالٍ عَنْ مَكَاتِهِ؛ فَصَدَّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ؛ فَلَا تَصْدُقُوا بِهِ، وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلَ عَلَيْهِ).

১৩৫। যখন তোমরা কোন পাহাড় সম্পর্কে শুনবে যে, পাহাড়টি স্থানচ্যুত হয়েছে, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করবে, আর যখন শুনবে কোন ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে, তখন তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। কারণ সে চলবে সেই ছাঁচে যার উপর তাকে তৈরি করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৬/৪৪৩) যুহরীর সূত্রে আবুদ-দারদা (৬) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]।

হায়সামী “মাজমা’উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৭/৬৯৬) এ কারণই দর্শিয়েছেন। মানাবী “শারহুল জামে’ইস সাগীর” গ্রন্থে তার অনুসরণ করে বলেন : হায়সামী বলেছেন : সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহার বর্ণনাকারী। কিন্তু যুহরী আবুদ-দারদা (৬)-কে পায়নি।

সাখাবীও বলেছেন : হাদীসটি মুনকাতি'।

আজলুনী “আল-কাশফ” গ্রন্থে (১/৮৭) বলেছেন : এটিকে সহীহ সনদে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অল্পত ব্যাপার এই যে, তিনি অন্যত্র (১/৮২) উল্লেখ করে কোন হুকুম লাগাননি। অতঃপর তৃতীয় স্থানে (১/২৫৯) উল্লেখ করে “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থ হতে নকল করে বলেছেন : এটি মুনকাতি'। এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে, আজলুনী একজন মুকাল্লিদ, নকল করে বর্ণনাকারী।

এ হাদীসটির মধ্যে জাবরিয়াদের আকীদার গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ তাদের নিকট মুসলিম ব্যক্তি তার চরিত্র ভাল করার অধিকারী নয়। কেননা সে তার কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়।

অথচ চরিত্র ভাল করার জন্য হাদীসে তাগাদা এসেছে। যেমন রসূল (ﷺ) বলেছেন : “لَا زَعِيمٌ يَبِينُ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ” ‘আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি ঘরের জিম্মাদার যে, তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে।’

আবু দাউদ (২/২৮৮) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ সহীহ।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটি মুনকার।

১৩৬. (مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا، فَغَطَّنَ عِدَّةً؛ فَهُوَ حَقٌّ).

১৩৬। যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে। অতঃপর তার নিকট হাঁচি দেয়া হবে, সে ব্যক্তি (তার কথাই) সত্য।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/১৪৮) উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে তিরমিযী, হাকিম, আবু ই'য়াল্লা, ভাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্ৰন্থে এবং ইবনু শাহীন বাকিয়া সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী “মাওয'আত” গ্রন্থে ইবনু শাহীন-এর সূত্রে উল্লেখ করে (৩/৭৭) বলেছেন : এটি বাতিল। মু'য়াবিয়া একক ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি কিছুই না। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার আল-মাদীনী আবু আলী তার মুতাবা'য়াত করেছেন, কিন্তু এ আব্দুল্লাহ মাতরুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৮৬) কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। যেগুলোর কোনটি মারফু' আবার কোনটি মওকুফ, আবার কোনটি ‘আমভাবে হাঁচি প্রদানকারীর ফযীলত বর্ণনায় এসেছে। সেগুলো এটির শাহেদ হতে পারে না যদিও সহীহ হয়।

এছাড়া ইমাম নাবাবী কর্তৃক তার “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থে (পৃ : ৩৬-৩৭) ‘এটির সনদ ভাল ও হাসান বলা এবং একমাত্র বাকিয়া ব্যতীত সকলে নির্ভরশীল; এছাড়া তিনি যখন শামীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তার হাদীসকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মু'য়াবীয়া শামী' এ বক্তব্যটি তার ধারণা মাত্র। কারণ বাকিয়া তাদলীসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। মু'য়াবিয়া হতে আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন। নাসাই সহ আরো অনেকে বলেছেন :

তিনি যখন বলবেন : “وَلَا خَيْرَ نَا” “وَحَدَّثَنَا” আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তখন তিনি নির্ভরযোগ্য।

একাধিক ব্যক্তি বলেছেন : তিনি যখন আনু দিয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন তিনি গ্রহণযোগ্য নন।

এ জন্য আবু মুসহের বলেছেন : বাকিয়ার হাদীসগুলো পরিচ্ছন্ন নয়, তার হাদীসগুলো হতে বেঁচে থাকুন।

যাহাবী বলেন : বাকিয়া দুর্বল এবং মুনকারের অধিকারী।

মু'য়াবীয়া নিতান্তই দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি হালেক, কিছুই না।

আবু হাতিম বলেন : তিনি দুর্বল, তার হাদীসে ইনকার রয়েছে।

নাসাই বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাকিম আবু আহমাদ বলেন : তার হাদীসগুলো মুনকার, জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাজী বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই দুর্বল।

সকলেই তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৩৪২) বলেন : আমি আমার পিতাকে মু'য়াবিয়া হতে বাকিয়ার এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : এ হাদীসটি মিথ্যা।

ইবনুল কাইয়িমও হাদীসটিকে জাল হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অর্থের দিক দিয়েও হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ যদি একশত ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের নিকটে হাঁচি দেয়, তবুও তাকে সহীহ বলে হুকুম লাগানো যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির সাক্ষীর সাথে যদি তারা হাঁচি দেয় তাহলেও তাকে

সত্যবাদী হিসাবে হুকুম দেয়া যাবে না। মিথ্যা তার কর্ম চালিয়েই যাবে। অতএব কোন লোক যদি বলে যে, সনদটি সহীহ তবুও হাদীসটি বানোয়াট অনুভূতি এমনই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৩৭. (اصْنَقُ الْحَبِيثَ مَا عَطَسَ عِنْدَهُ).

১৩৭। যে কথার নিকট হাঁচি দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৯১/২/৩৫০২) আশ্মারাই ইবনু যাহান সূত্রে সাবেত হতে, তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন :

সাবেত হতে একমাত্র আশ্মারাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ আশ্মারাই সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি সাবেতের সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এটিই হচ্ছে এ হাদীসের সমস্যা। হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৮/৫৯) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

অর্থের দিক দিয়েও যে হাদীসটি বাতিল তা পূর্বের হাদীসেই আলোচনা করা হয়েছে।

১৩৮. (ثَلَاثُ يَفْرَحُ بِهِنَ الْبَدَنُ، وَيَرْبُو عَلَيْهَا: الطَّيْبُ، وَالثُّوبُ الْلَيِّنُ، وَشَرْبُ الْمَسَلِّ).

১৩৮। তিনটি বস্তু দ্বারা শরীর আনন্দিত (পরিতৃপ্ত) হয় এবং তার উপর ভর করেই বৃদ্ধি লাভ করে; সুগন্ধি, মোলায়েম কাপড় এবং মধু পান করা।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরুকা'ন” গ্রন্থে (৩/১৪১) এবং আবু নু'য়াইম (৬/৩৪০) তাবারানী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ আল-কাতাইরী হতে, তিনি ইউনুস ইবনু হারুণ আল-আযদী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন : মালেক হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে হাদীসটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনুস সাম'য়ানী মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু ইউনুসও বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

দারাকুতনী তার এবং তার শাইখ ইউনুস ইবনু হারুণ সম্পর্কে বলেন : তারা দু'জনই দুর্বল। তিনি “গারাবে মালেক” গ্রন্থে বলেন : মালেক হতে হাদীসটি সহীহ নয়।

ইবনু হিব্বান বলেন : ইউনুস আশ্চর্যজনক কিছু বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। মালেক তার পিতা ও তার দাদা হতে কিছুই বর্ণনা করেননি।

১৩৭. (الشَّقِيُّ الْأَشْفِيَاءُ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

১৩৯। হতভাগ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী সেই ব্যক্তি যার মাঝে দুনিয়া ও আখেরাতের দরিদ্রতা একত্রিত হয়েছে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৩২২), বাইহাকী “সুনান” গ্রন্থে (৭/১৩) ও তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/২৯৪/১/৯৪২৩) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আব্দির রহমান সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী বলেন : তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল, মিথ্যার দোষে দোষী। তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। এ আলোচনা একটু পরেই আসবে।

হাকিম বলেন : এটির সনদ সহীহ্। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি তাদের দু'জনের অশোভনীয় ধারণা মাত্র।

কারণ এ খালেদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : “ليس بشيء” ‘তিনি কিছুই না।’

ইবনু আবিল হাওয়ারী বলেন : আমি ইবনু মা'ঈনকে বলতে শুনেছি যে, শাম দেশে একটি কিতাব আছে সেটি গেড়ে দেয়া উচিত। সেটি হচ্ছে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আবী মালেক-এর ‘কিতাবুদ দিয়াত’। তিনি তার পিতার উপর মিথ্যারোপ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এমনকি সাহাবীগণের উপরেও মিথ্যারোপ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহ ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (১/২/৩৫৯) বলেন : আমার পিতাকে এ খালেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

এ হাদীসটি দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই জাল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়।

১৪০. (الرَّيْبُ يُوْزِثُ الْفَقْرَ).

১৪০। ব্যভিচার (যেনা) দরিদ্রতার অধিকারী করে।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (৭/২) উল্লেখ করেছেন। দু'টি কারণে এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল :

১। বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল।

২। অপর বর্ণনাকারী আল-মাযী ইবনু মুহাম্মাদ মাজহুল, মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী বলেছেন : তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (১/৪১০-৪১১) বলেছেন : আমার পিতা এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : এটি বাতিল হাদীস, মাযীকে আমি চিনি না।

এছাড়াও অন্য এক সূত্রে হাদীসটি বাইহাকীর “আশ-শুয়াব” গ্রন্থে (৬/৪৩২) এবং দাইলামীর “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (২/৯৯/২) বর্ণিত হয়েছে। সেটিতে একাধিক মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

১৪১। (لِيَاكُمُ وَالزَّوْجَا؛ فَإِنَّ فِيهِ سِتُّ خَصَالٍ؛ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالنِّبَاهِ، وَيُورِثُ الْفَقْرَ، وَيَنْقُصُ الرِّزْقَ، وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْآخِرَةِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ سَخَطَ الرَّبِّ، وَسَوْءَ الْحِسَابِ، وَالْخُلُودَ فِي النَّارِ).

১৪১। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত রয়েছে; যার তিনটি ঘটবে দুনিয়ায় আর তিনটি আখেরাতে। যেগুলো দুনিয়াতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তা (যেনা) উজ্জলতা নিয়ে যায়, দরিদ্রতার অধিকারী বানায় এবং রিয্ক কমিয়ে দেয়। আর যেগুলো আখেরাতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তা শত্রুর ক্রোধ, মন্দ হিসাব-কিতাব এবং স্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু আদী (২০/২৩) ও আবু নু'য়াইম (৪/১১১) আ'মাশ হতে মাসলামা ইবনু 'আলী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : হাদীসটি আ'মাশ হতে নিরাপদ নয়, এটি মুনকার।

আবু নু'য়াইম বলেন : মাসলামা আ'মাশ হতে এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : মাসলামা মাতরুক হবার বিষয়ে সকলে একমত। বরং হাকিম বলেছেন : তিনি আওযাঈ এবং যুবায়েদীর উদ্ধৃতিতে মুনকার ও জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তার বহু মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। তার অন্য একটি হাদীস সম্বন্ধে আবু হাতিম বলেছেন : এটি বাতিল, জাল।

ইবনুল জাওযী আলোচ্য হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/১০৭) উল্লেখ করে বলেছেন : মাসলামা মাতরুক। তার মুতাবা'য়াতকারী আবান ইবনু নাহশাল হচ্ছেন নিতাশুই মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন : হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি অন্য কোন সূত্রেও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি।

১৪২. (إِيَّاكُمْ وَالزَّانَا؛ فَإِنَّ فِي الزَّانَا سِتُّ خِصَالٍ؛ ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي دَارِ الدُّنْيَا؛ فَذَهَابُ نُورِ الْوَجْهِ، وَانْقِطَاعُ الرِّزْقِ، وَسُرْعَةُ الْقَتَاءِ وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْآخِرَةِ؛ فَعُضْبُ الرَّبِّ، وَسَوْءُ الْحِسَابِ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).

১৪২। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে ছয়টি খাসলত রয়েছে; যার তিনটি ঘটবে দুনিয়ায় আর তিনটি আখেরাতে। যেগুলো দুনিয়াতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; তাতে (যেনাতে) চেহারার নুর লোপ পাবে, রিয্ক বন্ধ হয়ে যাবে এবং দ্রুত বিনাশ হয়ে যাবে। আর যেগুলো আখেরাতে ঘটবে সেগুলো হচ্ছে; প্রভুর ক্রোধ, মন্দ হিসাব-কিতাব এবং স্থায়ী জাহান্নামী হওয়া। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে বাদ দিয়ে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” (১২/৪৯৩) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/১০৭) কা’যাব ইবনু আমর আল-বালখী সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আল-খাতীব ও ইবনুল জাওযী বলেছেন : কা’যাব ইবনু আমর আল-বালখী ছাড়া এ হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

মুহাম্মাদ ইবনু আবুল ফাওয়ারিস বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তার মন্দ অবস্থা ছিল।

ওতায়কী বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তার মধ্যে শিথিলতা ছিল।

সুযুতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে হাদীসটির অন্য একটি সনদ “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৯১) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটির সনদে আবুদ-দুনিয়া নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যুক। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

তিনি একজন মিথ্যুক। তিনি তিনশত হিজরীর পরের, তা সত্ত্বেও ‘আলী ইবনু আবী তালিব (ؓ) হতে শুনেছেন এরূপ দাবী করতেন। তার নাম উসমান ইবনু খাতাব আবু আমর।

সুযুতী কর্তৃক মিথ্যুকের বর্ণনা দ্বারা শাহেদ পেশ করা প্রমাণ করেছে যে, তিনি হাদীসের উপর হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে নরমপন্থীদের একজন। [শাহেদ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়।

১৪৩. (إِيَّاكُمْ وَالزَّانَا؛ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: يَذْهَبُ بِالنِّبَاهِ مِنَ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، وَيَسْخَطُ لِلرَّحْمَنِ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ).

১৪৩। তোমরা ব্যভিচার (যেনা) থেকে বেঁচে থাক, কারণ তাতে চারটি খাসলত রয়েছে; যেগুলো চেহারা থেকে উজ্জ্বলতা নিয়ে যায়, রিয্ক বন্ধ করে দেয়, দয়াময় আল্লাহকে রাগান্বিত করে এবং স্থায়ী জাহান্নামী বানায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে (২/১৪৪/২/৭২৩৪) এবং ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/১০৬) ইবনু আদীর সূত্রে আমর ইবনু জামী’ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ আমর একজন মিথ্যুক। তাকে ইবনুল জাওযী মিথ্যুক বলেছেন। ১২৬ নং হাদীসের মধ্যে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তার একটি মুতাবা‘য়াত মিলেছে। কিন্তু সে সনদটিতে তিনটি সমস্যা রয়েছে। ফলে তা হাদীসটিকে জাল হওয়া থেকে মুক্ত করতে পারেনি। তাতে রয়েছেন ইসমা‘ঈল বাসরী; তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। মুখতার ইবনু গাস্‌সান; তাকে কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য বলেননি, এবং ইব্রাহীম ইবনু ইসমা‘ঈল; কে তার জীবনী বর্ণনা করেছেন তা পাচ্ছিলা। এছাড়া হাদীসটি ইবনু যুরায়েজ কর্তৃক আনু আনু শব্দে বর্ণনাকৃত। তিনি মুদাল্লিস। [মুতাবা‘আত শব্দের ব্যাখ্যা (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

১৪৬. (اُكْتُبَ الْحَدِيثُ الصَّبَاغُونَ وَالصَّوْغُونَ).

১৪৪। লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বজ্রাদিতে রংকারীরা এবং অলংকারাদী প্রস্তুতকারীরা।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তায়ালীসী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/২৬২) হুমাম-এর মাধ্যমে ফারকাদ আস-সাবখী হতে ...উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া ইবনু মাজাহ (২/৬), ইমাম আহমাদ (২/২৯২, ৩২৪, ৩৪৫) ও আবু সা‘ঈদ ইবনুল আ‘রাবী তার “আল-মু‘জাম” গ্রন্থে (২/৭৮) বিভিন্ন সূত্রে হুমাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ ফারকাদ ব্যতীত এটির সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য। এ ফারকাদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তার হাদীসে মুনকার রয়েছে।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার মুনকার হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রথমটি হচ্ছে এটি। এ জন্য ইবনুল জাওযী “আল-ইলাল” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৭৮) অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ইয়াহুইয়া ইবনু সালাম রয়েছেন, তিনি উসমান ইবনু মুকসিম হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : আমার পিতা বলেছেন যে, এ হাদীসটি মিথ্যা।

এ উসমান হচ্ছেন বাররী, তাকে ইবনু মা‘ঈন এবং জুযজানী মিথ্যুক বলেছেন।

এছাড়াও দারাকুতনী ইয়াহুইয়া ইবনু সালামকে দুর্বল বলেছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মী রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন : কুদায়মীর বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, তার দুর্বলতা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই।

একথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

তাছাড়া ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে আবান সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা (২/৩১৫) করেছেন। কিন্তু এ সনদটি বাতিল। কারণ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কালানিসী হাদীস জাল করতেন।

ইবনু তাহের হাদীসটি “তায়কেরাতুল মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ১৫) উল্লেখ করেছেন।

১৪০. (كَانَ لَا يَغُوزُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ).

১৪৫। তিনি শুধুমাত্র তিন দিন পর রোগীর সেবা করতে (দেখতে) যেতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৪৩৯), আবুশ শাইখ “আল-আখলাক” গ্রন্থে (২৫৫) এবং ইবনু আসাকির (১৬/২২৬/২, ১৯/১৩১/১) মাসলামা ইবনু ‘আলীর সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

এ মাসলামা সম্পর্কে ১৪১ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি মাতরুক, মিথ্যার দোষে দোষী, মুনকার এবং জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন। [তাদলীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৩১৫) বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন : এটি একটি বাতিল, জাল হাদীস।

তার এ কথা কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুযুতী এটি উল্লেখ করে “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থকে কালিমালিগু করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে মাসলামার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন।

১৪৬. (لَا يَغَاذُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ).

১৪৬। রোগীর সেবা করতে হবে (দেখতে যেতে হবে) তিন দিন পরে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারনী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২০০/১/৩৬৪৭) নাসর ইবনু হাম্মাদ (আবুল হারিস আল-ওররাক) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাওহ ইবনু জানাহ হতে... বর্ণনা করেছেন। তাবারনী বলেন :

আবুল হারিস এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ আবুল হারিস আল-ওররাক সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : “كَذَّابٌ”
‘তিনি মিথ্যুক।’

ইমাম বুখারী বলেন : মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন।

আর রাওহ হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/২০৫) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়, রাওহ এবং নাসর দু'জনই মাতরুক।

সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৩) হাদীসটির শাহেদ উল্লেখ করেছেন। এর সূত্রে নূহ ইবনু আবী মারইয়াম এবং আবান রয়েছেন। নূহ মিথ্যার দোষে দোষী আর আবানও নূহের মতই। তিনি হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ।

১৪৭. (تَزَوَّجُوا وَلَا تُطْلَقُوا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ).

১৪৭। তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিওনা; কারণ তালাকের জন্য আরশ কেঁপে উঠে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (১২/১৯১) এবং তার সূত্রে ... ইবনুল জাওযী (২/২৭৭) উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আমর ইবনু জামী' রয়েছেন। তিনি যুওয়াইবীর হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন :

এ আমর প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস এবং নির্ভযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। [মুনকারের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি একজন মিথ্যুক এবং যুওয়াইবীর নিতান্তই দুর্বল। এ কারণই দর্শিয়ে ইবনুল জাওযী বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়।

হাদীসটি সাগানী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন।

সুযুতী ইবনুল জাওযীর কথাকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭৯) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

কীভাবে এ হাদীসটি সহীহ হয় যেখানে সালাফদের ঁকদল তাদের ঙ্রীদের তালাক দিয়েছেন। ঁমনকি নাবী (ﷺ) নিজেও হাফসা বিনতু উমার (رضي الله عنها)-কে তালাক দিয়েছিলেন।

١٤٨. (تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَنْدَرِ الذَّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ). وَفِي لَفْظٍ: (إِذَا كَانَ فِي الثُّوبِ قَنْدَرٌ مِنَ الذَّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ؛ غُسِلَ الثُّوبُ، وَأُعِيدَتِ الصَّلَاةُ).

১৪৮। (কাপড়ে) ঁক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সলাত আদায় করতে হবে।

অন্য ঁক ভাষায় ঁসেছে :

‘যদি কাপড়ে ঁক দিরহাম পরিমাণ রক্ত থাকে, তাহলে কাপড়টি ধুয়ে নিতে হবে ঁবং সলাতটি পুনরায় আদায় করতে হবে।’

হাদীসটি ঙাল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” ঁছে (১/২৯৮), দারাকুতনী তার “সুনান” ঁছে (পৃ: ১৫৪) ঁবং বাইহাকী (২/৪০৪) রাওহ ইবনু গুতাঈফ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেন :

হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রসূল (ﷺ) ঁটি বলেননি। কুফাবাসীরা ঁটি তৈরি করেছেন। রাওহ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ঙাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যায়লাঈ “নাসবুর রায়া” ঁছে (১/২১২) ঁবং ইবনুল মুলাক্কান “আল-খুলাসা” ঁছে (কাফ ৩০/১) তার (ইবনু হিব্বানের) কথাকে সমর্থন করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : যুহরী হতে রাওহ ইবনু গুতাঈফ ছাড়া অন্য কেউ ঁটিকে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরকুল হাদীস।

ইমাম বুখারী “তারীখুস সাগীর” ঁছে (পৃ: ১৩৮) বলেন : তার অনুসরণ করা যায় না।

উকায়লী “আয-যু‘য়াফা” ঁছে (১৩৩) হাদীসটি ঁ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন : ঁমাকে আদাম হাদীসটি শুনিযেছেন, তিনি বলেন : ঁমি বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ঁ হাদীসটি বাতিল ঁবং ঁ রাওহ মুনকারুল হাদীস।

উকায়লীর সূত্রে হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” ঁছে (২/৭৬) উল্লেখ করেছেন, আর সুযুতী “আল-লাআলী” ঁছে তাকে সমর্থন করেছেন।

অতঃপর ইবনুল আররাকও “তানযীহশ শারী‘য়াহ” ঁছে (২/৪২৮) তাকে সমর্থন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার ঁই যে, তার পরেও সুযুতী কীভাবে হাদীসটি “জামে‘উস সাগীর” ঁছে উল্লেখ করেছেন!

১৪৭. (الدَّمُ مِقْدَارُ الذَّرْهِمِ؛ يُفَسَّلُ، وَتُعْلَدُ مِنْهُ الصَّلَاةُ).

১৪৯। রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে সলাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

হাদীসটি জাল।

‘খাতীব বাগদাদী হাদীসটি “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৯/৩৩০) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ইবনুল জাওযীও (২/৭৫) নূহ ইবনু আবী মারইয়াম সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি জাল, নূহ ইবনু আবী মারইয়াম মিখ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী বলেন : নূহ মিখ্যাক।

যায়লাঈ “নাসবুর রায়্য” গ্রন্থে (১/২১২) এবং সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৩) তার (ইবনুল জাওযীর) এ কথাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন!

১৫০. (ثَلَاثٌ لَا يُعْلَدُ صَاحِبُهُنَّ: الرَّمْدُ، وَصَاحِبُ الضَّرْسِ، وَصَاحِبُ الدَّمَلَةِ).

১৫০। তিন ধরনের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা রোগী, দাঁতের রোগী এবং ফোঁড়াধারী রোগী।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু’জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১১/১/১৫০), উকায়লী (৪২১) ও ইবনু আদী (২/৩১৯) মাসলামা ইবনু ‘আলী আল-খুশানীর সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী ও ইবনু আদী বলেন : হাদীসটি আওযাঈ হতে মাসলামা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : মাসলামা মিখ্যার দোষে দোষী।

তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (৩/২০৮) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি জাল (বানোয়াট)। এটিকে ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীরের কথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

হাফিয় ইবনু হাজার খুশানীর মুনকারগুলো “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : আবু হাতিম বলেন : এটি বাতিল, মুনকার।

সুযুতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৬) বলেছেন : মাসলামা মিখ্যার দোষে দোষী নন, তাকে বাইহাক্কী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হক হচ্ছে ইবনুল জাওযীর কথায়। কারণ এ মাসলামা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন ১৪১ এবং ১৪৫ নং হাদীস। এ কারণে সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ঠিক কাজ করেননি।

বাইহাকী “শু’রাবুল ঈমান” গ্রন্থে (৬/৫৩৫/৯১৯০) বলেছেন : সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি ইয়াহুইয়ার কথা।

এটি জাল হওয়ার প্রমাণ এই যে, নাবী (ﷺ) চোখ উঠা রোগী দেখতে যেতেন। যারোদ ইবনু আরকাম (رضي الله عنه)-এর চোখ উঠলে তিনি তাকে দেখতে যান। যেটি ‘আলী ইবনু জা’য়াদ তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৮৪৪/২৩৩৫) এবং হাকিম (১/৩৪২) (তবে অন্য সূত্রে) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দু’জনে যেমনটি বলেছেন সেটি তেমনই।

এছাড়া এ যারোদ-এর হাদীস হতেই এটির শাহেদ রয়েছে। যেটিকে হাকিম এবং যাহাবী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। সেটিকে আমি “সহীহ আবী দাউদ”-এর মধ্যে (২৭১৬) উল্লেখ করেছি।

১০১. (الْعَبَكُوتُ شَيْطَانٌ مَسْخُؤٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَاقْتُلُوهُ).

১৫১। মাকড়সা হচ্ছে শয়তান আল্লাহ তার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাকে হত্যা কর।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৩২০) মাসলামা ইবনু ‘আলী আল-খুশানী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মাসলামা সম্পর্কে ১৪১, ১৪৫, ১৫০ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটি সহীহ হাদীস বিরোধী।

সহীহ হাদীসে এসেছে, “إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخُؤٍ مِنَ اللَّهِ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا”, “আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক রূপ পরিবর্তনকৃত জীবের কোন বংশধর এবং পরবর্তী প্রজন্ম রাখেননি।” হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৮/৫৫) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাযম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৭/৪৩০) বলেন : বানর ও শূকর ব্যতীত যে সব প্রাণীর রূপ পরিবর্তন মর্মে হাদীস এসেছে সেগুলো বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট।

সুযুতী অভ্যাসগতভাবে তার বিরোধিতা করে হাদীসটি “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০২. (اسْتَشْفُوا بِمَا حَمَدَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ خَلْقُهُ، وَبِمَا مَدَحَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ})، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَمَنْ لَمْ يُشْفِهِ الْقُرْآنُ، فَلَا شِفَاءَ لِلَّهِ).

১৫২। তোমরা সুস্থতা প্রার্থনা কর ঐ বস্তু দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সৃষ্টি কর্তৃক তাঁর প্রশংসা করার পূর্বেই এবং ঐ বস্তু দ্বারা যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর নিজের প্রশংসা করেছেন। তথা আলহামদু লিল্লাহ ও কুলহু আল্লাহ আহাদ। যে ব্যক্তিকে কুরআন সুস্থ করতে পারে না, আল্লাহ তাকে শেফা দান করবেন না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল “ফাযায়েল কুল-হু আল্লাহ আহাদ” গ্রন্থে (২/১৯৮) উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ওয়াহিদী তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (২/১৮৫/২) ও সা‘লাবী বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ইবনু হাজার-এর “তাখরীজ আহাদীসিল কাশশাফ” গ্রন্থে (পৃ: ১০৩ নং ৩০৪) এসেছে।

এটির সনদে আহমাদ ইবনুল হারিস আল-গাস্‌সানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত-তা‘দীল” গ্রন্থে (১/১/৪৭) বলেন :

আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : তিনি মাতরু কুল হাদীস। [মুনকার শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

নাসাঈ বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

বুখারী ও দুলাবী বলেন : তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

উকায়লী বলেন : তার বহু মুনকার রয়েছে। সেগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী রাজা আল-গানাবীর কোন বর্ণনা সম্পর্কে জানা যায় না। সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎও ঘটেনি।

যাহাবী “তারীখুস সাহাবা” গ্রন্থে এ হাদীসটি সহীহ নয় এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সহীহ হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) বলেছেন : “হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঔষুধ সেবন কর, কারণ আল্লাহ তা‘আলা যে রোগই নাযিল করেছেন তার ঔষুধও নাযিল করেছেন।” হাদীসটি সহীত সনদে হাকিম বর্ণনা করেছেন। “গায়াতুল মারাম” গ্রন্থে (২৯২) এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

১০৩. (مَنْ اسْتَشَقَّى بِغَيْرِ الْفَرَّانِ؛ فَلَا شَقَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى).

১৫৩। যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সুস্থতা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে সুস্থ করবেন না।

হাদীসটি জাল।

সাগানী এটিকে “আল-আহাদীসুল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১২) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আজলুনীও এটিকে “আল-কাশফ” গ্রন্থে (২/৩৩২) জাল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির মূলটি পূর্বের হাদীসেই আলোচিত হয়েছে।

১০৪. (السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ).

১৫৪। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী মানুষের আর দূরবর্তী জাহান্নামের। অপর পক্ষে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং লোকদের থেকেও দূরে আর নিকটবর্তী জাহান্নামের। অজ্ঞ দানশীল আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় বখীল আবেদ থেকে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি তিরমিযী (৩/১৪৩), উকায়লী “আয-যু‘য়াকফা” গ্রন্থে (১৫৪), ইবনু হিব্বান “রাওয়াতুল ওকাল” গ্রন্থে (পৃ: ২৪৬), ইবনু আদী (২/১৮৩) এবং তাবারী “আত-তাহযীব” গ্রন্থে (মুসনাদু উমার ১০০/১৬৩) সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওররাক সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেছেন : এ হাদীসটি গারীব, সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে চিনি না, এ কথার দ্বারা তিনি এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ সাঈদ সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : তিনি কিছুই না [তাকে মূল্যায়ন করা হয় না]।

ইবনু সাঈদ ও অন্যরা বলেন : তিনি দুর্বল।

নাঈদ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুক।

এছাড়া এটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার একজন হতে বর্ণনা করেছেন আবার অন্যজন হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/১৮০) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়। অতঃপর তিনি সহীহ না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন।

আবু হাতিম ওররাকের এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন : হাদীসটি মুনকার।

ইমাম আহমাদও অনুরূপ কথা বলেছেন।

আবু হাতিম হাদীসটির অন্য সূত্রটির সময় বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল।

১০০. (رَبِيعُ أُمِّي الْعَبَّ وَالبَطْنِ).

১৫৫। আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আংগুর এবং তরমুজ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৭৬-১৭৭) এবং ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মাহদী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যাউ ইবনে দালহামাস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু যাউ মিথ্যুক অসৎ চরিত্র প্রকাশকারী।

সুয়ুতী তার (ইবনুল জাওযীর) এ কথাকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২১০) এবং ইবনু আররাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (২/৩১৭) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মাহদী নিতান্তই দুর্বল, যেক্ষেপভাবে দারাকুতনী বলেছেন।

ইবনুল কাইয়িম হাদীসটি “আল-মাওযু'আত” এবং “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃ: ২১) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আল-কারীও তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ১০৭-১০৮) হাদীসটি যে জাল তা সমর্থন করেছেন।

১৬৭ নং হাদীসের শেষে সাখাবী বলেছেন : তরমুজের ফযীলতে বর্ণনাকৃত সকল হাদীস বাতিল।

১০৬. (احْتَرَسُوا مِنَ النَّاسِ يَسْؤُءَ الظَّنَّ).

১৫৬। মন্দ ধারণা পোষণের দ্বারা তোমরা লোকদের থেকে নিরাপদে থাক।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৩৬৬/১/৫৯২) এবং ইবনু আদী (৬/২৩৯৮) বাকিয়ার সূত্রে মু'য়াবিয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৮/৮৯) বলেন : বাকিয়া মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তিনি যেমনটি বলেছেন সেরূপই। মু'য়াবিয়া ইবনু ইয়াহুইয়া নিতান্তই দুর্বল। তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার সম্পর্কে ১৩৬ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া হাদীসটি ঈসা ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে উমার ইবনুল খাতাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ ঈসা হচ্ছেন হাশেমী, তিনি নিতান্তই দুর্বল।

এছাড়াও অন্য সনদে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটিও দুর্বল। এটি আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/২০২) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু সা'দ এটিকে (২/১৭৭) হাসান বাসরীর কথা হিসাবে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার নিকট হাদীসটি মুনকার। এটি বহু সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে। যেগুলোতে রসূল (সাঃ) মন্দ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন : **“لِيَاكُمُ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ”** “... الْحَدِيثُ” “তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে বেঁচে থাক, কারণ মন্দ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা...”।

এটি ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া খারাপ ধারণা পোষণ করে মানুষের সাথে কোন প্রকার মু'ম্বামালাত করাও সম্ভব নয়।

অতএব তিনি কীভাবে খারাপ ধারণা করার নির্দেশ দিতে পারেন।

১০৭. **(الْإِقْتِصَادُ فِي الثَّقَفَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَكُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ).**

১৫৭। খরচ করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে জীবন ধারণের অর্ধেক। লোকদেরকে ভালবাসা হচ্ছে বিবেকের অর্ধেক এবং উত্তমরূপে প্রশ্ন করা হচ্ছে জ্ঞানের অর্ধেক।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে তাবারানীর “মাকারিমুল আখলাক” এবং বাইহাকীর “আশ-উ'য়াব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী এটির উপর হুকুম লাগানো হতে চূপ থেকেছেন, অথচ এটি দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৮৪) বলেন :

আমি আমার পিতাকে মাখীস ইবনু তামীম এবং তার শাইখ হাফস ইবনু উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন : এটি বাতিল হাদীস, মাখীস এবং হাফস তারা উভয়েই মাজহুল [অপরিচিত]।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপ কথা যাহাবী মাখীসের জীবনীতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তার থেকে হিশাম ইবনু আম্মার মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটি কাযা'ঈ “মুসনাদুশ-শিহাব” গ্রন্থে (১/৫৫/৩৩) হাদীসটি এ সূত্রেই উল্লেখ করেছেন।

১০৮. (اغتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكُلُوا كَلْسًا بِدِينَارٍ).

১৫৮। এক দীনারের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর দিবসে গোসল কর।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী “মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/১০৪) বর্ণনাকারী ইবনু হিব্বান পর্যন্ত আযদীর বর্ণনায় তার সনদে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : ইবনু হিব্বান হচ্ছেন ইব্রাহীম ইবনুল বুহতারী। তিনি সাকেত [নিষ্কিণ্ড], তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম ইবনু বাররা। তার একটি জাল হাদীস পূর্বে (নং ১১৪) আলোচিত হয়েছে। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। সেখানে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৬) ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন : এটির অন্য সূত্রও রয়েছে, যেটি ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদে হাফস ইবনু উমার রয়েছে। তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনটি আবু হাতিম বলেছেন। সেটিকে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি তার কতিপয় অন্য হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

এ কারণেই ইবনু আররাক বলেন (২/২৪৮) : এটি শাহেদ হবার উপযোগী নয়।

হাদীসটি সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে ইবনু আবী শায়বাও (১১/২০/২) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটির সনদে যিয়াদ ইবনু আদিল্লাহ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে। তিনি দুর্বল, যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

মোটকথা হাদীসটি মারকু' হিসাবে জাল (বানোয়াট) আর মওকুফ হিসাবে য'ঈফ।

যেখানে জুম'আর দিবসে গোসল করার ব্যাপারে সহীহ হাদীসে নির্দেশ এসেছে, সেখানে জাল-দুর্বল হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

১০৯. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَتَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

১৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুম'আর দিবসে পাগড়ী ধারীদের প্রতি দয়া করেন।

হাদছটি জাল।

তাবারানী “আল-মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে এবং আবু নু'য়াইম তার সূত্রে “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৫/১৮৯-১৯০) ‘আলা ইবনু আমর হানাফী সূত্রে আইউব ইবনু মুদরেক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/১০৫) উল্লেখ করে বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি নেই। আইউব এককভাবে এটির বর্ণনাকারী। আযদী তার সম্পর্কে বলেছেন : হাদীসটি তিনিই জাল করেছেন। ইয়াহুইয়া তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন আর দারাকুতনী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (২/১৭৬) তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : তার সনদে আইউব ইবনু মুদরেক রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তিনি মিথ্যুক। এ কথাটি তার থেকে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাজার-এর “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে;

উকায়লী বলেন : তিনি এমন সব মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর অনুসরণ করা যায় না। তিনি পাগড়ীর হাদীসের ক্ষেত্রে বলেন : তার অনুসরণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : আইউব হতে বর্ণনাকারী ‘আলা ইবনু আমর হানাফী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনু আদী অন্য একটি সনদে হাদীসটি (১/১৮) বর্ণনা করে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।

১৬০. (اجِبُوا الْعَرَبَ لثَلَاثٍ؛ لَأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ).

১৬০। আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী। এ তিনিটি কারণে তোমরা আরবদের মুহাব্বাত কর।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (৪/৮৭) এবং “মারিফাতু উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে (পৃ: ১৬১-১৬২), উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৩২৭), তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” (৩/১২২/১) ও “আল-আওসাত” গ্রন্থে, তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২২) এবং তার সূত্রে যিয়া আল-মাকদেসী “সিফাতুল জান্নাহ” গ্রন্থে (৩/৭৯/১), বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে, ওয়াহেদী তার “আত-তাফসীর”

এছে (১/৮১) এবং ইবনু আসাকির ও আবু বাকুর আল-আম্বারী “ইয়াহুদ ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা” এছে ‘আলা ইবনু আমর হানাফী সূত্রে ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-আশ‘যারী হতে, তিনি ইবনু যুরায়েজ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ তিনটি কারণে বানোয়াট।

১। ‘আলা ইবনু আমর; যাহাবী “আল-মীযান” এছে তার সম্পর্ক বলেন : তিনি মাতরুক। ইবনু হিব্বান বলেন : কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। অতঃপর তার এ হাদীসটি উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেন : এটি বানোয়াট।

আবু হাতিম বলেন : এটি মিথ্যা।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন : এটিও মিথ্যা।

হাফিয় ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” এছে বলেন, আযদী বলেছেন : তার হাদীস লিখা যাবে না।

ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” এছে উল্লেখ করেছেন।

নাসাই বলেন : তিনি দুর্বল।

আবু হাতিম বলেন : তার নিকট হতে লিখেছি, ভাল ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছু দেখিনি।

সম্ভবত ইবনু হিব্বান ও আবু হাতিম কর্তৃক দু’ধরনের কথা এ কারণে এসেছে যে, তারা তার জাল হাদীস বর্ণনা করা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পূর্বেই তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করেছিলেন। অতঃপর তার সম্পর্কে জানার পর খারাপ মন্তব্য করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম উক্ত হাদীসটি “আল-ইলাল” এছে (২/৩৭৫-৩৭৬) উল্লেখ করে বলেছেন : আমি আমার পিতাকে যে হাদীসটি ‘আলা হানাফী বর্ণনা করেছেন সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি তাকে উত্তরে বলতে শুনেছি : এ হাদীসটি মিথ্যা।

হাফিয় ইবনু হাজার “আল-লিসান” এছে তার জীবনীতে বলেন : উকায়লী হাদীসটির তাখরীজ করে বলেছেন : এটি মুনকার, মতনটি (ভাষাটি) দুর্বল। এর কোন ভিস্তি নেই। অতঃপর তিনি (ইবনু হাজার) তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা’” এছে (১০/৫২) বলেন : ‘আলা ইবনু আমর দুর্বল এ মর্মে সকলে একমত।

২। ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে ইবনু মা’ঈন বলেন : তিনি দুর্বল। ইবনু নুমায়ের বলেন : তিনি একটি খেজুরের সমতুল্যও নন।

আবু যুর‘যাহ বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : তাকে সাজী, উকায়লী ও ইবনু জারুদ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তার সমালোচনা করে যাহাবী বলেন : তাকে ইমাম আহমাদও দুর্বল বলেছেন। অন্য সূত্রে তার স্থলে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল এসেছে, তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আমার ধারণা হাদীসটি বানোয়াট।

হাফিয ইরাকীও তার সমালোচনা করে বলেন : তিনি যা বলেছেন তেমনটি নয়, বরং তিনি দুর্বল। কারণ ইয়াহুইয়া ইবনু ইয়াযীদ ও তার থেকে বর্ণনাকারী ‘আলা ইবনু আমর তারা উভয়েই দুর্বল।

৩। ইবনু যুরায়েজ একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বলেন : এসব হাদীসগুলোর কতিপয় হাদীসকে ইবনু যুরায়েজ মুরসাল হিসাবে উল্লেখ করতেন। সেগুলো বানোয়াট। তিনি কোথা হতে গ্রহণ করেছেন তার পরওয়া করতেন না। অনুরূপ কথা “আল-মীযান” গ্রন্থেও এসেছে।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/৪১) উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন :

উকায়লী বলেছেন : এটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই।

ইবনুল জাওযী বলেন : ইয়াহুইয়া উলট পালটকৃত হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুযুতী ইবনু হিব্বান সহ অন্য যারা হাদীসটি সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেছেন তা “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৪৪২) উল্লেখ করে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করেননি যে, এক ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল এবং খারাপ মন্তব্য উভয়টি হলে খারাপ মন্তব্যটিই অগ্রাধিকার পায়।

১। (إِنَّا عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ).

১৬১। আমি আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

হাদীসটি জাল।

তাবারানী “আল-মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে হাদীসটি (২/২৮৫/১/৯৩০১) উল্লেখ করেছেন। তার সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান রয়েছে, তিনি তার শাইখ শিব্ল ইবনু ‘আলা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : আব্দুল আযীয এটিকে শিব্ল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী এটিকে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসটির শাহেদ হিসাবে “আল-লাআনী” (১/৪৪২) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, যাহাবী “আল-মুগনী” গ্রন্থে বলেছেন : শিবল সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তার কতিপয় মুনকার রয়েছে।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১০/৫২-৫৩) এটিকে উল্লেখ করে বলেছেন : শিবল হতে বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাকিম ইরাকী “আল-মুহাজ্জা” (১/৫৬) গ্রন্থে বলেন : আব্দুল আযীয মাতরুক। নাসাই ও অনারোও এ কথা বলেছেন। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন : ‘Y’

“يكتب حديثه” তার হাদীস লিখা যাবে না।’ অতএব হাদীসটি সঠিক নয়।

ইবনু আররাক “তানযীহশ শারীয়াহ” গ্রন্থে (২০৯) উক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটি বাতিল হওয়ার আরো প্রমাণ এই যে, এর মধ্যে রসূল (ﷺ) কর্তৃক আরবী হওয়ার অহংকার ফুটে উঠেছে। যা শরীয়াতের মধ্যে দুর্বল বিষয়। কারণ আল্লাহ বলেন : “لَنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاءُ” “যে তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি” (সূরা হুজুরাত: ১৩)।

এছাড়া সহীহ হাদীসে এসেছে, “কোন আরবের অনারবের উপর প্রাধান্য নেই ...একমাত্র তাকওয়া ব্যতীত।” এটি ইমাম আহমাদ (৫/৪১১) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (সিলসিলাতুস সাহীহা হা: নং: ২৭০০)।

১৬২. (لَمَّا تَوَلَّى اللَّهُ لِلْجَبَلِ - يَعْنِي : جَبَلُ الطُّورِ - طَارَتْ لِعَظْمِيَةِ سَيْئَةِ جِبَالٍ، فَوَقَعَتْ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِمَكَّةَ، بِالْمَدِينَةِ: أَخَذَ، وَوَرَقَانُ، وَرَضُونُ، وَوَقَعَ بِمَكَّةَ حِرَاءٌ، وَثَنِيْزٌ، وَتَوَزَّ).

১৬২। আল্লাহ যখন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নিজের আলোক রশ্মি প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তুর পাহাড়ের জন্য। তখন ছয়টি পাহাড় তাঁর সম্মানার্থে উড়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনটি গিয়ে পড়ে মদীনায় আর তিনটি মক্কায়। মদীনায় হচ্ছে উহদ, ওরাকান ও রাযওয়া, আর মক্কায় হচ্ছে হেরা, সবীর ও সাওর।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি মাহামিলী “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/১৭২/১) বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে খাতীব বাগদাদী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১০/৪৪০-৪৪১), ইবনুল আরাবী তার “আল-মুজাম” গ্রন্থে (২/১৬৬) এবং ইবনু আবী হাতিম তার “আত-তাকসীর”

এহু আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু আদিল্লাহ হতে, তিনি জিলদ ইবনু আইউব হতেবর্ণনা করেছেন।

ইবনু কাসীর হাদীসটি সম্পর্কে তার “আত-তাফসীর” এহু (২/২৪৫) বলেন : এটি গারীব হাদীস, বরং মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হুছে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান, কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে ১৬১ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া এটির সনদে জিলদ ইবনু আইউব রয়েছে। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুক।

হাদীসটি ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওযু'আত” এহু (১/১২০) খাতীব বাগদাদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন :

ইবনু হিব্বান বলেন : এটি বানোয়াট, আব্দুল আযীয মাতরুক। তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

১৬৩. (إِذَا ثَلَّتِ الْعَرَبُ؛ نَلَّ الْإِسْلَامُ).

১৬৩। যখন আরবদের পদত্বলন ঘটবে তখন ইসলামেরই পদত্বলন ঘটবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” এহু (২/৩৪০) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” এহু (৩/৪০২/১৮৮১) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল খাতাব বাসরী ও তার শাইখ 'আলী ইবনু যায়েদ রয়েছে।

ইবনু আবী হাতিমও “আল-ইলাল” এহু (২/৩৭৬) উল্লেখ করে বলেছেন :

আমি আমার পিতাকে মানসূর ইবনু আবী মাযাহিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার পিতাকে উত্তরে বলতে শুনেছি : এ হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সমস্যা দু'টি :

১। মুহাম্মাদ ইবনুল খাতাব; তিনি মাজহুলুল হাল। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” এহু (৩/২/২৪৬) বলেন : আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেন : আমি তাকে চিনি না।

“আল-মীযান” এহু এসেছে, আযদী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করে মুনকার হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” এহু তার কথাকে সমর্থন করেন।

ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তার নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ মর্মে পূর্বে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যখন তার বিরোধী মতামত থাকবে।

২। মুহাম্মাদের শাইখ 'আলী ইবনু য়ায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান, তিনি দুর্বল।

১৬৬. (الْمَذْبُورُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوْهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثَّلَاثِ).

১৬৪। মুদা'ব্বার দাস (যাকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে) বিক্রি করা যাবে না, হেবা করাও যাবে না, এক ভৃত্যবান হতে সে স্বাধীন (মুক্ত)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি দারাকুতনী (পৃ: ৩৮৪) ও বাইহাকী (১০/৩১৪) আবীদা ইবনু হাসসান হতে, তিনি আইউব হতে...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : আবীদা ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আর আবীদা হচ্ছেন দুর্বল। এটি ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু হাতিম বলেন : আবীদা মুনকারুল হাদীস।

তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/১৮৯) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

নিঃসন্দেহে এটি সে সব জালগুলোর একটি। কারণ বুখারী (৫/২৫) এবং মুসলিম শরীফে (৫/৯৭) জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে; রসূল (ﷺ) নিজে মুদা'ব্বার দাস বিক্রি করেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২/১০৪), উকায়লী, দারাকুতনী ও বাইহাকী 'আলী ইবনু যিবইয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু মাজাহ বলেছেন : এর কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ : মারফু' হিসাবে।

উকায়লী বলেন : 'আলী ইবনু যিবইয়ান ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটি জানা যায় না।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'জিন বলেন : তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৪৩২) বলেন : আবু যুর'য়াহকে এ 'আলীর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন : এ হাদীসটি বাতিল, তা পাঠ করা হতে বিরত থাক।

১৬০. (كُلُّوا النَّيْنِ، فَلَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَائِةً نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بِلا عَجْمٍ؛ لَقُلْتُ: هِيَ النَّيْنِ، وَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيرِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الثَّقَرِ).

১৬৫। তোমরা তীন ফল (ডমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ছাড়া একটি ফল নাখিল হয়েছে, তাহলে বলব : সেটি হচ্ছে তীন ফল (ডমুর)। তা অর্থ রোগকে দূরীভূত করে এবং নুকরাস নামক রোগের জন্য উপকার করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনুস সুনী এবং আবু নু’য়াইম-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬/৪৭) আবু যার (❦) হতে বিনা সনদে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী বলেন : তারা সকলে ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর-এর হাদীস হতে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে আবু যার (❦) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদটি দুর্বল, কারণ নামহীন এ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কে তা জানা যায় না।

এ জন্য ইবনুল কাইয়িম “যাদুল মা’রাদ” গ্রন্থে (৩/২১৪) বলেছেন : এটি সাব্যস্ত হতে বিরূপ মন্তব্য আছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার বেশীর ভাগ ধারণা এ হাদীসটি জাল।

শাইখ আজলুনী “আল-কাশফ” গ্রন্থে (১/৪২৩) বলেন : ফাকিহা (ফল-মূল) সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই জাল (বানোয়াট)। সম্ভবত তিনি বুঝিয়েছেন ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস হয়েছে।

১৬৬। (إِنَّ أَهْلَ النَّبِيتِ لَيَقِلُّ طَعْمُهُمْ، فَتَسْتَنِيرُ بَيُوتُهُمْ)।

১৬৬। আহলে বাইতের খাদ্য কমে যায়, ফলে তাদের ঘর আলোকিত হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া “কিতাবুল জু” গ্রন্থে (১/৫), উকায়লী “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে (২২২), এবং তার নিকট হতে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (৩/৩৫), ইবনু আদী (১/৮৯) ও তাবারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে (২/১৫/৫২৯৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মুতাল্লিব আল-আজালী সূত্রে হাসান ইবনু যাকুওয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু মুতাল্লিব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি হাসান হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী তাকে (আব্দুল্লাহকে) “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না।

ইবনুল জাওযী বলেন : এটি সহীহ নয়। উকায়লী বলেন : আব্দুল্লাহ মাজহুল, তার হাদীস মুনকার, নিরাপদ নয়। ইমাম আহমাদ বলেন : হাসান ইবনু যাকুওয়ান-এর হাদীসগুলো বাতিল।

হাফিয সুযুতী তার এ কথাকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/ ২৫৩) সম্বন্ধিত করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাবারানীর বর্ণনায় “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এ একই সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৫) বলেন : আমি আমার শ্রিতকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : এ হাদীসটি মিথ্যা আর আব্দুল্লাহ মাজহুল।

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি মুনকার।

তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

১৬৭. (الْبَطْنُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْضِلُ الْبَطْنَ غَضْلًا، وَيَذْهَبُ بِالذَّاءِ أَصْلًا).

১৬৭। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ষোঁত করে এবং রোগকে সমূলে বিনাশ করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে (২/২৮২, ১০/২৮৭) বর্ণনা করেছেন এবং যাহাবী আহমাদ ইবনু ইয়াকুব ইবনে আদিল জাব্বার আল-জুরজানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আসাকির বলেন : এটি শায, সহীহ নয়। [শায সম্পর্কে দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়।

মানাবী “আত-তায়সীর” গ্রন্থে বলেন : আসলেই এটি সহীহ নয়।

তিনি “আল-ফায়য” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাইহাকী বলেন : আহমাদ ইবনু ইয়াকুব বহু মাওযু’ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে সব থেকে কিছু বর্ণনা করা আমি বৈধ মনে করি না। এটি সেগুলোর একটি। হাকিম বলেন : এ আহমাদ হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ জাল হাদীসটি “আল-মীযান” গ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে। এটি জাল হওয়ার বিষয়ে তার সাথে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুযুতী নিজেও হাদীসটি তার “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (পৃ: ১৩৬/৬৪৫) উল্লেখ করে জাল হওয়ার কারণ দর্শিয়েছেন সেভাবে যেভাবে ইবনু আসাকির ও যাহাবী বলেছেন। তার সাথে ইবনু আররাকও (১/৩৩১) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে বলেছেন (আরেক দল তার অনুসরণ করেছেন) : আবু আমর নূকানী তরমুজের ফযীলত বর্ণনা করে একটি পুস্তি কা রচনা করেছেন। এর সবগুলোই বাতিল।

১৬৮. (بِرَكَّةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ).

১৬৮। খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে ওযু করাতে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তায়ালিসী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬৫৫) উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া আবু দাউদ (৩৭৬১) ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হতে বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (৩/১৮৭/১), হাকিম (৪/১০৬-১০৭) ও ইমাম আহমাদ (৫/৪৪১) বিভিন্ন সূত্রে কায়স ইবনু রাবী’ হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ বলেন : তিনি দুর্বল। তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি শুধুমাত্র কায়স ইবনু রাবী’ হতেই চিনি। এ কায়স হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

যাহাবী বলেন : কায়স দুর্বল হওয়া ছাড়াও এটি মুরসাল।

ইমাম আহমাদকে এ হাদীসটি সম্পর্কে মুহান্না জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেন : এটি মুনকার। কায়স ইবনু রাবী’ ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেননি।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১০) বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন : এটি মুনকার হাদীস।

কোন কোন সিখিলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এটিকে হাসান বলার চেষ্টা করেছেন, যেমন মুনযেরী। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়, সেই সব মুহাদ্দিসগণের কারণে যারা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবার তারা সেটিকে দুর্বলও বলেছেন। তারাই এ বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ।

“আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১০) এসেছে; আবু হাতিম বলেন : এ হাদীসটির সাদৃশ্যতা রয়েছে আবু খালিদ ওয়াসেতী (আমর ইবনু খালিদ)-এর হাদীসের সাথে। তার নিকট আবু হাশিম হতে এরূপ জাল হাদীস রয়েছে। তিনি হচ্ছেন একজন মিথ্যুক। হাদীসটি যদি তার হয় তাহলে এটি বানোয়াট।

সুফিয়ান সাওরী খাবারের পূর্বে ওযু করাকে অপছন্দ করতেন। বাইহাকী বলেন : মালিক ইবনু আনাস ওযু করাকে (খাবারের পূর্বে ওযু করাকে) মাকবুহ মনে করতেন। ইমাম শাফে’ঈ ওযু ছেড়ে দেয়াকে মুস্তাহাব জানতেন। তারা তাদের সমর্থনে মুসলিম, আবু দাউদ এবং তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসূল (ﷺ)-এর নিকট খাবার উপস্থিত করা হলে কেউ বলল : আপনি কী ওযু করবেন না? তখন তিনি বললেন : “আমি তো (এখন) সলাত আদায় করব না যে, তার জন্য ওযু করব।” এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী। অন্য বর্ণনায় এসেছে:

“যখন আমি সলাতের জন্য দাঁড়াব তখন আমাকে ওয়ু করার নির্দেশ হয়েছে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী)। এ হাদীসটি আলোচ্য হাদীসটি যে দুর্বল তার প্রমাণ বহন করছে।

১৬৭. (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ (بِس)، مَنْ قَرَأَهَا؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ).

১৬৯। প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল।

হাদীসটি জ্বাল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/৪৬) ও দারেমী (২/৪৫৬) হামীদ ইবনু আদ্রির রহমান সূত্রে ...হারুণ আবু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু হায়য়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির দুর্বলতা সুস্পষ্ট বরং এটি এ হারুণের কারণে বানোয়াট। যাহাবী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিরমিযী হতে তার মাজহুল হওয়ার উক্তিটি উল্লেখ করে বলেছেন :

আমি তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করছি সেই হাদীস দ্বারা যেটি কাযাঈ তার “মুশনাদুশ-শিহাব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : এ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান। আমি এ হাদীসটি সেই কিতাবের প্রথমে দেখেছি যেটি মুকাতিল ইবনু সুলায়মান জাল করেছিলেন। হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মুকাতিল ইবনু হায়য়ান নন বরং তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান, যেমনভাবে আবু হাতিম দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী ও দারিমী কর্তৃক মুকাতিলকে ইবনু হায়য়ান হিসাবে উল্লেখ করা সম্ভবত কোন বর্ণনাকারী হতে ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে। যেটিকে কাযাঈর বর্ণনা শক্তি যোগাচ্ছে। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন : এ মুকাতিল ইবনু হায়য়ান সম্পর্কে ওয়াকী' বলেন : তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে।

এছাড়া যাহাবী বলেন : আবুল ফাতহ এরূপই বলেছেন। আমার ধারণা তার মধ্যে ইবনু হায়য়ান না ইবনু সুলায়মান এ দু'য়ের ব্যাপারে গড়মিল সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইবনু হায়য়ান হচ্ছেন একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী। আর ওয়াকী' যাকে মিথ্যুক বলেছেন তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান। অতএব আমি (যাহাবী) বলছি :

এ মুকাতিল হচ্ছেন ইবনু সুলায়মান।

আমি আলবানী বলছি : এটি যখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ইবনু সূলায়মান তখন বলতে হচ্ছে যে, হাদীসটি জাল।

এছাড়া বর্ণনাকারী হামীদ একজন মাজহুল, যেমনভাবে হাফিয় ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

১৭০. (إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيُّ رَبِّ! (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَتَحْنُ نُسْبُحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِيَّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ); قَالُوا: رَبَّنَا تَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَائِكِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يُهْبِطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَمْعَلَانِ؟ قَالُوا: رَبَّنَا! هَارُوتَ وَمَارُوتَ، فَأَهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمَثَلَتْ لهُمَا الزُّهُرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهُمَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْلِمَا بِهِذِهِ الْكَلِمَةَ مِنَ الْبَشَرِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهُمَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدْحِ خَمْرٍ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهُمَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُشْرِبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا، فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَيْبَيْتُمَا عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكَرْتُمَا، فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا).

১৭০। আল্লাহ তা‘আলা যখন আদম (আ:) কে যমীনে নামিয়ে দিলেন, ফেরেশতারা বললেন : হে প্রভু! “আপনি যমীনে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা ফ্যাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে- এমনভাবে স্থায়ী যে আমরা আপনার প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ বললেন : আমি যা জানি তোমরা তা জান না।” তারা বলল : হে প্রতিপালক! আমরা আদম সন্তানদের চেয়ে তোমার জন্য বেশী আনুগত্যশীল। আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন : ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু’জন ফেরেশতাকে নিয়ে আস, তাদের দু’জনকে যমীনে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর আমরা দেখব তারা কেমন আমল করে? তারা বলল : হে আমাদের রব! হারুত ও মারুত। অতঃপর তাদের দু’জনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হল। তাদের দু’জনের সম্মুখে মানবকুলের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী হিসাবে যুহরাকে দাঁড় করানো হলো। সে তাদের দু’জনের নিকট আসল। অতঃপর তারা দু’জনে তার নিকট তাকে চাইল। সে বলল : আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের উক্তি না করবে।

তারা দু'জনে বলল : আল্লাহর কসম আমরা আল্লাহর সাথে শির্ক করতে পারব না। অতঃপর সে দু'জনের নিকট হতে চলে গেল। তার পর একটি শিশুকে বহন করে পুনরায় আসল। তারা দু'জনে তাকে পাবার জন্য চাইল। সে বলল : আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দু'জনে এ শিশুটিকে হত্যা না করবে। তারা বলল : আল্লাহর কসম আমরা তাকে কখনও হত্যা করব না। সে চলে গেল। তারপর এক পিয়াল মদ নিয়ে পুনরায় আসল। অতঃপর তারা দু'জনে তাকে পেতে চাইল। কিন্তু সে বলল : আল্লাহর কসম তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ মদ পান না করবে। এরপর তারা দু'জনে মদ পান করে মাতাল হয়ে গেল। অতঃপর সেই রমণীর সাথে দু'জনে যেনায় লিগু হল, শিশুটিকে হত্যা করল। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরে আসল, তখন রমণীটি বলল : আল্লাহর কসম তোমরা দু'জনে যখন মদ পান করে মাতাল হয়ে গেলে তখন আমার নিকট যে সব কর্ম করতে অস্বীকার করেছিলে সে সব কর্ম করা হতে কিছুই ছাড়লেনা। অতঃপর তাদের দু'জনকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির মধ্য হতে একটি শাস্তি গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দেয়া হল। তারা দু'জনে দুনিয়ার শাস্তি পছন্দ করল।

মারকু' হিসাবে হাদীসটি বাতিল।

এটিকে ইবনু হিব্বান, আহমাদ, আব্দু ইবনে হামীদ, ইবনু আবিদ-দুনিয়া, বায্‌যার, ইবনুস সুনী যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে মুসা ইবনু যুবায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মওকুফ হিসাবে সহীহ, যার বিবরণ কিছু পরেই আসবে।

ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (১/২৫৪) বলেন : মুসা ইবনু যুবায়ের হচ্ছেন আনসারী। তাকে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (৪/১/১৩৯) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তার অবস্থা অস্পষ্ট (মাসতুরুল হাল)। তিনি এককভাবে নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন : “كَانَ يُحْطَى، وَيُخَالَفُ” “তিনি ভুল করতেন এবং অন্যের বিরোধিতা করতেন।”

ইবনু হিব্বান যদি কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে চূপ থাকেন তাহলে তার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি নরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। অথচ এখানে তিনি বলেছেন : তিনি ভুল করতেন এবং বিরোধিতা করতেন।

এছাড়া যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ সহীহাইনের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার হেফযের ব্যাপারে বহু কথা আছে। এ কারণেই তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বায্‌যার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাফিয ছিলেন না।

তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (১/২/৫৯০) বলেন : তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি যে হাদীস শাম দেশে বলেছেন সেটি ইরাকে অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি তার কিতাব হতে যা বর্ণনা করেছেন তা সহীহু আর তার হেফয হতে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ভুল করেছেন।

ইবনু কাসীর বিবরণ দিয়েছেন যে, এ ঘটনাটি ইসরাইলীদের বানোয়াট ঘটনা। মারফু' হাদীস হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। এটি কা'য়াব আল-আহবার হতে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : একদল পূর্ববর্তী ইমাম এ হাদীসটিকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন : এটি মুনকার, এটি কা'য়াব হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন : এটি মুনকার হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মারফু' হিসাবে বাতিল হওয়ার প্রমাণ এই যে, এটিকে ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের এবং মুজাহিদ মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনভাবে সুযুতীর “দুররুল মানসূর” গ্রন্থে (১/৯৭-৯৮) এসেছে।

۱۷۱. (مَنْ وَلَّاهُ مَوْلُودًا، فَسَمَاءُ مُحَمَّدًا تَبْرُكًا بِهِ؛ كَانَ هُوَ وَمَوْلَاؤُهُ فِي

الجنة).

১৭১। যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ তাঁর দ্বারা বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে। তাহলে সেই ব্যক্তি ও তার নবজাতক জান্নাতী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বুকায়ের “ফায়লু মান ইসমুহু আহমাদ ওয়া মুহাম্মাদ” নামক (কাফ ১/৫৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী তার “মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৫৭) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এটির সনদে সমালোচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

এটির সনদে ইবনু বুকায়ের-এর শাইখ হামেদ ইবনু হাম্মাদ ইবনুল মুবারাক আল-আসকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি ইসহাক ইবনু ইয়াসার আন-নাসীবী হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা।

তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল।

শাইখ আল-কারী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে হাদীসটি (পৃ:১০৯) উল্লেখ করে যাহাবীর কথাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও হাদীসটিকে সুযুতী হাসান বলেছেন। তিনি মাকহুলকে নির্ভলশীল বলে কারণ দর্শিয়েছেন অথচ সমস্যা তার নীচের ব্যক্তি হামেদ-এর ক্ষেত্রে।

ইবনু আররাক “তানযীহশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (১/৮২) সুযুতীর সমালোচনা করেছেন, যেদুপ আমি তার সমালোচনা করেছি।

১৭২. (قَالَ اللَّهُ لِدَاوُدَ : يَا دَاوُدُ! ابْنِ لِي فِي الْأَرْضِ بَيْتًا، فَبَنَى دَاوُدُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ! بَنِّتْ بَيْتَكَ قَبْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ! هَكَذَا قُلْتُ فِيمَا قَضَيْتَ: مَنْ مَلِكٌ؟ اسْتَأْذِنْتُ، ثُمَّ أَخَذْتُ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا تَمَّ سُوْرُ الْحَائِطِ سَقَطَ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُبْنَى لِي بَيْتًا! قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَى عَلَى يَدَيْكَ مِنَ النَّعَاءِ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! أَوَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي هَوَاك؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَإِمَائِي، وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: لَا تَحْزَنْ، فَإِنِّي سَأَقْضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدِ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ ...).

১৭২। আল্লাহ তা‘আলা দাউদকে বললেন : হে দাউদ! আমার জন্য পৃথিবীতে একটি ঘর বানাও। অতঃপর তাকে যে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো সেটির পূর্বেই দাউদ তার নিজের জন্য একটি ঘর বানালেন। ফলে তার নিকট আল্লাহ অহী করলেন, হে দাউদ! তুমি আমার ঘর বানানোর পূর্বেই তোমার ঘর বানালে? তিনি বললেন : হে ঐশ্ব! তুমি তোমার কন্মসালাতে এমনই বলেছ; যে ব্যক্তি মালিক বনে যায় সে নিজের জন্য কিছু বস্ত্র নিখারিত করে নেয়। অতঃপর তিনি (দাউদ) মসজিদ তৈরি করা শুরু করলেন। যখন ষাটীরের দেয়াল সমাপ্ত হল; তখন তা পড়ে গেল। ফলে তিনি সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করলেন। আল্লাহ তার নিকট অহী মারফত জানালেন, তুমি আমার জন্য যে ঘর তৈরি করবে তা সঠিকভাবে হবে না। (দাউদ) বললেন : হে ঐশ্ব কেন? (আল্লাহ) বললেন : তোমার সম্মুখে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে। তিনি বললেন : হে ঐশ্ব! সেটি কী তোমার ইচ্ছা মাকিক ছিল না? (আল্লাহ) বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু তারাতো আমার দাস-দাসী এবং আমিই তো তাদেরকে দয়া করে থাকি। (এ কথা শুনার পর) তা তার উপর মুশকিল হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তার নিকট অহী মারফত জানালেন তুমি চিন্তা করো না, কারণ আমি তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার পুত্র সুলায়মানের হাতে।

হাদীসটি বাতিল ও জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৫/১২) এবং “মুসনাদুশ শামিয়ীন” গ্রন্থে (পৃ: ৬২, ৯৯), ইবনু হিব্বান “আয-যু‘রাফা” গ্রন্থে (২/৩০০) এবং তার থেকে ইবনুল জাওয়ী “মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/২০০) মুহাম্মাদ ইবনু আইউব

ইবনে সুওয়াইদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন : হাদীসটি জাল।

ইবনু হিব্বান এ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব সম্পর্কে বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

সুযুতী “আল-লাআলী” (১/১৭০) গ্রন্থে তার এ কথাকে সমর্থন করে বলেছেন : এটিকে তাবারানী ও ইবনু মারদুবিয়া তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। “আল-মীযান” গ্রন্থের লেখক যাহাবী হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আবু যুর'য়্যাহ বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু আইউবকে তার পিতার গ্রন্থসমূহে বানোয়াট কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটাতে দেখেছি। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। দাউদ-এর ঘটনা সে সবেই একটি বানোয়াট ঘটনা।

১৭৩. (فَقَرَأَ سَاعَةً خَيْرَ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً).

১৭৩। এক ঘণ্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।

হাদীসটি জাল।

আবুশ শাইখ এটিকে “আল-আযমাহ” গ্রন্থে (১/২৯৭/৪২) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” (৩/১৪৪) গ্রন্থে উসমান ইবনু আদিল্লাহ আল-কুরাশী সূত্রে ইসহাক ইবনু নাজীহ আল-মালতী হতে...বর্ণনা করে বলেছেন :

উসমান ও তার শাইখ তারা উভয়েই মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২২৭) তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, ইরাকী “তাখরীজুল ইহ'ইয়া” গ্রন্থে হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন তার শাহেদ রয়েছে। [শাহেদ শব্দের ব্যাখ্যা (৫৬) পৃষ্ঠায় দেখুন]।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (ইরাকী) দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৪৬) নিজ সনদে সা'ঈদ ইবনু মায়সারা হতে বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ আনাস (رضي الله عنه) হতে শুনেছেন, তাতে আনাস (رضي الله عنه) বলেন : “রাত ও দিনের বিবর্তনের মাঝে এক ঘণ্টা গবেষণা করা হাজার বছর ইবাদাত করা হতেও উত্তম।”

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মওকুফ এবং এটিও জাল।

এ সা'ঈদ সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তার ব্যাপারটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

তার সম্পর্কে হাকিম বলেন : তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াহ'ইয়া আল-কাত্তান মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

অতএব এরূপ সনদের হাদীস শাহেদ হতে পারে না।

১৭৬. (إِذَا بَنَى الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ سَبْعَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَرْعَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ!!).

১৭৪। কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন সাত বা নয় গজ বিশিষ্ট ঘর তৈরি করবে, তখন আসমান হতে আহ্বানকারী তাকে ডাক দিয়ে বলবে, কোথায় যাচ্ছ হে সর্বাপেক্ষা বড় দুর্কর্মকারী?

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৩/৭৫) তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন : এটি হাসান, ইয়াহুইয়া ও আওয়া'ঈ হতে গারিব হাদীস। ওয়ালাদ ইবনু মূসা আল-কুরাশী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল। তিনি ওয়ালাদ ইবনু মূসা আদ-দামেশকীর মত নন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ওয়ালাদ হচ্ছেন কুরাশী। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মুনকাররুল হাদীস। অন্যরা বলেছেন : তিনি মাতরুক। ওকায়লী ও ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি য'ঈফ, তার বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

সম্ভবত এ হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কারণ স্পষ্টত এটি জাল।

সুযুতী হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন : যে লেখক (মুসান্নিফ) এটি বর্ণনা করবেন তিনি সর্বাপেক্ষা বড় গাফিল।

১৭০. (مَنْ بَنَى بِنَاءً فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ؛ كُفَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحِمْلِهِ عَلَى عَاتِقِهِ).

১৭৫। যে ব্যক্তি তার জন্য যে পরিমাণ যথেষ্ট তার চেয়ে উঁচু করে ইমারাত তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তার কাঁধে তা বহন করার দ্বারা তাকে কষ্ট দেয়া হবে।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে তাবারানী (৩/৭১/২), ইবনু আদী (৩৩৩/১-২) ও আবু নু'য়াইম (৮/২৪৬) মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ সূত্রে তার শাইখ ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম ও ইবনু আদী বলেন : সাওরী হতে হাদীসটি গারীব। এটিকে মুসাইয়্যাব ইউসুফ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ইউসুফের কারণে দুর্বল। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন :

তিনি ংকজন ংবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তার ংহুগুলো দাফন করে দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভুল করতেন। তবে তিনি ব্যক্তি হিসাবে সৎ ছিলেন। কিন্তু তার হাদীস দলীল হিসাবে ংহণীয় নয়, যেমনভাবে “আল-জারহু...” ংহে (৪/২/৪১৮) ংসেহে।

হাদীসটিকে সুযুতী “জামে’উস সাগীর” ংহে ও হায়সামী “আল-মাজমা” ংহে (৪/৭০) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি কোন সনদেই সহীহ নয়। ংটির ংরেকটি সমস্যা রয়েছে তা হেহে সনদে আবু ওবায়দা ও তার পিতা ংদুল্লাহ ইবনু মাস’উদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ আবু ওবায়দা ইবনু মাস’উদ (ং) হতে শ্রবণ করেননি। হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুয়া” ংহে (৪/২০৪) ংদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

যাহাবী মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ-ংর জীবনী ংলোচনা করতে গিয়ে বলেন : ং হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” ংহে (২/১১৫,১১৬) বলেন : ংমি ংমার পিতাকে সেই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেটি মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ ইউসুফ ইবনু ংসবাত হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেন : ং হাদীসটি বাতিল, ং সনদে ংর কোন ভিত্তি নেই।

১৭৭. (لا تَسْقُوْنِي حَلْبَ امْرَأَةٍ).

১৭৬। তোমরা ংমাকে মহিলার দুধ পান করিয়ো না।

হাদীসটি মুনকার।

ংটি ওয়াকী “আল-যুহদ” ংহে (৩/৪৯৪/৪০৮) উল্লেখ করেছেন।

ংছাড়া ইবনু সা’দ “আত-তাবাকাত” ংহে (৬/৪৩) কায়স ইবনু রাবী’ হতে ংন্য দু’টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির ংকাধিক বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্যা রয়েছে।

ংমি (ংলবানী) বলছি : ংটির সনদ দুর্বল, ংককারাচ্ছন্ন। বর্ণনাকারী ইবনু ংবিশ শাইখ ংল-মুহারেবীকে ং হাদীস ব্যতীত ংন্য কোন হাদীসে চেনা যায় না।

ইবনুল ংসীর প্রমুখ ং ভাবেই তাকে সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ংছাড়া বর্ণনাকারী ংসিম ইবনু বুহাযেরের জীবনী পাচ্ছি না।

যাহাবী তার “আল-মীযান” ংহে ংরেক বর্ণনাকরী ইমরুল কায়েস সম্পর্কে বলেন, ংযদী বলেছেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ নয়। ংনুরূপ কথা “লিসানুল মীযান” ংহেও বলা হয়েছে।

বর্ণনাকারী কায়স ইবনু রাবী’ সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” ংহে বলেন : তিনি সত্যবাদী। কিন্তু যখন বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার

পরিবর্তন সাধিত হয়। তার ছেলে যে হাদীস তার না সেটিকে তার উদ্ধৃতিতে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সনদের হাদীসটি তার ছেলে কর্তৃক প্রবেশ ঘটানো হাদীসগুলোর একটি হওয়াটা অবাস্তব নয়।

১৭৭. (مَنْ بَنَى بَيْتًا فِي غَيْرِ ظِلِّ وَلَا اِعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظِلِّ وَلَا اِعْتِدَاءٍ، كَانَ أَجْرُهُ جَارِيًا مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى).

১৭৭। যে ব্যক্তি অট্টালিকা (ইমারাত) তৈরি করল অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন না করে বা কোন গাছ লাগাল অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন না করে, তার সাওয়ার অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দয়াময় আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার সৃষ্টি থেকে একজন তা দ্বারা উপকৃত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/৪৩৮), তাহাবী তার “আল-মুশকিল” গ্রন্থে (১/৪১৬-৪১৭) ও তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২০/১৮৭/নং ৪১০, ৪১১) যুবান ইবনু ফায়েদ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল যুবান হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়ার কারণে, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

তাকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবু হাতিম তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

১৭৮. (مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ؛ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَفْعَلَهُ).

১৭৮। যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন ত্রুটির কারণে ভৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে কর্ম না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৩১৮), ইবনু আবিদ-দুনিয়া “যাম্মুল গীবা” গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৯৬) ও খাতীবুল বাগদাদী (২/৩৩৯-৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। এটির সনদ মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনু মিদান মু'য়ায ইবনু জাবাল (৬)-কে পাননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তাহলে কীভাবে এটি হাসান। এ মুহাম্মাদ ইবনু হাসানকে ইবনু মা'ঈন ও আবু দাউদ মিশখুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ কারণেই সাগানী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (পৃ: ৬) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৮২) ইবনু আবিদ-দুনিয়ার সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান মিথ্যুক।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৯৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটি তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন : এটি হাসান গারীব এবং তার শাহেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তার শাহেদটি মারফু' নয়। তবুও এটির সনদটি দুর্বল সালেহ ইবনু বাশীর আল-মুররীর কারণে। তিনি দুর্বল যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে। এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয় দুর্বল এবং মারফু' না হওয়ার কারণে।

এছাড়া মারফু' হিসাবেও শাহেদ এসেছে, কিন্তু সেটিও দুর্বল। দেখুন “মিশকাত” গ্রন্থের শেষে (৩য় খণ্ড)।

১৭৭. (الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).

১৭৯। মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আসমান ও বর্মীনের আলো হচ্ছে দো'আ।

হাদীসটি জ্বাল।

এটিকে আবু ইয়ালা (৪৩৯), ইবনু আদী (২/২৯৬), হাকিম (১/৪৯২) ও কাযাঈ (৪/২/১) হাসান ইবনু হাম্মাদ আয-যাবী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : এটি সহীহ হাদীস। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু হাসান হচ্ছেন আত-তাল। তিনি কুফীদের অন্তর্ভুক্ত একজন সত্যবাদী।

যাহাবী তার সাথে একমত্য পোষণ করেছেন। এটি যাহাবী হতে দু'টি কারণে মারাত্মক ভুল :

১। এটির সনদে ইনকিতা' অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যা যাহাবী নিজে তার “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে আলী ইবনু হুসাইন ও তার দাদা 'আলী ইবনু আবী তালিব (ؑ)-এর মধ্যে।

২। এ মুহাম্মাদ- ইবনুল হাসান হামদানী। তিনি আত-তাল নন, সত্যবাদীও নন যেমনভাবে হাকিম বলেছেন। বরং তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ আল-হামাদানী, তিনি মিথ্যুক। যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। যাহাবী নিজেই হাদীসটি তার (মুহাম্মাদের) জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, তাকে ইবনু মাঈন প্রমুখ ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যুক হিসাবে আখ্যায়িত করার পরে। অনুরূপভাবে ইবনু আদীও তার জীবনী বর্ণনা করার সময় হাদীসটি

উল্লেখ করেছেন। অতএব সুযুতী কর্তৃক হাদীসটি “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করাটা ভুল।

২। হায়সামী হাদীসটি “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (১০/১৪৭) উল্লেখ করে বলেছেন : এটিকে আবু ই’য়াল্লা বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ রয়েছে, তিনি মাতরুক।

৩। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আত-তাল-এর শাইখ হিসাবে জা’ফার ইবনু মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা হয়নি। তাকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হামাদানীর শাইখ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। এ সনদে যে বলা হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনু যুবায়ের, যুবায়ের শব্দটি “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থের কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে বিকৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণে হাকিম তাকে তাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে তিনি ভুল করেছেন।

১৮০. (إِلَّا أَذْكَمَّ عَلَيَّ مَا يَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِكُمْ وَيَذُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَذَعُونَ لِلَّهِ لِيُكَلِّمَ وَيَهَارِكُمْ، فَإِنَّ الدَّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ).

১৮০। তোমাদেরকে কী আমি নির্দেশনা দিব না এমন বস্তুর যা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে রক্ষা করবে এবং তোমাদের জন্য রিয়ক বর্ধিত করবে? (তা হচ্ছে) তোমরা দিনে ও রাতে আল্লাহকে ডাকবে। কারণ দো’আ হচ্ছে মু’মিনের হাতিয়ার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবু ই’য়াল্লা (৩/৩৪৬/১৮১২) সাল্লাম ইবনু সুলাইম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “মাজমা’উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেন : এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ নামক বর্ণনাকারী আছেন। তিনি দুর্বল।

এ হাদীসটি সহীহ না হওয়ার পিছনে আরো একটি কারণ আছে, সেটি হচ্ছে সাল্লাম ইবনু সুলাইম। তিনি হচ্ছেন তাবিল আল-মাদানী, তিনি মাতরুক, জাল বর্ণনা করার দোষে দোষী। তাকে উল্লেখ করে এ হাদীসের সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। পূর্বে তার একটি জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে (নং ৫৮) সেখানে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তার আরেকটি দুর্বল হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে ২৬ নাম্বারে মুতাবা’য়াত থাকার কারণে। তবে এটি পূর্বেরটির ন্যায় শুধু দুর্বল নয়, বরং জালও বটে।

অতএব এ হাদীসটি কেউ সহীহ বললে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

۱۸۱. (إِنَّ الرِّزْقَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْصِيَّةُ، وَلَا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَغْصِيَّةٌ).

১৮১। অবাধ্যতা রিয়ক কমিয়ে দেয় না এবং তাকে (রিয়ককে) সৎকর্ম বৃদ্ধিও করে না। আর দো'আ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে নাকারমানী (অবাধ্যতা)।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৪৭) এবং ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (১১/২) ইসমাঈল ইবনু ইয়াহুইয়া আত-তাইমী সূত্রে...উল্লেখ করেছেন।

এ সনদটি জাল এ ইসমাঈল মিথ্যুক হওয়ার কারণে, যেমনভাবে আবু 'আলী আন-নাইসাপুরী, দারাকুতনী ও হাকিম বলেছেন।

ইবনু আদী বলেন : তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সবই বাতিল।

এছাড়া আতিয়া আল-আওফী দুর্বল। তার সম্পর্কে ২৪ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মানাবী “জামে'উস সাগীর”-এর শারাহর মধ্যে বলেন, হায়সামী বলেছেন : আওফী দুর্বল। সাখাবী বলেন : এটির সনদ দুর্বল।

কিন্তু হাদীসটির মূল কারণ উদঘাটন করতে তারা সকলে ভুলে গেছেন। সেটি হচ্ছে ইসমাঈলের মিথ্যুক হওয়া। এ কারণেই সম্ভবত সুফুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নের সহীহ হাদীসটি। যেটিকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

“مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَةً”

অর্থ : “যে ব্যক্তি তার রিয়ক বৃদ্ধি করা ও তার হায়াত বৃদ্ধি পাওয়াকে ভালবাসে, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।”

۱۸۲. (خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ؛ مَا لَمْ يَأْتُمْ).

১৮২। তোমাদের সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, তার নিজ বংশের পক্ষে অন্যকে প্রতিরোধ করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ না করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু দাউদ (নং ৫১২০) আইউব ইবনু সুওয়াইদ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আইউব ইবনু সুওয়াইদ-এর কারণে এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। তাকে আহমাদ, আবু দাউদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৩১) বলেন : আমি আমার পিতাকে বলেছি : আইউব ইবনু সুওয়াইদ এবং প্রথম মে বহুটি আমার ইনকার করি সেটি হচ্ছে সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যর হতে উসামা ইবনু মায়্যেদ সূত্রে এ হাদীসটি। উসামা সাঈদ হতে কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

তিনি অন্যত্র (২/২০৯) বলেন : ইবনু মাঈনকে এ আইউব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন : তিনি কিছুই না। সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যর সুরাকা হতে কিছু বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি জাল, এর দরজা হচ্ছে ওয়াকেদীর হাদীস।

মুনযেরী “মুখতাসারুস সুনার” গ্রন্থে (৮/১৮) আইউব ইবনু সুওয়াইদকে এবং সনদের মধ্যে সাঈদ এবং সুরাকার মধ্যে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মানাবী শুধুমাত্র আইউব ইবনু সুওয়াইদকে দুর্বলতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১৮৩. (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).

১৮৩। মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সলাত হবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (পৃ: ১৬১), হাকিম (১/২৪৬) ও বাইহাকী (৩/৫৭) সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-ইয়ামামী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ সুলায়মান, কারণ তিনি নিতান্তই দুর্বল।

তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন : যার সম্পর্কে আমি মুনকারুল হাদীস বলেছি তার হাদীস বর্ণনা করা হালাল নয়।

হাদীসটি সাগানী তার “আল-মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৬) এবং ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/৯৩) উল্লেখ করেছেন।

দারাকুতনী মুহাম্মাদ ইবনু সিক্কীন আশ-শাকারী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদের কারণে হাদীসটি দুর্বল। কেননা তার সম্পর্কে আবু হাতিম “আল-জারহু ওয়াত-তাঈল” গ্রন্থে (৩/২২৮৩) বলেন :

তিনি মাজহুল [অপরিচিত], তার হাদীসটি মুনকার।

যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় না, তার খবর হচ্ছে মুনকার।

দারাকুতনী তার হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

এছাড়া হাদীসটি অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই দুর্বলতার সমস্যা হতে মুক্ত নয়।

১১৪. (إِذَا تَخَلَّمَ عَلَى الْمَرِيضِ فَقَسَّوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَيُطَيَّبُ نَفْسَهُ).

১৮৪। তোমরা যখন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে, তখন তাকে তার মৃত্যুর ব্যাপারে সাধুনা দাও। কারণ তা তার কিছুই প্রতিরোধ করবে না, তবে তা তার হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১৭৭), ইবনু মাজাহ (১/৪৩৯) ও ইবনু আদী (২/৩২৪) মুসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তাইমী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

এটি শারীফ তিরমিযী তার এ কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন হাদীসটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলেন : এর সমস্যা হচ্ছে এ মুসা। ইবনুল জাওযী তার হাদীসকে “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সুন্নাহী তাকে সমর্থন করেছেন, যেমনভাবে ১১২ নাম্বার হাদীসে আলোচিত হয়েছে। যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করার সময় তার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

মানাবী ইমাম বাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার “আল-আযকার” গ্রন্থে বলেন : এটির সনদ দুর্বল।

ইবনুল জাওযী তার “ইলালুল মুতানাহিয়া” গ্রন্থে (২/৩৮৮) বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়।

হাকিম ইবনু হাজার বলেন : তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৪১) বলেছেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি উত্তরে বলেন : এটি মুনকার হাদীস, এটি যেন বানোয়াট, মুসা নিতান্তই দুর্বল।

১১৫. (الْحَمْدُ لِلَّهِ، ذَقْنِ الثَّنَاتِ مِنَ الْمَكْرَمَاتِ).

১৮৫। আল-হামদুলিল্লাহ, মেয়েদের দ্বারা সন্মানজনক কর্ম সমূহের অঙ্গীকৃত।

হাদীসটি আল-ফাসসী (১৩৫/১০) হতে “আল-ইলাল-নাত”

এটি ইয়াকুব আল-ফাসসী “আল-মারিকাহ” (৩/১৫৯) গ্রন্থে, তাবারানী “আল-মুজাব্বাল কাযীর” (৩/১৪৪/২), “আল-আওয়াত” গ্রন্থে (১/৭৬/২) ও “মুসানাদ শামেরান” (২৪০৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাযযার, আবুল কাশিম আল-মেহরানী, খাতাব বাসাদানী, কাযাঈ এবং ইবনু আসাকিরও আরাক ইবনু খালিদ ইবনে ইয়াযীদ সূত্রে উসমান ইবনু আতা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : নাবী (ﷺ) হতে এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে হাদীস বর্ণনা করা হয়নি।

মেহরানী বলেন : এটি গারীব। উসমান ইবনু আতা এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৩৬) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। উসমান দুর্বল। তার পিতা হেফযের দিক দিয়ে নিয়মানের। আরাক ইবনু খালিদ শক্তিশালী নন। মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান আল-কুরাশী দুর্বল, তিনি হাদীস চুরি করতেন। তিনি আরো বলেন : আমি আমার শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আনমাতী হতে শুনেছি; তিনি আল্লাহর নামে কসম করে বলেন : এ সংক্রান্ত বিষয়ে রসূল (ﷺ) কখনও কিছুই বলেননি।

সুযুতী তার (ইবনুল জাওয়ীর) এ বক্তব্যকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৩৮) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে “জামে‘উস সাগীর”-এর ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

সাগানী হাদীসটি তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ:৮) উল্লেখ করেছেন।

১৮৭. (نَقْنُ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ).

১৮৬। মেয়েদের দাফন করা সম্মানজনক কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/৮০) এবং খাতীব বাগদাদী (৭/২৯১) হুমায়দ ইবনু হাম্মাদ সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। হুমায়দ ইবনু হাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসটি নিরাপদ নয়।

আবু দাউদ বলেন : এটি দুর্বল।

ইবনুল জাওয়ী হাদীসটির এ কারণই বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৩৫) উল্লেখ করে বলেছেন : হুমায়দ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুযুতী তার (ইবনুল জাওয়ীর) এ বক্তব্যকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৩৮) সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে ইবনু আদীর কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

ইবনুল জাওয়ী এটিকে জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন। যাহাবী এবং লেখক (সুযুতী) তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

১৮৭. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ - مُسْنَدُ مَكَّةَ - فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَشْرِينَ وَمِائَةً رَحْمَةً: سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ، وَارْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ، وَعَشْرِينَ لِلشَّاطِرِينَ).

১৮৭। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদের (মক্কার মসজিদ) অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক দিনে ও রাতে একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি সলাত আদায়কারীদের জন্য আর বিশটি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য।

হাদীসটি য'ঈফ।

এটি তাবারানী “আল-আওসাত” (১/১২৩/২) ও “আল-কাবীর” গ্রন্থে (১১৪৭৫) ইউসুফ ইবনু ফায়েয হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইবনু আসাকির (৯/৪৭৬/২) ও যিয়া “আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতিহী বিমারু” গ্রন্থে হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু সাফর আত-দামেস্কী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি সম্পর্কে তাবারানী বলেন : এটি আওয়া'ঈ হতে ইবনুস সাফর ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আসাকির আব্দুর রহমান ইবনুস সাফরের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে ইবনু মান্দার উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, তিনি (আব্দুর রহমান) মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য]। যাহাবীও তার অনুসরণ করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী “ইলালুল মুতানাহিয়া” গ্রন্থে (২/৮২-৮৩) বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ ইউসুফ ইবনুস সাফর এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরুক, যেমনভাবে দারাকুতনী ও নাসাঈ বলেছেন। দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। ইয়াহ'ইয়া বলেন : তিনি কিছুই না।

হায়সামীও তাকে মাতরুক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তাকে বলা হয় ইবনুল ফায়েয। ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৩/১৩৬-১৩৭) ও আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১১৬, ৩০৭) এরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেন :

ইউসুফ ইবনু ফায়েয আওয়া'ঈ হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/২৮৭) বলেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বলেন : এ হাদীসটি মুনকার, ইউসুফ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মাতরুরের ন্যায়।

তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি বহু বার্তা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেন : তাকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি ইচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু সাকফর।

ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন : কেউ কেউ তার নাম এমনই রেখেছেন। সঠিক নাম হচ্ছে ইউসুফ ইবনু সাকফর। তিনি মাতরুর। তাকে ইমাম বুখারী উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সাকফর, তিনি জালা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া যে সব সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়।

১৯৮ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ، وَعِشْرِينَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، عِشْرِينَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ)

১৮৮। নিচয় আল্লাহ তা'আলা প্রতি দিন একশতটি রহমত শাবিল করেসে। তার ষাটটি বায়তুল্লাহকে অওয়াফ করীদের জন্য, বিশটি সকাবলীদের জন্য এবং বিশটি সকল মানুষের জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (১/৩১৪) খাতীব বাগদাদী দ্বারা "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৬/২৭) ও বাইহাকী (৩/৪৫৪-৪৫৫) মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়া সবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ইবনু মু'য়াবিয়া সম্পর্কে ইবনু মাদীন ও দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যাক।

দারাকুতনী আরো বলেন : তিনি হাদীস জাল করছেন।

যাহাবী তার জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

১৯৯ (إِنَّكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الشُّمُسِ، فَلَيْتَهَا لَكُمُ الْثَوْبُ وَتَتَوَّعُ الرِّيحُ، وَتُظَرُّ الْمَاءُ الْفَيْنِ)

১৮৯। তোমরা ও জামাদেরকে সূর্যের আলোয় শুকানো হলে রক্ত কণা বেরিয়ে আসবে। কাপড়কে পুরাতন করে দেয়, বাতাসকে দুর্গন্ধবুজু করে দেয় এবং সুবাসিত রোগকে প্রকাশ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম আল-মুস্তাদরক' গ্রন্থে (৪/৪১১) মুহাম্মাদ ইবনু সযিয়াদ আত-তাহান সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হাকিম হাদীসটির উপর হুকুম লাগানো হতে চূপ থেকেছেন।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটি তাহান কর্তৃক জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুযতী হাদীসটিকে “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানবী যাহাবীর এ কথা দ্বারা তাঁর সমালোচনা করেছেন।

অতঃপর মানবী বলেছেন : লেখকের উচিত ছিল এটিকে মুছে ফেলা।

১৯০। এত্যেকের মাথায় কুঠি রোগের ভিত্তি রয়েছে যা (মুমতাজুল্লাহ) গড়গিড় শব্দ করে। অতঃপর তা যখন অস্থিরতায় ভুগে তখন আল্লাহ তার উপর সর্দি চাপিয়ে দেন। অতএব তোমরা তার জন্য ওষুধ ব্যবহার করো না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৪১১), অনুরূপভাবে কাসিম আস-সারকাসতী “পারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (২/১৫৪/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটির উপর কোন প্রকার হুকুম লাগানো হতে চূপ থেকেছেন।

এ কারণে যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন, আমি বলছি : সম্ভবত এটি বানেনয়াট কুদায়মী (কুরানী) মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনুল জাওয়াই হাদীসটিকে “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/২০৫) কুদায়মী লব্ধ তার সনদে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হচ্ছেন কুদায়মী; তিনি হাদীস জালকারী।

সুযতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪০২) তাঁর এ কথাকে সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি দাইলামী (৪/২২) ইবনু আল-সুন্নে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মানসুর রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মানসুর অথবা তার শাইখ হুসাইন ইবনু ইউসুফ আল-ফাহহাম আমার নিকট মিথ্যার দোষে দোষী। তার এ শাইখকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ইবনু আসাকির মাজহুল [অপরিচিত] বলেছেন।

যাহাবী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আবু হাফস ফাল্লাসের উদ্ধৃতিতে রাফেযী এবং জাহমিয়াদের অভিশাপ করতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। জানা যায় না তিনি কে? অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারীকেও চিনি না।

১৭১. (الْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ، وَفِي لَفْظِ: الْمَسْكِينِ).

১৯১। জুম'আহ হচ্ছে ফকীরদের হজ্জ, (অন্য ভাষায়) মিসকীনদের হজ্জ।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'রাইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৯০), কাযাঈ (নং ৭৯) ও ইবনু আসাকির (১১/১৩২) ইবনু আব্বাস (ؓ) হতে প্রথম শব্দে এবং ইবনু যানজুবিয়াহ ও কাযাঈ (৭৮) দ্বিতীয় শব্দে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে।

এটির সনদে ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হাশেমী ও তার শাইখ মুকাতিল রয়েছেন।

হাফয ইরাকী বলেন : সনদটি দুর্বল।

যাহাবী হাদীসটি ঈসার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস, মাতরুক। সাখাবী বলেন : মুকাতিল দুর্বল, অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী ঈসাও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : মুকাতিল মিথ্যুক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে ওয়াকী' হতে নকল করা হয়েছে এবং তার থেকে বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু ইব্রাহীম নিতান্তই দুর্বল। বুখারী ও নাসাঈ বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

এ জন্যেই সাগানী হাদীসটিকে "আহাদীসুল মাওযু'আহ" গ্রন্থে (পৃ: ৭) উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযীও "আল-মাওযু'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুযুতী নিজে তা সমর্থন করেছেন, তবে নিম্নের বাক্যে :

১৭২. (الْبُحَاثُ عَمَّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي، وَالْجُمُعَةُ حَجُّ فُقَرَاءِنَا).

১৯২। মোরগ হচ্ছে আমার উম্মাতের দরিদ্রদের ছাগল এবং জুম'আহ হচ্ছে আমাদের দরিদ্রদের হজ্জ।

হাদীসটি জাল।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক "মাজরুহীন" গ্রন্থের (৩/৯০) বর্ণনা হতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযু'আত" গ্রন্থে (৩/৮) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ-মাহমাশ আন-না'ইসাপুরী সূত্রে হিশাম ইবনু ওবায়দিলাহ হতে ...উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : ইবনু হিব্বান বলেন : এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। হিশাম হচ্ছেন এমন এক বর্ণনাকারী যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

দারাকুতনী বলেন : হাদীসটি মিথ্যা, মাহমাশ হাদীস জাল করতেন।

সযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৮) তা সমর্থন করেছেন।

ইবনু আররাক “তানযীহশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/২৩৬) বলেন : হাফিয যাহাবী “তাবাকাতুল হফফায” গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন হাদীসটি সহীহ নয়।

সহীহ নয় এ কথা দ্বারা হাদীসটি জাল নয় এমন কিছু বুঝানো ঠিক হবে না, দু’টি কারণে :

১। হাদীসটি স্পষ্টত জাল এ কারণই তার প্রমাণ বহন করছে। কারণ এটিকে একজন জালকারী বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া দারাকুতনী স্পষ্ট করেই বলেছেন : এটি মিথ্যা হাদীস এবং ইবনু হিব্বান বলেছেন বাতিল।

২। ‘এটি সহীহ নয়’ কথাটি হাদীসটি জাল এ কথা বিরোধী নয়, বরং বহু সময় দেখা যায় এ শব্দটি জাল শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এখানেও সেরূপ। কারণ যাহাবী নিজেই হিশাম ইবনু ওবায়দিল্লাহর জীবনীতে ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় এ হাদীসটিসহ আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : উভয়টিই বাতিল।

মানাবী যাহাবী হতে নকল করেছেন (৬/১৬৩) যে, তিনি “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন : এ দু’টো হাদীসই বানোয়াট। অতএব ইবনু আররাক কর্তৃক এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, যাহাবী জাল হিসাবে উল্লেখ করেননি, সঠিক নয়।

১৭৩. (مِنْ سَعْلَةِ الْمَرْءِ خُفَّةٌ لِحَبِيلِهِ).

১৯৩। পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে তার হালকা পাতলা দাড়িতে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (১/৩৬০), তাবারানী (৩/২৮২/১), ইবনু আদী (২/৩৫৮) ও খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৪/২৯৭) ইউসুফ ইবনু গারাক সূত্রে সুকায়েন ইবনু আবী সিরাজ হতে, তিনি মুগীরা ইবনু সুওয়াইদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন : সুকায়েন মাজহুল, মুনকারুল হাদীস। মুগীরা ইবনু সুওয়াইদও মাজহুল। এ হাদীসটি সহীহ নয়। এছাড়া ইউসুফ ইবনু গারাক মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন : সুকায়েন নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/১৬৪-১৬৫) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইউসুফ ইবনু মুরাক রয়েছে। তার সম্পর্কে আয়দী বলেন : তিনি মিথ্যাক।

হাদীসটি ইবনু জাওযী "আল-মাজমা' আত" গ্রন্থে (১/১৬৬) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ সূত্রে বাকিয়া ইবনু ওয়ালাদ হতে উল্লেখ করেছেন। এ সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদকে ইয়াহইয়া দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর বাকিয়া হচ্ছেন মুদাল্লিস। এছাড়া তার শাইখ আবুল ফযলও দুর্বল।

ইবনু আদীর বর্ণনায় অন্য এক সূত্রের বর্ণনাকারী আবু দাউদ আন-নাখ'ঈ হচ্ছেন একজন জালকারী। তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু আদী বলেন : (২/১৫৩) এ হাদীসটি তিনিই জাল করেছেন।

ইবনু আদীর আরো এক সূত্রের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হুসাইন ইবনুল মুবারাক; তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি বিভিন্ন সনদে মুনকার বা কো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনাকারী ওয়াক; তিনি কিছুসই সমকক্ষ নন। তার সনদে হুসাইন সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

যাহাবী তার দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি সে দু'টোর একটি উত্তোলন বলেছেন : এটি মিথ্যা। তার এক সূত্রের মুফ্রি ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

সুযুতীও হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে তার "আল-ফাতাওয়া" (২/২০৫) গ্রন্থে একমত্য পোষণ করেছেন।

বাকিয়া সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে আবু হাতিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এ হাদীসটি জাল বাতিল।

ইবনু কুতাইবা "মুখতালাফুল হাদীস" গ্রন্থে (৯০) উল্লেখ করেছেন : হাদীসটির একটি সম্পর্কে বলেছেন : হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

إِنَّ هَذِهِ الشَّيْءُ الْمُبْرَكَةُ رَيْنُ الرِّيْتُونِ، وَوَأَوَّلُهُ مِنْ الْبَيْسُوزِ).

১৯৪৮ সালে বরকতপূর্ণ মীমতুনী গাছের ফল গ্রহণ করে এবং ঐ বস্তু হিসাবে ব্যবহার কর, কারণ তা অর্ধ রোগের আরোগ্যকারী।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটিকে তাঁরবারানী "আল-মুজাম্মিল কাবীর" গ্রন্থে (১৭/২৪৭/৭৭৪) এবং তার থেকে আবু নু'য়াইম "আত্ত-তিব্ব" গ্রন্থে (২/৮০) উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে তার পিতা হতে, তার পিতা ইবনু লাহী'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৭৯) বলেন :

আমার পিতা হতে শুনেছি : তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে উসমান ইবনু সালেহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ...। অতঃপর বলেছেন : এটি একটি মিথ্যা হাদীস।

যাহাবী তার "আল-মীশান" গ্রন্থে এ কথাকে সমর্থন করে এটির কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন :

আবু যুর'য়াহ বলেছেন : উসমান মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি খালিদ ইবনু নাজীহ-এর সাথে হাদীস লিখতেন। আর এ খালিদ তাদেরকে লিখে দিতেন সে সব কিছু যা তারা তাদের শাইখ হতে শুনেনি।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে (১/২/৩৫৫) খালিদ ইবনু নাজীহ-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার পিতা হতে নকল করে বলেছেন :

তিনি (খালিদ) উসমান ইবনু সালেহ মিসরী, লাইস-এর কাতিব আবু সালেহ ও ইবনু আবী মারইয়াম-এর সাথে থাকতেন। তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন এবং সেগুলো ইবনু আবী মারইয়াম এবং আবু সালেহ-এর গ্রন্থে গুলোতে ঢুকিয়ে দিতেন। যে হাদীসগুলো আবু সালেহ হতে ইনকার করা হচ্ছে, ধারণা করা হচ্ছে সেগুলো তারই জালকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি : স্পষ্ট ব্যাপার এই যে, এ হাদীসটি খালেদ কর্তৃক জালকৃত। তার পক্ষে উসমান ইবনু সালেহের মধ্যে সন্দেহ ঢুকানো সম্ভব হয়েছে যে, এটি তিনি তার শাইখ ইবনু লাহী'য়াহ হতে লিখেছেন।

কিন্তু সুযুতীর নিকট হাদীসটির কারণ লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। ফলে তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এজন্য মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

১৭০. (إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِئَتَهُ؛ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوزِنُ الْعَمَى).

১৯৫। তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রী বা তার দাসীর সাথে মিলিত হবে; তখন যেন তার গুণ্ডাঙ্গের দিকে দৃষ্টি না দেয়। কারণ তা অন্ধ সন্তান জন্ম দিবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৭১) ইবনু আদীর (১/৪৪) বর্ণনায় হিশাম ইবনু খালিদ হতে, তিনি বাকিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন, ইবনু হিব্বান বলেছেন : বাকিয়া মিথ্যুকদের থেকে বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন। তার কিছু সাথী ছিল যারা তার হাদীস হতে দুর্বল বর্ণনাকারীদেরকে সরিয়ে দিত। এ হাদীসটি ইবনু যুরায়েজ হতে কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর। অতঃপর তিনি তার থেকে তাদলীস করেছেন। এটি জাল (বানোয়াট)।

সুহূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭০) বলেছেন : ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে তার পিতা হতে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু সালাহ বাকিয়া কর্তৃক ইবনু যুরায়েজ হতে শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইবনু আবী হাতিম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বাকিয়া থেকে বর্ণনাকারী হিশাম হতে এ ভুল সংঘটিত হয়েছে। মূলত এটি তিনি ইবনু যুরায়েজ হতে শ্রবণ করেননি। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন : এ তিনটি হাদীস বানোয়াট, এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

তার এ কথাকে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এছাড়া সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যখন আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশাকে বৈধ করেছেন, তখন এটি বোধগম্য নয় যে, তিনি তার গুণ্ডাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করবেন!

এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই শক্তি যোগাচ্ছে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি। তিনি বলেন : “আমি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) উভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে রাখা একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং তিনি (পানি নিতে) আমার চাইতে অগ্রণী হতেন, তখন আমি বলতাম : আমার জন্য ছাড়ুন আমার জন্য ছাড়ুন’ (বুখারী, মুসলিম)।

ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় সুলায়মান ইবনু মূসার সূত্রে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর গুণ্ডাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে কিনা তাঁকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি বলেন : আমি এ বিষয়ে আতাকে জিজ্ঞাসা করলে; তিনি বলেন : আমি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (১/২৯০) বলেন : এটি ব্যক্তি কর্তৃক তার স্বীয় গুণাগুণের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয হওয়ার দলীল।

এটি যখন স্পষ্ট হচ্ছে, তখন গোসলের সময় এবং সজ্জা করার সময় দৃষ্টি দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব হাদীসটি বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে।

১৭৬. (إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَنْتَظِرُ إِلَى الْقَرْجِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَفَى، وَلَا يُكْتَبَرُ الْكَلَامُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ).

১৯৬। তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সজ্জা করবে, তখন গুণাগুণের দিকে দৃষ্টি দিবে না, কারণ তা অন্ধ সন্তান ভূমিটের কারণ এবং বেশী বেশী কথা বলবে না; কারণ তা বোবা সন্তান ভূমিটের কারণ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৭১) আযদীর বর্ণনা হতে ...উল্লেখ করেছেন। যার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আকির রহমান আল-কুশায়রী রয়েছে। তার সম্পর্কে খালীলী তার “মাশিখাত” গ্রন্থে বলেন : তিনি শামী। এ হাদীসটি তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুনকার বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা। তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী, নির্ভরযোগ্য নন। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক, মাতরুকুল হাদীস।

“লিসানুল মীযান” গ্রন্থে দারাকুতনী হতে বর্ণনা করা হয়েছে; তিনি বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

উকায়লী মিস‘য়ার হতে তার হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেন : মুনকারুল হাদীস, তার কোন ভিত্তি নেই, তার অনুকরণও করা যায় না। কারণ তিনি (কুশায়রী) মাজহুল [অপরিচিত]।

অনুরূপ কথা ইবনু আদীর “আল-কামিল” গ্রন্থেও (৬/২২৬১) এসেছে।

১৭৭. (لَا تُكْتَبَرُ الْكَلَامُ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ وَ الْغَفَاة).

১৯৭। নারীদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় তোমরা বেশী কথা বলবে না, কারণ তা থেকে বোবা ও ধবল রোগের সৃষ্টি হয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির তার সনদে (৫/৭০০) আবুদ-দারদা হাশিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-আনসারী পর্যন্ত ...বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭০-১৭০) ইবনু আসাকির-এর বর্ণনায় হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে চূপ থেকেছেন, অথচ (দুই হওয়ার জন্য) তার চারটি কারণ রয়েছে :

১। এটি মুরসাল; এ কাবীসা যিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাবেঈ, সাহাবী নন।

২। যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামীমী হচ্ছেন বিতর্কিত ব্যক্তি। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন : তার থেকে শামীদের বর্ণনা সহীহ নয়। এ কারণে এ বর্ণনাটি দুর্বল। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদ হতে বর্ণনা করে বলেন : যৌ যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্যজন। আবু হাতিম বলেন : তিনি শামীদের সম্মুখে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার হেফয হতে, ফলে তার দ্বন্দ্ব তুল সংঘটিত হয়েছে।

“আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে তিরমিযী “আল-ইলাল” গ্রন্থে বলেন : আমি ইমাম বুখারীকে যুহায়ের কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন : আমি এ শাইখ হতে পরহেজ করি, তার হাদীস যেন বানোয়াট, আমার নিকট এ যুহায়ের- ইবনু মুহাম্মাদ নন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি তার থেকে শামীদের বর্ণনায় এসেছে : অতএব তা তার হাদীসটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

৩। খায়রান ইবনু আলা প্রসিদ্ধ নন। তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি।

যাহাবী যখন তার জীবনী বর্ণনা করেছেন, তখন বলেছেন : তাকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে অথচ তার মুনকার হাদীস রয়েছে।

৪। আমি আবুদ-দারদা হাশিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সালেহু আনসারীর জীবনী পাচ্ছি না।

মোটকথা : হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এটি মুনকার।

১৭৮. (مَنْ أَمْسَيْنَ بِمَصِيْبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ، وَكُتِبَ لَهَا، وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ).

১৯৮। যে ব্যক্তি তার সম্পদ বা তার শরীরে কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হবে। অতঃপর তা গোপন রাখবে এবং তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে না। আল্লাহর উপর তাকে ক্ষমা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১২৩/১) এবং ইবনু হিব্বান “আল-মাজরুহীন” গ্রন্থে (১/২০২) হিশাম ইবনু খালিদ সূত্রে বাকিয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (২/৩৩১) বলেন : হাদীসটি তাবারানী “আল-কাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তাতে বাকিয়া রয়েছে, তিনি মুদাল্লিস।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আবী হাতিম তার “আল-ইলাল” গ্রন্থে তাবারানীর সূত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : হাদীসটি জাল (বানোয়াট), এটির কোন ভিত্তি নেই।

যাহাবী আবু হাতিমের কথাকে সমর্থন করেছেন।

১৯৫ নং হাদীসে এ বাকিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : ইবনু হিব্বান বলেছেন : এ হাদীসটি এমন এক কপি হতে আমরা লিখেছি যে কপি সবই বানোয়াট।

সুযুতী এ দুই ইমাম কর্তৃক হাদীসটিকে জাল হিসাবে হুকুম লাগানোর পরেও সে দিকে লক্ষ্য না করে তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৭৭. (حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ، وَيُحَسِّنَ لِدَبَّةِ).

১৯৯। পিতার নিকট পুত্রের প্রাপ্য এই যে, সে তার সুন্দর নাম রাখবে এবং তাকে উত্তম রূপে আদব শিক্ষা দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু মুহাম্মাদ জা’ফার ইবনু মুহাম্মাদ আস-সীরাজ আল-ক্বারী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৫/৩২/১-৯৮ পর্যন্ত) এবং মুহাম্মাদ ইবনু আদিল ওয়াহিদ আল-মাকদেসী (যিয়া) “আল-মুনতাকা মীন মাসমু’য়াত” গ্রন্থে (৪/২৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা সূত্রে তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল-ক্বারী বলেন : এটি গারীব, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা তা জানি না, তিনি নিতান্তই দুর্বল, তবে তার পিতা নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলকে ইবনু আবী শায়বাহ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

ফাহ্বাস বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইমাম আহমাদ বলেন : তার হাদীস মিথ্যুকদের হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

অপর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আল-মাদায়েনী মাতরুক, যেমনভাবে দারাকুতনী ও হাকিম বলেছেন।

এ হাদীসটি অন্য এক সনদে আবু বাক্র আল-জাসাস “আহকামুল কুরআন” গ্রন্থে (৩/৫৭৪) এ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হতেই জাবারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ জাবারা হচ্ছেন ইবনুল মুগাল্লিস। তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইবনু নুমায়ের বলেন : তার জন্য হাদীস জাল করা হত। অতঃপর তিনি সেটি বর্ণনা করতেন অথচ তিনি তা জানতেন না।

২০০. (الْحَجُّ جِهَادًا، وَالْعُمْرَةُ نِطْوَعٌ).

২০০। হজ্জ হচ্ছে জিহাদ আর উমরা হচ্ছে সেচ্ছাসেবক স্বরূপ (নফল)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/২৩২) ও ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (১/২৮৬) হাসান ইবনু ইয়াহুইয়া আল-খুশানী সূত্রে উমার ইবনু কায়েস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ এ উমার ইবনু কায়েস মগল হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাকে আহমাদ, ইবনু মাঈন, ফাল্লাস, আবু যুর'য়াহ, বুখারী, আবু হাতিম, আবু দাউদ, নাসাই প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং হাসানও দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তারা উভয়েই মাতরুক। প্রথমটি সম্পর্কে আহমাদ বলেন : তার হাদীসগুলো বাতিল।

হাসান সম্পর্কে নাসাই বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুক।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর তার একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এটি বানোয়াট।

ইবনু আবী হাতিম বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন : এ হাদীসটি বাতিল।

কিন্তু হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (৪/৩৪৮) সাঈদ ইবনু সালেম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুরসাল এবং বর্ণনাকারী সাঈদ দুর্বল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। এ জন্যেই বলা হয়েছে হাদীসটি দুর্বল।

২০১. (مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ، فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ؛ إِلَّا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، حَتَّى تَرُدَّ إِلَيْهِ رُوحُهُ، وَمَرَّتْ بِمُوسَى لَيْلَةٌ أَسْرَى بِي وَهُوَ قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ بَيْنَ عَائِلَةٍ وَعَوِيلَةٍ).

২০১। প্রত্যেক নাবীই মৃত্যুবরণ করেন, অতঃপর চল্লিশ দিন পর কবরে তাঁর নিকট তাঁর আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। আমি আমার মে'রাজের রাতে মুসাকে অভিক্রম করছিলাম এমনভাবে যাতে যে, তিনি তাঁর কবরে পরিবারবর্গের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/৩৩৩) তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আহমাদ তাবারানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এটি “মুসনাদুশ শামীয়ীন” গ্রন্থে (পৃ: ৬৪) এসেছে। ইবনু আসাকিরও (১৭/১৯৭/১) হাসান ইবনু ইয়াহুইয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাসান ইবনু ইয়াহুইয়া আল-খুশানী মাতরুক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসটিতে আলোচনা করা হয়েছে। তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/২৩৯) ও (১/৩০৩)- ইবনু হিব্বান কর্তৃক “মাজরুহীন” গ্রন্থের (১/২৩৫) বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন :

এটি বাতিল, খুশানী নিতান্তই মুনকাররুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার ইবনু হিব্বান হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল, বানোয়াট।

অতঃপর তিনি তা “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে (২/৩২৭) সমর্থন করেছেন।

যাহাবীও “আল-মীযান” গ্রন্থে এ খুশানীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার থেকে অনুরূপ ভাষ্য বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থেও উল্লেখ করে তিনিও তা সমর্থন করেছেন।

সুযুতী সকলের বিপরীত কথা বলে “আল-লা'আলী” গ্রন্থে (১/২৮৫) ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটি হাসান স্তরে পৌঁছে যায়। এ কথা বলার পর তার সমর্থনে আরো যে সব কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি বলেছেন যে, তাকে (খুশানীকে) জালকরা বা মিথ্যার সাথে জড়িত করা হয়নি। কিন্তু ইবনু হিব্বান স্পষ্টভাবে বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। এ কথা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি (আলবানী) মনে করি এ হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর নিম্নের সহীহ হাদীস বিরোধী :

“مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ”

“যে কেউ আমাকে সালাম প্রদান করলে আল্লাহ তা'আলা আমার আত্মাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেন যাতে করে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।”

এটি আবু দাউদ (১/৩১৯), বাইহাকী (৫/২৪৫) ও আহমাদ (২/৫২৭) হাসান দরজার সনদে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন “সিলসিলাহ সহীহাহ” (২২৬৬)।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, রসূল (ﷺ)-এর আত্মা তাঁর শরীরে সর্বদা স্থায়ী নয় বরং তাঁকে তা ফিরিয়ে দেয়া হয় যাতে করে তিনি মুসলমানদের সালামের উত্তর দিতে পারেন। অপর পক্ষে জাল হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সকল নাবীর আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি এটি সহীহ হয় তাহলে কীভাবে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য তাঁর শরীরে তাঁর আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয়? এটি বোধগম্য নয়। বরং দু'টির মাঝে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। একটি পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। অতএব যেটি মুনকার সেটিই পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত।

এছাড়া শাহেদ হিসাবে সুযুতী যে হাদীসটি (কোন নাবী তার যমীনের কবরে চল্লিশ দিনের বেশী অবস্থান করেননি। অন্য বর্ণনায় এসেছে: উঠিয়ে নেয়া হয়) বর্ণনা করেছেন সেটিও সহীহ নয়, বরং মাকতূ'। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত সেটি ইসরাঈলীদের বর্ণনা। [মুকতূ'র অর্থ দেখুন (৫৪) পৃষ্ঠায়]।

তার এ বর্ণনা অনুযায়ী চল্লিশ দিনের বেশী কবরে থাকেন না বরং উঠিয়ে নেয়া হয়। তাহলে তাঁদের আত্মা ফিরিয়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ তাঁদের শরীরগুলো তো কবরেই অবশিষ্ট নেই, কিসের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া হবে?

২০২. (إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَتْرَكُونَ فِي قُبُورِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَخَ فِي الصُّوَرِ).

২০২। নাবীগণকে তাঁদের কবরে চল্লিশ রজনীর পরে অবশিষ্ট রাখা হয় না, তবে তাঁরা আল্লাহর সম্মুখে সিংগায় ফুঁক না দেয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করতে থাকবেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে বাইহাকী “কিতাবু হায়াতিল আমিয়া” গ্রন্থে (পৃ: ৪) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি জাল। কারণ এর বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আলী আল-হাসনাবী মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি হাকিমের শাইখ, হাকিম নিজে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বলেন : তার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয়।

আল-খাতীব বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ জুরজানী আল-কুশী বলেন : তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে আবুল আব্বাস আল-আসামও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

সনদের আরেক বর্ণনাকারী আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাসকে চিনি না। তার শাইখ ইসমাঈল ইবনু তালহা ইবনু ইয়াযীদের জীবনী পাচ্ছি না। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আবী লায়লা দুর্বল। তার স্মরণশক্তি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিনি এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

সুযুতী হাদীসটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৮৫) পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দু’ দিক দিয়ে তা সঠিক নয় :

১। এটি বানোয়াট, এ ব্যাপারে উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

২। এ হাদীসটিকে যার জন্য শাহেদ হিসাবে বলা হচ্ছে এটি তার বিরোধী। কারণ এ হাদীসে বলা হচ্ছে চল্লিশ দিন পরে নাবীগণকে তাদের কবরে অবশিষ্ট রাখা হবে না (যদিও এটি জাল) এবং পূর্বেরটিতে বলা হয়েছে তাঁর আত্মাকে কবরের মধ্যে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে! এটি কোথায় আর সেটি কোথায়? একটি অপরটির বিরোধী।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ হাদীস বিরোধী যা এটির জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

২০৩. (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي؛ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا؛ وَكَلَّ بِهَا مَلَكٌ يَبْلُغُنِي، وَكُفِّي بِهَا أَمْرٌ نَبِيَّاهُ وَالْأَخْرِيَهُ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا).

২০৩। যে আমার কবরের নিকট আমার প্রতি দূরদ পাঠ করবে; আমি তা শ্রবণ করি এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি দূর হতে দূরদ পাঠ করবে; একজন কেরেশতাকে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হবে এবং তা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকারী হয়ে যাব।

হাদীসটি এভাবে জাল।

হাদীসটি ইবনু সাম‘উন “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/১৯৩/২), খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৩/২৯১-২৯২) এবং ইবনু আসাকির (১৬/৭০/২) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সূত্রে আ‘মাশ হতে এবং তিনি আবু সালেহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সূত্রে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/ ৩০৩) উকায়লীর বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন সুন্দী আস-সাগীর; তিনি মিথ্যুক। উকায়লী বলেন : এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৮৩) বলেছেন : এটিকে বাইহাকী এ সূত্রেই “শু'য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে বর্ণনা করে তার শাহেদগুলোও উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সুযুতী যে শাহেদগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর কোন কোনটি আবার সহীহ, যেমন : **“إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ”** “নিশ্চয় যমীনের মধ্যে আল্লাহর কিছু ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছেন যারা আমার নিকট আমার উম্মাতের সালামগুলো পৌঁছে দেন।”

এছাড়া আরেকটি হাদীস ২০১ নং হাদীসের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীসগুলো আলোচ্য হাদীসটির পুরো অংশের জন্য শাহেদ হতে পারে না। তবে সালাম যে নাবী (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে এ অর্থ যে উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় শুধুমাত্র সেটুকুর শাহেদ হতে পারে। অবশিষ্ট অংশগুলোকে বানোয়াটই বলতে হবে।

এছাড়া মুতাবা'য়াত হিসাবে যেসব বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

ইবনু তাইমিয়া “মাজমু'উ ফাতাওয়া” গ্রন্থে বলেছেন (২৭/২৪১) : এ হাদীসটি বানোয়াট, এটি মারওয়ান আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সকলের ঐক্যমতে মিথ্যুক।

মোটকথা : যে অংশটুকু প্রমাণ বহন করছে যে, সালাম দিলে তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, এ অংশটুকু সহীহ, বাকী অংশগুলো সহীহ নয় বরং সেগুলো বানোয়াট।

২০৪. (مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِي، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي الْمَقْدِسِ؛ لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهُ فِيمَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ).

২০৪। যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর ভিয়ারত করবে, একটি যুদ্ধে লড়াই করবে এবং কুদুস নগরীতে আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করবে; আল্লাহ তাকে ঐ বস্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না যা তার উপর স্বরূপ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সাখাবী “আল-কাওলীল বাদী” গ্রন্থে (পৃ: ১০২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি জাল, স্পষ্টতই এটি বাতিল।

ইবনু আব্দিল হাদী বলেন : এ হাদীসটি যে, রসূল (ﷺ)-এর উপর বানানো হয়েছে, যাদের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাদের তাতে কোন প্রকার সন্দেহ

থাকতে পারে না। যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সেই জানে যে, এটি সুফিয়ানের উপর জালকৃত হাদীস।

এ হাদীসটির সনদে আবু সাহাল বাদর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাসীসী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাসান ইবনু উসমান যিয়াদী হতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী হাদীসটি তার “যায়লুল আহাদীসিল মওযুআহ” গ্রন্থে উল্লেখ করে (নং ৫৭১, পৃ:১২২) বলেছেন : যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল। তার সমস্যা হচ্ছে উক্ত বাদর।

২০০. (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْلَمُ عَلَى شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ؛ إِلَّا آتَاهُ وَمَلَائِكَةُ رَبِّي رُتْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ قَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: وَمَا يُقَالُ لِكُرَيْمٍ فِي حَبْرَتِهِ وَجِزَانِهِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حِفْظِ الْجَوَارِ وَحِفْظِ الْحَبْرَةِ؟)

২০৫। পূর্ব-পশ্চিমে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রদান করবে, আমি ও আমার প্রভুর কেরেশতাগণ তার সালামের উত্তর প্রদান করব। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল! মদীনাবাসীদের অবস্থা কী হবে? (উত্তরে) তাকে বললেন : পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি দয়াশূ ব্যক্তি সম্পর্কে কিইবা বলার আছে, যে পাড়া-প্রতিবেশীকে হেঁকাযাত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন?

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে উল্লেখ (৬/৩৪৯) করে বলেছেন :

মালেকের হাদীস হতে এটি গারীব, আবু মুস'য়াব এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু মুস'য়াব-এর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু আবী বাকর আল-কাসেম ইবনে হারেস আয-যুহরী আল-মাদানী। তিনি ইমাম মালেক হতে “মুওয়াত্তা” গ্রন্থের একজন বর্ণনাকারী। তিনি নির্ভরযোগ্য ফাকীহ। এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে আবু মুস'য়াব হতে বর্ণনাকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী; তিনি হচ্ছেন কাযী। “আল-মীযান” গ্রন্থে যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন :

নাসাই তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সূত্রেই হাদীসটি দারাকুতনী “গারায়েবে মালেক” গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। উমারী এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন দুর্বল। অনুরূপ কথা “লিসানুল মীযান” গ্রন্থেও এসেছে।

সাখাবী “আল-কাওলুল বাদী” গ্রন্থে (পৃ: ১১৭) বলেছেন : হাদীসটির সনদে ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী রয়েছেন, তাকে যাহাবী এ হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

ইবনু আদিল হাদী “আস-সারেমুল মানকী” গ্রন্থে (পৃ: ১৭৬) বলেছেন : হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর উপর বানানো হয়েছে। এটির কোন ভিত্তি নেই। জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে এ শাইখ আল-উমারী আল-মাদানীকে। তার বেইজ্জতীর জন্য এ ধরনের সনদে এ একটি হাদীসই যথেষ্ট।

২০৬. (مَنْ سَبَّ الْأَنْبِيَاءَ؛ قُتِلَ، وَمَنْ سَبَّ اصْحَابِي؛ جُلِدَ).

২০৬। যে ব্যক্তি নাবীগণকে গালি দিবে; (শাস্তি হিসাবে) তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালি দিবে; তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “আল-মু’জামুস সাগীর” (পৃ: ১৩৭) এবং “আল-মু’জামুল আওসাত” (১/২৮১/৪৭৩৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এটিও পূর্বের হাদীসটির ন্যায় ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী আল-কাযী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেন : উমারীকে মিথ্যা এবং জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয় ইবনু হাযার আরো বলেন : এ খবরটি তার মুনকারগুলোর একটি।

হাদীসটি হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (৬/২৬০) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটিকে তাবারানী “আল-মু’জামুস সাগীর” এবং “আল-মু’জামুল আওসাত” গ্রন্থে তার শাইখ ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারী আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন। যাকে নাসাঈ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

২০৭. (أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ).

২০৭। আরাফার দিবস যদি জুম’আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম দিবস এবং সেটি জুম’আর দিবসহীন সত্তরটি হজ্জের চেয়েও উত্তম।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

যায়লাঈ “হাশীয়া ইবনু আবেদীন” গ্রন্থে যা এসেছে (২/৩৪৮) তার উপর ভিত্তি করে বলেছেন :

এটিকে রাযীন ইবনু মু’য়াবিয়া “তাজরীদুস সিহ্হা” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

জেনে নিন : এ রাযীনের গ্রন্থটিতে ইবনুল আসীরের “জামে’উল উসূল মিন আহাদীসির রসূল” গ্রন্থের ন্যায় ছয়টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক, আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী) থেকে হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু

“কিতাবুত তাজরীদ” গ্রন্থে এমন বহু হাদীস স্থান পেয়েছে যেগুলোর কোন ভিত্তি ছয়টি হাদীস গ্রন্থে নেই।

এ হাদীসটি সেই পর্যায়ভুক্ত যেটি ছয়টি হাদীস গ্রন্থে, এমনকি অন্য কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও যার কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল কাইয়্যিম বরং স্পষ্টভাবে “যাদুল মা'য়াদ” গ্রন্থে (১/১৭) হাদীসটি বাতিল হওয়ার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন : সাধারণ লোকদের মুখে মুখে প্রচার হয়েছে যে, জুম'আর দিবসের সে হজ্জ বাহান্ডরটি হজ্জের সমতুল্য। এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি রসূল (ﷺ) হতে এমনকি কোন সাহাবী বা তাব'ঈ হতেও নেই।

তার একথাকে মানাবী “ফায়যুল কাদীর” গ্রন্থে (২/২৮) সমর্থন করেছেন। ইবনু আবেদীন “হাশীয়া” গ্রন্থেও সমর্থন করেছেন।

২০৮. (مَا قِيلَ حَجٌّ امْرَأً؛ إِلَّا رَفَعَ حَصَاهُ. يَقِي حَصَى الْجِمَارِ).

২০৮। যে ব্যক্তির হজ্জ গৃহীত হবে (কবুল হবে) তার কঙ্কর উঠিয়ে নেয়া হয় অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের স্থানে নিক্ষিপ্ত পাথর উঠিয়ে নেয়া হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

“মাকাসীদুল হাসানা ফিল আহাদীসিল মুসতাহারা আলাল আলসিনা” গ্রন্থের লেখক বলেছেন : এটিকে দাইলামী ইবনু উমার (رض) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী হাদীসটি “আল-কামিল” গ্রন্থে (৭/২৫৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনু খাররাশ সূত্রে ওয়াসিত ইবনু হারিস হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : ওয়াসিত-এর হাদীসগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থে তার মুনকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীসটি বাইহাক্বী তার “সুনানুল কুবরা” গ্রন্থে (৫/১২৮), দারাকুতনী (পৃ: ২৮৯), হাকিম (১/৪৭৬) ও তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১২১/১) ইয়াযীদ ইবনু সিনান সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

এ ইয়াযীদ ইবনু সিনানকে বাইহাক্বী দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : ইয়াযীদ হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

কিন্তু হাকিম এ কথার বিরোধিতা করে বলেছেন : এটির সনদ সহীহ, ইয়াযীদ ইবনু সিনান মাতরুক নন।

তবে হক হচ্ছে বাইহাক্বীর কথায়। কারণ তিনি এ বিষয়ে বেশী জ্ঞাত। হাকিম কর্তৃক মাতরুক নয় বলা প্রমাণ করে না যে, হাদীসটি সহীহ। কারণ কখনো মাতরুক না হয়েও দুর্বল হতে পারে, যার কারণে হাদীস দুর্বল হয়।

যাহাবী “তালখীসুল মুসতাদরাক” গ্রন্থে হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ ইয়াযীদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হায়সামী (৩/২৬০) বলেন : এটির সনদে ইয়াযীদ ইবনু সিনান আছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তবে মওকুফ হিসাবে সহীহ সনদে আবু সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه) এবং ইবনু আক্বাস (رضي الله عنه) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। সেটি আযরুকী “তারীখু মাক্কা” গ্রন্থে (পৃ: ৪০৩) এবং দুলাবী “আল-কুনা” গ্রন্থে (২/৫৬) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি আমার নিকট মারফু'র হকুমে এমনটি স্পষ্ট হয়নি।

২০৭. (حَلَّتْ شِقَاعَتِي لَأُمِّي؛ إِلَّا صَاحِبَ بَذْعَةٍ).

২০৯। একমাত্র বিদ'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবার জন্য আমার সুপারিশ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু ওয়যাহ আল-কুরতুবী “আল-বিদ'উ ওয়ান নাহীউ আনহা” গ্রন্থে (পৃ: ৩৬) আবু আদ্বিস সালাম সূত্রে বাক্বর ইবনু আদ্বিল্লাহ আল-মুযানী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মুরসাল। এ বাক্বর একজন তাবেঈ। তিনি নাবী (ﷺ)-কে পাননি। মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এটির সনদ দুর্বল। কারণ এ আবু আদ্বিস সালাম-এর নাম হচ্ছে সালেহু ইবনু রুস্তম আল-হাশেমী, তিনি মাজহুল; যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

এছাড়াও এ দুর্বল মুরসাল রসূল (ﷺ)-এর কথা বিরোধী। কারণ তিনি বলেছেন : “شِقَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي” ‘আমার শাফা'য়াত আমার উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্য।’ এ হাদীসটি সহীহ। দেখুন : “মিশকাত” (৫৫৯৮)।

২১০. (مِنْ ثَمَامِ الْحَجَّ أَنْ تُحْرَمَ مِنْ ذُوَيْرَةِ أَهْلِكَ).

২১০। তোমার পরিবারের ছোট বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধাতে হজ্জের পূর্ণতা নিহিত রয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে বাইহাক্কী (৫/৩১) জাবের ইবনু নূহ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ দুর্বল। এটিকে বাইহাক্কী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তার এ ভাষায় : “فِيهِ نَظَرٌ” ‘এটির মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।’

আমি (আলবানী) বলছি : এর কারণ জাবের সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। ইবনু আদী তার এ হাদীসটি (২/৫০) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটিকে এ সনদ ছাড়া চেনা যায় না এবং এর চেয়ে বেশী মুনকার আমি দেখছি না।

অথচ শাওকানীর নিকট তা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। যার জন্য “নায়লুল আওতার” গ্রন্থে (৪/২৫৪) বলেছেন : এটি মারফু' হিসাবে আবু হুরাইরাহ্ (رضী) -এর হাদীস হতে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনু আদী এবং বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। (কিন্তু তার এ কথা সঠিক নয়)।

আমি (আলবানী) বলছি : বাইহাকী এটিকে মওকুফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদে আব্দুল্লাহ মুরাদী রয়েছেন। তার মুখস্ত বিদ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তবে এটি মারফু'র চেয়ে বেশী সহীহ।

এছাড়া এটি সহীহ সুন্নাহ বিরোধী কথা। কারণ সহীহ সুন্নাহের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উমার এবং উসমান (رضী) মিকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধাকে মাকরুহ মনে করেছেন। এ আসারটি বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

২১১। (مَنْ أَهْلٌ بِحُجَّةٍ أَوْ غَزْوَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْقَصِيِّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ غَيْرَ لَهُ مَا نَقَمَ مِنْ نَبِيٍّ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)।

২১১। যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত ভাকবীর পাঠ করবে, তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে বা তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবু দাউদ (১/২৭৫), ইবনু মাজাহ (২/২৩৪-২৩৫), দারাকুতনী (পৃ: ২৮২), বাইহাকী (৫/৩০) ও আহমাদ (৬/২৯৯) উম্মু সালামাহ হতে হাকীমাহ্ সূত্রে...বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম “তাহযীবুস সুন্নাহ” গ্রন্থে (২/২৮৪) বলেছেন :

একাধিক হাফিয বলেছেন : এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ হাকীমাহ্। কারণ তিনি পরিচিত নন। ইবনু হিব্বান ছাড়া (৪/১৯৫) অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর বার বার সতর্ক করেছি যে, ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নরমপন্থী (শিথিলতা প্রদর্শনকারী)। যার জন্য হাফিয ইবনু হাজার তার কথার উপর নির্ভর করেননি এবং তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেননি। বরং “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন :

তার মুতাবা'য়াত পাওয়া গেলে তিনি গ্রহণযোগ্য। এখানে তার কোন মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়নি। অতএব তার হাদীসটি দুর্বল, গ্রহণযোগ্য নয়। [মুতাবা'আতের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

মুনযেরী ইয়তিরাব বলে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি “মুখতাসারুস সুনান” গ্রন্থে (২/২৮৫) বলেন :

হাদীসটির মতন এবং সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীগণ বহু মতভেদ করেছেন।

অনুরূপভাবে হাকিম ইবনু কাসীরও ইয়তিরাব বলে কারণ দর্শিয়েছেন, যেমনভাবে “নায়লুল আওতার” গ্রন্থে (৪/২৩৫) এসেছে।

অতঃপর মুনযেরী সম্ভবত ভুলে গেছেন, যার কারণে তিনি “তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থে (২/১১৯-১২০) বলেছেন : ইবনু মাজাহ্ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। [মুযতারিবেব ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়।

কীভাবে এটি সহীহ? যেখানে তিনি নিজে এবং অন্যরা এটিকে মুযতারিব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন আর আমরা বলেছি হাকীমা মাজহুলা।

২১২. (يَسْتَمِعُ أَحَدَكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِيْ مَا يَغْرُضُ فِيْهِ إِزْرَامِهِ).

২১২। তোমাদের কোন ব্যক্তি তার হালাল থাকা অবস্থায় সাধ্যমত উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করবে, কারণ সে জানে না তার ইহরামের মাঝে কি উপস্থিত হবে।

হাদিসটি দুর্বল।

হাদীসটি হায়সাম ইবনু কুলায়েব তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/১৩২) এবং বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (৫/৩০-৩১) ওয়াসিল ইবনু সায়েব আর-বুকাশী সূত্রে আবু সূরা হতে...উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ ওয়াসিল ইবনু সায়েব আর-বুকাশী মুনকারুল হাদীস। বুখারী ও অন্যরা এমনই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু সূরাও দুর্বল, যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

বাইহাকী ইমাম শাফেঈর সূত্রে মুসলিম-এর মাধ্যমে ইবনু যুরায়েজ হতে বর্ণনা করেছেন এবং সমস্যা হিসাবে বলেছেন : এটি মুরসাল।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম শাফেঈর শাইখ মুসলিম ইবনু খালেদ আল-যানযী; সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি বহু সন্দেহ প্রবণ ছিলেন, যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস। তিনি আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন।

২১৩. (إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عَمَانٌ، يَتَضَخُّ بِجَانِبَيْهَا الْبَحْرُ، الْحَبَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَبَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا).

২১৩। আমি অবশ্যই একটি যমীন সম্পর্কে জানি, যাকে বলা হয় ওমান, যার একদিকে কিন্তু রয়েছে সমুদ্র। সেখান হতে হজ্জ করা অন্য স্থান হতে দু'বার হজ্জ করার চেয়েও অতি উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ “মুসনাদ” গ্রন্থে (নং ৪৮৫৩), সাকাকী “মালীখাতুন নাইসাপুরীয়া” গ্রন্থে (১৮৪-১৮৫) এবং বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (৪/৩৩৫) হাসান ইবনু হাদিয়া সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাসান ইবনু হাদিয়া ছাড়া হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তাকে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তাদীল” গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

তবে ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : ইবনু আবী হাতিম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন : আমি তাকে চিনি না।

কিন্তু ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে (৪/১২৩) উল্লেখ করেছেন। মাজহুল বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলা তার আদাত হওয়ার কারণে।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণে হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৩/২১৭) বলেছেন : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ইমাম আহমাদের এ হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু তাদের এ সহীহ বলাটা সঠিক নয়, যা একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২১৪. (مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ؛ فَلَا يَنْزِلْهُ).

২১৪। যে আমার প্রতি দূরুদ পাঠ করবে না, তার কোন ধর্ম নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

ইবনুল কাইয়্যাম বলেন : এটি মুহাম্মাদ ইবনু হামাদান আল-মারওয়যী বর্ণনা করেছেন। এটির দু'টি সমস্যা :

১। সনদের বর্ণনাকারী ইউসূফ ইবনু আসবাত সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি একজন আবেদ ছিলেন। তার গ্রন্থগুলো দাফন করে দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভুল করতেন। তিনি সং ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

২। যার হতে বর্ণনাকারী ব্যক্তি; ইনি এমন এক ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। হাফিয় সাখাবী “আল-কাওলুল বাদী” গ্রন্থে (পৃ: ১১৪) এ কারণই উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে তার ক্রটি।

অতঃপর এ হাদীসটিকে দেখেছি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (নং ৮৯৪১, ৮৯৪২) দু'টি সূত্রে আসেম হতে, তিনি যার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) থেকে উল্লেখ করেছেন। এটির সনদ হাসান, কিন্তু এটি মওকুফ। এরূপই সঠিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২১০. (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً؛ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا، فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَسُولِكَ الْيَوْمَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ، وَتَغْضُدْ وَاحِدًا)।

২১৫। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে আমার প্রতি আশিবার দুরুদ পাঠ করবে; আল্লাহ তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কেউ তাঁকে বলল : আপনার প্রতি কীভাবে দুরুদ পাঠ করব হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন : বলবে, হে আল্লাহ! তুমি দয়া কর তোমার বান্দা, তোমার নাবী, তোমার রসূল উম্মী নাবীর প্রতি এবং একবার গিরা দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৩/৪৮৯) ওয়াহাব ইবনু দাউদ ইবনে সুলায়মান আয-যারীরের সূত্রে...বর্ণনা করে বর্ণনাকারী যারীরের জীবনীতে বলেছেন :

তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

সাখাবী “আল-কাওলুল বাদী” গ্রন্থে (পৃ: ১৪৫) বলেছেন : ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে “আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (নং ৭৯৬)।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি তার “আহাদিসুল মাওযু'আত” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এটিই উত্তম এবং উপযোগী।

কারণ এটির জাল হওয়াটাই স্পষ্ট। সহীহ হাদীসে দুরুদ পাঠের যে সব ফযীলত এসেছে, এরূপ জাল হাদীস হতে নিরাপদে থাকার জন্য তাই যথেষ্ট। যেমন মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সহীহ হাদীসে এসেছে :

রসূল (ﷺ) বলেন : “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন।” “সহীহ আবু দাউদ” নং (১৩৬৯)।

২১৬. (إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وَجْهِهِ أَقْوَامَ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَلْغُلْغُلَى)।

২১৬। আমরা মুচকি হাঁসি কতিপয় সম্প্রদায়ের চেহারার সামনে, অথচ আমাদের হৃদয়গুলো তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

মারফু' হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে আজলুনী তার “আল-কাশফ” গ্রন্থে (২০৬) উল্লেখ করেছেন। বুখারী মওকুফ মু'য়াল্লাক হিসাবে (১০/৪৩৪) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

আবুদ-দারদা হতে উল্লেখ করা হয়েছে ...।

কিছু হাফিয় ইবনু হাজার “ফতহুল বারী” গ্রন্থে বলেছেন : এটির সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)।

আবু বাকর আল-মাকরী তার “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে আবু সালেহ-এর সূত্রে আবুদ-দারদা হতে মওসূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফিয় ইবনু হাজার বলেন : এটিও মুনকাতি'। ইবনু আবিদ-দুনিয়া, ইব্রাহীম হারবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে এবং আদ-দীনঅরী “আল-মুজালাসা” গ্রন্থে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিও মুনকাতি'। দীনঅরী তার সনদে যুবায়ের ইবনু নুফায়েরকে উল্লেখ করেননি। মোটকথা হাদীসটি মারফু' হিসাবে ভিত্তিহীন। অধিকাংশ ধারণা মওকুফ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

২১৭. (الزُّرْقَةُ فِي الْغَيْنِ يُمْنٌ، وَكَانَ دَاوُدَ أَرْزَقَ).

২১৭। চোখের নীল বর্ণ মঙ্গলজনক, দাউদ (আ:) ছিলেন নীল বর্ণধারী।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান সূত্রে আওয়া'ঈ হতে...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ুতী হাদীসটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১১৪) (অন্যটির) শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি ত্রুটি করেছেন, কারণ ইবনু উলওয়ান মিথ্যুক, জালকারী।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৬২) ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটি “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২/১৬৪) আব্বাদের জীবনী বর্ণনা করার সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস সূত্রে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন : এটি সহীহ নয়। কারণ আব্বাদ মাতরুক এবং তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন কুদায়মী (মুহাম্মাদ), সমস্যা তার থেকেই।

ইবনুল জাওযী অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যার সনদে ইসমাঈল আল-মুয়াদ্দাব এবং তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আরকাম রয়েছে। অতঃপর বলেছেন :

এটি সহীহ নয়, সুলায়মান মাতরুক আর ইসমাঈল দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুয়ুতী তার সমালোচনা করে বলেছেন : আবু দাউদ তার “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (নং ৪৭৯) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মুরসাল। এছাড়া এটির সনদে ইরাকী এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল কাইয়্যিম হতে শাইখ আজলুনী “আল-কাশফ” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (১/৪৩৯), তিনি বলেন : হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

٢١٨. (مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ).

২১৮। যে ব্যক্তি ছুম'আর দিবসে তার বাসগৃহ হতে সফর করবে, ফেরেশতারা তার বিরুদ্ধে দো'আ করবে যেন তার সফরে কোন সঙ্গী না মিলে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম “যাদুল মা'য়াদ” গ্রন্থে (১/১৪৫) বলেছেন : এটি ইবনু লাহী'য়াহ হতে বর্ণিত হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : হেফযের দিক থেকে তিনি দুর্বল। হাফিয় ইবনু হাজার “আত-তালখীস” গ্রন্থে এ কারণের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

বুজায়রেমী “আল-ইকনা” গ্রন্থে (২/১৭৭) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সহীহ বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইবনু আবী শায়বা (১/২০৬/১) সহীহ সনদে হাসুসান ইবনু আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাকতূ', সম্ভবত এটিই হাদীসটির মূল। ইবনু লাহী'য়াহ তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে মারফু' করে দিয়েছেন! হাদীসটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে কিন্তু সেটি বানোয়াট। সেটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসটি :

٢١٩. (مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ وَلَا تُفْضَى لَهُ حَاجَةٌ).

২১৯। যে ব্যক্তি ছুম'আর দিবসে সফর করবে, তার দু' ফেরেশতা তার বিপক্ষে দো'আ করবে, যেন তার সফরে সঙ্গী না মিলে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয়।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “কিতাবু আসমাউর রুওয়াত আন মালেক” গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান-এর বর্ণনায়...উল্লেখ করে বলেছেন : হুসাইনের চেয়ে অন্যজন বেশী দৃঢ়।

হাফিয় ইরাকী বলেন : আল-খাতীব তার ভাষায় এ হুসাইন সম্পর্কে নরম সূরে বলেছেন। অথচ তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং ইবনু হিব্বান তাকে জালকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

যাহাবী তার “আল-মীযান” গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, হুসাইন মালেকের উপর মিথ্যারোপ করেছেন।

অনুরূপ কথা “নায়লুল আওতার” গ্রন্থেও (৩/১৯৪-১৯৫) বলা হয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (১/১৮৮) নিজেই নরম ভাষায় বলেছেন। বলেছেন এটির সনদ দুর্বল।

সহীহ সুন্নাহর মধ্যে জুম'আর দিবসে সফর করা নিষেধ এমন কিছু নেই। বরং রসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই জুম'আর দিবসে প্রথম প্রহরেই সফর করেছেন। কিন্তু এটি দুর্বল, মুরসাল হওয়ার কারণে।

বাইহাকী বর্ণনা করেছেন (৩/১৮৭) উমার (رضي الله عنه) এক ব্যক্তিকে সফরের আকৃতিতে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাকে বলতে শুনলেন যদি আজকে জুম'আর দিবস না হতো তাহলে অবশ্যই বের হতাম। উমার (رضي الله عنه) একথা শুনে বললেন : বেরিয়ে যাও, কারণ জুম'আর দিবস সফর হতে বাধা সৃষ্টি করে না।

এটিকে ইবনু আবী শায়বাও বর্ণনা করেছেন (২/২০৫/২) তবে সংক্ষিপ্তাকারে। এটির সনদ সহীহ।

এ আসারটিও উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করছে। কারণ যদি সেটি সহীহ হতো, তাহলে উমার (رضي الله عنه) হতে তা লুঙ্কারিত থাকত না।

২২০. (إِنَّ لَهُ) يَعْزِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ؛ لَكُنَّ صَدِيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ؛ لَعَفَّتْ أَخْوَالَهُ الْقَيْطُ، وَمَا اسْتَرْقَ قَيْطِي فُطً).

২২০। অবশ্যই তার জন্য (অর্থাৎ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (رضي الله عنه)-এর জন্য) জান্নাতে দুধমাতা থাকবে। সে যদি জীবিত থাকত; তাহলে অবশ্যই সত্যবাদী নাবী হত। যদি জীবিত থাকত তাহলে অবশ্যই তার কিবতী মামারা মুক্ত হয়ে যেত এবং কোন কিবতী কখনও দাসত্ব গ্রহণ করত না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৪৫৯-৪৬০) ইব্রাহীম ইবনু উসমান সূত্রে বর্ণন করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল এ ইব্রাহীম ইবনু উসমান-এর কারণে। কেননা তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

হাদীসটির প্রথম বাক্যটি বারা (ﷺ)-এর হাদীস হতে কোন কোন সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম আহমাদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় বাক্যটি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা হতে বর্ণিত হয়েছে :

قال: "مَا مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ؛ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ".

তিনি বলেন : 'ছোট অবস্থায় সে মারা গেছে, যদি এমন ফয়সালা থাকত যে, নাবী (ﷺ)-এর পরে নাবী হবে তাহলে সে জীবিত থাকত। কিন্তু তাঁর পরে কোন নাবী নেই।'

এটি ইমাম বুখারী তার সহীহার মধ্যে (১০/৪৭৬), ইবনু মাজাহ্ (১/৪৫৯) ও আহমাদ (৪/৩৫৩) বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম আহমাদের ভাষা একরূপ : "لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمٌ". 'যদি নাবী (ﷺ)-এর পরে কোন নাবী হতো তাহলে তাঁর পুত্র ইব্রাহীম মারা যেত না।'

অনুরূপ ভাবে আনাস (رضي الله عنه) হতেও বর্ণিত হয়েছে : "رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ" 'আল্লাহর রহমত ইব্রাহীমের উপর সে যদি জীবিত থাকত তাহলে সত্যবাদী নাবী হত।'

এটি ইমাম আহমাদ (৩/১৩৩...) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

ইবনু মান্দাও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে কিছু বেশী বলেছেন :

"وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى؛ لِأَنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ".

'তিনি বলেন : কিন্তু এমনটি হওয়ার ছিল না যে সে অবশিষ্ট থাকবে, কারণ তোমাদের নাবী, নাবীকুলের শেষ নাবী।'

এ বর্ণনাগুলো সবই মশকুফ, কিন্তু মারফু'র হকুমে। কারণ এটি হচ্ছে গোপনীয় বিষয়, এতে নিজ মতামতের কোন সুযোগ নেই।

এ আসারগুলো যে সঠিক ভাবে বুঝবে তার নিকট কাদিয়ানীদের পথভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

٢٢١. (الْحَجُّ قَبْلَ الزَّوْجِ).

২২১। হজ্জ হচ্ছে বিবাহের পূর্বের কর্ম।

হাদীসটি জাল।

সুযুতী এটিকে “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামী কর্তৃক “মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

এটির সনদের গিয়াস ইবনু ইব্রাহীম সম্পর্কে যাহাবী বলেন : সকলে তাকে মাতরুক আখ্যা দিয়েছেন (সে গ্রহণযোগ্য নয়)। মায়সারা ইবনু আদে রাক্বিহি সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : প্রথম ব্যক্তিও (গিয়াস) পরিচিত মিথ্যুক।

ইবনু মা’ঈন তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মিথ্যুক, খবীস।

আবু দাউদ বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইবনু আদী বলেন : দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি স্পষ্ট। তার সব হাদীস মাওযু’র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আচর্যের ব্যাপার কীভাবে সুযুতী তার “জামে’” গ্রন্থে সেই সব মিথ্যুকদের হাদীস উল্লেখ করেছেন?

২২২. (مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ؛ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ).

২২২। যে ব্যক্তি হজ্জ করার পূর্বে বিবাহ করল, সে গুনাহ করা শুরু করল।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/২০) আহমাদ ইবনু জামহুর আল-কারকাসানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদীর সূত্রে ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (২/২১৩) উল্লেখ করে বলেছেন :

আহমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব জাল হাদীস বর্ণনাকারী। তার পিতা আইউব সম্পর্কে ইয়াহুইয়া বলেন : তিনি কিছুই না।

ইবনুল জাওযীর এ বক্তব্যকে সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১২০) সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : আহমাদ ইবনু জামহুর মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি : রাজা ইবনু রুওহ; যেভাবে ইবনু আদীর গ্রন্থে, “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে এবং “আল-লাআলী” গ্রন্থে এসেছে, তিনি হচ্ছেন ইবনু নূহ- তার জীবনী পাচ্ছি না।

২২৩. (الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؛ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ).

২২৩। যমীনে হাজ্জের আসওয়াদ হচ্ছে আদ্বাহর ডান হাত; যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে মুসাফাহা করেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি আবু বাকর ইবনু খাল্লাদ “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২২৪/২), ইবনু আদী (২/১৭), ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/৩/১), খাতীব বাগদাদী (৬/৩২৮) এবং তার থেকে ইবনুল জাওয়ী তার “আল-ওয়াহিয়াত” গ্রন্থে (২/৮৪/৯৪৪) ইসহাক ইবনু বিশর আল-কাহেলী সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদী এ কাহেলীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, তিনি মালেক ও অন্যান্য মর্যাদাশীলদের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এরপর আবু বাকর ইবনু আবী শায়বা হতে তার একটি মিথ্যা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

তাকে মুসা ইবনু হারূণ এবং আবু যুর'য়াহ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী এ হাদীসটির পরে বলেছেন : তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জাল করতেন।

দারাকুতনীও অনুরূপ বলেছেন যেমনভাবে “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। তবে ইবনুল জাওয়ী একটু বেশী করে বলেছেন : সহীহ নয় ... এবং আবু মা'শার দুর্বল।

হাদীসটিকে “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণে মানাবী সুযুতীর সমালোচনা করেছেন।

ইবনুল 'আরাবী বলেন : এ হাদীসটি বাতিল, এ দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় না।

আমি কাহেলীর মুতাবা'য়াত পেয়েছি। কিন্তু সেগুলোও সহীহ নয়। সেগুলোও বাতিল নতুবা নিতান্তই দুর্বল।

۲۲۴. (حَمَلَةُ الْفَرَّانِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، فَمَنْ عَادَاهُمْ، فَقَدْ عَادَى اللَّهَ، وَمَنْ وَالَاهُمْ؛ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ).

২২৪। কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর আউলিয়া (বন্ধু)। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা করবে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করল। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৯০) আবু নু'য়াইম সূত্রে মু'য়াল্লাক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। [মু'য়াল্লাকের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৫) পৃষ্ঠায়]।

সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামী এবং ইবনুন নাজ্জার-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

এটির সনদে দাউদ ইবনু মুহাঝার নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। যাহাবী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন।

সুযুতী নিজে হাদীসটিকে “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৩২ নং: ১৫৫) উল্লেখ করে বলেছেন, হাফিয “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেন : এ খবরটি মুনকার। হাদীসটি আবু নু'য়াইম “আখবাবু আসবাহান” গ্রন্থে হাসান ইবনু ইদরীস-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটির সমস্যা হচ্ছে দাউদ ইবনু মুহাঝার হতে।

ইবনু আররাক “তানবীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (১/১৩৫) তার অনুকরণ করেছেন।

সনদের অপর বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ইদরীস সম্পর্কে আবুশ শাইখ তার “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৩৮৯/৫৩১) ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আবু নু'য়াইমও তাই করেছেন।

এছাড়া ইব্রাহীম ইবনু সাহালকে আমি চিনি না।

দাইলামী আলী (ؑ)-এর হাদীস হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রয়েছে। তার সম্পর্কে খাতীব বাগদাদী (২/২৪৮) বলেন :

মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-কাস্তান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

۲۲۵. (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَايِرَاتِ الْفُبُورِ، وَالْمُخَذِّنِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ).

২২৫। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কবর যিয়ারত কারিগীদের এবং তার উপর মসজিদ নির্মাণ ও বাতি প্রজ্জ্বলিত কারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।

হাদীসটি শেষাংশের শব্দগুলো দ্বারা দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ ছাড়া চার সুনান রচনাকারী, ইবনু আবী শায়বাহ “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (৪/১৪০), বাগাবী “হাদীসু আলী ইবনু যা'য়াদ” গ্রন্থে (৭/৭০/১), তাবারানী (৩/১৭৪/২), আবু আব্দিল্লাহ আল-কাস্তান তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৫৪), হাকিম (১/৩৭৪), বাইহাক্বী (৪/৭৮, তায়ালিসী (১/১৭১) এবং ইমাম আহমাদ (২০৩০) মুহাম্মাদ ইবনু জাহাদা সূত্রে আবু সালেহ বাযান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবু সালেহ বাযান সম্পর্কে হাকিম ও যাহাবী বলেন :

তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

তিরমিযী বলেছেন : এটি হাসান পর্যায়ের হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : জামহূরে ওলামার নিকট আবু সালেহ বাযান দুর্বল। আজালী ছাড়া অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন। বরং তাকে ইসমাঈল ইবনু আবী খালেদ ও আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ তাকে তাদলীসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

হাফিয “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, মুদাল্লিস।

আব্দুল হক ইশবীলী “আহকামুল কুবরা” গ্রন্থে (১/৮০) বলেন : তিনি তাদের নিকট নিতান্তই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : যার অবস্থা এই তার হাদীসকে হাসান বানানো যায় না; যেমনভাবে তিরমিযী করেছেন! তাহলে কীভাবে সহীহ বানানো যায়? যেরূপভাবে আহমাদ শাকের করেছেন।

জি হ্যাঁ: “وَلَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ” এ অংশটুকু বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তবে এ শব্দে “زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ” দেখুন “আহকামুল জানায়েয” (১৮৫-১৮৭) এবং “وَلَعَنَ الْمُتَخَذِينَ عَلَى الْقُبُورِ الْمَسَاجِدِ” এ অংশটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহাইন সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু “لَعَنَ الْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا السَّرَجُ” এ অংশটুকুর কোন হাদীসে শাহেদ পাচ্ছি না, হাদীসটির এ অংশটুকু দুর্বল।

২২৬. (تَحْتَمُوا بِالْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ).

২২৬। তোমরা আকীক পাথরের আঘট ব্যবহার কর, কারণ সেটি বরকতপূর্ণ।

হাদীসটি জাল।

এটি মাহামেলী “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/৪১ নং), খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১১/২৫১), উকায়লী “আয-যু'য়্যাক্বা” গ্রন্থে (৪৬৬) ইয়াকুব ইবনু ওয়ালীদ আল-মাদানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আদী (১/৩৫৬) ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম আয-যুহরী সূত্রে হিশাম ইবনু উরউয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী উকায়লীর সূত্রে “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/৪২৩) উল্লেখ করে বলেছেন : ইয়াকুব মিথ্যুক, জালকারী। উকায়লী বলেন : এ বিষয়ে নাবী (ﷺ) হতে কিছুই সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী ইয়াকুব-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

ইমাম আহমাদ বলেছেন : তিনি ছিলেন বড় বড় মিথ্যুকদের একজন। তিনি হাদীস জাল করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম পরিচিত নন। তার থেকে ইয়াকুব ইবনুল ওয়ালীদ চুরি করতেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭২) তার অভ্যাসগতভাবে ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন : এটির অন্য সূত্রও রয়েছে, যেটি আল-খাতীব এবং ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ এ সূত্রে বর্ণনাকারী খাল্লাদ ইবনু ইয়াহুইয়ার নীচে যে তিনজন বর্ণনাকারী আছেন, তাদের কাউকেই চেনা যায় না। তারা হচ্ছেন শু'ব্বায়েব ইবনু মুহাম্মাদ, আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসীফ আল-কামী এবং মুহাম্মাদ ইবনু সাহাল।

হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বাতিল। যেমনভাবে সাখাবী “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে বলেছেন। অধিকাংশ সূত্র মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি হতে মুক্ত নয়। তাছাড়া ভাষাগতভাবে চরম পর্যায়ে ইয়তিরাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২২৭. (تَحْتَمُوا بِالْحَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ).

২২৭। তোমরা আকীক পাথরের আর্থটি ব্যবহার কর; কারণ সেটি দরিদ্রকে দূরীভূত করে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৫৮) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (২/৩১) হুসাইন ইবনু ইব্রাহীম আল-বাবী হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, ইবনু আদী বলেছেন : এটি বাতিল, হুসাইন মাজহুল।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি জাল। তার এ মতকে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে সুযুতীও “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭৩) ইবনুল জাওযীর জাল বলাকে সমর্থন করেছেন। সুযুতী হাদীসটি জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

২২৮. (تَحْتَمُوا بِالْحَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْأَمْرِ، وَالْيَمْتَى أَحَقُّ بِالزَّيْتَةِ).

২২৮। তোমরা আকীক পাথরের আর্থটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি কর্ম সম্পাদনে সর্বাপেক্ষা সফল আর ডান হাত সৌন্দর্যের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৪/২৯১/১-২) উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “লিসানু মীযান” গ্রন্থে (২/২৬৯) বলেন :

এটি বানোয়াট তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জানি না কে জাল করেছে।

তার এ বক্তব্যকে সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭৩) সমর্থন করেছেন।

২২৭. (تَخْتَمُوا بِالْحَوَاتِمِ الْعَقِيقِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَادَامَ عَلَيْهِ).

২২৯। তোমরা আকীক পাথরের তৈরিকৃত আংটি ব্যবহার কর। কারণ সেটি তোমাদের কোন ব্যক্তির নিকট ঠাকাকালীন তাকে চিন্তা গ্রাস করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৩২) ‘আলী ইবনু মাহরুবিয়া আল-কাযবীনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-গাযী আল-জুরজানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যুক শাইখ। ‘আলী ইবনু মুসা আর-রিযা হতে বর্ণনাকৃত তার একটি জাল কপি আছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি উল্লেখিত কপি হতেই নেয়া। এরূপই স্পষ্ট হবে সেই ব্যক্তির নিকট যে “মাকাসিদুল হাসানা” এবং “আল-কাশফ” গ্রন্থদ্বয় দেখবে।

২৩০. (مَنْ تَخْتَمُ بِالْعَقِيقِ؛ لَمْ يَزَلْ يَرَى خَيْرًا).

২৩০। যে ব্যক্তি আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করবে, সে সর্বদা কল্যাণই দেখতে পাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/৫৭) ইবনু হিব্বান-এর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান এটিকে “আয-যু'রাফা” গ্রন্থে (৩/১৫৩) যুহায়ের ইবনু আব্বাদ হতে ...উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল জাওযী সনদের এক বর্ণনাকারী আবু বাক্র সম্পর্কে বলেন :

তিনি মালেক হতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সুযুতী তার এ কথাকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭১) সমর্থন করেছেন।

যাহাবী আবু বাক্রের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : এটি মিথ্যা।

হাফিয ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে যাহাবীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : মালেক হতে আবু বাকুর ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। যুহায়েরও এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী আবু বাকুরকে সহীহ গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, তার একথাটি ভুল। কারণ তিনি এরূপ বর্ণনাকারী নন, এমনকি “সুনান” এবং “মাসানীদ” গ্রন্থগুলোর বর্ণনাকারীও নন। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি, যেমনটি ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযী বলেছেন।

মোটকথা আকীক পাথরের আংটি সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসই বাতিল, যেমনভাবে হাকিম সাখবী বলেছেন।

২৩১. (كُلُوا الْبَلْعَ بِالْثَمَرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَأَاهُ؛ غَضِبَ، وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْجَنِينَ بِالْخَلْقِ).

২৩১। তোমরা শুকনা খেজুরের সাথে কাঁচা খেজুর খাও। কারণ শয়তান যখন তাকে দেখে তখন ক্রোধাশ্বিত হয় এবং বলে : আদম সন্তান জীবন ধারণ করে এমনকি নতুনকে পুরাতনের সাথে মিলিয়ে আহার করে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/৩১৭), উকায়লী “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (৪৬৭), ইবনু আদী (২/৩৬৪), ইবনু হিব্বান “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (৩/১২০) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু নুয়াইম, হাকিম, বাইহাকী, আবুল হাসান, হুমামী, খাতীব বাগদাদী এবং হেবাতুল্লাহ আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে আবু যাকীর ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী, হাকিম, বাইহাকী, হুমামী ও খাতীব বলেন : আবু যাকীর এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাকিম শিখিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেননি।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : এটি মুনকার হাদীস।

নাসাই বলেন : হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে (৩/২৬) উল্লেখ করে বলেছেন :

দারাকুতনী বলেন : আবু যাকীর হিশাম হতে এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন : তার অনুকরণ করা যায় না এবং এ হাদীসটিতে ছাড়া তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি সনদগুলো উলট পালট করে ফেলতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মুরসালকে মারফু করে ফেলতেন। তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন অথচ তার কোন ভিত্তি নেই।

সুযুতীও “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৩) হাদীসটি যে জাল তা স্বীকার করেছেন।

ইমাম মুসলিম আবু যাকীর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার থেকে মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “আত-তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

“আত-তাকরীব” গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বহু ভুল করতেন।

সুযুতী এটিকে জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২২২. (كُلُوا الثَّمَرَ عَلَى الرَّيِّقِ؛ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّوْدَ).

২৩২। তোমরা শুকনা খেজুর গুথুর সাথে মিশিয়ে খাও, কারণ তা জীবানুকে হত্যা করে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি আবু বাকুর শাফে'ঈ “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৯/১০৬/১) এবং ইবনু 'আদী (২/২৫৮) ইসমাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী, ইসমাহ ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেছেন :

তার কোন হাদীসই নিরাপদ নয়, তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/২৫) ইবনু আদীর সূত্রে ইসমাহ হতে উল্লেখ করে বলেছেন : সহীহ নয়, ইসমাহ মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৩) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইবনু আররাকও “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (২/৩২০) তাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২২৩. (اَكْثَرُ خَرَزِ الْجَنَّةِ الْعَقِيْقُ).

২৩৩। জান্নাতে অধিকাংশ মালা হবে আকীক পাথরের।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'ইয়িম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/২৮১) সালাম ইবনু মায়মুন আল-খাওয়াস-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আবু মুহাম্মাদ সালাম আয-যাহেদ (সালাম ইবনু সালেম) সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৫৮) উল্লেখ করে বলেছেন : সালাম ইবনু সালেম মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন :

ইবনু আদী ছাড়া সকলেই তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। অতঃপর বলেছেন : সালাম ইবনু মায়মুন আল-খাওয়াস বড় ধরনের সূফী এবং আবেদ। কিন্তু

তার হাদীসে মুনকার রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন : তার উপর ধার্মিকতা অগ্রাধিকার পেয়ে যায়, ফলে তিনি হাদীস এবং তার অনুসরণ হতে অমনোযোগী হয়ে যান।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান-এর পুরো কথা (১/৩৪৫) হচ্ছে এই যে, 'তিনি কখনও কখনও একটি বস্তুকে অন্যটির পরে উল্লেখ করেছেন এবং সন্দেহ করে তা উলট-পালট করে ফেলেছেন। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হয়ে গেছে।'

ইবনু আবী হাতিম তার পিতার (২/১/১৬৭) উদ্ধৃতিতে বলেছেন :

আমি তার থেকে লিখি না। তিনি আবু খালিদ আল-আহমার হতে মাওযু'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী যে কথা বলেছেন, সেটিই সঠিক। সালাম ইবনু সালাম মিথ্যার দোষে দোষী।

আল-খাতীব আহমাদ ইবনু সায়্যার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সালাম ইবনু সালাম মাওযু' হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কোন লাগাম নেই।

ইবনু আবী হাতিম তার জীবনীতে (১/১/৩৬৭) বলেছেন :

আমি আবু যুর'য়্যাহকে বলতে শুনেছি : তার হাদীস লেখা যাবে না। তিনি মুরজিয়া ছিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন তিনি সত্যবাদী ছিলেন না।

ইবনু হিব্বান (১/৩৪৪) বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি হাদীসগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। ইবনুল মুবারাক তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আদী শুধুমাত্র দুর্বল বলেছেন, এ কথা উল্লেখ করে এ হাদীসটির ক্ষেত্রে সুযুতী তার সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন।

মোটকথা : হাদীসটি জাল, চাই এটি সালাম ইবনু সালাম-এর বর্ণনায় হোক বা সালাম ইবনু মায়মুন-এর বর্ণনায় হোক।

২৩৫. (اطْعَمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نَفْسِهِنَّ الثَّمَرِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نَفْسِهَا الثَّمَرِ؛ خَرَجَ وَلَدُهَا ذَلِكَ حَلِيمًا، فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامَ مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الثَّمَرِ؛ اطْعَمَهَا إِيَّاهُ).

২৩৪। তোমাদের রমণীদের নেকাসের রস্তু প্রবাহিত হওয়া কালীন খেজুর খাওয়াবে, কারণ যে নারীর খাদ্য তার নেকাসের সময়ে শুকনা খেজুর হবে তার সন্তান বুদ্ধিমান হয়ে বের হবে। কারণ সেটি মারইয়াম-এর খাদ্য ছিল। যখন তিনি ইসাকে প্রসব করেন, তখন তার জন্য আদ্বাহ যদি শুকনা খেজুরের চাইতেও উত্তম খাবার সম্পর্কে জানতেন, তাহলে তাই তাকে খাওয়াতেন।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী (৮/৩৬৬) দাউদ ইবনু সূলায়মান জুরজানী সূত্রে (তার জীবনী বর্ণনা করার সময়) সূলায়মান ইবনু আমর হতে...উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর দাউদ সম্পর্কে বলেছেন : তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন :
তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তার আরেকটি হাদীস পূর্বে ২২৯ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। তার শাইখ সূলায়মান ইবনু আমর, তিনি হচ্ছেন নাখ'ঈ। তিনিও মিথ্যুক।

ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/২৭) বলেন : সূলায়মান আন-নাখ'ঈ এবং দাউদ তারা দু'জনই মিথ্যুক।

সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৪) বলেছেন : ইবনু মান্দার বর্ণনা হতে দাউদ-এর মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : সেটির সনদে রয়েছেন সূলায়মান ইবনু আমর আন-নাখ'ঈ। সুযুতী নিজেই এ সূলায়মান মিথ্যুক তা স্বীকার করেছেন। অতএব তিনি যেন স্বীকার করেছেন হাদীসটি জাল।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ্ “আল-মানার” গ্রন্থে (২৫) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন : হাদীসটি জাল।

২৩০. (تَرَكَ الدُّنْيَا أَمْرًا مِنَ الصَّبْرِ، وَأَشَدُّ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يَتْرُكُهَا أَحَدٌ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ مِثْلَ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءَ، وَتَرَكَهَا؛ فَلَهُ الْكُلُّ وَالشُّبْعُ، وَبُغْضُ النَّسَاءِ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّسَاءِ مِنَ النَّاسِ؛ أَحَبُّ الدُّنْيَا وَتَعِيمُهَا، وَمَنْ سَرَّ النَّعِيمَ؛ فَلْيَدْعُ النَّسَاءَ مِنَ النَّاسِ).

২৩৫। ধৈর্য ধারণ করার চেয়েও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা অতি তিক্ত এবং আল্লাহর পথে তরবারী ভাংগার চাইতেও কঠিন। এ দুনিয়াকে যে ব্যক্তিই পরিত্যাগ করে তাকে দেয়া হয় সেরূপ প্রতিফল যেসকল দেয়া হয় শহীদদেরকে। তাকে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে খাদ্য কম গ্রহণ করা, তৃপ্ত কম হওয়া এবং মানুষের প্রশংসাকে ঘৃণা করা। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসাকে ভালবাসে সে দুনিয়া ও তার সম্পদকে ভাল বাসলো। আর যাকে সম্পদ আনন্দিত করে সে যেন মানুষের প্রশংসাকে পরিত্যাগ করে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৪৪) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১৯১) দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন :

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-জাহারী নামক বর্ণনাকারী সাওরী এবং আওযা'ঈ হতে মুনকার এবং আজব ধরনের

হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন। “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে; ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি সাওরী হতে অবোধগম্য বিষয় নিয়ে এসেছেন। ফলে যে ব্যক্তি তার হাদীস লিখেছেন এ কাজ যে তারই তিনি তাতে কোন সন্দেহ করেননি (২/৩৫)।

তার এ কথাকে ইবনু আররাক “তানযীছ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (১/৩৫৮) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটির প্রথম অংশ “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন! তিনি এক্ষেত্রে দু’টি কারণে ত্রুটি করেছেন :

১। জাল করার দোষে দোষী ব্যক্তির বর্ণনা হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে উল্লেখ করা।

২। সংক্ষেপে শুধু প্রথম অংশ উল্লেখ করা, যা সন্দেহ জাগায় যে, দাইলামী হয়তো এরূপই (সংক্ষেপে) বর্ণনা করেছেন।

২৩৬. مَا تَزَيْنَ الْأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

২৩৬। সং কর্মশীল লোক দুনিয়াতে সুসজ্জিত হতে পারে না দুনিয়াকে পরিত্যাগকারীর ন্যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু ই‘যালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৩/১৯১/১৬১৭) বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী এটিকে “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (১০/২৮৬) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

এটির সনদে সুলায়মান শায়কুনী নামক এক বর্ণনাকরী আছেন; তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে পূর্বে আরো কয়েকটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে (২৩৪)।

এছাড়া ‘আলী ইবনুল হাযুর; তিনিও মাতরুক এবং ইসমা‘ঈল ইবনু আবান (তিনি নির্ভরযোগ্য ওররাক নন বরং তিনি হচ্ছেন গানাবী) সম্পর্কে হাফিয় বলেন : তিনি মাতরুক, তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

২৩৭. مَا أَسْرَ عَبْدٌ سَرِيْرَةً؛ إِلَّا الْبَسَهُ اللَّهُ رِذَاءَهَا؛ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ

شَرًّا فَشَرٌّ).

২৩৭। বান্দা কোন রহস্যকে গোপন করলে, আল্লাহ তাকে সেই রহস্যের চাদর পরিয়ে দেন। যদি তা (রহস্যটি) কল্যাণকর হয় তাহলে কল্যাণকর আর যদি তা অনিষ্টকর হয় তাহলে অনিষ্টকর।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১/১৮০/১) এবং “মু'জামুল আওসাত” (৪৮৪-৪৮৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল, এর কারণ দু'টি :

১। মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দুল্লাহ আরযামী নামক বর্ণনাকারী; তিনি মাতরক্ক, যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলা হয়েছে।

২। হামেদ ইবনু আদাম আল-মারওয়াযী; তাকে জুযজানী ও ইবনু আদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আহমাদ ইবনু আলী সালমানী যারা হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ তাকে সেই সব ব্যক্তিদের কাতারে উল্লেখ করেছেন।

এ জন্য হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (১০/২২৫) বলেছেন : হামেদ ইবনু আদাম মিথ্যুক।

(কিন্তু দুর্বল সনদে এটির মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার কারণে সরাসরি জাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি)।

২৩৮. (إِذَا وَضِعَتِ الْمَائِدَةُ؛ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تَرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ- وَإِنْ شَبِعَ- حَتَّى يَقْرُعَ الْقَوْمَ، وَلْيُعْطَرَ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَخْجَلُ خَجْلًا جَنِيحًا، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ).

২৩৮। দস্তরখান যখন বিছিয়ে দেয়া হবে তখন কোন ব্যক্তি দস্তরখান না উঠানো পর্যন্ত দাঁড়াবে না এবং তার হাত উঠাবে না; যদিও তৃষ্ণ হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত শোকেরা খাওয়া সম্পূর্ণ না করবে এবং ওষুহাত শেষ না করবে। কারণ ব্যক্তি তার সাথীর নিকট লজ্জাবোধ করে, ফলে সে তার হাতকে জুটিয়ে নেয় অথচ খান্দে হয়তো তার আরো প্রয়োজনীয়তা ছিল।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩০৯) আব্দুল 'আলা সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৪/১৪) বলেছেন : হাদীসটির সনদে আব্দুল 'আলা ইবনু আউন রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি নিতান্তই দুর্বল। আবু নু'য়াইম বলেন :

তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সেগুলো হতেই এটি একটি।

দারাকুতনী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। হাদীসটির প্রথম বাকাটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেটিও নিতান্তই দুর্বল।

২৩৭. (تَهَى أَنْ يَغْلَمَ عَنْ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ).

২৩৯। যতক্ষণ না খাদ্য সামনে থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে ততক্ষণ তিনি খাদ্য হতে উঠিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/৩০৯) ওয়ালাদ ইবনু মুসলিম সূত্রে মুনীর ইবনু যুবায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (৪/১৩) বলেছেন : এটির সনদে ওয়ালাদ ইবনু মুসলিম রয়েছে, তিনি মুদাল্লিস। মাকহুল আদ-দেমাফিও অনুরূপ। এছাড়া মুনীর ইবনু যুবায়ের সম্পর্কে দাহীম বলেন : তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে মু'যাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। [মুযালের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৬) পৃষ্ঠায়]।

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন : এটি মুনকাতি' হাদীস। মাকহুল এবং আয়েশা (رضي الله عنها)-এর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

২৪০. (تَهَى عَنْ ذَبَالِحِ الْجِن).

২৪০। তিনি জিনের যাবুহ করা জন্তু গ্রহণ করতে নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/৩০২) ইবনু হিব্বান কর্তৃক তার “মাজরুহীন” গ্রন্থের (২/১৯) বর্ণনা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উযায়না ...হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

ইবনু হিব্বান বলেন : আব্দুল্লাহ নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। সাওর হতে তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার (সাওর-এর) হাদীস নয়।

সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে তার সমালোচনা করে (২/২২৬) বলেছেন : হাদীসটি আবু ওবায়দ তার “আল-গারীব” গ্রন্থে এবং বাইহাকী উমার ইবনু হারুণ হতে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সমালোচনাতে কোন উপকারিতা নেই। কারণ উমার ইবনু হারুণ দুর্বল সকলে তার ব্যাপারে একমত। বরং তার সম্পর্কে ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈন এবং সালেহ জাযারা বলেছেন : তিনি মিথ্যাক।

২৪১. (إِنَّ مِنَ الْمَرْقَبِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اسْتَهْتَبْتَ).

২৪১। তুমি যে সব কিছুর আকাংখা কর সে সব কিছুকে খাওয়ার হচ্ছে অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২), ইবনু আবিদ-দুনিয়া “কিতাবুল জু” গ্রন্থে (১/৮), আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (১০/২১৩) এবং বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে (২/১৬৯/১) বিভিন্ন সূত্রে বাকিয়া ইবনু ওয়ালীদ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আবী কাসীরের মাধ্যমে নূহ ইবনু যাকুওয়ান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবুল হাসান সিন্দী ইবনু মাজার “হাশিয়াতে” বলেছেন : এ সনদটি দুর্বল। কারণ নূহ ইবনু যাকুওয়ান দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। দুমায়রী বলেন : এ হাদীসটি এমন একটি হাদীস যা তার উপর ইনকার [অস্বীকার] করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৩০) দারাকুতনী বর্ণনায় ইয়াহুইয়া ইবনু উসমান হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়, ইয়াহুইয়া মুনকারুল হাদীস, নূহও তার ন্যায়।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৪৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন ইয়াহুইয়া তার যিম্মাদারী হতে মুক্ত।

এ কারণে হাদীসটির জালের অপবাদ নূহ-এর উপরেই ন্যস্ত হয়, যা সুযুতীর ভাষাতেই বুঝা যায়। তা সত্ত্বেও তিনি ইবনু মাজার বর্ণনায় “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মানাবীও ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন : এটির শাহেদ রয়েছে।

কিন্তু এটি তার ধারণা। কারণ এটির একটি শাহেদও আমি পাইনি। যদি শাহেদ থাকত তাহলে সুযুতী তা “আল-লাআলী” গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।

হাদীসটির সনদের মধ্যে অন্য সমস্যাও আছে যা ইবনুল জাওযী এবং সুযুতীর নিকট লুকাইয়াত রয়ে গেছে। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাহযীব” গ্রন্থে বলেছেন : ইউসুফ ইবনু আবী কাসীর বাকিয়ার সেই সব শাইখদের একজন যাদের পরিচয় জানা যায় না।

যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

তৃতীয় আরো একটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে হাদীসটি হাসান বাসরী হতে আনু আনু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাদলীস করতেন।

٢٤٢. (اٰتُوا قُلُوْبَكُمْ بِقِلَّةِ الضَّحْكِ، وَقِلَّةِ الشَّبَعِ، وَطَهْرُوْهَا بِالْجَوْعِ؛ تَصَغُرُ وَتَرْقُ).

২৪২। তোমরা তোমাদের হৃদয়গুলোকে কম হাসি এবং কম তৃপ্তি দ্বারা জীবন্ত-জাহাঙ্গত কর এবং ক্ষুধা দ্বারা সেগুলোকে পবিত্র কর, অহলে তা ছোট এবং পাতলা হবে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৭৩) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬৩) অবহিত করেছেন।

২৫২. (افضل الناس من قل طعمه وضجته، ويرضى بما يستر به عورته).

২৪৩। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি যার খাবার ও হাসি কম এবং সম্ভ্রষ্ট থাকে সেই বস্ততে যা তার লজ্জাহানকে আবৃত করে।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৬৯) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে বলেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

২৫৪. (افضلكم عند الله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكيراً في الله سبحانه، وابتضعكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نؤوم اكول شروب).

২৪৪। কিয়ামত দিবসে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ ক্ষুধায় জড়িত এবং আল্লাহর ব্যাপারে দীর্ঘ চিন্তামগ্ন। আর কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট স্বপিত তারাই যারা অধিক ঘুমায়, অধিক ভক্ষণ করে এবং অধিক পান করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৯৬) হাসান বাসরীর হাদীস হতে মুরসাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৯৬) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬২) বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

২৫৫. (البسوا واشربوا في انصاف البطون، فبته جزء من النبوة).

২৪৫। তোমরা পরিধান কর এবং অর্ধপেটে পান কর, কারণ তা হচ্ছে নবুওয়াতের এক অংশ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৬৯) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬২) হাদীসটি উল্লেখ করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, হাদীসটি কোন ভিত্তি নেই।

২৫৬. (إن الأكل على الشبع يؤرث البرص).

২৪৬। ভুস্তি সহকারে ভক্ষণ শ্বেত রোগের অধিকারী করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এ হাদীসটি সেই সব বাতিল হাদীসগুলোর একটি যেগুলো দ্বারা গাযালী তান্ত্র গ্রন্থ সমূহকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। বিশেষ করে “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থকে।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৭০) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬৩) বলেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

২৫৭. (جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ؛ فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ).

২৪৭। তোমরা তোমাদের আত্মার সাথে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দ্বারা সংগ্রাম কর। কারণ তাতে সাওয়াব অর্জিত হয়, আল্লাহর পথে জেহাদকারীর সাওয়াবের ন্যায়। এ ছাড়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় কর্ম নেই।

হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী এটিকে “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৬৯) মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/৬২) বলেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

২৫৮. (سَيَذُ الْأَعْمَالُ الْجُوعُ، وَذُلُّ النَّفْسِ لِبَاسُ الصَّوْقَبِ).

২৪৮। কর্মসমূহের সর্দার হচ্ছে ক্ষুধা এবং আত্মার অপমান হচ্ছে পশমী পোষাক।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৯) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬২) বলেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

২৫৯. (الْفِكْرُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ، وَقِلَّةُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ).

২৪৯। চিন্তা হচ্ছে ইবাদাতের অর্ধেক আর অল্প খাদ্য গ্রহণই হচ্ছে ইবাদাত।

হাদীসটি বাতিল।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৬৯) বলেন : এটির কোন ভিত্তি নেই।

২৬০. (كَانَ إِذَا تَغَدَّى؛ لَمْ يَتَغَشَّ، وَإِذَا نَعَسَ؛ لَمْ يَتَغَدَّ).

২৫০। তিনি যখন দুপুরের খাবার খেতেন, তখন রাতের খাবার খেতেন না। আর যখন রাতের খাবার খেতেন তখন দুপুরের খাবার খেতেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৭৩), আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৩/৩২৩), ইবনু আসাকির “আখবারুন লি হিফযিল কুরআন”

এছের শেষাংশে (কাফ ২/৮) এবং অনুরূপভাবে “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১১/৬৫/১) সুলায়মান ইবনু আদ্রির রহমান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী ওয়াযীন ইবনু আতার হেফযে ক্রটি রয়েছে। এ কারণে হাদীসটি দুর্বল। তাছাড়া হাদীসটি মুরসাল, কারণ আবু সাঈদ-এর সাথে আতার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সতর্কবাণী : এ হাদীসটির উৎপত্তি স্থল হাফয ইরাকী এবং তাজুস-সুবকী উভয়ের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। এ জন্যে তারা বলেছেন যে, এটি সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অথচ সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

যুযায়দী “ইতহাফুস সাদা” গ্রন্থে (৭/৪০৯) শুধু আবু নু'য়াইম-এর বর্ণনা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন।

কিছু বাস্তবতা হলো তার বিপরীত। এটিকে বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে (২/১৫৮/২) আবু যুহায়ফা হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ওয়ালীদ ইবনু আমর নামক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি দুর্বল।

২৫১ . (مَنْ أَجَاعَ بَطْنَهُ؛ عَظُمَتْ فِتْرَتُهُ، وَقَطِنَ قَلْبُهُ).

২৫১। যে ব্যক্তি তার পেটকে ক্ষুধার্ত বানায় তার চিন্তা-ভাবনা বড় হয় (বৃদ্ধি পায়) এবং তার হৃদয় জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যেমনভাবে হাফয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৭৩) এবং তাজুস সুবকী “তাবাকাতুল কুবরা” গ্রন্থে (৪/১৬৩) অবহিত করেছেন।

২৫২ . (البَطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ، وَالْحِمْيَةُ أَصْلُ الدَّوَاءِ، وَعَوَدُوا كُلُّ جِسْمٍ مَا عَتَدَ).

২৫২। অতিভোজন রোগের মূল আর রক্ষাকারী খাদ্য ঔষধের মূল। অতএব তোমরা প্রত্যেক শরীরকে যাতে সে অভ্যস্ত হয়েছে তাতে অভ্যস্ত কর।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী মারফু' হিসাবে “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! অতঃপর হাফয ইরাকী তার “আত-তাখরীজ” গ্রন্থে বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

তার বক্তব্যকে হাফয সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (১০৩৫) সমর্থন করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম “যাদুল মা'য়াদ” গ্রন্থে (৩/৯৭) বলেন :... এ হাদীসটি আরবদের ডাক্তার হারিস ইবনু কিলদার কথা। নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফু' হিসাবে বলা সঠিক নয়। হাদীস শাস্ত্রের একাধিক ইমাম এ কথাই বলেছেন।

কিন্তু সাখাবী উল্লেখ করেছেন যে, খাল্লাদ আয়েশা (ঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন এ বাক্যে :

“الْأَزْمُ نَوَاءً، وَالْمَعْدَةُ دَاءٌ، وَعَوْنُوا بَيْنَنَا مَا اعْتَدَا”

অর্থ: “সাবধানতা হচ্ছে ঔষধ এবং পাকস্থলী (পেট) হচ্ছে অসুখ। অতএব তোমরা শরীরকে যাতে অভ্যস্ত হয়েছে তাতেই অভ্যস্ত কর।”

এটির বাহ্যিকতা দেখে মনে হয় যেন মারফু'। সুযুতী “আদ-দুরার” গ্রন্থে তা স্পষ্ট করেই বলেছেন, যেমনভাবে “কাশফুল খাফা” গ্রন্থেও (২/৭৪/১৭৮৮) এসেছে। তিনি (সুযুতী) “জামে'উল কাবীর” গ্রন্থেও (১/৩২০/২) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা হাদীসটির কোন সনদ বর্ণনা করেননি যাতে দৃষ্টি দেয়া যায়। আমার অধিকাংশ ধারণা এটি সহীহ নয়।

অতঃপর ইবনুল কাইয়্যিমকে দেখেছি তিনি “যাদুল মা'য়াদ” গ্রন্থে (৩/১০২) এটিকে হারিস ইবনু কিলদার কথা হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। এটিই উপযোগী।

২০২. (صَوْمُوا نَصِيحُوا).

২৫৩। তোমরা সওম পালন কর সুস্থ থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/২২৫/১/৮৪৭৭) এবং আবু নু'য়াইম “আত-তিব্ব” গ্রন্থে (কাফ ২৪/১,২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান সূত্রে যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ এ বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি যুহায়ের হতে শামীদের বর্ণনায় দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি সে সব বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত।

হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহ'ইয়া” গ্রন্থে (৩/৭৫) বলেন : এটি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে এবং হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৩/১৭৯) উল্লেখ করে বলেছেন : এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এরূপ বলা প্রমাণ করে না যে, দুর্বল হতে পারে না।

সাগানী একটু অগ্রণী হয়ে বলেছেন : এ হাদীসটি বানোয়াট।

এছাড়া ইবনু আদী যে ঔাকো হাদীসটি (৭/২৫২১) ঔর্ণনা করেছেন, সেটিতে নাহশাল নামক ঁক ঔর্ণনাকারী ঁছেন, তিনি হছেন ঔাতরূক ঁং তার শাইখ যহ্হাক ইবনু ঁব্বাস (ؓ) হতে ঔনেননি ।

. ২০৫ (سَافِرُوا نَصِحُوا، وَاعْرِضُوا عَنْكُمْ) .

২৫৪ । তোমরা সফর কর সুহ্ ঔাকবে ঁং যুদ্ধ কর ঁাবলমী হবে ।

হাদীসটি দুর্বল ।

ঁটি ইমাম ঁহমাদ (২/৩৫০) ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে দাররাজ হতে...ঔর্ণনা করেছেন ।

ঁমি (ঁালবানী) ঔলছি ঃ ইবনু লাহী'য়ার কারণে ঁটির সনদ দুর্বল । কেননা তিনি মুখহ্ ঔিদ্যার ক্ষেত্রে দুর্বল ঁং দাররাজ হছেন ঔহ্ মুনকারের ঁধিকারী ।

ইমাম যাহাবী “সিয়ারু ঁ'লামীন নুঔালা” ঁহ্ে ঔলেন, কুতাইঔা ঔলেছেন ঃ ঁমাকে ইমাম ঁহমাদ ঔললেন ঃ ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে তোমার হাদীসগুলো সহীহ্ । কারণ ঁমরা ইবনু ঔয়াহাঔের কিতাব হতে লিখেছি, ঁতঃপর ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে ঔনেছি ।

ঁতঁব দাররাজ হছে হাদীসটির মূল সমস্যা ।

ইবনু ঁবী হাতিম (২/২০৬) তার পিতার ঁদ্ধৃতিতে ঔলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার ।

ঁটির শাহেদ ঁছে তে সেটি নিতান্তই দুর্বল । সেটি হছে নিম্নেরটি ঃ

. ২০০ (سَافِرُوا نَصِحُوا وَتَقَمُّوا) .

২৫৫ । তোমরা সফর কর সুহ্ ঔাকবে ঁং গনীমত লাভ করবে ।

হাদীসটি মুনকার ।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/২৯৯), ঔাবারানী “মু'জামুল ঁওসাত” ঁহ্ে (১/১১২/১), ইবনু ঔিশরান “ঁল-ঁমালী” ঁহ্ে (৩/৬৬/১), খাতীঔ ঔাগদাদী তার “ঁত-তারীখ” ঁহ্ে (১০/৩৫৭), কাযা'ঈ (২/৫২), ঁনুরূপ ঔাবে ঔাম্মামুর রাযী “ঁল-ফাঔয়াইদ” ঁহ্ে (নং ৭৬৭) মুহাম্মাদ ইবনু ঁদ্রির রহমান ইবনু রাদাদ হতে ...ঔর্ণনা করেছেন । ইবনু ঁবী হাতিম (৩/২/১৫৫) ঔলেন ঃ

ইবনু রাদাদ ছাড়া ঁন্য কেঁ ঁটি ঔর্ণনা করেছেন ঔলে ঁমি ঙানি না । তিনি ঔা কিছু ঔর্ণনা করেছেন তার ঁধিকাংশই নিরাপদ নয় ।

ইবনু ঁবী হাতিম (৩/২/১১৫) ঔলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, তিনি ঙাহেঔুল হাদীস ।

ঁবু যুর'য়াহ ঔলেন ঃ তিনি দুর্বল ।

“আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে তার মুনকারগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীসটি। ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৩০৬) বলেন, আমার পিতা বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।

এ ইবনু রাদাদই হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা।

ইবনু আদী এবং আবু নু'য়াইম অন্য একটি সূত্রে সিওয়র ইবনু মুস'য়াব হতে, তিনি আতিয়া হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : সিওয়র যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : আতিয়া হচ্ছেন আওফী, তিনি দুর্বল।

আব্দুর রায্যাক “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১১/৪৩৪) তাউস-এর সূত্রে উমার (رضي الله عنه) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে মওকুফ হিসাবে। কিন্তু এটির সনদ মুনকাতি'। অর্থাৎ তাউস এবং উমার (رضي الله عنه)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

২০৬. (يُنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرِينَ وَمِئَةً رَحْمَةً، سِتُونَ مِنْهَا لِلطَّائِفِينَ، وَأَرْبَعُونَ لِلْعَاكِفِينَ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَعِشْرُونَ مِنْهَا لِلنَّاظِرِينَ إِلَى الْبَيْتِ).

২৫৬। আব্দাহ তা'আলা প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাখিল করেন। ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি ঘরের (বায়তুল্লাহ-এর) চারিদিকে ই'তিকাক কারীদের জন্য এবং বিশটি ঘরের দিকে দৃষ্টিদান কারীদের জন্য।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১১৫/১) খালিদ ইবনু ইয়াযীদ আল-উমারী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু ওবায়দিল্লাহ আল-লায়সী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ জাল; খালিদ ইবনু ইয়াযীদকে আবু হাতিম ও ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

লায়সীও মাতরুক; যেমনভাবে “লিসানুল মীযান” (৫/২১৬) সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে। কিন্তু সে সূত্র দু'টিও জাল।

২০৭. (إِيَّاكَ وَالسَّرْفَ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَيْنَ فِي يَوْمٍ مِنَ السَّرْفِ).

২৫৭। তুমি তোমাকে অপচয় করা হতে বাঁচাও, কারণ দিনে দু'বার খাবার গ্রহণ করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি গাযালী “আল-ইহুইয়া” গ্রন্থে (৩/৭৮) উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী তার “আত-তাখরীজ” গ্রন্থে বলেন :

হাদীসটি বাইহাক্বী “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করে বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল ।

মুনযেরী বলেন : হাদীসটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন । তাতে বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছেন ।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি তার হেফযের দিক থেকে দুর্বল ।

অতঃপর আমি বাইহাক্বীর নিকট “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে (২/১৫৮/১) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হই এবং আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটিতে অন্য কারণও রয়েছে যা এটির দুর্বলতাকে বৃদ্ধি করেছে ।

কারণ এটির সনদে আবু আদ্রির রহমান আস-সুলামী রয়েছেন । তার নাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আস-সূফী । তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-কাত্তান বলেন : তিনি সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন ।

অতঃপর বাইহাক্বী (২/১৬১/২) খালিদ ইবনু নাজীহ আল-মিসরী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন ।

এ খালিদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল করতেন ।

২০৮. (إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْقِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ).

২৫৮। নিচয় ব্যক্তি কর্তৃক তার মেহমানের সাথে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হয়ে যাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ।

হাদীসটি জাল ।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২/৩২৩), ইবনুল আ'রাবী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (২/২৪৬) এবং তার থেকে কাযা'ঈ (১/৯৫) ‘আলী ইবনু উরওয়া সূত্রে আব্দুল মালেক হতে ... বর্ণনা করেছেন ।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি বানোয়াট । তার কারণ হচ্ছে এ ‘আলী ইবনু উরওয়া । তার সম্পর্কে যাহাবী বলেন, ইবনু হিব্বান বলেছেন :

তিনি হাদীস জাল করতেন । তাকে সালাহ জাযারা ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন । অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি ।

এর আরেকটি সূত্র পেয়েছি, যেটি ইবনু আদী (২/১৬৯) সালাম ইবনু সালাম আল-বালখী সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন । এ সালাম সম্পর্কে ২৩৩ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে । তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি সত্যবাদী নন ।

জুরজানী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন ।

এছাড়া ইবনু যুরায়েজ মুদাল্লিস । তিনি আনু আনু শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

২০৭. (لَا تَتَمَارَضُوا؛ فَتَمْرَضُوا؛ وَلَا تَحْقِرُوا؛ فَيُؤْرَكُمْ؛ فَتَمُوتُوا).

২৫৯। তোমরা রোগের ভান করোনা, কারণ এর ফলে তোমরা রোগী হয়ে যাবে এবং তোমরা তোমাদের কবর খুঁড়ো না, কারণ এর ফলে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/ ৩২১) বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার পিতা উত্তরে বলেন : এ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : তার কারণ হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান নামক বর্ণনাকারী। ইমাম যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহুল এবং তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটি মুনকার। অর্থাৎ এ হাদীসটি।

২৬০. (أَطْعِمُوا نَفْسَاعَكُمْ الرُّطْبَ. قَالُوا: لَيْسَ فِي كُلِّ حِينٍ يَكُونُ الرُّطْبُ. قَالَ: فَتَمْرٌ. قَالُوا: كُلُّ التَّمْرِ طَيِّبٌ، فَإِذَا التَّمْرُ خَيْرٌ؟ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ تَمْرَاتِكُمُ الْبَرْبِيُّ؛ يَدْخُلُ الشَّقَاءُ، وَيُخْرَجُ الدَّاءُ، لَا دَاءَ فِيهِ، أَشْبَعُهُ لِلْجَاعِ، وَأَدْقُوهُ لِلْمَقْرُورِ).

২৬০। তোমরা তোমাদের নেফাসখারী নারীদেরকে কাঁচা খেজুর খেতে দাও। তারা বলল : সব সময়তো কাঁচা খেজুর পাওয়া যায় না। তিনি (উত্তরে) বললেন : তাহলে শুকনা খেজুর। তারা বলল : সব শুকনা খেজুরই ভাল, তবে সর্বোত্তম শুকনা খেজুর কোনটি? তিনি বললেন : তোমাদের সর্বোত্তম শুকনা খেজুর হচ্ছে বুরনী খেজুর, যা সুস্থতাকে প্রবেশ করায় এবং রোগকে বের করে দেয়। তাতে কোন রোগ নেই। তা ক্ষুধার্থের জন্য অধিক ভুঁক্তিদায়ক এবং আক্রান্তের জন্য অধিক উপায় দানকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু সাম'উন ওয়ায়েয “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/১৯২/১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদের বর্ণনাকারী কাসেম ইবনু ইসমা'ঈল-এর জীবনী কে বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না। তবে ইবনু হিব্বান-এর “আস-সিকাত” গ্রন্থে (৯/১৯) এসেছে, তিনি হাশেমী কুফী, তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা হতে...হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম-এর “আত-তিব্ব” নামক গ্রন্থে (২৩-২৪) অন্য একটি সূত্রে শু'বা হতে তার মুতাবা'য়াতও পাওয়া গেছে।

সনদটির অন্য এক বর্ণনাকারী শাহার ইবনু হাওশাব দুর্বল। বেশী বেশী ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এ জন্য ইমাম মুসলিম অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিলিতভাবে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বেশী মুরসালকারী এবং সন্দেহ প্রবণ।

অতএব এ হাওশাবের কারণেই হাদীসটি দুর্বল।

২৬১. (اٰخِثُوْا اِلٰى عَمَلِكُمْ النُّخْلَةَ؛ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ اٰدَمَ فَفَضَّلَ مِنْ طَيِّبَتِهَا، فَخَلَقَ مِنْهَا النُّخْلَةَ).

২৬১। তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছের সাথে ভাল ব্যবহার কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর মাটির কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়ে যায়, অতঃপর তা থেকেই খেজুর গাছকে সৃষ্টি করেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৫৭), বাতেরকানী তার “জুযউ মিন হাদীস” গ্রন্থে (২/১৫৭) এবং ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৮৪) জা'ফার ইবনু আহমাদ ইবনে গাফেকী হতে ...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন :

এ হাদীসটি জাল। এটি যে জা'ফার জাল করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইবনুল জাওযী বলেন : এটি সহীহ নয়, জা'ফার একজন জালকারী।

হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সুযুতী অভ্যাসগতভাবে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১৫৬) তার সমালোচনা করে বলেছেন : আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه)-এর হাদীসে এটির শাহেদ আছে। কিন্তু তাতেও চরম সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে সম্মুখের হাদীসটি :

২৬২. (خَلَقَتِ النُّخْلَةَ وَالرُّمَّانَ وَالْعِنْبُ مِنْ فَضْلِ طَيِّبَةِ اٰدَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

২৬২। আদম (আঃ)-কে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ হতে খেজুর গাছ, আনার গাছ এবং আঙ্গুর গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি মাহামেলী “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/৩৮) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (২/২০৯/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। বর্ণনাকারী আবু হারুণ আল-আবাদীর নাম হচ্ছে আম্মারা ইবনু যুওয়াইন। তিনি মাতরুক। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুকও আখ্যা দিয়েছেন; যেমনভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

এরূপ চরম পর্যায়ে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে ইবনু আসাকীরের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

২৬২. (اَكْرَمُوا عَمَّتَكُمْ النُّخْلَةَ؛ فَإِنَّهَا خَلِفَتْ مِنْ فَضْلَةِ طَيْبَةِ أَبِيكُمْ أَمِّكُمْ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَجَرَةٍ وَلَدَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، فَاطِعُوا نِسَاءَكُمْ الْوَالِدَ الرُّطْبَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطْبًا قَتَمُوا).

২৬৩। তোমরা তোমাদের চাচী খেজুর গাছকে সম্মান কর। কারণ তাকে তোমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টিকৃত মাটির অবশিষ্টাংশ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। মারইয়াম বিনতে ইমরান যে বৃক্ষের নীচে সন্তান প্রসব করেছেন, তার চেয়ে আদ্যাহর নিকটে সম্মানিত বৃক্ষ আর নেই। অতএব তোমরা তোমাদের নারী মাতাকে কাঁচা খেজুর খাওয়াও। যদি কাঁচা খেজুর না থাকে তাহলে শুকনা খেজুর।

হাদীসটি জাল।

এটি উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৪৩০), আবুশ শাইখ “আল-আমসাল” গ্রন্থে (নং ২৬৩), ইবনু আদী (১/৩৩০), ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৩/৪৪-৪৫), বাগেন্দী “হাদীস শায়বান” গ্রন্থে (১/১৯০) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (২/৩০৯/২, ১৯/২৬৭/১), আবু নু'য়াইম “আত-তিব্ব” গ্রন্থে (২/২৩/২) এবং “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৬/১২৩) মাসরুর ইবনু সা'ঈদ আত-তামীমী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন : উরওয়া হতে আওয়া'ঈর এ হাদীসটি গারীব। মাসরুর এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন : তার হাদীসটি নিরাপদ নয়। তাকে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এটিকে জানা যায় না।

ইবনু আসাকির বলেন : উরওয়া 'আলী (ﷺ)-কে পায়নি, অর্থাৎ সনদটি মুনকাতি' [বিচ্ছিন্ন]। হাদীসটি গারীব এবং তামীমী মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে বলেছেন : তিনি আওয়া'ঈ হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১৫৬) বলেছেন : আবু সাঈদ খুদরীর (رضي الله عنه) হাদীসে তার প্রথমংশের শাহেদ রয়েছে এবং শেষাংশেরও শাহেদ আছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু সাঈদ (رضي الله عنه)-এর (২৬২) হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। সবার ঐক্যমতে সেটি শাহেদ হবার যোগ্য নয়। তার অবস্থা সম্পর্কে এটির পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আরো একটি শাহেদ হচ্ছে আবু উমামা (رضي الله عنه)-এর হাদীস। সেটি হচ্ছে ২৬০ নং হাদীস। সেটি যে দুর্বল তা সেখানেই আলোচনা করা হয়েছে।

٢٦٤. (مَا لِلنَّفْسَاءِ عِنْدِي شِفَاءٌ مِثْلَ الرُّطْبِ، وَلَا لِلْمَرِيضِ مِثْلَ الصَّلَاةِ).

২৬৪। নেফাসধারী নারীদের জন্য আমার নিকট কাঁচা খেজুরের ন্যায় রোগ মুক্তকারী কিছু নেই এবং কোন রোগীর জন্য মধুর ন্যায় আরোগ্যদানকারী কিছু নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু নু'য়াইম “আত-তিব্ব” গ্রন্থে আবু হুরাইয়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। সুযুতী এটিকে পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি যাতে করে তাতে দৃষ্টি দেয়া যায়।

আবু নু'য়াইম তার “আত-তিব্ব” গ্রন্থে (২/২৪/১) ‘আলী ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন, যা আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আলী ইবনু উরওয়া মিথ্যুক। তিনি হাদীস জাল করতেন। তার সম্পর্কে ১১৯ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনু আররাক “তানবীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (১/২০৯) ইমাম সুযুতীর অনুসরণ করে হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চূপ থেকেছেন। তবে তিনি বলেন : হাদীসটি ওয়াকী’ “আল-গারার” গ্রন্থে আয়েশা (رضي الله عنها)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সূত্রে আসরাম ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যুক।

٢٦٥. (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! عَلَّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَنَعَّمَهُ، فَأَيْتَكَ إِنْ مِتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، زَارَتْ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَكَ كَمَا يَزَارُ النَّبِيَّتُ الْعَتِيقُ، وَعَلَّمَ النَّاسَ سُنَنِي، وَإِنْ كَرِهُوا ذَلِكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُوقَفَ عَلَى الصَّرَاطِ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى تُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلَا تُحَدَّثُ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَّثًا بِرَأْيِكَ).

২৬৫। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তুমি তা শিখ। কারণ তুমি যদি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমার কবর ঘিয়ারত করবে যে রূপ বায়তুল্লাহকে ঘিয়ারত করা হয়। তুমি লোকদেরকে

আমার সুনাত শিক্ষা দাও, যদিও তারা তা অপছন্দ করে। তুমি যদি পথে এক পলক পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করে জান্নাতে প্রবেশ করাকে পছন্দ কর, তাহলে তোমার মতামত দ্বারা আল্লাহর ধীনের মধ্যে নূতন কিছু আবিষ্কার করো না।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৪/৩৮০) এবং আবুল ফারাজ ইবনু মাসলামা “মাজলিসুল আমালী” গ্রন্থে (২/১২০) আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ আল-ইয়ামানী সূত্রে আবু হাম্মাম আল-কুরাশী হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থেও (১/২৬৪) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। আবু হাম্মাম-এর নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাঈব। তার সম্পর্কে ইয়াহুইয়া বলেন : তিনি মিথ্যুক। আবু হাতিম বলেন : তিনি যাহেবুল হাদীস।

সুযুতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২২২) বলেছেন : এটির অন্য সূত্রও রয়েছে। আবু নু‘য়াইম বলেন : আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হাদীসটি শুনিয়েছেন...।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি উল্লেখিত হাদীসটির ন্যায় বলেছেন, কিন্তু ভাষায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তিনি বলেন : **“فَإِنَّ أَتَىكَ الْمَوْتَ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، حُجَّتْ”** তুমি এ অবস্থায় থাকাকালীন যদি তোমার নিকট মৃত্যু এসে যায়; তাহলে ফেরেশতাগণ তোমার কবরের নিকট হজ্জ করবে; যেভাবে মু‘মিনরা বায়তুল্লাহুল হারামে হজ্জ করে।

সুযুতী হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আমার নিকট এ অংশটুকুতে প্রথমটির চেয়ে আরো শক্তিশালী ইনকার [অপছন্দনীয় বস্তু] রয়েছে। কারণ এতে কবরের দিকে হজ্জ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা বিদ‘আতী ব্যাখ্যা, শরীয়তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা যায় এমন কথা কোথাও আসেনি। এরূপ কর্মকাণ্ড সেই সব বিদ‘আতীদের মাঝেই বিদ্যমান আছে যারা কবরগুলোকে অতিরিক্ত সম্মান দেখায় ...।

আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নাবী (ﷺ) হতে এটির একটি অক্ষরও বের হয়নি। আব্দুল্লাহ খারাপ পরিনিতি করুন ঐ ব্যক্তির যিনি এ হাদীসটি জাল করেছেন। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহীম ইবনু শাবীব জাল করেছেন। আমি তাকেই জালকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করছি। তিনি মাজহুল [অপরিচিত]।

এছাড়া অন্য এক সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহীম ইবনু শাবীবের স্থলে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম ইবনে শাকীক বলা হয়েছে, কিন্তু যাচাই-বাছাই করার পর দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইবনু শাবীবই সঠিক।

২৬৬. (كَانَ إِذَا أَشْفَقَ مِنَ الْحُلَاةِ أَنْ يَتَسَاهَا؛ جَعَلَ فِي يَدِهِ خَيْطًا لِيَذْكُرَهَا).

২৬৬। তিনি যখন কোন প্রয়োজনীয়তাকে ভুলে যাবার আশংকা করতেন, তখন তাঁর হাতে একটি সুতা রেখে দিতেন (বঁধে দিতেন), যাতে করে তা স্মরণ করতে পারেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী (১/১৭২), ইবনু সা'দ (১/২৮৬), হারিস ইবনু আবু উসামা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে এবং আবুল হাসান আল-আবনুসী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৬) সালেম ইবনু আদিল ‘আলা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : সালেম এ হাদীসটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, ইবনু মা'ঈন ও অন্যরা তার উপরে এটিকে হাদীস হিসাবে ইনকার [অস্বীকার] করেছেন।

সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু সা'দের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

এটি আবু ই'য়লা বর্ণনা করেছেন। যারাকশী বলেন : এটির সনদে সালেম ইবনু আদিল ‘আলা রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি জালকারী। ইবনু আবী হাতিম বলেন : হাদীসটি বাতিল। ইবনু শাহীন “আন-নাসিখ” গ্রন্থে বলেন : তার সব হাদীসই মুনকার। মুসান্নেফ (সুযুতী) “আদ-দুরার” গ্রন্থে বলেন : আবু হাতিম বলেছেন : হাদীসটি বাতিল। ইবনু শাহীন বলেছেন : এটি মুনকার, সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আবী হাতিম তার “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৫২) বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ... তিনি উত্তরে বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। আমি সালেমের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এটি সালেম হতেই বর্ণিত।

ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা’দীল” গ্রন্থে (২/১/১৮৬) বলেন : সালেম সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তার হাদীসটি কিছুই না।

ইবনু আবী হাতিম আরো বলেন : আমার পিতা বলেছেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আবু তাহের “আত-তায়কিরাত” গ্রন্থে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বানও তার কথার অনুসরণ করেছেন।

হাকিম ও নাক্বাশ বলেন : তিনি নাফে’ হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেন।

অনুরূপ কথা “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে। তার এ বর্ণনাটি নাফে’ হতেই।

ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটির তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

১। প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২। দ্বিতীয় সূত্রটিতে আবু আমর বিশ্ব ইবনু ইব্রাহীম আল-আনসারী রয়েছে। তিনি আওয়া‘ঈ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এটি দারাকুতনী এবং ইবনু আসাকির তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৩/১০/১) বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : বিশ্ব এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস তার মুসীবতগুলোর একটি! ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে তার কতিপয় হাদীস (২/৩৩) বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন :

এ হাদীসগুলো আওয়া‘ঈ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করা। বিশ্ব ছাড়া অন্য কেউ আওয়া‘ঈ হতে সেগুলো বর্ণনা করেননি। এগুলো বাতিল তিনি তাদের উপর জাল করেছেন। অনুরূপভাবে তার সেই সব হাদীস যেগুলো আমি উল্লেখ করিনি (তাদের থেকে বর্ণনা করা) সেগুলোও বানোয়াট।

৩। তৃতীয়টি গিয়াস ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ গিয়াস এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরক।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি জাল করার দোষে দোষী, যেমনভাবে পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৮০) তাবারানীর বর্ণনা হতে বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ থেকে চতুর্থ সূত্র উল্লেখ করেছেন। অতঃপর চূপ থেকেছেন, কিন্তু তার চূপ থাকা সঠিক হয়নি।

কারণ বাকিয়া মাজহুল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে ইবনু মা‘ঈন ও আজালী বলেছেন। এ বর্ণনাটি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তার শাইখ আবু আদ্রির রহমান মাজহুল বর্ণনাকারীদের একজন; যেমনভাবে “আল-লিসান” গ্রন্থে এসেছে।

অতঃপর আমি (আলবানী) আরেকটি সূত্র পেয়েছি, যেটি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। তাতে বিশ্ব ইবনু ওবায়দিল্লাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন :

তিনি আইম্বাদের থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকারুল হাদীস।

আরো রয়েছে ইয়াহুয়া ইবনু আবী ফুরাত; আমি তাকে চিনি না।

আরো আছেন ঈসা ইবনু শু'য়ায়েব; তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তাদের দু'জনের একজন এ সূত্রটির সমস্যা।

২৬৭. (مَنْ حَوْلَ خَاتِمَةٍ، أَوْ عَمَامَتِهِ، أَوْ عَلَقَ خَيْطًا فِي أَصْبُعِهِ؛ لِيَذْكُرَهُ حَاجَتُهُ؛ فَقَدْ اشْرَكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَذْكُرُ الْحَاجَاتِ).

২৬৭। যে ব্যক্তি তার আঁঠু বা পাগড়ী উলটিয়ে রাখে বা তার আঙুলে সূতা ঝুলিয়ে রাখে, যাতে করে তার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহর সাথে শির্ক করল। কারণ আল্লাহ তা'আলাই প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (৩৩/১-২) এবং ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (৩/৭৪) বিশ্ব ইবনুল হুসাইন সূত্রে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন :

এটি সহীহ নয়।

ইবনুল জাওযী বলেছেন : এটির কোন ভিত্তি নেই। কারণ বিশ্ব যুবায়ের হতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।

সুযুতী তার এ বক্তব্যকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৮৩) সমর্থন করে বলেছেন :

ইবনু হিব্বান বলেন : বিশ্ব ইবনুল হুসাইন আল-আসবাহানী যুবায়ের হতে একটি জাল কপি বর্ণনা করেছেন যাতে একশত পঞ্চাশটি হাদীস ছিল।

ইবনু আররাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (২/৩২২) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

২৬৮. (مَنْ رَفَعَ قِرْطَاسًا مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)؛ لِجَلَالِ أَنْ يُدَاسَ؛ كَتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَخَفَّفَ عَنِ الذَّنْبِ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَمَنْ كَتَبَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، فَجَوَدَهُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ؛ غُفِرَ لَهُ).

২৬৮। যে ব্যক্তি যমীন হতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখা কাগজ উঠাবে; তাকে পদদলিত হওয়া থেকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী বিশ্বাসীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার পিতা মাতার উপর হতে শাস্তি লাঘব করা হবে যদিও তারা দু'জন মুশরিক হয়। আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখল, অতঃপর আল্লাহকে সম্মান দেখিয়ে তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ ইবনু হিব্বান “তাবাকাতুল আসবাহানিয়ীন” গ্রন্থে (পৃ: ২৩৪) এবং ইবনু আদী (১/২৪৬) আবু সালেম আর-রাওয়াসী “আলা ইবনু মাসলামা” সূত্রে আবু হাফস আল-আবাদী হতে, তিনি আবান হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়ী এটিকে তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/২২৬) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন :

আবান নিতান্তই দুর্বল। হাফস তার চেয়েও দুর্বল এবং আবু সালেম ‘আলা ইবনু মাসলামাকে মুহাম্মাদ ইবনু তাহির আল-আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২০২) বলেন : আবাদীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এটিকে ইবনু আদী উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস। তিনি (সুযুতী) আরো বলেন : এটি ‘আলী ইবনু আবী তালিব (ؑ) হতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সহীহ নয়।

২৬৭. (الْعَالِمُ لَا يَخْرُفُ).

২৬৯। আলেম ব্যক্তির বার্ষিক্য জনিত কারণে মস্তিষ্ক বিকৃত হবে না।

হাদীসটি জাল।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৪৩৯) বলেন : আমার পিতাকে ‘আলা ইবনু যায়দাল কর্তৃক আনাস (ؑ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন : ‘আলা দুর্বল, মাতরুকুল হাদীস। আমরা জ্ঞানের অধিকারী মাস‘উদী, জারীরী, সাঈদ ইবনু আন্নবা, আতা ইবনুস সায়েব ও অন্যান্যদের পেয়েছি তাদের প্রত্যেকের শেষ বয়সে মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ‘আলা সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন : তিনি ধ্বংস প্রাপ্ত। ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি আনাস (ؑ) হতে জাল কপি বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করেছেন এভাবে :

২৭০. (لَا يَخْرُفُ فَرَأَى الْفَرَانَ).

২৭০। কুরআন পাঠকারী বার্ষিক্য জনিত কারণে বিকৃত মস্তিষ্ক হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী “যায়লু আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২৫) উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুসরণ করে ইবনু আররাক “তানযীহশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে (২/৩৬) আবু নু‘য়াইম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি “আখবাবু আসবাহান” গ্রন্থেও (২/৩৪৩) লাহেক ইবনুল হসাইন-এর বর্ণনায় ...এসেছে।

দাইলামী (৪/১৯০) ংবং ইবনু আসাকির তার “আত-তারীঈ” ংছে (১৮/১/২) আবু নু’য়াইম ও অন্য ংকটি সূত্রের বরাতে বর্ণনা করেছেন।

ংটির সনদে লাহেক ইবনুল হুসাইন নামক ংক বর্ণনাকারী ংছেন। সুযুতী বলেন :

যাহাবী “আল-মীযান” ংছে বলেছেন : লাহেক মিথ্যুক। তার ঔেকেই আবু নু’য়াইম “আল-হিলইয়াহ” ংছে উল্লেখ করেছেন। “লিসানুল মীযান” ংছে ইবনু হাজার বলেন : ইদরীসী বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। সম্ভবত মিথ্যুকদের মধ্যে তার মত কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি। ইবনুস সাম’য়ানী বলেন : তিনি ছিলেন মিথ্যুকদের ংকজন। ংমন ংকটি কপি জাল করেছেন, যার বর্ণনাকারীদের নাম জানা যায় না। ইবনুন নাজ্জার বলেন : তিনি মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ংকমত পোষণ করেছেন।

ংমি (আলবানী) বলছি : ংতো কিছু বলার পরেও সুযুতী হাদীসটি উল্লেখ করার দ্বারা “জামে’উস সাগীর” ংছকে কালিমালিষ্ট করেছেন।

২৭১. (مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ؛ مَنَعَهُ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ).

২৭১। ঔে ব্যক্তি কুরআন জমা করবে, মৃত্যু পর্বন্ত ংদ্বাহ তাকে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করবেন।

হাদীসটি জাল।

ংটি আবু সাঈদ ইবনুল আ’রাবী তার “আল-মু’জাম” ংছে (২/১১১) ইব্রাহীম ইবনু হায়সামের মাধ্যমে আবু সালেহ্ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির (২/১১১/২) অন্য ংকটি সূত্রে আবু সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

ংটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। বর্ণনাকারী রিশদীন ইবনু সাঈদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” ংছে বলেন :

তিনি দুর্বল। আবু হাতিম ইবনু লাহী’য়াকে তার উপর ংগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু ইউনুস বলেন : তিনি দ্বীনের ঔেত্রে নেককার ছিলেন। ংমি তাকে সালেহীনদের মধ্যে গাফেল হিসাবে পেয়েছি। ফলে তার হাদীসে সধমিশ্রণ ঘটছে।

ংমি (আলবানী) বলছি : বাহ্যিকতা প্রমাণ করেছে ঔে, ংটি তার সধমিশ্রণ ঘটত হাদীসগুলোর ংকটি। হতে পারে হাদীসটি ংদ্বুল্লাহ ইবনু সালেহ (আবু সালেহ)-ংর প্রতিবেশী ংলেদ ইবনু নাজীহ কর্তৃক জালকৃত। কারণ তিনি হাদীস জাল করতেন ংবং ংদ্বুল্লাহর ংছ সমূহে ঢুকিয়ে দিতেন। ংথচ ংদ্বুল্লাহ তা বুঝতে পারতেন না। দেখুন “আল-মীযান” ংছ (২/৪৬-৪৮) ংবং ং মর্মে আবু হাতিমের ভাষা ১৯৪ নং হাদীসে দেখুন, ঔেখানেও তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

২৭২. (اعْتَبِرُوا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي طَوْلِ لِحْيَتِهِ، وَنَفْسِ خَاتِمِهِ، وَكُتُوبِهِ).

২৭২। ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা যাচাই কর তার দাড়ির দীর্ঘায়ত্বের মাঝে, আখটির কারুকার্যের মাঝে এবং তার কুনিয়াতের মাঝে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী “যায়লু আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১০) ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উসমান ইবনু আব্দির রহমান আত-তারায়েফী হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইয়াযীদ ইবনু সিনান আশ‘যারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী বলেন : ইয়াযীদ দুর্বল এবং তারায়েফীকে ইবনু নুমায়ের মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

২৭৩. (لَا خَبْنَ (أَيُّ؛ وَقَفَ) بَعْدَ سُورَةِ النَّسَاءِ).

২৭৩। সূরা নেসার পরে ওয়াকফ নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাহাবী “শারহু মা‘যানীল আসার” গ্রন্থে (২/২৫০), তাবারানী (৩/১১৪/১), দারাকুতনী (৪/৬৮/৩,৪) এবং বাইহাক্বী তার “সুনান” গ্রন্থে (৬/১৬২) আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী‘য়াহ সূত্রে ঈসা ইবনু লাহী‘য়াহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন (বাইহাক্বীও তাকে সমর্থন করেছেন) : ইবনু লাহী‘য়াহ ছাড়া অন্য কেউ তার ভাই থেকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তারা দু’জনই দুর্বল।

এটিকে সুযুতী “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং হাসান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মানাবী দারাকুতনী ও “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (২/৭) হায়সামীর কথা দ্বারা তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন : হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ঈসা ইবনু লাহী‘য়াহ রয়েছে; তিনি দুর্বল।

তাহাবী ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ওয়াকফ বাতিল এ মতামতের সমর্থনে এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

এরূপ দলীল গ্রহণ করা নিতান্তই দুর্বল নিম্নে বর্ণিত কারণে :

১। হাদীসটি দুর্বল; যেমনটি অবহিত হয়েছেন। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অবৈধ।

২। এটি ওয়াকফ শরীয়ত সম্মত এ মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যা বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন “ইরওয়াউল গালীল” (৬/৩০/১৫৮২)।

২৭৪. (أَوْصَانِي جِزَانِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ ذَارًا، عَشْرَةَ

مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا، وَعَشْرَةَ مِنْ هَاهُنَا).

২৭৪। চল্লিশটি বাড়ী পর্যন্ত প্রতিবেশী এ মর্মে জিবরীল আমাকে ওয়াসিয়াত করেছেন। চতুর্দিকে দশটি দশটি করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি বাইহাক্বী (৬/২৭৬) ইসমাঈল ইবনু সায়েফ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়ার" গ্রন্থে (৪/৪১৪) তা স্বীকার করেছেন। কারণ এ ইসমাঈল সম্পর্কে ইবনু আদী (১/৩১৮) বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভেজালযুক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীস চোর।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ণনাকারী সাকীনা এবং উম্মে হানীকে আমি চিনি না।

২৭৫. (الْاِنْ اَرْبَعِينَ دَارًا جَوَارًا، وَلَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَافَ جَارَهُ بَوَاقِهِ. قِيلَ: لِلزُّهْرِيِّ: اَرْبَعِينَ دَارًا؟! قَالَ: اَرْبَعِينَ هَكَذَا، وَاَرْبَعِينَ هَكَذَا).

২৭৫। সাবধান! অবশ্যই চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী। সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতাকে ভয় করে। চল্লিশ ঘর বলতে কী বুঝানো হচ্ছে এ মর্মে যুহুরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বলেন : চল্লিশ এ দিকে আর চল্লিশ ঐদিকে।

হাদীসটি দুর্বল। এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৯/৭৩/নং ১৪৩) ইউসুফ ইবনু সাফার হতে এবং তিনি আওয়া'ঈ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী ইউসুফ ইবনু সাফার আবুল ফায়েয সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। অনুরূপ কথা যায়লা'ঈও (৪/৪১৩-৪১৪) বলেছেন। তাদের পক্ষ হতে এ ইবনু সাফার সম্পর্কে নিতান্তই নরম কথা বলা হয়েছে। কারণ এরূপ কথা বলা হয় যার ব্যাপারে ভাল না মন্দ এ নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার ক্ষেত্রে। অথচ এ ইবনু সাফার মাতরুকের হওয়ায় ব্যাপারে সবাই একমত, বরং তাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং বাইহাক্বী তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

তার জাল হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে (১৮৭ নং)।

এ জন্য হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৬৯) বলেছেন : ইউসুফ ইবনুস সাফার মাতরুকের।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকাল ইবনু যিয়াদ আওয়া'ঈ হতে মুরসাল হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সেটি আবু দাউদ তার "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (নং ৩৫০) বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। যদি মুরসাল না হত তাহলে সহীহ বলে হুকুম লাগাতাম।

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (২/১৮৯) বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল। অনুরূপ কথা হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থেও (১০/৩৯৭) বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির অংশ বিশেষ **“وَلَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ”** “وَلَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ”-এর হাদীসের মধ্যে এসেছে এ ভাষায় : **“وَلَا يَنْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ”** এটি মুসলিম (১/ ৪৯) এবং বুখারী “আদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (পৃ: ২০) বর্ণনা করেছেন।

২৭৭. **(حَقُّ الْجَوَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ ذَارًا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا؛ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَفُتَامٌ وَخُتَفٌ).**

২৭৬। প্রতিবেশীদের হক হচ্ছে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত। এদিকে, এদিকে... তথা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবু ই'য়লা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১০/৩৮৫/ ৫৯৮২) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু জামে' আল-আন্তার, মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ও আব্দুস সালাম ইবনু আবীল জানুব রয়েছে।

আবু ই'য়লা তার সূত্র হতেই হাদীসটি ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২/১৫০) বর্ণনা করেছেন এবং এটির সমস্যা হিসাবে আব্দুস সালামকে মুনকারুল হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৩/৪১৪) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইবনু হিব্বান এটিকে “আস-সিকাত” গ্রন্থেও (৭/১২৭) উল্লেখ করেছেন।

আবু হাতিম (৩/১/৪৫) বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে। হায়সামী বলেন : (৮/১৬৮) আবু ই'য়লা তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু জামে' আল-আন্তার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এর চেয়েও বরং তার অবস্থা আরো খারাপ। আবু যুর'য়াহ বলেন : তিনি সত্যবাদী নন।

এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হচ্ছেন জামহী মাক্কী, তিনিও দুর্বল। এটি হচ্ছে হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা। এ কারণেই হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (২/১৮৯) বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল।

২৭৭. (السَّائِكُنْ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارًا).

২৭৭। চল্লিশটি বাড়ীর অধিবাসীরা প্রতিবেশী।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবু দাউদ তার “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (৪৫০) যুহরী হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে চল্লিশ ঘর? তিনি বলেন : ডানে চল্লিশ, বামে চল্লিশ, পিছনে চল্লিশ এবং সামনে চল্লিশ।

এটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সহীহ্ সেই ব্যক্তির নিকট যিনি মুরসালকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন।

আলেমগণ প্রতিবেশীর সীমা-রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (১০/৩৬৭) সেগুলো উল্লেখ করেছেন। সীমা-রেখা নির্দিষ্ট করে যা কিছু রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো দুর্বল, সহীহ নয়। সমাজ যতটুকু পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য করে ততটুকুই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। এ সিদ্ধান্তটিই সঠিক।

২৭৮. (الْعِظْمُ خَزَائِنُ، وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ، فَاسْأَلُوا يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ يُؤْجِرُ فِيهِ أَرْبَعَةَ السَّائِلِ، وَالْمُعْظَمُ، وَالْمُسْتَمْعُ، وَالْمُجِيبُ لَهُمْ).

২৭৮। জ্ঞান হচ্ছে ভাণ্ডার এবং তার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা/জিজ্ঞাসা করা। অতএব তোমরা জিজ্ঞাসা কর, তোমাদেরকে আল্লাহ দয়া করবেন। কারণ তাতে তার জনকে সাওয়াব দেয়া হবে; প্রশ্নকারীকে, শিক্ককে, মনোবোগ সহকারে শ্রবণকারীকে এবং তাদের উত্তর দানকারীকে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম (৩/১৯২) এবং আবু উসমান আন-নুজায়েরমী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৪) দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-কাযযায সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আবু নু'য়াইম বলেন : এ হাদীসটি গারীব, এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে আমরা এটিকে লিখিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দাউদ ইবনু সুলায়মান হতে জালকৃত। তিনি হচ্ছেন জুরজানী গাযী। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন :

ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতিম তাকে চিনেন না। সর্বাবস্থায় তিনি মিথ্যুক শাইখ। 'আলী ইবনু মুসা আর-রিযা হতে তার

একটি জাল কপি রয়েছে। অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাফিয ইবনু হাজারও “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার (যাহাবীর) কথাকে সমর্থন করেছেন।

এ কারণেই সুয়ূতী “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। মানাবী যাহাবী ও আসকালানীর কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য এক সনদে “আওয়ালী” গ্রন্থে শায়রাবী (১/২১৩) এবং “আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাফিহ” গ্রন্থে (২/৩২) আল-খাতীব বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এটির সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ আত-তাঈ রয়েছে। তার অবস্থা জুরজানীর অবস্থার ন্যায়। তিনি তার পিতা হতে বাতিল-বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। তিনি অথবা তার পিতা এটি জাল করেছেন।

২৭৭. (نَبِيٌّ ضَيِّعَةٌ قَوْمُهُ. يَغَيِّي سَطْنِحًا).

২৭৯। কোন এক নাবীকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ সোতাইহু।

ইসলামী কোন গ্রন্থে এটির ভিত্তি নেই। আসলে এটির সনদই দেখছি না। হাফিয ইবনু কাসীর “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” গ্রন্থে (২/২৭১) এরূপই বলেছেন।

২৮০. (أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيسَى! آمِنَ بِمُحَمَّدٍ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ، لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَسَكَنَ).

২৮০। আল্লাহ পাক ঈসা (আ:)—এর নিকট অহী মারফত বললেনঃ হে ঈসা! মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আন এবং তোমার উম্মাতের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দাও। কারণ মুহাম্মাদ যদি না হত তাহলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মাদ যদি না হত তাহলে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না। অবশ্যই আমি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর সে (আরশ) অশান্ত হয়ে গেলে তার উপর শা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুহা লিখে দিলাম, ফলে সে শান্ত হয়ে গেল।

হাদীসটি জাল।

মারফু' হিসাবে এটির কোন ভিত্তি নেই। হাকিম “আল-মুসতাদরা'ক” গ্রন্থে (২/৬১৪-৬১৫) আমর ইবনু আওস আনসারী সূত্রে ...বর্ণনা করে বলেছেন : এটির সনদ সহীহ্‌।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : আমার ধারণা এটি সা'ঈদের উপর জাল করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : অর্থাৎ সা'ঈদ ইবনু আবী আরুবার উপর। এ হাদীসটির ব্যাপারে সা'ঈদ হতে বর্ণনাকারী আমর ইবনু আওস আনসারী মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

তার অবস্থা মাজহুল, তিনি মুনকার হাদীস নিয়ে এসেছেন।

তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : আমার ধারণা এটি বানোয়াট।

হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার কথার সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন।

(ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ، يَعْنِي خَالِدَ بْنَ سَيَّانٍ).

২৮১। সে এক নাবী যাকে তার জাতি ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থাৎ খালিদ ইবনু সিনানকে বুঝানো হচ্ছে।

হাদীসটি সহীহ্‌ নয়।

এটি হাকিম (২/৫৯৮-৫৯৯) এবং অনুরূপ ভাবে আবু ই'য়াল্লা মু'য়াল্লা ইবনু মাহদী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। মু'য়াল্লা ইবনু মাহদীকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি কখনও কখনও মুনকার হাদীস নিয়ে আসতেন। হায়সামী বলেছেন : এটি সেগুলো হতেই।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি তাবারানী (৩/১৫৪/১), বাযযার (২৩৬১), ইবনু আদী (২/২৭১), আবু নু'য়্যাইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৮৭) কায়স ইবনু রাবী' সূত্রে সা'লেম আল-আফতাস হতে ...বর্ণনা করেছেন। বাযযার বলেন :

এ সূত্র ছাড়া এটিকে মারফু' হিসাবে চিনি না। কায়স নিজে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। তার এক ছেলে ছিল সে তার হাদীসের মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দিত, যা তার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

সাওরী হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু কাসীর “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” গ্রন্থে (২/২১১) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : তিনি তার হাদীসটিকে মওসূল করেননি।

অতঃপর ইবনু কাসীর বলেন : এসব মুরসাল এ স্থানে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যত্র (২/২৭১) বলেন : এটি সহীহ নয়।

খাতীব বাগদাদী “তালখীসুল মুতাশবিহ” গ্রন্থে (১৩/ ১৪৮-১৪৯) মওসুল হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন : এটির সনদে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত তার কারণ এই যে, এটির সনদে একদল বর্ণনাকারী আছেন যাদেরকে চিনি না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আল-কুরাশী হাশেমী। দেখুন “আল-ইসাবা” (২/৫০৭)।

কালবী সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কালবী মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এটি নিম্নের সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনভাবে হায়সামী (৮/২১৪) বলেছেন।

”أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، الْأَتْبَاءُ أَخُوهُ لِعَلَّتْ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

“ رواه البخاري ومسلم.

“ঈসা ইবনু মারইয়ামের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে লোকদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম, কারণ নাবীগণ পিতার দিক দিয়ে ভাই ভাই। আমার ও তাঁর মধ্যে কোন নাবী নেই” (বুখারী ও মুসলিম)।

২৮২. (لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ).

২৮২। আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি আকাশ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল। যেমনভাবে সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৭) বলেছেন।

তবে শাইখ আল-কারীর উক্তি (৬৭-৬৮) : কিন্তু তার অর্থটি সহীহ, এটি দাইলামী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসাবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

”أَتَانِي جَبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ، لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ.

وَفِي رَوَايَةٍ ابْنُ عَسَاكِرَ: لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا“.

‘আমার নিকট জিবরীল আসলেন, অতঃপর বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি না হতেন তাহলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না, আপনি যদি না হতেন তাহলে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।’ ইবনু আসাকির হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে; আপনি যদি না হতেন তাহলে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।

আমি (আলবানী) বলছি : দাইলামী হতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা সাব্যস্ত না হওয়ার পূর্বেই হাদীসটির অর্থ সঠিক, এ কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত হবে না। আমি কাউকে দেখছি না যিনি এটি বর্ণনা করেছেন। যদিও আমি তার সনদটি

সম্পর্কে অবহিত হইনি, তবুও হাদীসটি যে দুর্বল এ মর্মে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করছি না। এর জন্য দাইলামী কর্তৃক এককভাবে বর্ণনা করাটাই তার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর আমি যখন তার (দাইলামীর) “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৪১২) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হলাম যে, এটি ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুসা আল-কুরাশী সূত্রে ফুয়ায়েল ইবনু জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণিত আর তিনি আব্দুস সামাদ ইবনু 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা 'আলী ইবনু আব্বাস (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম এটির দুর্বলতার ফটল সম্পর্কে।

আমি বলছি : এটির সমস্যা হচ্ছে এ আব্দুস সামাদ; উকায়লী তার সম্পর্কে বলেন :

তার হাদীস নিরাপদ নয় এবং তার মাধ্যম ছাড়া হাদীসটি অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না। অতঃপর তিনি সাক্ষীর সম্মানের বিষয়ে তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা ২৮৯৮ নম্বরে আসবে। তার মাধ্যম ছাড়া আমি হাদীস দু'টোকে চিনি না।

ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/২৮৮-২৮৯) দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে সালামান হতে বর্ণনা করে বলেছেন : “إِنَّهُ مَوْضُوعٌ” হাদীসটি বানোয়াট।

সুয়ূতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৭২) তার (ইবনুল জাওযীর) বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

২৮২. (ارْمُوا؛ فَإِنَّ لَيْمَانَ الرُّمَاءَ لَغَوًّا؛ لَا حَنْثَ فِيهَا وَلَا كُفْرَةَ).

২৮৩। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর, কারণ তীর নিক্ষেপকারীদের শপথ অর্থহীন, তাতে শপথ ভঙ্গ হয় না, কাফ্কারাও দিতে হয় না।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ২৩৭) ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনে আব্দিল আযীয সাকাফী হতে, তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : হাদীসটি ইউসুফ তার পিতা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব এবং তার পিতা ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এ ইউসুফের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেন :

আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না। তিনি বাতিল হাদীস নিয়ে এসেছেন এমন সনদে যাতে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : “কিতাবুর রামী” গ্রন্থে তাবারানী কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসটি হাফিয উল্লেখ করে বলেছেন : এটির সমস্যার দায় ইউসুফ অথবা তাঁর পিতার (ইয়কূব) উপর। ইবনু উয়াইনা কখনই হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

২৮৬. (يَا مُعَاذُ! إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَإِذَا سَأَلْتَ عَنِ الْمَجْرَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ؛ فَقُلْ: هِيَ لِعَابِ حَيَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ).

২৮৪। হে মু'আজ্জ! আমি তোমাকে কিতাবধারী (আহলেকিতাব) সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করছি। অতএব তুমি যদি আসমানে পানি প্রবাহিত হওয়ার স্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হও, তাহলে বলবে, সেগুলো হচ্ছে আরশের নিচের সাপের লালা।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (১/১৭৬/১), উকায়লী (৩/৪৪৯) ও ইবনু আদী (১/২৬৩) ফায়ল ইবনুল মুখতার সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৪২) উল্লেখ করে বলেছেন : ফায়ল মুনকারুল হাদীস।

হাফিয ইবনু কাসীর “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া” গ্রন্থে (১/৩৯) বলেছেন :

এ হাদীসটি নিতান্তই মুনকার, বরং এটি মাওযু'র সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তার বর্ণনাকারী ফায়ল ইবনু মুখতার হচ্ছেন আবু সাহাল আল-বাসরী। তার সম্পর্কে আবু হাতিম আর-রাযী বলেন : তিনি মাজহুল, বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেন : তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীস। ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসগুলোর অনুসরণ করা যায় না, না ভাষার না সনদের।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এগুলো বাতিল এবং আশ্চর্যজনক।

ইবনুল জাওযী অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেটি উকায়লী আব্দুল আ'লা ইবনু হাকিমের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে (২৫৩) উল্লেখ করে বলেছেন :

এ হাদীসটি নিরাপদ নয়, বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুল আ'লা মাজহুল।

এটির সনদে আবু বাকর ইবনু আবী সাবুরা রয়েছেন; তিনি মাতরুক। এছাড়া সুলায়মান ইবনু দাউদ শায়কুনীও রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী আব্দুল আ'লার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : এটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভাষাও সহীহ নয়।

২৮৫. (لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلَى يَوْمٍ فِي الصِّيَامِ؛ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ).

২৮৫। রমাযান মাস এবং আশুরার দিবস ব্যতীত সপ্তম রাখার ক্ষেত্রে একটি দিবসের অন্যটির উপর কোন কষীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) নেই।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২১৫/২), তাহাবী “শারহু মা'য়ানীল আসার” গ্রন্থে (১/৩৩৭), আবু সাহাল “আহাদীস ইবনু যুরায়েস” গ্রন্থে (২/১৮৯), ইবনু আদী (১/২৫০) ও আরো অনেকে আব্দুল জাক্বার ইবনু ওরদ সূত্রে ইবনু আবী মুলায়কা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, যেমনিভাবে মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/৭২) এবং হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৩/১৮৬) বলেছেন। কিন্তু আব্দুল জাক্বার ইবনু ওরদ-এর মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বলতা ছিল, যেমনিভাবে ইমাম বুখারী ইজিত দিয়েছেন তার এ কথায় : তিনি তার কোন কোন হাদীসে বিরোধিতা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি ভুলকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির বর্ণনাতে তিনি যে ভুল করেছেন, দু'টি কারণে তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করছি না :

১। তার সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার বলেছেন ইবনু আবী মুলায়কা হতে, আবার বলেছেন আমর ইবনু দীনার হতে। এটি প্রমাণ করছে যে, তার মুখস্থ বিদ্যায় সমস্যা ছিল।

২। এ হাদীসটির মতন (ভাষার)-এর বিরোধিতা করা হয়েছে। যেটি বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

২৮৬। (قَدْ أَتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا النَّبِيتَ أَلْفَ آتِيَةٍ مِنَ الْهِنْدِ عَلَى رَجُلَيْهِ، لَمْ يَرْكَبْ فِيهِنَّ، مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِئَةِ حَاجَةٍ وَسَبْعُ مِئَةِ غُرَّةٍ، وَأَوَّلُ حَاجَةٍ حَجَّهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِغُرَفَاتٍ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آدَمُ! بَرَّ اللَّهُ شُكْرَكَ، أَمَا إِنَّا قَدْ طَقْنَا هَذَا النَّبِيتَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِخَمْسَةِ أَلْفِ سَنَةٍ).

২৮৬। আদম (আ:) পায়ে হেঁটে ইত্তিলা হতে এক হাজার বার এ ঘরের নিকট এসেছিলেন। তবে কোন বাহনে আরোহণ করেননি। (এক হাজারের মধ্যে) তিন শতবার হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং সাত শতবার উমরার উদ্দেশ্যে। আদম (আ:) প্রথম যে হজ্জ করেন তখন আরাফার মাঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এমতাবস্থায় জিবরীল (আ:) আসলেন। অতঃপর বললেন : আস-সালামু আলাইকা হে আদাম! আল্লাহ আপনার কুরবানী কবুল করুন। তবে আমরা এ ঘরকে আপনাকে সৃষ্টির পাঁচ হাজার বছর পূর্ব হতে তাওয়াফ করছি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/১৬০-১/১৬১) আব্বাসি ইবনু ফায়ল আনসারী সূত্রে কাসিম ইবনু আদ্রির রহমান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। কারণ আব্বাস ইবনু ফায়ল আনসারী মাতরুক। তাকে আবু যুর'য়্যাহ মিখ্যার দোষে দোষী করেছেন; যেরূপভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

এছাড়া কাসিম ইবনু আদ্রির রহমান আনসারী সম্পর্কে ইবনু মা'জিন বলেন : তিনি কিছুই না।

আবু যুর'য়্যাহ বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবু হাতিম বলেন : তিনি দুর্বল, মুযতারিবুল হাদীস। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রিয়াহ দু'টি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দু'টির একটি আদম (আ:)—এর মৃত্যু সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আবু হাযিম হতে এসেছে। এরূপই “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (৩/২/১১৩) এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত দ্বিতীয় বাতিল হাদীসটি আবু হাযিম হতে এ আলোচ্য হাদীসটি।

২৮৭. (مَا تَرَكَ الْفَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ نَتَبٍ).

২৮৭। হত্যাকারী নিহতের কোন পাপ অবশিষ্ট রাখে না।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি কোন হাদীসগ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। সহীহ, হাসান এমনকি কোন দুর্বল সনদেও পাওয়া যায় না।

কিন্তু কিয়ামত দিবসে কতিপয় ব্যক্তির ব্যাপারে সহীহ হাদীসে (মুসলিমের বর্ণনায় সহীহা নং ৮৪৭) এসেছে; যার মধ্যে কাতিল মাকতুলের কথাও আছে। তাতে বলা হয়েছে মাকতুল (নিহত) ব্যক্তির গুনাহগুলো কাতিল (হত্যাকারী) ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (সেটি হাদীসুল মুফলিস নামে প্রসিদ্ধ)।

২৮৮. (كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ؛ مِنْ غَرْضِهَا وَطَوْلِهَا).

২৮৮। তিনি তাঁর দাড়িকে পার্শ্ব (প্রহ) এবং দৈর্ঘ্যের শেষ প্রান্ত হতে কাট-ছাঁট করতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১১), উকায়লী “আয-যু'য়্যাহা” গ্রন্থে (পৃ: ২৮৮), ইবনু আদী (২/২৪৩) এবং আবুশ শাইখ “আখলাকুন নাবী” গ্রন্থে (পৃ: ৩০৬) উমার ইবনু হারুণ আল-বালখী সূত্রে উসামা ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি : উমার ইবনু হারুন মুকারিবুল হাদীস। এ হাদীসটি ছাড়া তার এমন কোন হাদীস সম্পর্কে জানি না যেটির ভিত্তি নেই অথবা এ হাদীসটি ছাড়া তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তার জীবনীতে হাদীসটি উকায়লী বর্ণনা করে বলেছেন : তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে জানা যায় না।

এ উমার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন, ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তিনি মিথ্যুক, খবীস। সালেহ জাযারা বলেন : তিনি মিথ্যুক।

অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু আদী বলেছেন :

উমার ইবনু হারুন ছাড়াও উসামা হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন : ইবনু আদীর এ কথাটি কিন্তু বুখারী এবং উকায়লীর কথার বিপরীত যাচ্ছে। কারণ তারা উভয়ে বলেছেন যে, উমার এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৮৭. (مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا).

২৮৯। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াক'য়াহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব (ক্ষুধা) গ্রাস করবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১৭৮), ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ” গ্রন্থে (নং ৬৭৪), ইবনু লাল তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/১১৬), ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২০/৩৮/১) এবং বাইহাক্বী “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই আবু শুযা' সূত্রে আবু তায়বাহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। যাহাবী বলেন : আবু শুযা'কে চেনা যায় না এবং আবু তায়বাহ মাজহুল।

এছাড়া হাদীসটির সনদে তিন দিক থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এ আবু শুযা'র জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার বিবরণ দিয়েছেন।

যায়লা'ঈ উল্লেখ করেছেন হাদীসটি কয়েকটি দিক থেকে দোষাণী :

১। এটির সনদে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা, যেমনভাবে দারাকুতনীসহ অন্যরা তার বিবরণ দিয়েছেন।

২। হাদীসটির মতনে (ভাষায়) রয়েছে দুর্বোধ্যতা, যেমনভাবে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন।

৩। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ দুর্বল, যেরূপ ইবনুল জাওয়াযী বলেছেন।

৪। এছাড়া ইয়তিরাব রয়েছে।

এটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ, আবু হাতিম, ইবনু আবী হাতিম, দারাকুতনী, বাইহাকী এবং অন্যরাও একমত হয়েছেন।

মানাবী “আত-তায়সীর” গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি মুনকার।

২৭০. (مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ) كُلَّ لَيْلَةٍ؛ لَمْ تُصِبهْ فَاقَةٌ أَبَدًا، وَمَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ: (لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجَّهَهُ فِي صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ).

২৯০। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াক্‌য়াহ পাঠ করবে; তাকে কখনও অভাব (কুখা) গ্রাস করবে না। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে লা-উকসেমু বে-ইওয়াওমিল কিয়ামাহ পাঠ করবে; সে কিয়ামত দিবসে আব্বাহর সাথে এমতাবহায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী আহমাদ ইবনু উমার ইয়ামানী সূত্রে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওয়ু‘আহ” গ্রন্থে (১৭৭) উল্লেখ করে বলেছেন : আহমাদ ইয়ামানী মিথ্যুক।

২৭১. (مَنْ قَرَأَ سُورَةَ (الْوَاقِعَةِ) وَتَعَلَّمَهَا؛ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَلَمْ يَنْقَرِ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ).

২৯১। যে ব্যক্তি সূরা আল-ওয়াক্‌য়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ীর সদস্যরা অভাবগ্রস্ত হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওয়ু‘আহ” গ্রন্থে (১৭৭) আবুশ শাইখ-এর বর্ণনা হতে তার নিজ সনদে আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব হতে ...উল্লেখ করে বলেছেন: আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব মাতরুফ।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুর রায্যাক বলেন : আমি ইবনুল মুবারাককে এ আব্দুল কুদ্দুস ব্যতীত অন্য কাউকে স্পষ্টভাবে মিথ্যুক বলতে শুনি নি। ইবনু হিব্বান স্পষ্টই বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

২৭২. (أَمَّا ظِلْمَةُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ؛ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ تَحْتَ
الْأَرْضِ؛ فَاطْلَمَ اللَّيْلُ لِذَلِكَ، وَإِذَا أَضَاءَ الصَّبْحُ؛ ابْتَدَرَهَا سُبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَهِيَ
تَقَاعَسَ كَرَاهِيَةً أَنْ تُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى تَطْلُعَ، فَتُضِيءَ، فَيَطْوُلُ النَّهَارُ يَطْوُلُ
مَكْنِهَا، فَيَسْنَخُنُ الْمَاءُ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ؛ قَلَّ مَكْنُهَا، فَيَبْرُدُ الْمَاءُ لِذَلِكَ.
وَأَمَّا الْجَرَادُ؛ فَإِنَّهُ تَلَرَهُ حُوتٌ فِي الْبَحْرِ؛ يُقَالُ لَهُ: (الْإِيُونُ)، وَفِيهِ يَهْتَكُ.
وَأَمَّا مَثْنَا السَّحَابِ؛ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ قِبَلِ الْخَافِقِينَ، وَمِنْ بَيْنِ الْخَافِقِينَ
تَلْجِمُهُ الصَّبَا وَالْجَنُوبُ، وَيَسْتَنْذِرُهُ الشَّمَالُ وَالْذَّبُورُ.
وَأَمَّا الرُّعْدُ؛ فَإِنَّهُ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِخْرَاقٌ، يُدْبِي الْقَاصِيَةَ، يُؤَخِّرُ الدَّائِيَةَ، فَإِذَا
رَفَعَ يَرْقَتْ، وَإِذَا زَجَرَ رَعَّتْ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ.
وَأَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَلَدِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّ لِلرَّجُلِ الْعِظَامَ، وَالْعُرُوقَ،
وَالْعَصَبَ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّحْمَ، وَالْدَّمَ، وَالشَّعْرَ.
وَأَمَّا الْبَلَدُ الْآمِنُ؛ فَمَكَّةُ).

২৯২। রাতের অন্ধকার আর দিনের আলো; যখন সূর্য যমীনের নীচে চলে যায়
তখন তার কারণে রাত অন্ধকার হয়ে যায়। যখন সকাল আলোকিত হয় তখন সমস্ত
হাজার কেরেশতা তার (সূর্যের) দিকে অগ্রগামী হয়, এমতাবস্থায় রাত পিছনে পড়ে
যায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করাকে অপছন্দ করে, সূর্যোদয় হয়ে
আলো ছড়ানো পর্যন্ত। ফলে দিন দীর্ঘ হয় তার দীর্ঘ অবস্থান দ্বারা এবং তার কারণে
পানি গরম হয়ে যায়। যখন গ্রীষ্মকাল হয় তখন তার অবস্থানের সময় কমে যায়,
যার জন্য পানি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

গলদা চিঘড়ি; সেটি হচ্ছে সামুদ্রিক মাছের লৌহ বস্ত্রধারী মাছ। তাকে বলা হয়
ঈওয়ান (প্রাসাদ), তাতেই সে ধ্বংস হয়ে যায়।

মেঘমালার উৎস স্থল; তা উৎপন্ন হয় পূর্ব-পশ্চিমের দুই প্রান্তের দিক থেকে
এবং দুই প্রান্তের সম্মুখ হতে। তাকে লাগাম লাগিয়ে দেয় পশ্চিমা এবং দক্ষিণা
হাওয়া এবং তার পিছু ধাওয়া করে উত্তরের এবং পূর্বের দিকের হাওয়া।

মেঘের গর্জন; সে এক কেরেশতা যার হাতে রয়েছে একটি আঁচড়ানী সে
দূরবর্তীকে নিকটে আনে এবং নিকটবর্তীকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে যখন তাকে উঁচু
করে তখন বিদ্যুৎ চমকায়, যখন ধমকায় তখন গর্জন করে এবং যখন প্রহার করে
তখন বজ্রপাত করে।

সন্তানের কোন কোন অংশ পুরুষের আর কোন কোন অংশ নারীর পুরুষের হচ্ছে হাড়, ঘাম ও মানসিক শক্তি আর নারীর হচ্ছে গোশত, রক্ত ও চুল।

নিরাপদ শহর হচ্ছে মাক্কা।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১৮৮/২/৭৮৯১) মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান সুলামী সূত্রে আবু ইমরান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : ইবনু জুরায়জ হতে আবু ইমরান হাররানী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান সুলামীও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (মুহাম্মাদ) তার শাইখ-এর ন্যায় মাজহুল। হায়সামী বলেন :

যাহাবী আবু ইমরানের জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এমন কথা কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এরূপ হাদীস বর্ণনা করাই তার দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাহাবী তার জীবনীতে বলেন : এ খবরটি বাতিল। আবু ইমরান হতে বর্ণনাকারী মাজহুল। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান সুলামী।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

২৭৩. (وَكُلٌّ بِالْأَشْمَنِسِ تَسْفَعُ أَمْلاَكُ؛ يَرْمُوتُهَا بِالْبَلْعِ كُلُّ يَوْمٍ، لَوْلَا ذَلِكَ؛ مَا أَتَتْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أُحْرِقَتْ).

২৯৩। সূর্যের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নয়জন ফেরেশতার উপর। তারা তার (সূর্যের) উপর প্রতিদিন বরফ নিক্ষেপ করছে। যদি এরূপ না হতো তাহলে সূর্য যে বস্তুর উপরই আসত তাকেই সে পুড়িয়ে দিত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/২৩০) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী “আল-ওয়াহিয়াত” গ্রন্থে (১/৩৪), তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৮/১৯৭/ ৭৭০৫), আবু হাফস আল-কিনানী “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৯/২) ও আরো অনেকে আফীর ইবনু মিন'দান হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু আমের হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আল-কারী, ইবনু আদী ও ইবনুল জাওযী বলেছেন : হাদীসটি গারীব। আফীর ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা জানি না। [গারীবের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৪) পৃষ্ঠায়]।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল, যেমনভাবে হায়সামী (৮/১৩১) বলেছেন।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটির মতন (ভাষা) জাল হওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ এটি ইসরাইলী বর্ণনার সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

এটির সনদের আরেক বর্ণনাকারী মাসলামা ইবনু আলী খুশানী সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, মুহাদ্দিসগণ তার হাদীসকে মাতরুক বলেছেন এবং তার হাদীসকে ইনকার করেছেন। তার সম্পর্কে ইয়াহুইয়া বলেন : তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরুক।

এছাড়া ইলমুল ফালাকের মধ্যে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা তার বিরোধী। ইলমে ফালাকে বলা হয়েছে সূর্য যমীন হতে বহু দূরে থাকার কারণে কিছু পুড়ে না। বলা হয়েছে একশত পঞ্চাশ মিলিয়ন কিঃ মিঃ দূরত্বে তার অবস্থান।

আবু উমামা হতে মওকুফ হিসাবেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবুও সেটি দুর্বল।

২৭৬. (الْأَرْضُ عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَاءُ عَلَى صَخْرَةٍ، وَالصَّخْرَةُ عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي حَرَقَاهُ بِالْعَرْشِ، وَالْحُوتُ عَلَى كَاهِلِ مَلِكٍ قَدَمَاهُ (فِي) الْهَوَاءِ).

২৯৪। যমীন হচ্ছে পানির উপর, পানি একটি পাথরের উপর আর পাথর হচ্ছে এমন একটি মাছের পিঠের উপর যার দু'চোয়াল আরশের সাথে মিলিত হয়েছে এবং মাছটি এক ফেরেশতার স্কন্ধের উপর যার দু' পা বাতাসে।

হাদীসটি জাল।

এটি হায়সামী (৮/১৩১) ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি বায্যার তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে শাবীব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি “আল-মীযান” ও “লিসানুল মীযান” গ্রন্থ সহ অন্য কোন গ্রন্থেও দেখছি না। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি পূর্বেরটির ন্যায় ইসরাইলী বর্ণনা।

অতঃপর আমি দেখতে পেলাম হাদীসটি ইবনু আদী (১/১৭৫) মুহাম্মাদ ইবনু হারব সূত্রে সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে, তিনি আবুয যাহেরিয়া হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন :

এটি সা'ঈদ ইবনু সিনান হিমসী কর্তৃক বর্ণিত। বিশেষ করে আবুয যাহেরিয়া হতে তার বর্ণিত হাদীস নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি নিতান্তই দুর্বল বরং জুযজানী তার সম্পর্কে বলেন : আমার ভয় হচ্ছে যে, তার হাদীসগুলো জাল।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

আমি অন্য একটি সূত্র পেয়েছি যেটি ইবনু মান্দা “আত-তাওহীদ” গ্রন্থে (২/২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু সুলায়মান আত-তাবীল হতে, তিনি দাররাজ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দাররাজ বহু মুনকারের অধিকারী। তার কিছু মুনকার পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু সুলায়মানের মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি ছিল। তিনি অথবা তার শাইখ ভুল করেছেন। যেখানে মওকুফ হবে সেখানে মারফু' হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন।

ইবনু মান্দা ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ সনদটি সহীহ্। মওকুফ হওয়াটাই প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাইলী বর্ণনা।

এছাড়া আমার নিকট বায্যার কর্তৃক বর্ণিত সনদের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বায্যার বলেন : এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সাঈদ ইবনু সিনান।

তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী হিসাবে হায়সামী যে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে শাবীকে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে এরূপ বর্ণনাকারী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু শাবী। যার মুতাবা'য়াত ইবনু আদীর নিকট পাওয়া যাচ্ছে।

২৭০. (مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مِائَتِي مَرَّةٍ؛ غُفِرَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ مِائَتِي سَنَةً).

২৯৫। যে ব্যক্তি কুল-হু আল্লাহ আহাদ সূরা দু'শত বার পাঠ করবে, তার দু'শত বছরের স্তন্যাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু যুরায়েস “ফাযায়েলুল কুরআন” গ্রন্থে (৩/১১৩/১), খাতীব বাগদাদী (৬/১৮৭), ইবনু বিশরান (১২/৬২) ও বাইহাকী “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে (১/২৩৫/১-২) হাসান ইবনু আবী জা'ফার আল-জা'ফারী সূত্রে সাবেত আল-বুনানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

হাসান ইবনু জা'ফার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তাকে ইমাম আহমাদ ও নাসাই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বুখারী এবং ফাল্লাস তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেননি। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৩৯) বলেছেন : বায্যার সাবেত হতে আগলাব ইবনু তামীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটির দিক দিয়ে তিনি হাসানের ন্যায়। ইবনু যুরায়েস ও বাইহাকী সাবেত হতে সালেহু আল-মিররী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সালেহ্ হুচ্ছেন ইবনু বাশীর আয-যাহেদ। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ফার্সাস বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

মোটকথা হাদীসটি তিনটি সূত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। একটি দ্বারা অন্যটির দুর্বলতাকে দূর করার মত নয়। অর্থটিও আমার নিকট মুনকার, কারণ ফযীলতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।

২৭৬. (إِنَّ اللَّهَ لَيُبَٰرِكُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَبِيْحَةَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ إِلَّا غَفَرَهُ).
২৭৬। নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুসলিমকে রমায়ান মাসের প্রথম দিবসের প্রত্যুষে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৫/৯১) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/১৯০) সালাম আত-তাবীল সূত্রে যিয়াদ ইবনু মায়মুন হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি মাওযু‘ (বানোয়াট)।

সালাম আত-তাবীলকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক এবং জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

তার শাইখ যিয়াদ ইবনু মায়মুন স্বীকৃত হাদীস জালকারী।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। সালাম মাতরুক এবং যিয়াদ মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১০১) তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটির অন্য সূত্রও রয়েছে।

অতঃপর নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অখচ সেটিও জাল।

২৭৭. (إِنَّ اللَّهَ لَيُبَٰرِكُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غَفَرَهُ).
২৭৭। নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুসলিমকে জুম‘আর দিবসে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (৪৮-৪৯) ইবনুল আ‘রাবী তার “আল-মু‘জাম” গ্রন্থে (১৪৭) এবং ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২৪/২৯০) মুফায্বাল ইবনু ফুযালা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু উরওয়া বাসরী হতে, তিনি যিয়াদ আবু আন্মার হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আ‘রাবী বলেছেন : যিয়াদ ইবনু মায়মুন হতে ...।

যিয়াদ আন-নুমায়রী হচ্ছেন ইবনু আদিল্লাহ বাসরী। তার কুনিয়াত আবু আম্মার হিসাবে পাচ্ছি না। যিয়াদ ইবনু মায়মূনের কুনিয়াত আবু আম্মার হিসাবে মিলছে। ইবনুল আ'রাবী স্পষ্টভাবেই বলেছেন : এ ব্যক্তি যিয়াদ ইবনু মায়মূন। তিনি স্বস্বীকৃত হাদীস জালকারী।

যাহাবী বলেন : যিয়াদ ইবনু মায়মূন আস-সাকাফীকেই বলা হয় যিয়াদ আবু আম্মার বাসরী এবং যিয়াদ ইবনু আবী হাস্‌সান। যার সম্পর্কে ইয়াযীদ ইবনু হারূণ বলেন : তিনি ছিলেন মিথ্যুক। অতঃপর তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

এছাড়া আবু উরওয়া বাসরী হচ্ছেন মা'মার অর্থাৎ ইবনু রাশেদ। তিনি আব্দুর রায্যাকের শাইখ। যদিও তার কুনিয়াত আবু উরওয়া তবুও আমি পাচ্ছি না যে, সেই এ সনদে। হাফিয যাহাবী এবং ইবনু হাজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সে এ সনদে নেই। তারা “আল-মীযান” ও “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেন : আবু উরওয়া যিয়াদ ইবনু ফুলান হতে মাজহুল বর্ণনাকারী, তার শাইখও অনুরূপ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ যিয়াদ হচ্ছেন মিথ্যুক যিয়াদ ইবনু মায়মূন। তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে আলোচনা হয়েছে।

ওয়াহেদী কর্তৃক তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থের (৪/১৪৫/১) বর্ণনাতেও যিয়াদ ইবনু মায়মূনকেই সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনু আসাকিরের বর্ণনাতে যিয়াদ আল-ওয়াসেতীর কথা বলা হয়েছে। সেও এ যিয়াদ ইবনু মায়মূন। অতএব হাদীসটির কোন সনদই এ স্বস্বীকৃত জালকারী হতে মুক্ত নয়।

২৭৯. (سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نَسْتَقِيلُونَ، وَمَاذَا يُسْتَقِيلُ بِكُمْ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَخِي نَزَلَ، أَوْ عَدُوٌّ حَضَرَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ. قَالَ: وَفِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهْزُ رَأْسَهُ؛ يَقُولُ: بَخْ بَخْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَأَنَّكَ ضَاقَ صَدْرُكَ مِمَّا سَمِعْتَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُنَافِقَ كَافِرٌ، وَلَيْسَ لِكَافِرٍ فِي ذَا شَيْءٍ).

২৯৮। সুবহানাল্লাহ তোমরা কোন বস্তুকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং কোন বস্তুকে তোমাদের সম্মুখবর্তী করা হবে? তিনি বাক্যটি তিনবার বললেন। অতঃপর উমার (رضি) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! অহী নাযিল হয়েছে নাকি দুশমন উপস্থিত হয়েছে? তিনি বললেন : না, কিন্তু আল্লাহ এ কেবলাবাসীদের সকলকে রমায়ান মাসের প্রথম রাতেই ক্ষমা করে দিবেন। (বর্ণনাকারী বলেন :) মজলিসের একধারে এক ব্যক্তি তার মাথা নাড়াচ্ছিল এবং বলছিল : যথেষ্ট হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। নাবী

(ﷺ) তাকে বললেন : এ কথা শুনে সম্ভবত তোমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে? সে বলল : আল্লাহর কসম তা না হে আল্লাহর রসূল! তবে আমি মুনাফেকদের ব্যাপারে বলছি। নাবী (ﷺ) বললেন : মুনাফেক হচ্ছে কাফের আর কাফেরের জন্য তাতে কোন অংশ নেই।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৯৭/১), আবু তাহের আশ্বারী তার “আল-মালীখা” গ্রন্থে (১৪৭/১-২) ও আরো অনেকে আম্র ইবনু হামযা আল-কায়সী আবু উসায়দ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : আনাস (رضي الله عنه) হতে শুধুমাত্র এ সনদেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আম্র এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলীল মাসনু'য়াহ” গ্রন্থে (২/১০১) পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন! কারণ এ আম্র ইবনু হামযাকে দারাকুতনীসহ অন্যরা দুর্বল বলেছেন। বুখারী ও উকায়লী তার সম্পর্কে বলেন : তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। অতঃপর উকায়লী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সে দু'টির একটি। অতঃপর বলেছেন : এ দু'টির অনুসরণ করা যায় না।

অন্য এক বর্ণনাকারী খালাফ আবুর রাবী' হচ্ছেন মাজহুল [অপরিচিত]। তিনি খালাফ ইবনু মিহরান নন। বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি (ইবনু আবী হাতিম) খালাফ ইবনু মিহরানকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর আবুর রাবী'র জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

ইবনু খুযায়মা তার “সহীহাহ্” গ্রন্থে এ হাদীসটিকে দুর্বল হিসাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/৬৩) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু খুযায়মা বলেন : আমি খালাফ আবুর রাবী' এবং আম্র ইবনু হামযাকে (ভাল না মন্দ এ হিসাবে) চিনি না।

মোটকথা এ দুই মাজহুল বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করার কারণে হাদীসটি আমার নিকট মুনকার।

٢٩٩. (إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى عَبْدِهِ؛ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ).

২৯৯। যখন রমায়ান মাসের প্রথম রাতের আগমন হয়, তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেন। যখন আল্লাহ তার বান্দার দিকে দৃষ্টি দেন, তখন তাকে আর

কখনও শাস্তি দেন না এবং আল্লাহর উপর প্রতি রাতে দশ লক্ষ জনকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু ফানজুবিয়া “মাজলিসুম মিনাল আমালী ফি ফাযলে রমাযান” গ্রন্থে এবং আবুল কাসিম আসবাহানী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (কাফ ১/১৮০) হাম্মাদ ইবনু মুদরিক হতে, তিনি হাদীসটি উসমান ইবনু আদিল্লাহ শামী হতে বর্ণনা করেছেন।

যিয়া মাকদেসী “আল-মুখতার” গ্রন্থে (১০/১০০/১) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উসমান ইবনু আদিল্লাহ শামী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযীও তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি জাল। এটির সনদে একাধিক মাজহুল ব্যক্তি রয়েছে। উসমান মিথ্যার দোষে দোষী, জালকারী।

সুয়ূতীও “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১০০-১০১) তাঁর এ কথাকে সমর্থন করেছেন।

৩০০. (مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مِائَتِي مَرَّةٍ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسِينَ مِائَةً حَسَنَةً؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نَيْنٌ).

৩০০। যে ব্যক্তি দু’শত বার কুল-হু-আল্লাহ আহাদ পাঠ করবে, যদি তার উপর কোন ঋণ না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার পাঁচশত সাওয়াব লিখে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৮৪৮-৮৪৯) এবং তার থেকে বাইহাক্বী “শু‘আবুল ইমান” গ্রন্থে (১/২/৩৫/২) এবং খাতীব বাগদাদী (৬/২০৪) আবুর রাবী‘ আয-যাহরানী সূত্রে হাতিম ইবনু মায়মুন হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ হাতিম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (১/২৭০) বলেন :

তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি সাবেত হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৪৪) খাতীব বাগদাদীর সূত্রে হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি বানোয়াট। হাতিম দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী এবং ইবনু নাসর “কিয়ামুল লায়ল” গ্রন্থে (পৃ৬৬) হাতিম ইবনু মায়মুন হতেই বর্ণনা করেছেন, তবে ভাষায় পার্থক্য রয়েছে। তাতে

বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দু'শত বার পাঠ করবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে...।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব অর্থাৎ দুর্বল। এ জন্য ইবনু কাসীর তার “আত-তাকসীর” গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আমি (আলাবানী) বলছি : পূর্বে আলোচনাকৃত হাতিম ইবনু মায়মুন দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা হালাল হবে না, যেমনটি বলেছেন : ইবনু হিব্বান। ইবনুল জাওযী তার এ হাদীসটিকে “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে পূর্বের বাক্যে একই সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া দারেমীও এটি (২/৪৬১) মুহাম্মাদ আল-ওতা সূত্রে উম্মে কাসীর আনসারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলাবানী) বলছি : তাদের উভয়কেই আমি চিনি না। (অর্থাৎ তারা উভয়েই মাজহুল)।

ইবনু কাসীর বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল।

এ হাদীসটিও মুনকার যেমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে ২৯৫ নং হাদীসে।

৩০১. (مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ؛ لَمْ يُقَنَّ فِي قَبْرِهِ، وَأَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ، وَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُكْفِهَا حَتَّى تُحْيِيَهُ مِنَ الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ)۔

৩০১। যে ব্যক্তি কুল-হ-আল্লাহ আহাদ তার সেই রোগের মধ্যে পাঠ করবে যাতে তার মৃত্যু হবে, তার কবরে তাকে ফেতনায় (প্রশ্নোত্তরে) পড়তে হবে না। সে কবরের চাপ খাওয়া হতে নিরাপদ থাকবে এবং ফেরেশতারা কিয়ামত দিবসে তাকে (হাতের) তালু দ্বারা বহন করে পুল সিরাত অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/৫৪২/৫৯১৩) ও আবু নু'য়াইম (২/২১৩) আবু হারিস নাসর ইবনু হাম্মাদ আল-বালখী সূত্রে মালেক ইবনু আদিল্লাহ আযদী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলাবানী) বলছি : এটির সনদ বানোয়াট। এ নাসর মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে তাবারানী বলেছেন।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক।

তার শাইখ মালেক ইবনু আদিল্লাহ আযদীকে আমি চিনি না।

৩০২. كُنْتُ نَبِيًّا وَأَنَّم بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ).

৩০২। আমি সে সময়েও নাবী ছিলাম যখন আদম পানি এবং মাটির মধ্যে ছিলেন।

হাদীসটি জাল। নিম্নের হাদীসটিও এটির ন্যায় :

৩০৩. كُنْتُ نَبِيًّا وَلَا أَنَّم وَلَا مَاءَ وَلَا طِينِ).

৩০৩। যখন আদম ছিলেন না, পানি ও মাটি ছিল না তখনও আমি নাবী ছিলাম।

হাদীসটি জাল।

এটি এবং পূর্বেরটিকে সুযুতী ইবনু তাইমিয়ায়র উদ্ধৃতিতে “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২০৩) উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

ইবনু তাইমিয়া “বাকরীর প্রতিবাদ” গ্রন্থের মধ্যে (পৃ: ৯) বলেছেন : কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এমনকি সুস্থ বিবেকেও এটির কোন ভিত্তি নেই। কোন মুহাদ্দিসই এটিকে উল্লেখ করেননি। এটির অর্থও বাতিল। কারণ আদম (আ:) কখনও পানি এবং মাটির মাঝে ছিলেন না। কারণ তিন (طين) হচ্ছে পানি ও মাটি। বরং তিনি ছিলেন দেহ এবং রূহের মাঝে।

পথ ভ্রষ্টরা ধারণা করে যে, নাবী (ﷺ) সে সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার সন্তা সকল সন্তার পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা মিথ্যা হাদীস দ্বারা তার প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন তাদের একটি বানোয়াট হাদীস হচ্ছে: ‘তিনি নূর হিসাবে আরশের আশে-পাশে ছিলেন। তিনি বললেন : হে জিবরীল! আমি সেই নূর ছিলাম।’ তাদের কেউ আবার দাবী করে যে, নাবী (ﷺ)-এর নিকট জিবরীল আসার পূর্বেই তিনি কুরআন হেফয করেন।

রসূল (ﷺ) বলেন : “كُنْتُ نَبِيًّا، وَأَنَّم بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ” যখন আদম (আ:) রূহ ও দেহের মাঝে ছিলেন, তখন আমি নাবী ছিলাম।’

এ হাদীসটির সনদ সহীহ, যেমনটি আমি সাহীহার মধ্যে (নং ১৮৫৬) বর্ণনা করেছি।

সুযুতী স্পষ্টভাবে “আদ-দুরার” গ্রন্থে বলেছেন : উপরে আলোচিত দু’টি হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। ইবনু তাইমিয়া দু’টি হাদীসকেই বাতিল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন উভয়টিই মিথ্যা। সুযুতী তার “আন-নূর” গ্রন্থেও তা স্বীকার করেছেন।

৩০৪. (مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ؛ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ).

৩০৪। কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করলে, আল্লাহ তার জন্যও এমন ব্যক্তি নির্ধারিত করে দিবেন যে তাকে তার বৃদ্ধ বয়সের সময় সম্মান করবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তিরমিযী (৩/১৫২), আবু বাকর আশ-শাফে'ঈ “বুবাঈয়াত” গ্রন্থে (১/১০৬/১-২) এবং তার থেকে বাইহাক্বী “আল-আদাব” গ্রন্থে (৫৭/৫৩) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া উকায়লী, আবু নু'য়াইম, আল-খাতীব, ইবনু আসাকির ও যিয়া আল-মাকদেসীসহ আরো অনেকে ইয়াযীদ ইবনু বায়ান আল-মু'য়াল্লিম সূত্রে আবুর রিহাল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গারীব। এটিকে শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনু বায়ানের হাদীস হতেই জানি।

উকায়লী বলেন : তার অনুকরণ করা যায় না। এটিকে তার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি দুর্বল। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : দারাকুতনী বলেছেন : এটি দুর্বল। বুখারী বলেছেন : এটিতে বিরূপ মন্তব্য আছে।

ইবনু আদী বলেছেন : এটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : ইয়াযীদ ইবনু বায়ানের শাইখ আবু রিহাল তার মতই। আবু হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন, তিনি মুনকারুল হাদীস।

বুখারী বলেন : তার নিকট আজব আজব বস্তু রয়েছে।

ইবনুন নাক্বরও তাকে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করেছেন।

৩০৫. (كُنْ نَتَبًا، وَلَا تَكُنْ رَأْسًا).

৩০৫। তুমি লেজ হও, তুমি মাথা হয়ো না।

আমার জানা মতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী তার “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ: ১৫৪) আমাদেরকে উপকৃত করেছেন তার এ কথার মাধ্যমে যে, এটি ইব্রাহীম ইবনু আদহামের কথা। তা দ্বারা তিনি তার কোন সাথীকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর এটিকে আমি আহমাদের “আয-যুহদ” নামক গ্রন্থে (২০/৮০/১) শু'য়াইব ইবনু হারবের কথা হিসাবে পেয়েছি। তিনি মারা গেছেন ১৯৭ হি: সনে।

৩০৬. (لَعَنَ اللَّهُ النَّاطِرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ).

৩০৬। মু'মিনের গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দানকারী এবং যার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার উপরেও আল্লাহর অভিশাপ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/১৫) ইসহাক ইবনু নাজীহ হতে একই তিনি আব্বাদ ইবনু রাশেদ মুনকেরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন : এটি স্পষ্ট যে, ইসহাক ইবনু নাজীহ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেছেন : যারা হাদীস জাল করতেন তিনি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু মাঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক এবং হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ কারীদের একজন।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি আব্বাদ ইবনু রাশেদের মাধ্যমে হাসান হতে একটি বানোয়াট হাদীস।

সুযুতী এটিকে যাহাবীর “আল-মীযান” গ্রন্থের অনুকরণ করে “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” (পৃ: ১৪৯) গ্রন্থে এ ইসহাকের বাতিল হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতার জন্য নাবী (ﷺ)-এর এ বাণীই যথেষ্ট : ‘তুমি তোমার গুণ্ঠকে হেফাযাত কর। তবে তোমার স্বী হতে নয়...।’ এটির সনদটি হাসান। আমি “আদাবুয যুফাফ ফিস সুন্নাহ আল-মুতাহ্হারাহ” গ্রন্থে এটির (পৃ: ৩৪-৩৫) তাকরীজ করেছি।

৩০৭. (لَا أَنْ أَطْعِمَ أَخَا لِي فِي اللَّهِ لِقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَلَكِنْ رَمَانِ أُعْطِيَهَا إِيَّاهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرَيْنِ، وَعِشْرَيْنِ يَرْهَمَا أُعْطِيَهَا إِيَّاهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ رَقَبَةً).

৩০৭। আমি আমার কোন ভাইকে আদ্বাহর ওয়াস্তে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই এটি আমার নিকট দু’ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। আর বিশ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে সেই ভাইকে দু’ দিরহাম দান করা আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়। বিশ দিরহাম তাকে দান করব তা অবশ্যই আমার নিকট একটি দাসী আবাদ (যুক্ত) করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান (২৬/১০৭) হাজ্জাজ সূত্রে বিশ্র হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি জাল। এটির সমস্যা বিশ্র-এর মধ্যেই। তিনি হচ্ছেন ইবনুল হুসাইন, তিনি একজন মিথ্যুক। এটি যুবায়ের ইবনু আদীর কপিতে (২/৫৪) রয়েছে।

হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে :

৩০৮. (لَأَن أَطْعِمَ أَخَا فِي اللَّهِ مُسْلِمًا لَقَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، وَلَأَن أَغْطِيَ أَخَا فِي اللَّهِ مُسْلِمًا يَرْزُقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشْرَةِ، وَلَأَن أَغْطِيَهُ عَشْرَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً) .

৩০৮। আমি আমার কোন মুসলিম ভাইকে এক লোকমা খানা খাওয়াব অবশ্যই তা আমার নিকট এক দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। আমি আমার আত্মাহর ওয়াস্তের কোন মুসলিম ভাইকে এক দিরহাম দান করব তা দশ দিরহাম সাদাকা করার চেয়ে আমার নিকট অবশ্যই বেশী পছন্দনীয়। আর দশ দিরহাম তাকে দান করব তা একটি দাসী আজাদ (মুক্ত) করার চেয়ে অবশ্যই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাদীসটি দুর্বল। সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে বলেন : এটি হান্নাদ এবং বাইহাকী “শু’য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে বুদায়েল হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন : এটির সনদে হাজ্জাজ ইবনু ফুরাফিসা নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তার সম্পর্কে আবু যুর’য়াহ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। যাহাবী তাকে “আয-যু’য়াফা ওয়াল-মাতরুকাইন” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

৩০৯. (مَنْ أَصْبَحَ وَاللَّيْلَا كَبِيرَ هَمٍّ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَثِقِ اللَّهُ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ) .

৩০৯। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার সর্ববৃহৎ ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে দুনিয়া কেন্দ্রিক, সে আত্মাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি আত্মাহকে ভয় করবে না, সে আত্মাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৪/৩১৭) এবং খাতীব বাগদাদী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৯/৩৭৩) (তবে প্রথম বাক্যটি তার থেকে) ইসহাক ইবনু বিশ্র সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেন : আমার ধারণা হাদীসটি জাল।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনুল জাওযী “মাওযু’আত” গ্রন্থে (৩/১৩২) আল-খাতীব সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৩১৬-৩১৭) বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ উল্লেখ পূর্বক তার সমালোচনা করেছেন।

এ সূত্রগুলোর দু’টি হুযাঈফা হতে এসেছে :

১। একটি আবান হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ; তাকে শু'বা ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

২। অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনু সালামা হতে বর্ণিত হয়েছে আর তিনি উকবা ইবনু শাদাদ জামহী হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল; এ আব্দুল্লাহকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং আবু নু'য়াইম বলেছেন : তিনি মাতরুক।

উকবাকে চেনা যায় না, যেমনভাবে “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। এতে আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছে যাদেরকে চিনি না।

এছাড়া শাহেদ হিসাবে যেগুলো ইবনু মাস'উদ, আনাস ও আবু যার (৬)-এর হাদীস হতে এসেছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়।

৩১০. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُهُ الدُّنْيَا؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أُعْطِيَ الذُّلَّةَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مَكْرَةٍ؛ فَلَيْسَ مِنَّا).

৩১০। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার ব্যস্ততা (চিন্তা-ভাবনা) হচ্ছে দুনিয়া কেন্দ্রিক, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে না; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের জন্য অপমান বরণ করে নিয়েছে কারো প্রতারণা ব্যতীত সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২৯/১/৪৬৬/২) ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ সূত্রে আবুল আশ'আস সান'আনী হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন :

হাদীসটি ইয়াযীদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৩১৭) উল্লেখ করে চূপ থেকেছেন!

হায়সামী “মাজমা'উয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/২৪৮) বলেছেন : হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ আর-রাহাবী রয়েছে, তিনি মাতরুক।

মুনযেরীও হাদীসটি দুর্বল এদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু হাতিম আবুল আশ'আস হতে ইয়াযীদের হাদীসগুলোকে অস্বীকার করেছেন, যেমনভাবে “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (৪/২/২৬১) এসেছে। এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

জুযজানী বলেন : আমার ভয় হচ্ছে যে, হতে পারে তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

৩১১. (مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ).

৩১১। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করবে যে, তার চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিয়ে, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে না; সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (৭/১০৫/১), (১৯/৩/২) এবং হাকিম (৪/৩২০) ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণনা করেছেন। এটির ব্যাপারে হাকিম চূপ থেকেছেন। ইবনু বিশরান বলেছেন :

হাদীসটি গারীব, ইসহাক ইবনু বিশর এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী “তালখীসুল মুসতাদরাক” গ্রন্থে বলেছেন : ইসহাক এবং মুকাতিল তারা উভয়েই নির্ভরযোগ্য নন, সত্যবাদীও নন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইসহাক ইবনু বিশর হচ্ছেন আবু হুযাইফা আল-বুখারী। তাকে ইবনুল মাদীনী ও দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : মুকাতিলও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন বালখী। ওয়াকী' তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মিথ্যুক।

হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে : যেগুলোর একটির সনদে বর্ণনাকারী ফারকাদ এবং ওয়াহাব ইবনু রাশেদ আর-রাকী রয়েছে।

আবু নু'য়াইম বলেন : তারা উভয়েই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি থাকার কারণে ফারকাদ দুর্বল। ওয়াহাব আর-রাকী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (৪/২/২৭) বলেন :

আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস, তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় সূত্রটিতে (যেটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৩১৬) সুযুতী উল্লেখ করেছেন) আবান ইবনু আবী আইয়াশ রয়েছে। তাকে শু'বা ও অন্যান্য মিথ্যুক

আখ্যা দিয়েছেন। তার হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবারেদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি আদেল হিসাবে পরিচিত নন।

তৃতীয় সূত্রে যিয়াদ ইবনু মায়মুন আস-সাকাফী রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মিথ্যাক।

চতুর্থ সূত্রে মুসা ইবনু ইব্রাহীম মারওয়ানী রয়েছেন; তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যাক আখ্যা দিয়েছেন।

৩১২. (مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ؛ وَمَنْ لَا يُصْنِجُ وَيُعْصِي نَاصِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ وَإِمَامِهِ وَكَعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَيْسَ مِنْهُمْ).

৩১২। যে মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্ব দিবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব, তাঁর ইমাম ও সাধারণ মুসলিমদের নসিহত করা অবস্থায় সকাল এবং সন্ধ্যা করবে না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তারাবানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৮৮) ও “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১৭১/১/৭৬২৬) এবং তার থেকে আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/২৫২) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী জা'ফার আর-রাযী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে এ হাদীসটি হুয়াইফা (ك) হতে বর্ণিত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ ইবনু আবী জা'ফার এবং তার পিতার কারণে হাদীসটি দুর্বল। তারা উভয়েই দুর্বল।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১/৮৭) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র ছেলে আব্দুল্লাহকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করে। কিন্তু এটি তার ক্রটি, কারণ তার পিতা পুত্র হতেও বেশী দুর্বল।

৩১৩. (كَانَ خَطِيبَةَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّظْرَ).

৩১৩। দাউদ (আ:)—এর দৃষ্টিতে ক্রটি ছিল।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার সনদে মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুস সালাহ “মুশকিলুল ওয়াসীত” গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যারাকশী “তাকরীজু আহাদীসিশ শারহ” নামক গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার। তাতে দুর্বল ও মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

সুযুতীর “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১২২-১২৩) এবং ইবনু আররাকের “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (৩০৮/১-২) অনুরূপ কথাই এসেছে।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যেটি আবু নু'রাইম বর্ণনা করেছেন। সেটিও বানোয়াট। তার আলোচনা ৫৬২ নং হাদীসে আসবে।

সম্ভবত এ হাদীসটির আসল ইসরাইলীদের বর্ণনা হতে এসেছে, কোন আহলে কিতাব বর্ণনা করেছে। অতঃপর কোন মুসলিম বর্ণনাকারী সেটি পেয়ে ধারণা বশত নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফু' হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন।

এক নারীর দিকে দৃষ্টি দান সম্পর্কে একটি বানোয়াট ও বাতিল কিস্সা দাউদ (আ:) -কে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। কোন মুসলিম ব্যক্তিই সেটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। এখানে সেটি বর্ণনা করা সঙ্গত মনে করছি :

৩১৬. (إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حِينَ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ؛ فَهَمَّ بِهَا، فَطَعَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَثًا، وَأَوْحَى إِلَى صَاحِبِ الْبَعَثِ، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ؛ فَقَرَّبْ فَلَنَا، وَسَمَاهُ. قَالَ: فَقَرَّبَهُ بَيْنَ يَدَيِ الثَّابُوتِ. قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الثَّابُوتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسْتَنْصَرُ بِهِ، فَمَنْ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيِ الثَّابُوتِ؛ لَمْ يَرْجَعْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَنْهَزِمَ عَنْهُ الْجَيْشُ الَّذِي يُقَاتِلُهُ، فَقَتَلَ زَوْجَ الْمَرْأَةِ وَتَزَلَّ الْمَلَكُنَ عَلَى دَاوُدَ، فَقَصَّأَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ).

৩১৪। দাউদ (আঃ) যখন এক মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে কামনা করলেন, তখন বানু ইসরাইলের নিকট একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং সৈন্য দলের প্রধানের নিকট নির্দেশ দিয়ে বললেন : যখন শত্রুরা উপস্থিত হবে; তখন তুমি উম্মুক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী করে দাও। তিনি তার নামও উল্লেখ করে বললেন : তাকে তাবুতের সম্মুখে উপস্থিত করে দাও। তিনি বললেন : তাবুত ছিল সেই যুগে এমন এক ব্যক্তি যার মাধ্যমে সাহায্য নেয়া হত। যাকেই তাবুতের সম্মুখে উপস্থিত করা হত, সেই নিহত অথবা তার সম্মুখে যে সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করত তারা পরাজিত হওয়া ছাড়া ফিরে আসত না। মহিলার স্বামী নিহত হলো। দু' ফেরেশতা দাউদ (আঃ) -এর নিকট অবতরণ করলেন, অতঃপর তারা তাকে ঘটনাটি শুনালেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি হাকীম আত-তিরমিযী “নাওয়াদিরুল উসূল” গ্রন্থে ইয়াযীদ আর-বুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “তাকসীরু কুরতুবী” গ্রন্থে (১৫/১৬৭) বর্ণিত হয়েছে। ইবনু কাসীর তার “আত-তাকসীর” গ্রন্থে (৪/৩১) বলেন :

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ সহীহ নয়, কারণ এটি ইয়াযীদ আর-বুকাশীর বর্ণনায় এসেছে। ইয়াযীদ যদিও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত, তবুও তিনি ইমামগণের নিকট হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। সেই আহলে কিতাবরা বর্ণনা করেছে যারা নাবীগণ নিষ্পাপ এ

বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। ইয়াযীদ এখানে ভুল করে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

৩১০. (مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ: غَيْرُهُ).

৩১৫। যে ব্যক্তি ক্ষমাকৃত ব্যক্তির সাথে খাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি মিথ্যা, এটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি কোন কোন নেককারদের থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

“আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে এসেছে; ইবনু হাজার বলেন : এটি মিথ্যা, বানোয়াট।

তার পূর্বে ইবনুল কাইয়্যিম “আল-মানার” গ্রন্থে (পৃ: ৫১) এ কথাই বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন : জ্ঞানীজনদের নিকট এটির কোন সনদই নেই। এটি মুসলিমদের কোন কিতাবেও নেই। এটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ কখনও কখনও মুসলিমদের সাথে কাফের মুনাফিকরাও খেয়ে থাকে।

৩১৬. (إِنِّدَا بِأَمِّكَ وَأَبِيكَ، وَأَخِيكَ، وَالْأُكْتَى فَلَا تُكْتَى، وَلَا تُشَوُّوا الْجِزْرَانَ وَذَا الْحَاجَةِ).

৩১৬। তুমি তোমার মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন এবং তোমার ভাইকে সহযোগিতা করা শুরু কর। অতঃপর যে নিকটবর্তী তাকে, তার পর যে নিকটবর্তী তাকে। আর তোমরা প্রতিবেশী এবং যে অন্যের মুখাপেক্ষী তাদেরকে ছুঁলে যেয়ো না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২০/১৫০/৩১১) আক্বাদ ইবনু আহমাদ আল-আরযামী সূত্রে তার চাচা হতে এবং তার চাচা তার বাবা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৩/১২০) বলেন : আক্বাদ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : আমাদের ভাই হামাদী সালাফী “আল-মু'জাম” গ্রন্থের টীকায় বলেছেন : বরং তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি ঠিকই বলেছেন। তাকে আব্বাহ উত্তম বদলা দান করুন। কারণ দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুক, তিনি নিতান্তই দুর্বল।

তার চাচা আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আরযামীকে দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। আবু হাতিম বলেছেন : তিনি শক্তিশালী নন। এরূপই “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে।

চাচার পিতা (অর্থাৎ আক্বাদের দাদা) মুহাম্মাদ আরযামীও মাতরুক। তার জীবনী “আত-তাহযীব” ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৭. (إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَضْطَرُّ، فَقَامَ يَدْعُو لَهُ أَنْ يُعَافِيَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا مُوسَىٰ! إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي يُصِيبُهُ خَيْطٌ مِنْ إِبْلِيسَ، وَلَكِنَّهُ جَوَّعَ نَفْسَهُ لِي، فَهُوَ الَّذِي تَرَى، إِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ أَعْجَبُ مِنْ طَاعَتِهِ لِي، فَمَرَّةً، فَلْيَدْعُ لَكَ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي كُلَّ يَوْمٍ دَعْوَةً).

৩১৭। মুসা ইবনু ইমরান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করছিলেন এমনতাবস্থায় যে, সে ব্যক্তি কাঁপতেছিল। তিনি দাঁড়ালেন এবং যেন তাকে ক্ষমা করা হয় এ দু'আ করলেন। তাকে বলা হল : হে মুসা! তার তো এ অবস্থা হয়নি ইবলীস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণে। সে তো নিজেকে আমার জন্য ক্ষুধার্ত করেছে। তুমিতো দেখছ সেই ব্যক্তিকে যার দিকে আমি প্রতিদিন একাধিকবার দৃষ্টি দিয়ে থাকি, আমার জন্য তার আনুগত্যে আশ্চর্য হয়ে। তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তোমার জন্যে দু'আ করে। কারণ তার জন্য আমার নিকট প্রতিদিন গ্রহণযোগ্য দু'আ রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১৩২/১) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে জাবারুন ইবনু ঈসা মাকরী রয়েছে। তিনি হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়মান আল-হাফরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানীর সূত্র হতেই আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৩/৩৪৫-৩৪৬) বর্ণনা করে বলেছেন :

এ হাদীসটি গারীব, ফুযায়েল হতে শুধুমাত্র ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়মান বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইয়াহইয়া হতে বর্ণনাকারী জাবারুনকে চিনি না।

৩১৮. (كُلُّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضَّيَافَةِ).

৩১৮। প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে, আর বাড়ীর যাকাত হচ্ছে মেহমানদের জন্য (তৈরিকৃত) ঘর।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থেও (পৃ ১১৪) ইবনু আবী শুরাইহ-এর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটিকে সাঈদ আন-নাক্বাশ “মাওযু'আত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সতঃপর বলেছেন : হাদীসটি আহমাদ ইবনু উসমান আন-নাহারাওয়ানী অথবা তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল কুদ্দুস আবু সালেহ কারবী জাল করেছেন।

তার এ বক্তব্যকে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে (১/১১৮) সমর্থন করেছেন।

জুযকানী হাদীসটি তার “আল-আবাতীল” গ্রন্থে (২/৬৪) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি মুনকার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল কুদ্দুস মাজহুল।

হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে দু'টির সনদও সমস্যা জর্জরিত। একটির সনদে আবু তালিব ঈসা ইবনু মুহাম্মাদ বাকিলানী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তিনিই হচ্ছেন এ সনদের সমস্যা।

অন্য সূত্রটিতে মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আছেন। তার সম্পর্কেও ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। আরো আছেন আলী ইবনুল হুসাইন আল-কুফী। তিনি হচ্ছেন রাফেযী এবং আলী ইবনু আসেম দুর্বল বর্ণনাকারী।

৩১৭. (سَبَقَهُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرْكَبُهُمْ، وَيَقُولُ: ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْقَاعِلُ، وَالْمَقْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدُهُ، وَتَاكِحُ الْيَهُيمَةِ، وَتَاكِحُ الْمَرَأَةَ فِي ذُبْرِهَا، وَتَاكِحُ الْمَرَأَةَ وَابْنَتَيْهَا، وَالزَّانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُوْذِي لَجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ).

৩১৯। সাত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকাবেন না। তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদেরকে বলবেন : তোমরা জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর : সমকামী, যাকে করা হল, নিজ হাতকে বিবাহকারী, পথকে বিবাহকারী, মহিলার পিছনের পথকে বিবাহকারী, মহিলা ও তার মেয়েকে বিবাহকারী, নিজ প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচারকারী এবং প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী এমন ভাবে যে, সে এ কারণে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান (৮৬/১-২) আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল ইবনু লাহী'য়াহ ও তার শাইখ ইফরিকীর কারণে। তারা দু'জনই মুখস্থ বিদ্যার দিক থেকে দুর্বল।

মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৩/১৯৫) হাদীসটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেন : এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া, খারাতী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এটি যে দুর্বল সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

৩২০. (كَمَا تَكُونُوا يُؤَلَّى عَلَيْكُمْ).

৩২০। তোমরা বেক্রপ, সেক্রপ ব্যক্তিকেই তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দাইলামী ইয়াহ'ইয়া ইবনু হাশেম সূত্রে ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক হতে ... মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী একই সনদে মুরসাল হিসাবে “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ ইয়াহইয়াকে সেই দলের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা হাদীস জাল করতেন।

কিন্তু হাদীসটির অন্য সূত্র ইবনু জামী'র “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (পৃ:১৪৯) এবং কাযা'ঈর “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৪৭) আহমাদ ইবনু উসমান কিরমানী হতে, তিনি মুবারাক ইবনু ফুযালা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাহের বলেন : মুবারাকের ব্যাপারে যদিও কিছুটা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবুও দোষটা তার থেকে বর্ণনাকারীর। কারণ তিনি (আহমাদ ইবনু উসমান) হচ্ছেন মাজহুল [অপরিচিত]।

ইবনু হাজার “তাখরীজুল কাশশাফ” গ্রন্থে (৪/২৫) বলেন : মুবারাক পর্যন্ত হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী মাজহুল।

৩২১. (مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَانَّنْ فِي أَثْنِهِ الْيَمْنَى، وَأَقَامَ فِي أَثْنِهِ الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيِّانِ).

৩২১। যে ব্যক্তির কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া হবে, বাচ্চাদের মা [শয়তান] তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু ই'যালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৬০২) এবং তার থেকে ইবনুস সুন্নী “আমালুল ইওয়াম ওয়াল-লায়লাহ” গ্রন্থে (২০০/৬১৭) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির (১৬/১৮২/২) আবু ই'যালার সূত্র হতে, ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৮৮) এবং আবু তাহের কুরাশী “হাদীস ইবনু মারওয়ান আনসারী ওয়া গায়রেহি” গ্রন্থে (১/২) ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা আর-রাযী সূত্রে মারওয়ান ইবনু সুলায়মান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ বানোয়াট। ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা এবং মারওয়ান ইবনু সুলায়মান, তারা উভয়েই হাদীস জালকারী।

ইবনুল কাইয়্যাম “তুহফাতুল মওদূদ” গ্রন্থে (পৃ:৯) বলেছেন : সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি নরম পন্থা অবলম্বন করেছেন।

অনুরূপভাবে হায়সামী তার “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৪/৫৯) মারওয়ান ইবনু সুলায়মানকে শুধুমাত্র মাতরুক [অগ্রহণযোগ্য] বলেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে “শারহু জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে বলেছেন :

ইয়াহইয়া ইবনুল 'আলা বাজালী সম্পর্কে যাহাবী “আয-যু'য়াফা ওয়াল মাতরুকীন” গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন : তিনি মিথ্যুক, জালকারী। তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি মিথ্যুক, হাদীস জাল

করতেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি যে বানোয়াট তা অনেক লেখকের নিকটেই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, যেমন ইমাম নাবাবীর নিকট।

এছাড়া ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ এবং ইবনুল কাইয়িম-এর নিকটেও আসল তথ্যটি লুক্কায়িতই রয়ে গেছে, যদিও তারা উভয়েই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু রাফে' হতে তিরমিযী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু রাফে' বলেন : যখন ফাতেমা (رضي الله عنها) হাসান ইবনু 'আলীকে জন্ম দিলেন, তখন আমি রসূলকে (ﷺ) হাসানের কানে সলাতের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।*

মুবারাকপুরী এ হাদীসটি দুর্বল বলার পরেও এটির উপর আমল করা যাবে একথা বলেছেন, উল্লেখিত জাল হাদীসকে (যেটিকে আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন) আবু রাফে'র হাদীসের শাহেদ হিসাবে বর্ণনা করে। চিন্তা করে দেখুন কিভাবে দুর্বল হাদীসকে জাল হাদীস দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

জি হ্যাঁ: আবু রাফে'র হাদীসকে শক্তিশালী করা যায় ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস দ্বারা। যেটিকে বাইহাক্বী “আশ-শু'য়াব” গ্রন্থে উল্লেখিত আবু রাফে'র হাদীসের সাথে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন : হাদীস দু'টির সনদ দুর্বল।

যদি এরূপ হয়, তাহলে আবু রাফে'র হাদীসে যে শুধু আযান দেয়ার কথা আছে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদীসের আযানের অংশটুকুই শুধুমাত্র তার (আবু রাফে'র) হাদীসের শাহেদ হতে পারে। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদীসে যে ইকামাতের কথা বলা হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না।*

۳۲۲. سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي النَّارَ فَاغْطَانِيهَا.

৩২২। আমি আমার ঐশ্বর কাছে চেয়েছি, যেন আমার পরিবারের মধ্য হতে কাউকে জাহান্নামে দেয়া না হয়। তিনি তা আমাকে দিয়েছেন।

হাদীসটি জাল।

* বিশেষ দৃষ্টব্য : হাসান পর্যায়ের হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফাতেমা (رضي الله عنها) যখন হাসান ইবনু 'আলীকে জন্ম দেন তখন নাবী (ﷺ) তার কানে সলাতের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। হাদীসটি আবু দাউদ-“সহীহ্ আবী দাউদ”-(৫১০৫), ও তিরমিযী-“সহীহ্ তিরমিযী”-(১৫১৪) বর্ণনা করেছেন, হাদীসে দু'কানে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি, অতএব এক কানে আযান দিলে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৫৬) বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে আবু হামযা আস-সুমালাী এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সনদ জাল (বানোয়াট)। আবু হামযা হচ্ছেন সাবেত ইবনু আবী সুফিয়া। তিনি নির্ভরযোগ্য নন, যেক্ষেপভাবে নাসাঈ ও অন্যরা বলেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হচ্ছেন কুদায়মী। তিনি জালকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটি তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিক করেননি।

৩২২. (مَا عَلَّمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ).

৩২৩। যখনই আল্লাহ জানতে পারেন যে, কোন বান্দা তার গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়েছে, তখনই সে ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৪/২৫৩) হিশাম ইবনু যিয়াদ সূত্রে আবু যিনাদ হতে ... বর্ণনা করে বলেছেন : এটির সনদ সহীহ।

যাহাবী “আত-তালখীস” গ্রন্থে তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : হিশাম মাতরুক।

ইবনু হিব্বান (৩/৮৮) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল ও উলট পালটকৃত হাদীস বর্ণনাকারী। এমন কি শ্রবণকারীর নিকট এটিই প্রাধান্য পেত যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই জায়েয নয়।

এটির আরেকটি সূত্র আছে অন্য ভাষায়। সেটিও জাল। সেটি সম্পর্কে ৭৭৭ নম্বর হাদীসে আলোচনা আসবে।

৩২৪. (مَنْ اتَّبَعَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ؛ غَفْرَةً، وَإِنْ شَاءَ؛ عَذْبَةً؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ).

৩২৪। যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করল, অতঃপর জানতে পারল যে তার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি যদি চান তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন; তাহলেই (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি জানে যে, তিনি যদি চান তাহলে তাকে শাস্তি দিবেন, তাহলে আল্লাহর উপর তাকে ক্ষমা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ তার “আল-আহাদীস” গ্রন্থে (২/১৮), তাবারানী নাসাঈ হতে তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৩১৩), ইবনু হিব্বান “আস-সিকাত” গ্রন্থে (২/১৫০), হাকিম তার “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (৪/২৪২), আবু নু’রায়ম তার “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/২৮৬) এবং মুশরিক ইবনু আদিল্লাহ আল-ফাকীহ তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/৬০) জাবের ইবনু মারযুক আল-মাক্কী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাকিম বলেছেন : এটির সনদ সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : আল্লাহর কসম তা নয়। কে এঁ জাবের যে, তিনি দলীল হতে পারেন?। তিনি হচ্ছেন অপরিচিত, অজ্ঞাত এবং তার হাদীস মুনকার।

হাকিম যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে জাবেরের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার থেকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ এবং ‘আলী ইবনু বাহার এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এ কথাটি ইবনু হিক্বান বলেছেন।

তা সত্ত্বেও সুযুতী তার “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৩২০. (مَنْ أَتَّبَعَ تَبًّا؛ فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَيْهِ؛ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ).

৩২৫। যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করল। অতঃপর জানতে পারল যে, আল্লাহ তা অবগত হয়েছেন, তবেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু’জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২৭২/১/৪৬৩৩) ইব্রাহীম ইবনু হিরাসা সূত্রে হামযা আয-যায়ুয়াত হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী বলেন (১০/২১১) : তাতে ইব্রাহীম ইবনু হিরাসা রয়েছেন। তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু দাউদ ও অন্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

এ চারটি হাদীস শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাতিল বলে গণ্য হয়। এভাবে শরীয়তে বলা হয়নি যে, শুধুমাত্র অনুতপ্ত হওয়া এবং এটি জ্ঞাত হওয়া যে, গুনাহগার সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত, তাহলেই সে নাজাত পেয়ে যাবে। বরং অপরিহার্য হচ্ছে তাকে তাওবায়ে নাসূহা করতে হবে।

বুখারীতে কিতাবুত তাওহীদ অধ্যায়ে বর্ণিত (৭৫০৭) হাদীসটি এরূপ বানোয়াট হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে।

৩২৬. (مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي؛ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ شَهِيدًا).

৩২৬। আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য একশতটি শহীদানের সওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/৯০) এবং ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৯৩, ২/১৪১) হাসান ইবনু কুতাইবা হতে, তিনি আব্দুল খালেক ইবনুল মুনিযির হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে হাসান ইবনু কুতাইবা। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : তিনি হালেক [ধঃসপ্রাপ্ত]। দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুফুল হাদীস। আবু হাতিম বলেন : তিনি দুর্বল। আযদী বলেন : তিনি ওয়াহীউল হাদীস [খুবই দুর্বল]। উকায়লী বলেন : তিনি অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। আর তার শাইখ ইবনুল মুনিযির অপরিচিত।

৩২৭. (الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرٌ شَهِيدٌ).

৩২৭। আমার উম্মাতের কলহ-বিবাদের সময় আমার সুন্নাতকে ধারণকারীর জন্য এক শহীদের সওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/২০০) তাবারানীর “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থের (২/৩১/৫৭৪৬) সূত্র হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আবু নু'য়াইম বলেছেন : এটি গারীব।

তিনি যা বলেছেন তেমনই। তবে তাবারানী একটু বেশী বলেছেন : আব্দুল আযীযের পুত্র আব্দুল মজীদ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে : তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন।

এছাড়া সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সালাহ আযারীকে আমি চিনি না।

হায়সামীও “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১/১৭২) বলেছেন : তার জীবনী কে রচনা করেছেন আমি তা পাচ্ছি না।

এ হাদীস হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে পারে “সহীহাহ” গ্রন্থের মধ্যে (৪৯৪) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি সেটি : “তোমাদের পরে ধৈর্য ধারণের দিন আসছে। সে সব দিনগুলোতে আজকে তোমরা যার উপর আছ, তাকে ধারণকারীগণ তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান সওয়াব পাবে...”। আল-হাদীস।

৩২৮. (مَنْ غَدَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؛ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيُوزَكُّ لَهُ فِي مَعَاشِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ رِزْقِهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَبَارَكًا).

৩২৮। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে করতে সকাল করল, কেরেশতারা তার উপর রহমত কামনা করেন এবং তার জন্য তার জীবন ধারণে বরকত দান করা হবে। তার রিয়ক কমিয়ে দেয়া হবে না এবং তা তার জন্য হবে বরকতময়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান (২/৫৪) এবং ইবনু আদিল বার “জামেউ’ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফায়লিহি” গ্রন্থে (১/৪৫) মু’য়াত্তাক হিসাবে আবু যাকারিয়া ইয়াহুইয়া ইবনু হাশিম সূত্রে মিস’রার ইবনু কিদাম হতে, তিনি আতিয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি জাল। ইয়াহুইয়া ইবনু হাশিমকে ইবনু মা’ঈন ও অন্যরা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আতিয়া আল-আওফী দুর্বল এবং মুদাল্লিস।

অতঃপর ইয়াহুইয়ার মুতাবা’য়াত পেয়েছি। তবে সেটি নিতান্তই দুর্বল। সেটি উকায়লী “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে (পৃ: ২৬) বর্ণনা করে বলেছেন :

এ হাদীসটি বাতিল। এটির কোন ভিত্তি নেই।

সুযুতী তার “যায়লু আহাদীসিল মাওযু’আহ” গ্রন্থে (পৃ:৪৩) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনুল জাওযী “ইলালুল মাওযু’আত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (সঠিক হচ্ছে ইলালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে)।

৩২৭. (رَحِمَ اللَّهُ أَخِي يُوسُفَ، لَوْ لَمْ يَقُلْ: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ)؛ لَأَسْتَغْلِيَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَخَّرَ لِذَلِكَ سَنَةً).

৩২৯। আমার ভাই ইউসুফকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি এ কথা না বলতেন : (হে আল্লাহ) “আপনি আমাকে যমীনের ভাণ্ডারগুলো দান করুন”, তাহলে সে মুহর্তেই তা ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু উক্ত কারণেই তা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়।

হাদীসটি জাল।

হাফয ইবনু হাজার “তাক্বীরুজুল কাশশাক” গ্রন্থে (৪/৯০) বলেন : এটি সা’লাবী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে ইসহাক ইবনু বিশরের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যুওয়াইবীর হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সাকেত (গ্রহণযোগ্য নয়)।

এটি সা’লাবী সূত্রে ওয়াহেদী তার “তাক্বীর” গ্রন্থে (১/৯৩) বর্ণনা করেছেন।

৩৩০. (سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ حِسَابَ أُمِّيَ إِلَيَّ؛ لِئَلَّا تُقْتَضَعَ عِنْدَ الْأُمَمِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! بَلْ أَنَا أَحْسَبُهُمْ، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ سَرَّتُهَا عَنْكَ لِئَلَّا تُقْتَضَعَ عَنْكَ).

৩৩০। আমি আল্লাহর নিকট চাইলাম যেন আমার উম্মাতের হিসাব-কিতাব আমার উপর দিয়ে দেয়া হয়; যাতে করে আমাকে অন্য উম্মাতগুলোর সম্মুখে অপদস্ত হতে না হয়। তখন আল্লাহ আমার নিকট অহী মারফত জানালেন : হে মুহাম্মাদ! আমি তাদের হিসাব গ্রহণ করব, তাদের মধ্য হতে কারো যদি কোন অপদস্থতা থাকে তাহলে আমি তা আপনার নিকট হতে লুকিয়ে ফেলব, যাতে করে আপনার নিকট আপনার উম্মাত অপদস্থ না হন।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১০১) তার নিজ সনদে আবু বাক্র নাক্বাশ হতে, তিনি হাসান ইবনু সাকার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১৭৯) দাইলামীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেন : নাক্বাশ মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কথা বলা সত্ত্বেও তিনি তার “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি দাইলামীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন! তার ভাষ্যকার মানাবী চূপ থেকেছেন। সম্ভবত এটির সনদ সম্পর্কে তিনি অবহিত হননি।

অতঃপর সুযুতী ইবনু নাজ্জারের বর্ণনা হতে আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আইউব আর-রাকী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আররাকও হাদীসটি “তানযীহশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (কাফ ১/৪০০) উল্লেখ করেছেন।

৩৩১. (إِنَّا ابْنُ الدِّيْنِخْتَيْنِ).

৩৩১। আমি দুই কুরবানীকৃত ব্যক্তির সন্তান।*

এ শব্দে এটির কোন অস্তিত্ব নেই।

যায়লা'ঈ এবং ইবনু হাজার “তাখরীজুল কাশশাফ” গ্রন্থে (৪/১৪১) বলেছেন : এ শব্দে হাদীসটি পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি : যায়লা'ঈ আখরাজাহ “أخرجه” শব্দটি লিখার পর সাদা স্থান ছেড়ে রাখেন কে বর্ণনা করেছেন তা পরবর্তীতে লিখার জন্যে। কিন্তু তা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সম্ভবত তার ধারণা ছিল এটির আসল রয়েছে, কিন্তু পাননি।

হাকিম দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে এটির ঘটনা উল্লেখ করে হকুম লাগানো হতে চূপ থেকেছেন। কিন্তু যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল।

হাফিয ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৪/১৮) ইবনু জারীরের বর্ণনায় উল্লেখ করার পর বলেছেন :

এ হাদীসটি নিতান্তই গারীব (দুর্বল)।

৩৩২. (الدِّيْنُخُ إِسْحَاقُ).

৩৩২। কুরবানী করা হয়েছিল ইসহাককে।

হাদীসটি দুর্বল।

* (দু'জনের একজন হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব এবং অন্যজন হচ্ছেন ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীম)।

সূহুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে এ ইঙ্গিত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এটি দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে ইবনু মাস’উদ (ؓ) হতে, বাযযার ও ইবনু মারদুবিয়া আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (ؓ) হতে এবং ইবনু মারদুবিয়া (একক ভাবে) আবু হুরাইরাহ (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মাস’উদ (ؓ)-এর হাদীসটি তাবারানীও বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। তবে তার ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে। এটি হাকিমও (১/৫৫৯) মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন :

শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটির সনদে সুনানেদ ইবনু দাউদ রয়েছে। তিনি সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী নন।

ইবনু কাসীর মওকুফ হিসাবে “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৪/১৭) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি ইবনু মাস’উদ (ؓ) হতে সহীহ অর্থাৎ মওকুফ হিসাবে।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত সুনানেদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এসেছে।

আব্বাস (ؓ)-এর হাদীসটির সনদে রয়েছে মুবারাক ইবনু ফুযালা, যিনি হাসান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। হাসান মুদাল্লিস এবং মুবারাকের মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে।

হায়সামীও জামহূরকে নিকট মুবারাক দুর্বল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও তার বর্ণনায় ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। তিনি একবার মারফু’ আবার মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া আবু হুরাইরাহ (ؓ) এবং আবু সা’ঈদ খুদুরী (ؓ) হতেও অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

মোটকথা হাদীসটির সকল সূত্রই দুর্বল। যার একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাতে সক্ষম নয়। অধিকাংশ বর্ণনায় ইসরাইলী বর্ণনা যেগুলো কোন কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। আর দুর্বল বর্ণনাকারী সেগুলোকে মারফু’ হিসাবে চালিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন।

যারকানী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটি হাকিম বিভিন্ন সূত্রে আব্বাস (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং সেটিকে শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন এবং যাহাবীও সহীহ বলেছেন।

তিনি (যারকানী) (১/৯৮) বলেন : একটি সূত্র অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে। অতএব হাদীসটি হাসান বরং এটিকে হাকিম এবং যাহাবী সহীহ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে যাহাবী সহীহ বলেননি। হাকিম সন্দেহ বশত এটিকে সহীহ বলেছেন। এটির সকল সূত্রেই রয়েছে দুর্বলতা ও ইযতিরাব।

ভাষাগুলো ইসরাইলী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বরং সেটি হওয়াই প্রাধান্য পায়। এসব কিছুই ‘একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে’ এ কথা বলতে বাঁধা প্রদান করছে।

এদিকে মুহাক্কিক আলেমগণ (যেমন ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম, ইবনু কাসীর ও আরো অনেকে) বলেছেন : যাকে যাবুহ করা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ইসমাঈল, ইসহাক নয়।

ইবনুল কাইয়িম “যাদুল মা’রাদ” গ্রন্থে বলেছেন : ইসহাককে কুরবানী করার নির্দেশ এসেছিল এ কথাটি বাতিল। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ায়াকে বলতে শুনেছি, এ মতটা আহলে কিতাবদের থেকে এসেছে। অথচ তাদের কিতাবের দলীল দ্বারাই এ মতটি বাতিল। কেননা তাদের কিতাবে এসেছে যে, ইব্রাহীমকে আল্লাহ তার ছোট সন্তানকে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। আহলে কিতাবরা মুসলিমদের সাথে এ মর্মে সন্দেহ পোষণ করে না যে, ইসমাঈলই তার সন্তানদের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। অতএব কীভাবে এ কথা বলা বৈধ হবে যে, কুরবানীর জন্য চয়ন করা হয়েছিল ইসহাককে, অথচ আল্লাহ তা’আলা তার মাকে তার দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন এবং তার পুত্র ইয়াকুব দ্বারা।

৩৩৩. (إِنَّ اللَّهَ ثَبَّرَكَ وَتَعَالَى خَيْرَتِي بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ لِيَصِفَ أُمَّتِي، وَبَيْنَ أَنْ يُجِيبَ شِقَاقِي، فَاخْتَرْتُ شِقَاقِي، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أَعْمَ لَأُمَّتِي، وَلَوْلَا الَّذِي سَبَقَنِي إِلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ؛ لَتَعَجَّلْتُ فِيهَا دَعْوَتِي، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَرَجَ عَنْ إِسْحَاقَ كَرِبَ الذَّبْحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا إِسْحَاقُ! سَلْ نَعْتَ، فَقَالَ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعَجَّلُنَّهَا قَبْلَ نَزْعَاتِ الشَّيْطَانِ: اللَّهُمَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا؛ فَاعْفِرْ لَهُ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ).

৩৩৩। আল্লাহ তা’আলা আমার অর্ধেক উম্মাতকে ক্ষমা করার অথবা আমার শাফা’য়াত গ্রহণ করার মধ্য হতে একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আমার শাফা’য়াত করাকে পছন্দ করি। আমার আশা শাফা’য়াতটি আমার উম্মাতের জন্য ব্যাপক হবে। আমার পূর্বের নেককার বান্দা যদি আমার চেয়ে সেটির দিকে অগ্রণী না হতেন, তাহলে আমি তাতে আমার দাবী নিয়ে তাড়াতাড়ী করতাম। আল্লাহ তা’আলা যখন ইসহাককে যবেহের বিপদ হতে মুক্ত করলেন, তাকে বলা হলো; হে ইসহাক! চাও তোমাকে দেয়া হবে। তিনি বললেন : যার হাতে আমার আত্মা তার কসম অবশ্যই আমি তাতে তাড়াতাড়ী করব, শয়তান তা ছিনিয়ে নেয়ার পূর্বেই। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার সাথে কোন প্রকার শির্ক না করে মারা যাবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তাকে জান্নাত দিয়ে দাও।

হাদীসটি মুনকার।

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন : আমার পিতা আমাদেরকে হাদীসটি শুনিয়েছেন।

এটির সনদে রয়েছেন আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম।

অনুরূপভাবে “তাফসীরু ইবনে কাসীর” গ্রন্থেও এসেছে (৪/১৬) বর্ণিত হয়েছে, তিনি (ইবনু কাসীর) বলেন : এ হাদীসটি গারীব ও মুনকার। আব্দুর রহমান ইবনু য়ায়েদ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আমার ভয় হচ্ছে যে, হাদীসটির মধ্যে কিছু বর্ধিত করা হয়েছে। সে বর্ধিত অংশটুকু হচ্ছে “...إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَّغَ عَنْ إِسْحَاقَ” অর্থ : ‘আল্লাহ তা‘আলা যখন ইসহাককে যবেহের বিপদ হতে মুক্ত করলেন...।’

আব্দুর রহমান ইবনু য়ায়েদ নিতান্তই দুর্বল; হাকিম তার সম্পর্কে বলেন : তিনি তার পিতা হতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন আদম (আ:) কর্তৃক নাবী (ﷺ)-কে অসীলা ধরার হাদীসের বর্ণনাকারী। সে হাদীসটি জাল (নম্বর ২৫)।

এটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে আব্দুর রহমান ইবনু য়ায়েদ মারফু' করে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির বর্ধিত অংশটুকুও ইসরাইলী বর্ণনা হতেই এসেছে। তার প্রমাণ এই যে, কা'আব আল-আহবার বর্ধিত অংশসহ আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে হাকিম (২/৫৫৭) তার সনদে কা'আব পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : এ সনদটি সহীহ, এতে কোন খলিকণা নেই। যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ এটি কা'আবের কথা। অতএব এটি ইসরাইলী বর্ণনা হওয়াই সঠিক।

ইসহাক যাবিহ হওয়ার হাদীসগুলো যে সূত্রে এসেছে সেগুলো সহীহ নয়।

৩৩৪. (أَكْرَمَ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ؛ ذَيْبِجَ اللَّهِ).

৩৩৪। লোকদের মধ্যে ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি যাবীহুয়াহ।

হাদীসটি মুনকার।

এ শব্দে তাবারানী তার “মুজাম্মুল কাবীর” গ্রন্থে (১০২৭৮) আবু ওবাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে বলেছেন : (৮/২০২) এটির সনদে বাকিয়াহ রয়েছে, তিনি মুদাল্লিস এবং আবু ওবাইদা তার পিতা হতে শুনেনি।

কিন্তু বাকিয়ার মুতাবা'য়াত পাওয়া যায়। মু'য়াবিয়া ইবনু হাফস এবং বাকিয়া উভয়ে শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনুল মুজাফ্ফার “গারায়েরু শু'বাহ” গ্রন্থে (১/১৩৮) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৪/১৭) বলেছেন : এটি ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে সহীহ (অর্থাৎ মওকুফ হিসাবে)।

আমি (আলবানী) বলছি : “...إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَّغَ عَنْ إِسْحَاقَ” এ অংশটুকু বাদ দিয়ে হাদীসটি মারফু' হিসাবেও সহীহ। কারণ এ বর্ধিত অংশটুকু মুনকার। এ

অংশটুকু বাদ দিয়ে বুখারী এবং মুসলিম আবু হুরাইরার (رضي الله عنه) হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

ইসহাকই ছিলেন যাবীহ এ মর্মে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে গুলোর সবই দুর্বল।

৩৩৫. (قَالَ دَاوُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ آبَائِي: إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ؛ فَالْقِي فِي النَّارِ، فَصَبَّرَ مِنْ أَجْلِي، وَبِكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ؛ فَبَدَّلَ نَفْسَهُ لِيَذْبَحَ، فَصَبَّرَ مِنْ أَجْلِي، وَبِكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ، وَأَمَّا يَعْقُوبُ؛ فَغَابَ عَنْهُ يُوسُفُ، وَبِكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ).

৩৩৫। দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমার নিকট আমার পিতা ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকে হক জানার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাচ্ছি। অতঃপর [আল্লাহ] বললেন : ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সে আমার জন্যই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিপদ তোমাকে স্পর্শ করেনি। ইসহাক নিজেকে যাবুহ করার জন্য সমর্পণ করেছিল। সে আমার জন্যই ধৈর্য ধারণ করে। সে বিপদ তোমাকে স্পর্শ করেনি। ইয়াকুবের নিকট হতে ইউসুফ হারিয়ে গিয়েছিল। সে বিপদও তোমাকে স্পর্শ করেনি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/২০২) বলেন : হাদীসটি বায্যার আব্বাস (رضي الله عنه) হতে আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে, তিনি ‘আলী ইবনু য়ায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। এ আবু সাঈদকে আমি চিনি না এবং ‘আলী ইবনু য়ায়েদ দুর্বল। কেউ কেউ তাকে সিকা (নির্ভরযোগ্য) আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ আবু সাঈদ হচ্ছেন হাসান ইবনু দীনার। তিনি একেবারেই দুর্বল। হাদীসটি ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৪/১৭) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। এটির সনদের বর্ণনাকারী হাসান ইবনু দীনার মাতরুক আর ‘আলী ইবনু য়ায়েদ ইবনু যাদ‘আন মুনকারুল হাদীস।

হাসান ইবনু দীনারের কুনিয়াত হচ্ছে আবু সাঈদ, যেমনভাবে “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটি ইবনু মারদুবিয়াও বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যারকানীর “শারহুল মাওয়াহিব” গ্রন্থে (১/৯৭) এসেছে।

ইবনু তাইমিয়া “কায়েদাতুল জালীলাহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এটি ইসরাইলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। এটিই বিতৃষ্ণতার দিক থেকে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে পিতাদের হক জানার দ্বারা অসীলা করা শরীয়ত সম্মত নয়, যেমনটি ২২-২৫ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৩৬. (قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ: يَا رَبِّ! أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَبُّ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ جَدُّ لِي بِنَفْسِهِ).

৩৩৬। আব্রাহামের নাবী দাউদ বললেন : হে প্রতিপালক! আমি লোকদেরকে বলতে শুনছি : ইসহাকের ঐশ্ব? উত্তরে (আব্রাহাম) বললেন : ইসহাক আমাকে তার নিজের জীবন দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (২/৫৫৬) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : এটি সহীহ। লোকেরা ‘আলী ইবনু য়ায়েদ ইবনু যাদ’আন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: যাহাবী চুপ থেকেছেন। অথচ ইবনু যাদ’আন দুর্বল, মুনকারুল হাদীস, যেমনটি ইবনু কাসীর হতে পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

যারকানী “শারহুল মাওয়াহিব” গ্রন্থে (১/৯৭) হাকিম ও যাহাবী হতে যে কথা নকল করেছেন, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৩৩৭. (إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ، فَسَاخَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَدْفِئَ ابْنَتَهُ إِسْحَاقَ؛ قَالَ لِأَبْنَتِهِ: يَا ابْنَتِي! أَوْفَيْتِي لَا أَضْطَرِّبُ، فَيَنْتَضِحُ عَلَيْكَ مِنْ دَمِي إِذَا ذَبَحْتَنِي، فَشَدَّه، فَلَمَّا أَخَذَ الشَّقْرَةَ، قَارَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ؛ ثَوَدِي مِنْ خَلْفِهِ {إِنْ بِإِبْرَاهِيمَ قَدْ صَنَعْتَ الرَّؤْيَا}.)

৩৩৭। জিবরীল ইব্রাহীমকে সাথে নিয়ে জামারাতুল আকাবার নিকট গেলেন। শয়তান তার সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তাতে সে চিল্লিয়ে উঠল। অতঃপর যখন ইব্রাহীম তার সন্তান ইসহাককে যাবহ করার ইচ্ছা করলেন; তিনি তার পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা! আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন যাতে আমি নড়াচড়া না করি। যাতে করে আমাকে আপনি যখন যাবহ করবেন তখন আমার রক্ত আপনার উপর ছিটে না পড়ে। তিনি তাকে শক্ত করে বাঁধলেন এবং ছুরি নিয়ে তাকে যাবহ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তার পিছন হতে ডাক দেয়া হলো “হে ইব্রাহীম তুমি সপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ”, (সূরা সাককাহ:১০৫)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (নং ২৭৯৫) হাম্মাদ ইবনু সালামা সূত্রে আতা ইবনুস সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ এ আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। হাম্মাদ তার থেকে এ অবস্থাতে এবং এর পূর্বেও শুনেছেন।

যারকানী যে “শারহুল মাওয়াহিব” গ্রন্থে (১/৯৮) বলেছেন : শাইখ আহমাদ শাকের মুসনাদের টীকায় বলেছেন : এটির সনদ সহীহ্। এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ এটি প্রসিদ্ধ যে, শাইখ আহমাদ শাকের হাদীসটির সনদ সহীহ্ হওয়ার পিছনে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, হাম্মাদ ইখতিলাতের (মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায়) পূর্বে আতা হতে শুনেছেন।

এটি হচ্ছে হাফিয ইবনু হাজার “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে কোন কোন ইমামের উদ্ধৃতিতে যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে তার (পাশ কাটিয়ে) দ্রুত চলা। কারণ হাম্মাদ আতা হতে ইখতিলাতের মধ্যেও শুনেছেন। অতএব সহীহ্ বলা সঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট না হবে যে তিনি ইখতিলাতের পূর্বে শুনেছেন।

হাদীসটি হাকিম (১/৪৬৬) অন্য একটি সূত্রে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারযু' হিসাবে যাব্হ করার কিসসাটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ এ কথা বলেছেন। যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আহমাদ তৃতীয় একটি সূত্রে (নং ২৭০৭) বর্ণনা করেছেন। তাতে কিসসাটি আছে তবে ইসমাইলকে যাব্হ করার কথা বলা হয়েছে। এটিই সঠিক।

৩৩৮. (إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا، فَسَكَنَهَا، وَأَسْكَنَ سَائِرَ سَمَاوَاتِهِ مِنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلَقَ الْأَرْضَيْنِ سَبْعًا، فَاخْتَارَ الْعُلْيَا مِنْهَا فَاسْكَنَهَا مِنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَاخْتَارَ مِنَ الْخَلْقِ بَنِي آدَمَ، وَاخْتَارَ مِنَ بَنِي آدَمَ الْعَرَبَ، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ مُضَرَ، وَاخْتَارَ مِنْ مُضَرَ فَرِيشًا، وَاخْتَارَ مِنْ فَرِيشَ بَنِي هَاشِمٍ، وَاخْتَارَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَانًا، مِنْ خِيَارِ إِلَى خِيَارٍ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَيَحِبُّ أَحِبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَيُبْغِضُنِي أَبْغَضُهُمْ).

৩৩৮। আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তার মধ্য হতে সর্বোচ্চটিকে পছন্দ করলেন। সেটিতে বসবাস করা শুরু করলেন এবং তাঁর সকল আসমানকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে চান তাদের জন্যে বাসস্থান বানালেন। সাত যমীনকে সৃষ্টি করলেন। তার মধ্য হতে সর্বোচ্চটিকে তার সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে চান তাদের জন্যে বাসস্থান বানালেন। অতঃপর সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির মধ্য হতে আদম সন্তানদের তিনি চয়ন করলেন। বানু আদমদের থেকে আরবদেরকে চয়ন করলেন। আরবদের থেকে মুবারা গোত্রকে বেছে নিলেন। মুবারা হতে কুরাইশদেরকে বেছে নিলেন। কুরাইশদের থেকে হাশেমীদেরকে বেছে নিলেন। অতঃপর আমাকে হাশেমীদের থেকে বেছে নিলেন। আমি উত্তমদের থেকে উত্তমদের শেষ সীমায়। অতএব যে ব্যক্তি আরবদের ভালবাসবে, সে আমাকে

ভালবাসার কারণেই তাদেরকে ভালবেসেছে এবং যে আরবদেরকে অপছন্দ করবে সে আমাকে অপছন্দ করার কারণেই তাদেরকে অপছন্দ করেছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী (৩/২১০/১), উকায়লী “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (৪৫৮), ইবনু আদী (৭৪/২/৩০১/২), আবু নু‘য়াইম “দালায়েলুল নুবুওয়া” গ্রন্থে (পৃ: ১২), অনুরূপভাবে হাকিম (৪/৭৩-৭৪), ইবনু কদামা আল-মাকদেসী “আল-উলু” গ্রন্থে (১৬৫-১৬৬) এবং ইরাকী “মুহাজ্জাতুল কুরব ইলা মুহাব্বাতীল আরাব” গ্রন্থে (২/২০১) দু’টি সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু যাকুওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

এ মুহাম্মাদ ইবনু যাকুওয়ান সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তাকে দারাকুতনী ও অন্যরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

উকায়লী বলেছেন : তিনি অনুসরণযোগ্য নন।

হাকিম অন্য একটি সূত্রে আমর ইবনু দীনার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদে আবু সুফিয়ান যিয়াদ ইবনু সুহায়েল আল-হারেসী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তার জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/৩৬৭-৩৬৮) প্রথম সূত্রটিতে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : হাদীসটি মুনকার।

যাহাবী ইবনু যাকুয়ানের জীবনীতে “আল-মীযান” গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

তবে হাদীসের শেষাংশ যেটুকুতে রসূল (ﷺ)-এর ফযীলত এবং আরবদের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে অংশটুকু সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

৩২৭. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدِيقًا لِمَلِكِ الْمَوْتِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَرِيَهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَصَدَّقَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَرَاهُ النَّارَ، فَقَرَعَ مِنْهَا، وَكَادَ يُغْنِي عَلَيْهِ، فَاتَّقَفَ عَلَيْهِ مَلِكُ الْمَوْتِ بِجَنَاحِهِ، فَقَالَ مَلِكُ الْمَوْتِ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَهَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَرَاهُ الْجَنَّةَ، فَدَخَلَهَا، فَقَالَ مَلِكُ الْمَوْتِ: انْطَلِقْ قَدْ رَأَيْتَهَا. قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ مَلِكُ الْمَوْتِ: حَيْثُ كُنْتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلْتُهَا. فَقِيلَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ: أَلَيْسَ أَنْتَ ادْخَلْتَهَا إِيَّاهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا).

৩৩৯। ইদরীস সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মালাকুল মাওভের বন্ধু। তিনি তার নিকট জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখতে চাইলেন। তিনি ইদরীসকে নিয়ে উপরে উঠলেন। অতঃপর তাকে জাহান্নাম দেখালেন। তিনি তাতে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন, এমনকি বেহুশ হওয়ার উপক্রম হলেন। মালাকুল মাওভ তাঁকে তার বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরলেন। মালাকুল মাওভ বললেন : আপনি কী তা দেখেননি? তিনি

বললেন : হ্যাঁ, কখনও এ দিনের ন্যায় কিছু দেখিনি। অতঃপর তাকে নিয়ে চললেন। তাকে জ্ঞানাত দেখালেন। তাতে তিনি প্রবেশ করলেন। মালাকুল মাওত বললেন : আপনি চলুন তা আপনি দেখেছেন। তিনি বললেন : কোথায়? মালাকুল মাওত বললেন : যেখানে ছিলাম। ইদরীস বললেন : আল্লাহর কসম না! আমি তাতে প্রবেশ করার পরে তা (জ্ঞানাত) থেকে বের হব না। মালাকুল মাওতকে বলা হলো : আপনি কী বিশেষভাবে তাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেননি? তাতে যে কেউ প্রবেশ করলে তাকে আর বের করা হয় না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১৭৭/১/৭৪০৬) ইব্রাহীম ইবনু আদিল্লাহ ইবনে খালেদ মাসীসী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/১৯৯-২০০) বলেন : এটির সনদে ইব্রাহীম ইবনু আদিল্লাহ রয়েছে, তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : এ ব্যক্তি মিথ্যুক। হাকিম তার সম্পর্কে বলেন : তার হাদীসগুলো মাওযু' (বানোয়াট)।

৩৪০. (سَوَوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا؛ لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ).

৩৪০। তোমরা সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে হাদীসা দাও। যদি কাউকে বেশী দিতাম তাহলে নারীদেরকেই বেশী দিতাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবু বাকর আজুরী “ফাওয়াইদুল মুত্তাখাবা” গ্রন্থে (১/১০৩/১), তাবারানী (৩/১৪২/২), হারিস ইবনু আবী উসামা “মুসনাদ” গ্রন্থে (পৃ: ১০৬) এবং বাইহাকী (৬/১৭৭) চারটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ সাঈদ ইবনু ইউসুফ হতে ... শুনিয়েছেন।

এটির সনদ দুর্বল। কারণ ইবনু ইউসুফ সকলের একমতে দুর্বল। ইবনু আদী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : তার এ হাদীসটির চেয়ে মুনকার হাদীস আর নেই।

এ জন্য ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেন : তিনি দুর্বল।

তার এ কথার কারণেই বুখারী যাচ্ছে “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (৫/১৬৩) যে বলেছেন সনদটি হাসান, এরূপ বলাটা সঠিক নয়।

তবে হাদীসটির প্রথম অংশটুকুর অর্থবোধক শব্দ বুখারী এবং মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম অংশটি সহীহ।

হাদীসটি আবু মুহাম্মাদ জাওহারী “ফাওয়াইদুল মুত্তাখাবা” গ্রন্থে (২/৭) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৭/১৮৪/২) আওয়াঈর সূত্রে ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহুইয়া বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন: ...।

এ সনদটি মু'জাল। সাহাবী এবং তাবেরঈ দু'জনকে এখানে লুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

(۳۴۱). (كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضُّوْءِ).

৩৪১। তিনি অন্ধকারেও দেখতেন যেকোন আলোতে দেখতেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২০৭/১-২/নং ২২১০), ইবনু আদী (২/২২১) এবং তার থেকে বাইহাক্বী “আদ-দালায়েল” গ্রন্থে (৬/৭৫), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৪/২৭২), মাক্বী আল-মুরায্বিন তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২৩৬) এবং যিয়া আল-মাকদেসী “আল-মুনতাকা ...” গ্রন্থে (১/২) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরা হতে, তিনি মু'য়াল্লা ইবনু হিলাল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন : এ সনদটিতে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইবনুল মুগীরা। তাকে বলা হয় আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুগীরা; উকারলী বলেন :

তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করতেন যার কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু ইউনুস বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন : এগুলো বানোয়াট। তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটি তার “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মু'য়াল্লা ইবনু হিলাল যে মিথ্যুক এ মর্মে সমালোচকগণ একমত পোষণ করেছেন, যেমনটি ইবনু হাজার-এর “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু আসাকির অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরা রয়েছেন। তিনি অপরিচিত। সম্ভবত তার ছেলে আব্দুল্লাহর নাম কপি হতে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বাইহাক্বী বলেন :

অন্য একটি মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ মুগীরা ইবনু মুসলিমের নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

৩৪২. (لَمَّا حَمَلَتْ حَوَاءُ؛ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ- وَكَانَ لَا يَجِيشُ لَهَا وَلَدٌ- فَقَالَ: سَمِيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَسَمِيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَلَسَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ).

৩৪২। মা হাওয়া যখন গর্ভবতী হলেন, তখন ইবলীস তাকে নিয়ে ভাওয়াফ করল। তাঁর (হাওয়ার) সন্তান জীবন ধারণ করত না। অতঃপর (ইবলীস) বলল : তার নাম রাখুন আব্দুল হারেস। তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল হারেস। ফলে সে জীবন ধারণ করল। এটি ছিল শয়তানের অহী হতে এবং তার নির্দেশে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তিরমিযী (২/১৮১), হাকিম (২/৫৪৫), ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (২/১৫৮) এবং আহমাদ (৫/১১) উমার ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। এটিকে কাতাদা থেকে উমার ইবনু ইব্রাহীমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে চিনি না।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ। যাহাবীও তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলকানী) বলছি : তারা যেরূপ বলেছেন তেমন নয়। কারণ (এটির সনদে) বর্ণনাকারী হাসান, সামুরা হতে শুনেছেন কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। তার পরেও তিনি মুদাল্লিস।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে হাসানের জীবনীতে বলেন : হাসান বেশী বেশী তাদলীস করতেন। যখন তিনি কোন হাদীসে আন ফুলান [অমুক হতে] বলেন তখন তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা দুর্বল হয়ে যায়।

ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে বলেন : উমার ইবনু ইব্রাহীম এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : কাতাদা হতে তার হাদীস মুখতারিব। তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যায়।

৩৪৩. (مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأَ وَكُتِبَ).

৩৪৩। রসূল (ﷺ) পড়া এবং লিখার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেননি।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুল আক্বাস আল-আসাম তার “হাদীস” গ্রন্থে (৩/নং ১৫৩) এবং তাবারানী আবু আকীল আস-সাকাফী সূত্রে মুজাহিদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : এ হাদীসটি মুনকার, আবু আকীল হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং এ কথাটি কিতাবুল্লাহ বিরোধী।

সুয়ূতী হাদীসটি “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ:৫) উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফে সুলহে হুদাইবিয়ার ঘটনায় তাঁর নিজে লিখার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সেটি এরূপ যে, “আমীর শহরটি তৈরি করেছেন” (কর্মচারীরা তৈরি করা সত্ত্বেও)। কারণ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে তিনি আলী (রাঃ)-কে লিখার নির্দেশ দেন।

এ জনাই সুহাইলী বলেছেন : হক হচ্ছে এটিই যে, “فَكْتُبُ” অর্থাৎ ‘তিনি আলীকে লিখার নির্দেশ দেন।’

হাফিয ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (৪/৪০৬) এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বলেছেন : এটিই জামহূরে ওলামার মত।

৩৪৪. (مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ أَنْ يَرْتَفِعَ فِي الدُّنْيَا دَرَجَةً، فَارْتَفَعَ؛ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ دَرَجَةً أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَطْوَلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا آخِرَةُ أَكْبَرَ نَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا)।

৩৪৪। কোন বান্দা দুনিয়াতে তার মর্যাদা উচ্চ হওয়ারকে ভালবাসলে, সে মর্যাদাবান হয় এবং আল্লাহ আখেরাতে তার জন্য আরো বৃহৎ ও দীর্ঘ মর্যাদা তৈরি করে দেন। অতঃপর পড়লেন : {আখেরাতে বড় বড় মর্যাদা আর বড় বড় সম্মান রয়েছে}। (সূরা ইসরা : ২১)।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৬/২৩৪) এবং আবু নু‘রায়িম (৪/২০৩-২০৪) আব্দুল গফুর ইবনু সা‘দ আনসারী সূত্রে আবু হাশেম আর-রুম্মানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ জাল (বানোয়াট); ইবনু হিব্বান “আয-যু‘য়াফা” গ্রন্থে (২/১৪৮) বলেন : আব্দুল গফুর হাদীস জাল করতেন।

ইবনু মা‘ঈন বলেন : তার হাদীস কিছুই না।

ইমাম বুখারী বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ মাত্রাক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। (মিখ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন)।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৭/৪৯) এ একই সমস্যা উল্লেখ করে কারণ দর্শিয়েছেন। তথাপিও হাদীসটি “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪৫. (يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ؛ إِلَّا بَيْنَ هَاشِمٍ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ لِأَحَدٍ)।

৩৪৫। বানু হাশেমরা ছাড়া এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়াবে। তারা কারো জন্য দাঁড়াবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৮/২৮৯/৭৯৪৬) এবং আবু জা'ফার রাযায় “সিন্তাতু মাজালিস মীনালা আমালী” গ্রন্থে (কাফ ২/২৩২) জা'ফার ইবনু যুবায়ের হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজামা” গ্রন্থে (৮/৪০) বলেন : এটির সনদে জা'ফার ইবনু যুবায়ের রয়েছে, তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি মিথ্যুক, জালকারী। তার কতিপয় হাদীস পূর্বেও গেছে, সেগুলো তিনিই তৈরি করেছেন। এ জন্য শু'বা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি রসূল (ﷺ)-এর উপর চার শত হাদীস জাল করেছেন।

এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র পেয়েছি, যেটি ইবনু কুতাইবা “কিতাবুল 'আরাব...” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটির বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু আমর ...মাকহুল হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। দু'টি কারণে তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না :

১। এটি মুরসাল; কারণ মাকহুল তাবেঈ।

২। ইবনু কুতাইবার শাইখ ইয়াযীদ ইবনু আমরকে চিনি না।

এটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে।

৩২৬. (لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُوا الْأَعَاجِمُ؛ يُعْظَمُ بَغْضُهَا بَغْضًا).

৩৪৬। যেভাবে আজমীরা (অনারবরা) দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়াবে না, তাদের একজন (দাঁড়িয়ে) অন্যজনকে সম্মান দেখায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটির সনদটিতে ইযতিরাব, দুর্বলতা এবং জাহালাত (অজ্ঞতা) রয়েছে।

হাদীসটি আবু দাউদ (২/৩৪৬) এবং আহমাদ (৫/২৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রামহরমুযী “আল-ফাসেল” গ্রন্থে (পৃ: ৬৪) এবং তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৪১) ইয়াহুইয়া ইবনু হাশেম হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে মিস'য়ার হতে, তিনি আবুল আযাস হতে, তিনি আবুল আদাযাস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইমাম আহমাদ সুফিয়ান সূত্রে মিস'য়ার হতে, তিনি আমার পিতা হতে, আমার পিতা হতে, আমার পিতা হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল গনী মাকদেসী “তারগীব ফিদ দু’আ” গ্রন্থে (২/৯৩) সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি মিস’য়ার ইবনু কিদাম হতে, তিনি আবী মারযুক হতে, তিনি আবুল আশ্বাস হতে, তিনি আবুল আদাক্বাস ... হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৫/২৫৬) এবং রুবিয়ানী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৩০/২২৫/২) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি মিস’য়ার হতে, তিনি আবুল আশ্বাস হতে, তিনি তার পিতা খালাফ হতে, তিনি আবু মারযুক হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ (২/৪৩১) ওয়াকী সূত্রে মিস’য়ার হতে, তিনি আবুল মারযুক হতে, তিনি আবু ওয়ায়েল হতে... বর্ণনা করেছেন।

সনদের মধ্যে উল্লেখিত চরম পর্যায়ের ইয়তিরাবই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুযতারিব ও ইয়তিরাব সম্পর্কে দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়।

এ আবু মারযুক সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি এককভাবে কিছু বর্ণনা করলে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

অতঃপর প্রথমটি এবং ইবনু মাজার সূত্র দু’টি উল্লেখ করে বলেছেন : আবুল আদাক্বাসের স্থলে (ইবনু মাজাহ) আবু ওয়ায়েল উল্লেখ করে বলেছেন : এটি ভুল।

আবুল আদাক্বাস মাজহুল যেমনভাবে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহইয়া” গ্রন্থে (২/১৮১) হাদীসটির এ সমস্যা ই উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে মুনযেরী হাসান বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু উপরে উল্লেখিত বিবরণের কারণেই তা সঠিক নয়।

তবে হ্যাঁ হাদীসটির অর্থ সহীহ। কারণ রসূল (ﷺ) কোন ব্যক্তি প্রবেশ করলে তার জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। এ মর্মে সহীহ হাদীস এসেছে। যা “সিলসিলাতুস সহীহার” (৩৫৮ নং) মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন নাবী (ﷺ) তার নিজের জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন, তখন অন্যের জন্য দাঁড়ানো অপছন্দ করা আরো বেশী উপযোগী।

উল্লেখ্য এখানে যে দাঁড়ানোকে অপছন্দ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে অন্যের সম্মানার্থে দাঁড়ানো। প্রয়োজনের তাগিদে দাঁড়ালে তাতে অপছন্দের কিছু নেই।

২৫৭. (لَا تَزَالُ الْأَمَّةُ عَلَى شَرِيعَةِ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِمْ ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يَقْبَضْ مِنْهُمْ الْعِطْمُ، وَكَثُرَ فِيهِمْ وَلَدُ الْخَبْثِ، وَتَظْهَرِ السَّقَارُونَ. قَالُوا: وَمَا السَّقَارُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَشْرَبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكُونُ نَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلَاؤُوا الْقُرْآنَ).

৩৪৭। এ উম্মাত শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তিনটি বস্তু প্রকাশ না পাবে : যতদিন তাদের মধ্য হতে জ্ঞানকে উঠিয়ে না নেয়া হবে, তাদের মধ্যে কুসন্তানের আধিক্য না হবে এবং যতদিন সাক্ষারূপে প্রকাশিত না হবে। তারা বলল : সাক্ষারূপে কারা হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন : শেষ যামানার মানুষ, যখন তারা একে অপরে মিলিত হবে তখন তাদের অভিনন্দনের ভাষা হবে অভিশাপ।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হাকিম (৪/৪৪৪) এবং ইমাম আহমাদ (৩/৪৩৯) যাবান ইবনু ফায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সাহাল হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন : শাইখায়নের শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : হাদীসটি মুনকার, শাইখাইন যাবান হতে বর্ণনা করেননি।

ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন : তিনি নেককার এবং আবেদ হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।

৩৪৮. (هُوَ الْوَزْعُ ابْنُ الْوَزْعِ، الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمَلْعُونِ؛ يَعْنِي: مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ).

৩৪৮। সে টিকটিকির বাচ্চা টিকটিকি (কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ), অভিশপ্তের বাচ্চা অভিশপ্ত; অর্থাৎ মারওয়ান ইবনুল হাকাম।

হাদীসটি জাল।

এটিকে হাকিম (৪/৪৭৯) আব্দুর রহমান ইবনু আউফের দাস মীনা সূত্রে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : আল্লাহর কসম তা নয়! মীনাকে আবু হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মা'ঈন “আত-তারীখু ওয়াল ইলাল” গ্রন্থে (২/১৩) বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন। কখনও কখনও বলেছেন : কে এ মীনা আল্লাহ তাকে দূর করুন।

ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং নিরাপদও নন। তার হাদীস না লিখা ওয়াজিব।

৩৪৯. (رَحِمَ اللَّهُ حَمِيْرًا؛ أَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ، وَأَيْدِيَهُمْ طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ).

৩৪৯। হিমইয়ারীদের আল্লাহ রহম করুন। তাদের মুখমস্তলগুলো শান্তি স্বরূপ এবং হাতগুলো খাদ্য স্বরূপ। তারা নিরাপত্তা এবং ঈমানের অধিকারী।

হাদীসটি জাল।

এটি তিরমিযী (৪/৩৭৮), আহমাদ (২/২৭৮) এবং তার সূত্র হতে ইরাকী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (২/৪৬) আব্দুর রহমান ইবনু আউফের দাস মীনা হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইরাকী বলেছেন :

এ হাদীসটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হতে এটিকে চিনি না। মীনা হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : তাকে আবু হাতিম মিশ্বুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

হাদীসটি সুযুতী তার “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে আহমাদ এবং তিরমিযীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী কোন কিছুই বলেননি।

৩৫০. (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ؛ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً).

৩৫০। যে মৃত্যুবরণ করল এমনভাবে যাতে যে, সে তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

এ বাক্যে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখুল হাদীস ইবনু তাইমিয়া বলেন : আল্লাহর কসম রসূল (ﷺ) এরূপ বলেননি। প্রসিদ্ধ হচ্ছে সেটিই যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (رضি) বলেন : আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি :

“مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَىَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَقِبِهِ بَيِّنَةٌ؛ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.”

“যে ব্যক্তি তার হাতকে আনুগত্য করা হতে মুক্ত করে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমনভাবে যাতে যে, তার কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমনভাবে যাতে যে, তার কাঁধে বাইয়াত থাকবে না; সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।”

যাহাবী ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যকে “মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ” গ্রন্থে (পৃ: ২৮) সমর্থন করেছেন এবং তাদের দু'জনের কথাই দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

এ হাদীসটি শি'য়া ও কাদিয়ানীদের কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারা এর দ্বারা তাদের ইমামের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার দলীল দিয়ে থাকে।

৩৫১. (يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

৩৫১। হে আলী! তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার ভাই।

হাদীসটি জাল।

এটি তিরমিযী (৪/৩২৮), ইবনু আদী (১/৫৯, ১/৬৯) এবং হাকিম (৩/১৪) হাকীম ইবনু যুবায়ের সূত্রে জামী' ইবনু উমায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

মুবারাকপুরী তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাকীম ইবনু যুবায়ের দুর্বল, তাকে শীয়া' মতাবলম্বী দোষে দোষী করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে শুধুমাত্র হাকীমকে দোষ দেয়াটা ইনসাফের কাজ হবে না :

১। তার শাইখ জামী' ইবনু উমায়ের মিথ্যার দোষে দোষী; যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন :

ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি রাফেযী, হাদীস জালকারী। ইবনু নুমায়ের বলেছেন : তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক ছিলেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। হাকীম ইবনু যুবায়ের এককভাবে বর্ণনা করেননি, সালেম ইবনু আবী হাফসা তার মুতাবা'আত করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার এ সনদে আরেক বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু বিশর আল-কাহেলী রয়েছে; তাকে ইবনু আবী শায়বা এবং মুসা ইবনু হারুণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন : যারা হাদীস জাল করেছেন, তিনি তাদের একজন।

তার এ সূত্রে হাকিমও বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : জামী' মিথ্যার দোষে দোষী এবং কাহেলী হালেক।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ জামী'; তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন অন্যরা তার মুতাবা'আত করেননি।

এজন্য ইবনু তাইমিয়া বলেন : নাবী (ﷺ) কর্তৃক আলীর সাথে ভাইয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কিত হাদীস মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী “মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পৃ: ৩১৭)।

৩৫২. (يَا عَلِيُّ! أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ).

৩৫২। হে আলী! জালাত্তের মধ্যে তুমি আমার ভাই, আমার সঙ্গী এবং আমার বন্ধু।

হাদীসটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১২/২৬৮) উসমান ইবনু আদ্রির রহমান সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। উসমান ইবনু আদ্রির রহমান হচ্ছেন কুরাশী। তিনি একজন মিথ্যুক, যেমনভাবে বার বার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন : ভাইয়ের সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কিত সকল হাদীস মিথ্যা।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী “মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পৃ: ৪৬০)।

৩৫৩. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ فِي عِلِّيِّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَيْلَةً أَسْرَى بِي؛ أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدُ الْفِرِّ الْمُحْكَمِينَ).

৩৫৩। আব্বাহ তা'আলা আলীর সম্পর্কে মে'রাজের রাতে তিনটি বিষয়ে আমার নিকট অহী করেছেন; সে মু'মিনদের সর্দার, ইমামুল মুস্তাকীন এবং উজ্জল চেহারার অধিকারীদের নেতা।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ২১০) মুশাজে' ইবনু আমর হতে, তিনি ঈসা ইবনু সুওয়াদা আন-নাখ'ঈ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : মুশাজে' এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক এবং তার শাইখ ঈসা ইবনু সুওয়াদাও মিথ্যুক।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৯/১২১) শুধুমাত্র ঈসার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে যথার্থ কাজটি করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন :

যে ব্যক্তির হাদীস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রয়েছে তার নিকটেও হাদীসটি বানোয়াট। এটিকে রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বলাই হালাল নয়। আমাদের নাবী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এসব গুণাবলী প্রযোজ্য নয়।

তাঁর এ বক্তব্য যাহাবী “মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন (পৃ: ৪৭৩)।

৩০৪. (خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ طِينِ الْجَانِّيَةِ، وَعَجَنَهُ بِمَاءِ الْجَنَّةِ).

৩৫৪। আদ্বাহ তা'আলা আদমকে জাবীয়া নামক স্থানের মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জান্নাতের পানি দিয়ে মুদিত করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (৮/১) এবং তার থেকে হাফিয ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ক” গ্রন্থে (২/১১৯) ও যিয়া “আল-মাজমু'” গ্রন্থে (২/৬০) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু রাফে' হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

এ ইসমাঈল ইবনু রাফে' সম্পর্কে দারাকুতনী ও অন্যরা বলেছেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেছেন : তার সকল হাদীসে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৯০) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়। ইসমাঈলকে ইয়াহুইয়া ও আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ওয়ালীদ তাদলীস করতেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন : এ ইসমাঈলের হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বুখারীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য, মুকারেবুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি নিজে নির্ভরযোগ্য হয়েও তার মুখস্থ বিদ্যায় তিনি খারাপ হতে পারেন। কখনও কখনও তার হেফয শক্তি নিতান্তই খারাপ হতে পারে। যার কারণে তার হাদীসে বেশী ভুলও সংঘটিত হয়। ফলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, এ ইসমাঈল এ পর্যায় ভুক্তই। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি ব্যক্তি হিসাবে সং ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীসগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। ফলে তার অধিকাংশ হাদীস মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এজন্য ভাবা হত তিনি এটা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

এজন্যই তাকে একদল কিছু না বলে ছেড়ে দিয়েছেন আর অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হতে পারে বুখারীর নিকট তার বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল। নির্দোষীতার আগে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে, এর ভিত্তিতে তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন।

এ কারণেই ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/২৯৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।

৩৫৫. (الصَّدِيقُونَ ثَلَاثَةٌ: حَبِيبُ النَّجَارِ مُؤْمِنٌ آلُ (يَس) الَّذِي قَالَ: لِيَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)، وَحَزَقِيلُ مُؤْمِنٌ آلُ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: {اتَّقُوا رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ}، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ).

৩৫৫। তিন ব্যক্তি হচ্ছেন সত্যবাদী। হাবীবুন নাজ্জার; ইয়াসিনের পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন : “হে আমার জাতি তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর”, হিয়কীল; ফির'আউনের পরিবারের মু'মিন ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন : “তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ যিনি বলেন যে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ” এবং আলী ইবনু আবী তালিব, সে হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

হাদীসটি জাল।

এটি সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে আবু নুয়াইম কর্তৃক “আল-মা'রিফাত” গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু আসাকির ইবনু আবী লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন। তার (জামে'র) ভাষ্যকার মানাবী এটিকে ইবনু মারদুবিয়া এবং দাইলামী বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলা ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন : এ হাদীসটি মিথ্যা।

তাঁর এ বক্তব্যকে যাহাবী “মুখতাসারু মিনহাজিস সুন্নাহ” গ্রন্থে (পৃ: ৩০৯) সমর্থন করেছেন। তাদের দু'জনের কথাই দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

ইবনু তাহের শি'রী তার গ্রন্থে বলেছেন যে, এটি আহমাদের বর্ণনায় এসেছে। ইবনু তাইমিয়া তার বিরোধিতা করে বলেছেন : ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে তার “আল-মুসনাদ” ও “আল-ফাযায়েল” গ্রন্থেও বর্ণনা করেননি। অন্য কোথাও বর্ণনা করেননি।

কুতাই'ঈ ইমাম আহমাদের “ফাযায়েলুস সাহাবা” গ্রন্থে (নং ১০৭২; পৃ: ৪৩১-৪৩২) কুদায়মী সূত্রে আমর ইবনু জামী'র বর্ণনা হতে বৃদ্ধি করেছেন। হাফিয় ইবনু আদী বলেন : এ আমর জাল করার দোষে দোষী এবং কুদায়মী মিথ্যুক হিসাবে প্রসিদ্ধ।

৩৫৬. (النَّظَرُ فِي الْمُنْخَفِ عِبَادَةٍ، وَتَنْظَرُ الْوَلَدُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةٌ).

৩৫৬। মুসহাফে (কুরআনে) দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত, সন্তান কর্তৃক পিতা মাতার দিকে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত এবং আলী ইবনু আবী তালেবের দিকে দৃষ্টি দেয়া ইবাদাত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুল ফুরাতী মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া ইবনে দীনার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৩৪৬) শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে চূপ থেকেছেন! অথচ এটি বানোয়াট, কারণ মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া জালকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

শেষ বাক্যটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে একদল সাহাবী হতে উল্লেখ করেছেন এবং সবগুলোকে “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৩৪২-৩৪৬) বহু মুতাবা‘য়াত এবং শাহেদ উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। এ জন্যই সেটিকে “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী “তালখীসুল মুসতাদরাক” গ্রন্থে (৩/১৪১) একটি শাহেদকে সহীহ বলেছেন। তার এ সহীহ বলার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা আসবে ৪৭০২ নং হাদীসের আলোচনায়।

৩০৭. (عَلِيٍّ إِمَامُ الْبِرَّةِ، وَقَاتِلُ الْفَجْرَةِ، مَتَّصُورٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ، مَخْذُولٌ مِنْ خَلْقِهِ).

৩৫৭। আলী হচ্ছে নেককারদের ইমাম, পাপাচারদের হত্যাকারী, যে তাকে সাহায্য করবে সে সাহায্যপ্রাপ্ত আর যে তাকে অপমান করবে সে অপমানিত।

হাদীসটি জাল।

এটি হাকিম (৩/১২৯) এবং আল-খাতীব (৪/২১৯) আহমাদ ইবনু আদিল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হাররানী সূত্রে ... বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : আল্লাহর কসম! এটি জাল (বানোয়াট)। এ আহমাদ ইবনু আদিল্লাহ মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে,

ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

খাতীব বাগদাদী বলেন : তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন এটি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার।

৩০৮. (السَّبْقُ ثَلَاثَةٌ: فَالسَّبْقُ إِلَى مُوسَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَالسَّبْقُ إِلَى عِيسَى صَاحِبِ يَاسِينَ، وَالسَّبْقُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ).

৩৫৮। অগ্রগামী হচ্ছেন তিনজন: মুসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছেন ইউশা' ইবনু নুন, ইসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইয়াসিনের সাথী এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে আলী ইবনু আবী তালিব।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১১/২) হুসাইন ইবনু আবিস সারী হতে, তিনি হুসাইন আশকার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যদিও জাল নয় এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল, কারণ এ হুসাইন আশকার হচ্ছেন ইবনুল হাসান কুফী, তিনি চরমপন্থী শী'য়া। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন : তিনি খুবই দুর্বল। তিনি “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (২৩০) আরো বলেছেন : তার নিকট মুনকার রয়েছে।

উকায়লী “আয-যু'যাফা” গ্রন্থে (৯০) বুখারী হতে নকল করেছেন। তিনি বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (১/৯৭) বলেছেন : কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেন : এমনটি নয় যে, তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই তার কারণে মুনকার। কখনও কখনও তার থেকে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতেও মুনকার হয়ে থাকতে পারে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আদী যেন তার এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আবিস সারী তিনি তার মতই। বরং তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

যাহবী বলেন : তাকে আবু দাউদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং হুসাইনের ভাই মুহাম্মাদ বলেছেন : আমার ভাই হতে আপনারা লিখবেন না, কারণ তিনি হচ্ছেন মিথ্যাক। তিনি আরো বলেছেন : আবু আবুবা আল-হার্রানী আমার পিতার মামা, তিনিও মিথ্যাক। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি তাবারানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর তার “আত-তাফসীর” গ্রন্থে (৩/৫৭০) বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার। হুসাইন আল-আশকারের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্র হতে এটি জানা যায় না। তিনি একজন শী'য়া মাতরক।

অনুরূপ কথা মানাবী উকায়লীর উদ্ধৃতিতে এবং ইবনু হাজারও “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : ইবনু ওয়াইনা হতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

৩০৭. (كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ).

৩৫৯। এতোকো তার সম্পদের ব্যাপারে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী হকদার।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (৪/২৩৫/১১২) এবং তার সূত্র হতে বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (১০/৩১৯) হশাইম সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি হিক্বান ইবনু আবী জিব্বাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী এটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন এ বলে যে, এটি মুরসাল, হিক্বান তাবঈঈনদের অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারীকে চিনি না।

অতঃপর তাকে চিনেছি “তারীখুল বুখারী” ও অন্যান্য গ্রন্থে।

এ হাদীসটি অন্য যে সব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয় বরং সেগুলো হয় মুনকাতি‘ না হয় মুরসাল।

এ হাদীস দ্বারা কেউ কেউ সন্তানদের মাঝে সমভাবে কিছু দান করা ওয়াজিব না হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। অথচ সহীহ হাদীসে সমভাবে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যা বুখারী এবং মুসলিম নু‘মান ইবনু বাশীরের হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

৩৬০. (لا يَجُوزُ الْهَبَةُ إِلَّا مَقْبُوضَةً).

৩৬০। হস্তগত করা ব্যতীত হিবা বৈধ হবে না।

মারফু‘ হিসাবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি আব্দুর রায্যাক নাখঈর কথা হতে বর্ণনা করেছেন; যেক্রপভাবে যায়লাঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৪/১২১) উল্লেখ করেছেন।

হিবা হস্তগত করা শর্ত, হাদীসে এক্রপ কোন দলীল নেই।

ইমাম বুখারী তার সহীহর মধ্যে অধ্যায় রচনা করেছেন, ‘অনুপস্থিত হিবা জায়েয হওয়ার বিষয়ে যিনি মতামত দিয়েছে তার অধ্যায়’। দেখুন “ফাতহুল বারী” (৫/১৬০)।

৩৬১. (إِذَا كَانَتِ الْهَبَةُ لِذِي رَحْمٍ؛ لَمْ يُرْجَعْ فِيهَا).

৩৬১। যদি (রক্তের সম্পর্কের) আত্মীয়ের জন্য হেবা করা হয়, তাহলে তা কিরিরে নেয়া যায় না।

হাদীসটি মুনকার।

এটি দারাকুতনী (পৃ: ৩০৭), হাকিম (২/৫২) ও বাইহাকী (৬/১৮১) হাসান সূত্রে সামুরা ইবনু জুনদুব হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন : বুখারীর শর্তানুযায়ী এটি সহীহ।

তার ছাত্র বাইহাকী তার এ কথার বিরোধিতা করে বলেছেন : এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

এটিই সঠিক, কারণ সামুরা হতে হাসান কর্তৃক শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। তারপরও তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, কীভাবে এটি সহীহ হয়?

যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়্যা” গ্রন্থে (৪/১১৭) আব্বাস ইবনু আব্দিল হাদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এ হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরশীল, কিন্তু হাদীসটি মুনকার। হাসান সূত্রে সামুরা হতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুনকার হচ্ছে এ হাদীসটি।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সহীহ হাদীস বিরোধী :

“একমাত্র পিতা কর্তৃক পুত্রকে হিবাকৃত মাল ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে হিবাকৃত মাল ফিরিয়ে নেয়া হালাল নয়, কারণ যে হিবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়, সে হচ্ছে ঐ কুকুরের ন্যায় যে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বমি করে নিজের বমি নিজেই খায়।”

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (নং ২১১৯) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। “সুনান” গ্রন্থের লেখকগণও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম ইবনু উমার এবং ইবনু আব্বাস (৬)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থের ১৬২২ নাম্বারে এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

৩৬২. (مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَلَرَجَعَ بِهَا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يَتُبْ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَغُودُ فِي فَيْئِهِ).

৩৬২। যে ব্যক্তি হিবা করল, অতঃপর তা ফিরিয়ে নিল; সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিদান দেয়া না হবে। কিন্তু সে যেন ঐ কুকুরের ন্যায় যে তার বমিকে পুনরায় খায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (৩০৭) ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহুইয়া সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়্যা” গ্রন্থে (৪/১২৫) বলেছেন :

আব্দুল হক তার “আল-আহকাম” গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ হিসাবে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিলাহ আরযামীকে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনু কাত্তান বলেন : এটি আরযামীর নিকট মিথ্যুক ভাষার উপর ভিত্তি করেই পৌঁছেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আরযামী মাতরুক; যেরূপভাবে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে।

কিন্তু হাদীসটি এটির চেয়ে সঠিক সনদে বর্ণিত হয়েছে; যেটি তাবারানী (১১৩১৭) ইবনু আবী লায়লা সূত্রে আতা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু আবী লায়লার হেফযে ত্রুটি ছিল।

৩৬২. (مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالِمُ يَنْبَغُ مِنْهَا).

৩৬৩। যে ব্যক্তি হিবা করল, সেই তার বেশী হকদার, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিদান দেয়া না হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ: ৩০৭), হাকিম (২/৫২) এবং তার থেকে বাইহাকী (৬/১৮০-১৮১) দু'টি সূত্রে ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুসা হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন :

এটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ।

মানাবী “জামে'উস সাগীর”-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : আমি যাহাবীর “তালখীসুল মুসতাদরাফ” গ্রন্থের কপিতে তার হাতে লিখিত টীকায় দেখেছি যার আকৃতি মাওযু'র মত।

ইমাম যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এ ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ হাশেমীর জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন : হাকিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তবে মওকুফ হিসাবে এটি সাব্যস্ত হয়েছে, যেমনভাবে দারাকুতনী বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর বাণী বিরোধী : “যে তার ঐ হিবাকে ফিরিয়ে নিল সে সেই কুকুরের ন্যায় যে তার বমিকে পুনরায় খায়” (বুখারী ও মুসলিম)।

৩৬৪. (مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَتَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرٌّ مِنَ النَّفَاقِ).

৩৬৪। যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ (ওয়াক্ত) সলাত আদায় করল এমনভাবে যে, তার নিকট হতে এক (ওয়াক্ত) সলাতও ছুটল না, তার জন্য

জাহান্নাম হতে মুক্তি ও শাস্তি হতে নাজাত লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সে মুনাফেকী হতে মুক্ত।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/১৫৫) এবং তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/৩২২/৫৫৭৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবি'র রিজাল সূত্রে নুবাইত ইবনু উমার হতে ... বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন :

আনাস (رضي الله عنه) হতে শুধুমাত্র নুবাইত বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবি'র রেজালও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। নুবাইতকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। তাকে ইবনু হিব্বান “আস-সিকাত” গ্রন্থে (৫/৪৮৩) উল্লেখ করেছেন। কারণ মাজহুল বর্ণনাকারীকে তার খিওরীতে নির্ভরশীল হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে।

এ কারণেই হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৪/৮) বলেছেন : ইমাম আহমাদ ও তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে এটিকে বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল।

এছাড়া “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/১৩৬) মুনযেরী বলেন : এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

এটি ধারণা মাত্র, কারণ নুবাইত সহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কোন লেখক তার থেকে বর্ণনা করেননি।

এটি দুর্বল হওয়ার কারণ এটিও যে, হাদীসটি দু'টি সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাচ্ছে। কিন্তু নিম্নের ভাষায় মারফু' এবং মওকুফ হিসাবে।

“যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখা হয়। জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি এবং মুনাফেকী হতে মুক্তি”।

এ হাদীসটি তিরমিযী (১/৭) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ (১/২৬৬) একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন, যার সনদটি দুর্বল এবং মুনকাতি'।

এ বাক্যের হাদীসটির সূত্রগুলো সহীহার মধ্যে (২৬৫২) বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যা প্রমাণ করে যে, আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল এবং মুনকার।

৩৬০. (جَهَنُّوْا صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ الْفَرْقَ فَلَا كَيْدَهُ).

৩৬৫। তোমাদের সাথীকে তোমরা প্রস্তুত কর, কারণ শীতি তার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৩/৪৯৪) এবং তার থেকে বাইহাকী “শুয়াবুল ইমান” এছে (১/১/১৭৮/২) ইবনু আবিদ দুনিয়ার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনে হামযা বুখারী হতে, তিনি তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে “আত-তালখীস” এছে বলেছেন : এ বুখারী এবং তার পিতা তারা দু’জন কে তা জানা যায় না। হাদীসটি বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তার এ বক্তব্যকে হাকিম ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” এছে ইসহাক ইবনু হামযার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইসহাক সম্পর্কে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তিনি তার সমালোচনা করেছেন।

কারণ তাকে ইবনু হিব্বান “আস-সিকাত” এছে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীও তার উপর সন্তুষ্ট এবং তার প্রশংসা করেছেন, যদিও তার থেকে বর্ণনা করেননি।

৩১৬. (جَهَنَّمَ تُحِيطُ بِالنَّبِيِّ، وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا، فَلَيْكَ صَارَ الصَّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ).

৩৬৬। জাহান্নাম দুনিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত আর জান্নাত তার (জাহান্নামের) পিছনে। সে কারণে পুল সিরাত জাহান্নামের উপর জান্নাতে বাওয়ার রাস্তা স্বরূপ হয়ে গেছে।

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার।

এটি ইবনু মিখলাদ আস্তার “আল-মুনতাকা মিন আহাদীস” এছে (২/৮৪/২), আবু নোয়াইম “আখবারু আসবাহান” এছে (৩/৯২) এবং তার সূত্র হতে দাইলামী তার “মুসনাদ” এছে (২/৭৯) মুহাম্মাদ ইবনু হামযা ইবনে যিয়াদ আত-তুসী হতে, তিনি তার পিতা হামযা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আস্তারের সূত্র হতে আল-খাতীব (২/২৯১) এবং তার থেকে যাহাবী মুহাম্মাদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর যাহাবী বলেছেন :

হাদীসটি নিতান্তই মুনকার। মুহাম্মাদ দুর্বল আর হামযা ইমাম আহমাদের নিকট মাতরুক। ইবনু মাঈন বলেন : তার সাথে কোন সমস্যা নেই। মাহনা বলেছেন : আমি ইমাম আহমাদকে হামযা আত-তুসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : এ খাবীস হতে লিখা যাবে না।

যাহাবী মুহাম্মাদের জীবনীতে বলেন, ইবনু মান্দা বলেছেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧. (خِيَارُ أُمَّتِي عَمَّاوُهَا، خِيَارُ عِلْمَانِنَا رَحْمَاوُهَا، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِلْعَالِمِ أَرْبَعِينَ نَتْبًا قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لِلْجَاهِلِ نَتْبًا وَاحِدًا، أَلَا وَإِنَّ الْعَالِمَ الرَّحِيمَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ نُورُهُ فَذَ أَضَاءَ يَمْشِي فِيهِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ اللَّذْرِي).

৩৬৭। আমার উম্মাতের আলেমরা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং আমাদের আলেমদের মধ্যে দয়াবানরা হচ্ছে সর্বোত্তম। সাবধান! অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জাহেলের একটি গুনাহ ক্ষমা করার পূর্বেই আলেমের চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। সাবধান! দয়াবান আলেম কিয়ামত দিবসে আগমন করবেন এমতাবস্থায় যে তার নূর আলোকিত করবে যেমনভাবে সাদা তারকা আলোকিত করে এবং সে তাতে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে চলাফেরা করবে।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৮/১৮৮), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১/২৩৭-২৩৮) ও “মুয়াযযিহ” গ্রন্থে (২/৬২) এবং ইবনু আসাকির “যাম্মু মান লা ইয়ামালু বি ইলমিহি” গ্রন্থে (২/৫৮) ও “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৬/২৮/২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সুলামী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মাজহুলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : তার মধ্যে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে এবং তিনি বাতিল খবর (হাদীস) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এবং সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২৩৫) যাহাবীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

এটির আরো একটি সূত্র রয়েছে। সেটিকে কাযা'ঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (কাফ ১/১০৪) উল্লেখ করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু খালিদ কুরাশী রয়েছে। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না এবং হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে “আল-লিসান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

যাহাবী, ইবনু হাজার এবং সুযুতী তারা তিন হাফিয হাদীসটি বাতিল এ মর্মে একমত হওয়ার পরেও সুযুতী নিজেই নিজের বিরোধিতা করে হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখিত দু'টি সূত্র হতেই উল্লেখ করেছেন।

৩৬৮. (حَامِلُ الْفَرَانِ حَامِلٌ رَايَةَ الْإِسْلَامِ، مَنْ أَكْرَمَهُ؛ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ؛ فَقَطِبَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ).

২৬৮। কুরআন বহনকারী হচ্ছে ইসলামের বাহা বহনকারী। যে তাকে সম্মান করল, সে যেন আল্লাহকে সম্মান করল। আর যে তাকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করল, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/৮৮) নিজ সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুদায়মী পর্যন্ত ... বর্ণনা করেছেন।

সূয়ুতী এটিকে “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ২৩ নং ১১৬) উল্লেখ করে বলেছেন : কুদায়মী মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও তিনি “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে এ বর্ণনাতেই উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে মানাবী ‘কুদায়মী জালকারী’ বলে তার সমালোচনা করেছেন।

৩৬৭. (قَلِيلُ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ، وَكَثِيرُ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ).

৩৬৯। জ্ঞানের সাথে অল্প ‘আমল উপকারী, অজ্ঞতার সাথে বেশী ‘আমল উপকারী নয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদিল বার “জামেউ’ বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাযলিহি” গ্রন্থে (১/৪৫) মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ ইবনে ইমরান কুশায়রী সূত্রে মুয়াম্মিল ইবনু আদিল রহমান সাকারী হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু আদিস সামাদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট; মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ দুর্বল।

মুয়াম্মিল ইবনু আদিল রহমান সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : লাইয়েনুল হাদীস, য’ঈফুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল)।

ইবনু আদী বলেন : তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

যাহাবী আব্বাদ ইবনু আদিস সামাদ সম্পর্কে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

তাকে ইবনু হিব্বান দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার সবই জাল (বানোয়াট)।

সূয়ুতী হাদীসটি “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৪১) দাইলামীর বর্ণনা থেকে মুহাম্মাদ ইবনু রাওহ হতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বানের বক্তব্য উল্লেখ করে হাদীসটির সমস্যার কথাও বলেছেন। যা সবে মাত্র উল্লেখ করলাম। তিনি আরো বলেছেন :

বুখারী বলেন : আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ মুনকারুল হাদীস। “আল-মুগনী” গ্রন্থে বলা হয়েছে : মুয়াম্মিলকে আবু হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুযুতী হাদীসটিকে “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও জাল হিসাবে হুকুম লাগানোর পর কীভাবে তিনি তা করলেন!

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (১/৭) বলেছেন : এটির সনদ দুর্বল। তার এ কথা প্রমাণ করে না যে, এটি জাল নয়। কারণ জাল হাদীসও য'ঈফ হাদীসেরই একটি প্রকার। অতএব কোন দ্বন্দ্ব নেই।

৩৭০. (قَوَامُ الْمَرْءِ عِظَةُ، وَلَا يَزِينُ لِمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ).

৩৭০। মানুষের মূল্যায়ন তার জ্ঞানে। যার জ্ঞান নেই তার কোন ধর্মও নেই।

হাদীসটি জাল।

এটিকে সুযুতী তার “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৬) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (৩/৭৯৬), ইবনুন নাজ্জার “যায়লু তারীখে বাগদাদ” গ্রন্থে (১০/কাফ ২/১০৯) এবং রাফে'ঈ “আখবাবু কাযবীন” গ্রন্থে (৪/৯০) হারিস হতে, তিনি দাউদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

সনদটির কারণ স্পষ্ট হওয়ায় সুযুতী চূপ থেকেছেন। কেননা এ দাউদ হচ্ছেন ইবনুল মুহাঝার, ‘আকল’ নামক গ্রন্থের রচনাকারী। যাহাবী বলেন : সম্ভবত তিনি এটি রচনা করেননি।

দারাকুতনী বলেন : ‘আকল’ গ্রন্থটি তৈরি করেছেন মায়সারা ইবনু আব্দি রাব্বিহি। অতঃপর তার থেকে দাউদ ইবনুল মুহাঝার তা চুরি করে মায়সারার সনদ বাদ দিয়ে অন্য সনদের সাথে হাদীসগুলোকে জড়িয়ে দেন।

সুযুতী বলেন : বাইহাকী হামেদ ইবনু আদাম সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : হামেদ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুযুতী বাইহাকীর বর্ণনায় “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকী কর্তৃক হামেদ সম্পর্কে মন্তব্যটি উল্লেখ না করেই।

এ জন্য মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : কিন্তু তিনি যদি বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সমস্যার কথাটি উহ্য না করে উল্লেখ করতেন!

৩৭১. (سَقَتُحْ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ، وَسَقَتُحْ عَلَيْكُمُ مَدِينَةُ يُقَالُ لَهَا: (قَرْوِينُ)، مَنْ رَابِطٌ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبْرُجَدَةٌ خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا فُتَّةٌ مِنْ يَافُوتَةٍ حُمْرَاءُ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ).

৩৭১। তোমাদের জন্য প্রান্তসমূহের বিজয় সাধিত করা হবে এবং অচিরেই তোমাদের জন্য একটি শহরকে মুক্ত করে দেয়া হবে, যাকে বলা হয় কাযবীন। যে ব্যক্তি সেখানে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পাহারাদার হিসাবে নিয়োজিত থাকবে, তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি স্তম্ভ হবে। যার উপর সবুজ রঙের যাবারজাদ পাথর থাকবে এবং তার উপর লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের কুন্ডা থাকবে। তার সমস্ত হাজার স্বর্ণের দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় একটি করে হরিয়ীনদের থেকে স্ত্রী থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/১৭৯), রাফে'ঈ “আখবারু কাযবীন” গ্রন্থে (১/৬-৭) এবং মিশ্বী “তাহযীবুল কামাল” গ্রন্থে (৮/৪৪৮) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে রাবী ইবনু সাবীহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/৫৫) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি বানোয়াট। দাউদ জালকারী তিনিই এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। আর বর্ণনাকারী রাবী হুছেল দুর্বল এবং ইয়াযীদ মাতরুক।

মিশ্বী “আত-তাহযীব” গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি মুনকার। দাউদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে এটিকে চেনা যায় না।

সুযুতী তার এ বক্তব্যকে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৪৬৩) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী দাউদের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মাজাহ তার “সুনান” গ্রন্থে বানোয়াট হাদীসটির প্রবেশ ঘটিয়ে সুনানকে দোষী করেছেন।

জাল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি উল্লেখ করার পর রাফে'ঈ যে কথা বলেছেন, তাতে তার কথার মূল্যায়ন কতটুকু তা জানা যায়।

তিনি বলেছেন : হাদীসটি মাশহূর, দাউদ হতে কতিপয় ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাজাহ তার “সুনান” গ্রন্থে হেফাযাত করেছেন এবং তার গ্রন্থকে হাফিযগণ তুলনা করেছেন সহীহাইন এবং আবু দাউদের সাথে...।

৩৭২. (مَاتَخَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يَرِيذُ سَقَرًا).

৩৭২। কোন বান্দা তার পরিবারের নিকট সেই দু' রাকাত হতে উত্তম কিছু ছেড়ে যায় না, যে দু' রাকাত যখন সে সফরের ইচ্ছা করে তখন তাদের (পরিবারের) নিকট আদায় করে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শায়বাহ “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/১০৫/১) মুত'ঈম ইবনুল মিকদাম হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী “মুয়াযযিহ” গ্রন্থে (২/২২০-২২১) এবং ইবনু আসাকিরও তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৬/২৯৭/২) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এটি মুরসাল। কারণ মুত'ঈম তাবে'ঈ তিনি সাহাবী নন।

৩৭৩. (لا تَبْكُوا عَلَى الَّذِينَ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ).

৩৭৩। যখন ধর্মের নেতৃত্ব দিবে তার উপযুক্ত ব্যক্তি তোমরা তখন তার জন্য কাঁদবে না। কিন্তু যখন তার নেতৃত্ব দিবে অনুপযুক্ত ব্যক্তি তখন তোমরা তার জন্য কাঁদো।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আহমাদ (৫/৪২২) এবং হাকিম (৪/৫১৫) আব্দুল মালেক ইবনু আমর আকাদী সূত্রে কাসীর ইবনু যায়েদ হতে, তিনি দাউদ ইবনু আবু সালাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহু।

যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। এটি তাদের দু'জনের ধারণা মাত্র। কারণ যাহাবী নিজে এ দাউদের জীবনীতে বলেছেন : তিনি হেজাজী, তাকে চেনা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার যাহাবীর এ কথাকে “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। অতএব কীভাবে এটি সহীহু?

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৫/২৪৫) বলেছেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” ও “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে কাসীর ইবনু যায়েদ রয়েছেন, আহমাদ এবং অন্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর নাসাঈ ও অন্যান্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু এ সনদে রয়েছেন আহমাদ ইবনু রুশদীন মিসরী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যেক্ষেত্রে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ৪৭ নং হাদীসে।

৩৭৪. (تَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُوذُهُمَا).

৩৭৪। তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে তার দু' উটের মাঝে চলে (হেঁটে) উট দু'টিকে পরিচালনা করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/২৮০) মুহাম্মাদ ইবনু সাবেত বুনাঈ সূত্রে তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : মুহাম্মাদকে নাসাঈ দর্বুল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন : তিনি দুর্বল।

৩৭৫. (تَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرَاتِينِ).

৩৭৫। তিনি পুরুষ ব্যক্তিকে দু' মহিলার মাঝে চলতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু দাউদ (২/৩৫২), উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১২৬), হাকিম (৪/২৮০), খাল্লাল “আমর বিল মা'রুফ” গ্রন্থে (২/২২) এবং ইবনু আদী (৩/৯৫৫) দাউদ ইবনু আবী সালেহ সূত্রে নাফে' হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : দাউদ ইবনু আবী সালেহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন, অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মুনযেরী “মুখতাসারুস সুনান” গ্রন্থে (৮/১১৮) বলেন :

ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। এমনকি তিনি তা যেন ইচ্ছাকৃতই করতেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আবু যুর'য়াহ বলেন : তাকে একমাত্র এ হাদীসের মাধ্যমেই চিনি। তিনি মুনকার।

বুখারী তার “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (১৮৭) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তার হাদীসের অনুসরণ করা যায় না। অনুরূপ কথা উকায়লীও বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তাকে একমাত্র এ হাদীসের মাধ্যমেই চেনা যায়।

আব্দুল হক “আল-আহকাম” গ্রন্থে (১/২০৫) তার অনুকরণ করেছেন, অতঃপর বলেছেন : হাদীসটির অন্য ভাষা রয়েছে ...। যেটি উল্লেখ করেছেন আবু আহমাদ ইবনু আদী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি ইউসুফ ইবনু গারাক সূত্রে দাউদ হতে বর্ণিত হয়েছে। এ ইউসুফ মিথ্যুক, যেমনভাবে তার সম্পর্কে ১৯৩ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭৬. (الْأَقْرَبُونَ أَوْلَىٰ بِالْمَعْرُوفِ).

৩৭৬। নিকটজনরা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার।

এ বাক্যে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে সে দিকে সাখাবী “মাকাসিদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ: ৩৪) ইঙ্গিত করেছেন।

তাদের কেউ ধারণা করেছেন যে, এটি আয়াত! কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ البقرة: ২১০.

অর্থ : “আপনি বলে দিন তোমরা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উত্তম যা খরচ করবে” (সূরা বাকারা: ২১৫)।

৩৭৭. (أَخْرُ مِنْ يَنْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةٍ؛ يُقَالُ لَهُ: جُهَيْنَةٌ فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ يُعْطَى؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُونَ: عِنْدَ جُهَيْنَةِ الْخَبَرِ الْيَقِينِ).

৩৭৭। জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে বলা হবে : জুহাইনা। অতঃপর তাকে জান্নাতীরা জিজ্ঞাসা করবে : আর কেউ কী অবশিষ্ট রয়েছে যাকে শান্তি দেয়া হচ্ছে? সে (উত্তরে) বলবে : না। অতঃপর তারা (জান্নাতীরা) বলবে : জুহাইনার নিকট সত্য সংবাদ।

হাদীসটি জাল।

এটি মুহাম্মাদ ইবনু মুজাফ্ফার “গারায়েবে মালেক” গ্রন্থে (২/৭৬) এবং দারাকুতনী “আল-গারায়েব” গ্রন্থে জামি' ইবনু সাওয়াদা সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : হাদীসটি বাতিল, জামি' দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক ইবনুল হাকামও অনুরূপ।

আমি (আলবানী) বলছি : সুযুতী “যায়লুল মাওযু'আহ” গ্রন্থে দারাকুতনী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আররাকও তার অনুসরণ (২/৩৯৯) করেছেন। তা সত্ত্বেও সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে আল-খাতীবের বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন! অথচ আল-খাতীব এবং দারাকুতনী উভয়ের সূত্র এক।

৩৭৮. (اتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ النُّبْيَا، وَمَصَابِيحُ الْآخِرَةِ).

৩৭৮। তোমরা আলোমদের অনুসরণ কর, কারণ তারা হচ্ছে দুনিয়ার চেরাগ এবং আখেরাতের প্রদীপ।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৩৯) কাসিম ইবনু ইব্রাহীম মালতী সূত্রে লুওয়াইন আল-মাসীসী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সুয়ুতী হাদীসটিকে “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু‘আহ” গ্রন্থে (পৃ: ৩৯) উল্লেখ করা সত্ত্বেও “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কাসেম ইবনু ইব্রাহীম মালতি সম্পর্কে দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মিথ্যুক।

আল-খাতীব বলেন : তিনি (কাসিম) লুওয়াইন হতে এবং তিনি মালেক হতে আশ্চর্যজনক বাতিল হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন।

৩৭৭. (إِذَا أَتَى عَلَى يَوْمٍ لَا أَزْدَاكَ فِيهِ عِلْمًا يَقْرَبُنِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ فَلَا بُرْكَ لِي فِي طُلُوعِ شَمْسٍ تَكُ الْيَوْمَ).

৩৭৯। যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে এরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারলাম না যা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিত। তাহলে সে দিনের সূর্যোদয় হতে আমাকে কোন বরকত দেয়া হলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু রাহওয়াই তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/২৪/২), ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাক ২/১৬১), আবুল হাসান ইবনুস সালাত ইবনু আদিল আযীয হাশেমী হতে বর্ণিত তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/২), আবু নু‘মাইম “আল-হিলয়াহ” গ্রন্থে (৮/১৮৮), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৬/১০০), ইবনু আদিল বার (১/৬১) এবং তাবারানী “মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/১১৫/১/ ৬৭৮০) বিভিন্ন সূত্রে হাকাম ইবনু আদিল্লাহ হতে, তিনি যুহরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবু নু‘মাইম বলেন : হাদীসটি যুহরী হতে গারীব। হাকাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকাম ইবনু আদিল্লাহ ইবনে খাত্তাব (কেউ কেউ বলেছেন : ইবনু সা‘দ) আবু সালামা আল-হিমসী। তিনি মিথ্যুক যেমনভাবে আবু হাতিম বলেছেন। ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (১/২৩৩) হাদীসটি আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন :

সূরী বলেন : এটি মুনকার, এটির কোন ভিত্তি নেই, হাকাম ছাড়া অন্য কেউ যুহরী হতে বর্ণনা করেননি। হাকাম সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেন : তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২০৯) বলেন : দারাকুতনী বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। তিনি যুহরীর মাধ্যমে ইবনুল মুসায়য়্যাব হতে পঞ্চাশটির মত হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর সুয়ুতী বলেছেন : আবু

“আলী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন মাকরী হাদীসটি তার “জুযউ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যে সনদটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির মধ্যেও রয়েছেন হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন আবু সালমা আল-হিমসী।

সুযুতী হাদীসটি জাল (বানোয়াট) এ কথা স্বীকার করার পরেও “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩৮০. (إِذَا أَتَى عَلَى يَوْمٍ لَمْ يَزِدْ فِيهِ خَيْرًا؛ فَلَا بُرْكَ لِي فِيهِ).

৩৮০। যদি আমার নিকট এমন কোন দিন আসে যে দিনে কল্যাণময় কিছু বৃদ্ধি করতে পারলাম না, তাহলে তাতে আমাকে বরকত দেয়া হলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/৩৩৫) সুলায়মান ইবনু বাশ্শার সূত্রে সুফিয়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদটি জাল। যাহাবী বলেন :

সুলায়মান ইবনু বাশ্শার হাদীস জাল করার দোষে দোষী। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে অগণিত হাদীস জাল করেছেন। তাকে ইবনু আদী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অতঃপর তার কতিপয় ওয়াহিয়াত (নিতান্তই দুর্বল হাদীস) উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আদী সুলায়মান ইবনু বাশ্শারের জীবনীতে মু'য়াত্তাক হিসাবে এ হাদীসটি (২/১৬১) উল্লেখ করেছেন। যার সনদে হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ আয়লী রয়েছেন। এ হাকামই পূর্বের হাদীসের হাকাম এবং তিনি মিথ্যাক।

বলা হয়েছে যে, তিনি অন্য হাকাম, হিমসী নন। অন্য হাকাম হলেও এ আয়লীও মিথ্যাক, যেমনভাবে “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলা হয়েছে।

৩৮১. (لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ؛ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ).

৩৮১। জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া মু'মিনের চরিত্রের মধ্যে হিংসা ও তোষামোদী থাকতে পারে না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৮৪) এবং সিল্যফী “মুনতাখাব মিন উসূলিস সিরাজিল লুগাবী” গ্রন্থে (১/৯৭/২) হাসান ইবনু ওয়াসিল হতে, তিনি খুসায়ব ইবনু যাহদার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : খুসায়ব হচ্ছেন হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু।

আমি (আলবানী) বলছি : বুখারী “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (১৯৭) বলেন : তিনি মিথ্যুক।

নাসাঈ “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১১) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার থেকে বর্ণনাকারী হাসান ইবনু ওয়াসিলও তার ন্যায়। তাকে বলা হয় হাসান ইবনু দীনার। তাকে আহমাদ, ইয়াহুইয়া, আবু হাতিম প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার জীবনীতে যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/২১৯) ইবনু আদীর সূত্রেই উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন : এটির সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন খুসাইব; তাকে শু'বা, কাতান, ইবনু মাজিন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

তার এ বক্তব্যকে সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১৯৭) সমর্থন করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে বাইহাকীর সূত্রে হাদীসটি এ মিথ্যুক খুসাইব থেকেই উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির আরো একটি সূত্র রয়েছে। ইবনু আদী (২/২৪০) ফেহের ইবনু বিশ্র হতে, তিনি উমার ইবনু মুসা ওয়াজীহি হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

উমার ইবনু মুসা ওয়াজীহি হাদীসের ভাষা এবং সনদ জালকারীদের অন্যতম।

আমি (আলবানী) বলছি : ফেহের ইবনু বিশ্রকে চেনা যায় না, যেমনভাবে ইবনু কাতান বলেছেন এবং হাফিয় “আল-লিসান” গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

২৮২. (لَا حَسَدَ، وَلَا مَلَأَ؛ إِلَّا فِي ظَلَمِ الْعِلْمِ).

৩৮২। জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া হিংসা এবং তোষামোদী থাকতে পারে না।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৩৬৫), আল-খাতীব (১৩/২৭৫) আমর ইবনুল হুসাইন কিলাবী সূত্রে ইবনু 'আলাসা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন :

এটি মুনকার, আওযা'ঈ থেকে ইবনু 'আলাসা ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/২১৯) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

ইবনু 'আলাসা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আদিল্লাহ ইবনে 'আলাসা। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনাকারী।

সূযুতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৯৭-১৯৮) তার সমালোচনা করে বলেছেন :

ইবনু 'আলাসাকে ইবনু মা'জিন ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এ হাদীসের সমস্যা হচ্ছে আমর ইবনুল হুসাইন। কারণ তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক, যেমনভাবে খাতীব বাগদাদী বলেছেন।

যখন মিথ্যুক হতে সনদটি খালী নয়, তখন এ সমালোচনার কোন উপকারিতা নেই।

সূযুতী হাদীসটির একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যার সনদের উপর কথা বলেননি। অথচ তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছে যাকে চেনা যায় না। সেটি হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি :

۳۸۳. (مَنْ غَضَّ صَوْتَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ؛ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى مِنْ أَصْحَابِي، وَلَا خَيْرَ فِي التَّمَلُّقِ وَالنُّوَاضِعِ؛ إِلَّا مَا كَانَ فِي اللَّهِ، أَوْ فِي طَلِبِ الْعِلْمِ).

৩৮৩। যে ব্যক্তি তার উঁচু স্বর আলেমদের নিকট নীচু করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সাথীদের মধ্য হতে ঐ সব ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদেরকে পরহেজগারিতার জন্য আল্লাহ নির্বাচিত করে নিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া তোষামোদী ও নম্রতার কোনই কল্যাণ নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে ইবনুস সুনীর সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যার একজন আরেক জনের উর্ধ্বে। বর্ণনাকারী কাস্তানের পরে 'আমের ইবনু সাযয়ার ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩২২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এটি মাজহুল।

হাদীসটির সনদে যে বলা হয়েছে ইবনুস সাবাহ, তিনি হচ্ছেন মুসান্না ইয়ামানী। তিনিই যদি হন, তাহলে তিনি দুর্বল। তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনুস সাবাহ ভুল। সঠিক হচ্ছে আবুস সাবাহ যেমনভাবে ইবনু আদীর "আল-কামিল" গ্রন্থে (৫/১৯৬৬) এসেছে। তিনি হচ্ছেন আব্দুল গফুর ইবনু আদিল আযীয আবুস সাবাহ গুয়াসেতী।

তার জীবনীর শেষাংশে তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসে দুর্বলতা স্পষ্ট এবং তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তিনিই। বিশেষ করে বুখারী “তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২/১২৭) বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে গ্রহণ করেননি (পরিত্যাগ করেছেন)। তিনি মুনকারুল হাদীস।

একই অর্থে “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৯৪) বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চূপ থেকেছেন।

৩৮৪. (لَا يَتْرُكُ اللَّهُ أَحَدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا غَفَرَ لَهُ).

৩৮৪। জুম'আর দিবসে আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা না করে ছাড়েন না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুল কাসিম শাহারযুরী “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/১৮০) এবং খাতীব বাগদাদী (৫/১৮০) আহমাদ ইবনু নাসর ইবনে হাম্মাদ ইবনে আজলান সূত্রে তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী এ আহমাদের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন : তিনি নিতান্তই মুনকার খবর (হাদীস) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি তাকে এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যাকের দোষে দোষী করছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তাতে আমার নিকট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তার পিতা নাসর ইবনু হাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যাক।

তার কথাটি উল্লেখ করাই উত্তম। এর পরেও হাদীসটি “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে স্থান পেয়েছে!

আনাস (رضي الله عنه) হতে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটিও বানোয়াট, যেরূপভাবে ২৯৭ নং হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৮৫. (لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامَ الْحَلَالُ).

৩৮৫। হারাম কখনও হালালকে (বস্তকে) হারাম বানাতে পারে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/২২৬), দারাকুতনী (১৪২), বাইহাক্বী (৭/১৬৮) এবং খাতীব বাগদাদী (৭/১৮২) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার সূত্রে নাফে' হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল, আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের কারণে। তিনি হচ্ছেন উমারী আল-মুকাব্বার, তিনি দুর্বল।

৩৮৬. (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلدُّنْيَا: يَا دُنْيَا! مَرْيَ عَلَى أَوْلِيَائِي، وَلَا تَحْلُوِيْ لَهُمْ فَتَقْتَبِيْهِمْ).

৩৮৬। আব্দাহ তা'আলা দুনিয়াকে বললেন : হে দুনিয়া! তুমি আমার বন্ধুদের জন্য তিতা হও। তুমি তাদের জন্য মিঠা হয়ে তাদেরকে ক্ষেতনায় কেলো না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু আদ্রির রহমান সুলামী “আবাকাতুস সূফিয়া” গ্রন্থে (পৃ: ৮-৯) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে দাইলামী (৪/২১৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে বর্ণনাকারী আবু জা'ফার আর-রাযী এবং হুসাইন ইবনু দাউদ আল-বালখী রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। আবু জা'ফার আর-রাযী সম্পর্কে যাহাবী বলেন : আমি তাকে চিনি না। কিন্তু তিনি বাতিল খবর নিয়ে এসেছেন। তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হুসাইন ইবনু দাউদ বালখীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে খাতীব বাগদাদী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৮/৪৪) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি একটি কপি ইয়াযীদ ইবনু হারুণ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস হতে বর্ণনা করেছেন। যার অধিকাংশই বানোয়াট।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস এ সনদে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি হুসাইন ফুয়ায়েল হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে জাল।

তার সূত্রেই কাশা'ঈ এ হাদীসটি “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (২/১১৭) বর্ণনা করেছেন।

৩৮৭. (مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ؛ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ).

৩৮৭। হালাল এবং হারাম একত্রিত হয় না, তবে হলে হারামই প্রাধান্য বিস্তার করে।

হাফয ইরাকী “তাখরীজুল মিনহাজ” গ্রন্থে বলেন : এটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে মানাবী “ফায়যুল কাদীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন।

হানাফী ফকীহগণ এ হাদীস দ্বারা যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হওয়ার দলীল দিয়েছেন। যুক্তির দিক দিয়ে যদিও সিদ্ধান্তটি সঠিক, কিন্তু এরূপ বাতিল হাদীস দ্বারা তার জন্য দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

৩৮৮. (لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بَيْنَكَ حَلَالًا).

৩৮৮। হারাম পছা হারাম করতে পারে না, কিন্তু হালাল বিবাহের মাধ্যমে যা হয় তা হারাম করে দেয়।

হাদীসটি বাতিল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৭৩/২), ইবনু আদী “আল-কাযিল” গ্রন্থে (২/২৮৭), ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২/৯৯), দারাকুতনী (পৃ: ৪০২) এবং বাইহাক্বী (৭/২৬৯) মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল ইবনে আইউব ইবনে সালামা সূত্রে উসমান ইবনু আদ্রির রহমান যুহরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন : উসমান ইবনু আদ্রির রহমান ওকাসী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল। কথাটি ইবনু মা'ঈন এবং অন্যান্য হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

আব্দুল হক “আল-আহকাম” গ্রন্থে (কাফ ২/১৩৮) এবং হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (৪/২৬৯) বলেছেন : তিনি মাতরুক।

হাফিয় ইবনু হাজ্জার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার থেকে বর্ণনাকারী মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল মাজহুল; যেমনভাবে যাহাবী বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (১/৪১৮) মুগীরা ইবনু ইসমা'ঈল সূত্রে উমার ইবনু মুহাম্মাদ যুহরী হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : আমার পিতা বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল। মুগীরা এবং এ উমার তারা উভয়েই মাজহুল।

শাফে'য়ীগণ এ হাদীস দ্বারা যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয, এ মর্মে দলীল দিয়েছেন, অথচ হাদীসটি বাতিল।

৩৮৭. (لَوْ اَنَّ اللَّهَ لَأَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الشَّجَرَةِ؛ لَا تَجْرُوا بِالْبِرِّ وَالْعِطْرِ).

৩৮৯। যদি জান্নাতীদেরকে আত্মাহ তা'আলা ব্যবসা করার অনুমতি দিতেন; তাহলে তারা সুতী কাপড়ের এবং আতরের ব্যবসা করত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২২৯), তাবারানী “মু'জামুল সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ১৪৫) এবং “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৩৫/১), আবু নু'মাইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (১০/৩৬৫), আবু আদ্রির রহমান সুলামী “তাবাকাহুস সুফিয়া” গ্রন্থে (পৃ: ৪১০), আবু উসমান আন-নুজায়রী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৩/১), মাক্বী আল-মুয়াযযিন তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (২/২৩০) এবং ইবনু আসাকির (১৪/৩৩৭/১) আব্দুর রহমান ইবনু আইউব সাকুনী আল-হিমসী সূত্রে আত্মাহ ইবনু খালিদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তাবারানী বলেন : ইবনু আইউব এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয। হাফিয় ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

উকায়লী হাদীসটির শেষে বলেন : তার অনুসরণ করা যায় না।

অতঃপর বলেছেন : এটি নাফে' হতে মাহফুজ নয়, মাজহুল সনদে এটি বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৯০. (لَوْ تَبَيَّنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَنْ يَتَّبِعُوا؛ مَا تَبَيَّنُوا إِلَّا بِالْبُزْ).

৩৯০। জান্নাতীরা যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাহলে তারা সূতী কাপড়ের ব্যবসা করত, কিন্তু তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী (২২৯) এবং অনুরূপভাবে আবু ই'সালা (১/১০৪/১১১) ইসমা'ঈল ইবনু নূহ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে ... বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন : হাদীসটির সনদ মাজহুল, এর কোন সহীহ সনদ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : ইসমা'ঈল ইবনু নূহ মাতরুক; যেমনভাবে আযদী বলেছেন এবং হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে তার অনুসরণ (১০/৪১৬) করেছেন।

৩৯১. (هَذِهِ يَدٌ لَا تَمْسُهَا النَّارُ).

৩৯১। এ হাতকে আগুন স্পর্শ করবে না।

(সাদ ইবনু আবু মু'য়ায আনসারীর হাতকে চুমু খেয়ে রসূল (ﷺ) উক্ত কথাটি বলেন :)

হাদীসটি দুর্বল।

এটি খাতীব বাগদাদী (৭/৩৪২) মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী সূত্রে হাসান হতে ... বর্ণনা করেছেন। (এটি তাবুক যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত)।

আল-খাতীব বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। কারণ সাদ ইবনু মু'য়ায তাবুক যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন না। তিনি বানু কুরাইযার যুদ্ধের পর মারা যান।

মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী হচ্ছেন মিথ্যুক, তিনি হাদীস জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : আল-খাতীব বলেছেন : সাদ হচ্ছেন ইবনু মু'য়ায, আওস গোত্রের সর্দার বিশিষ্ট সাহাবী। ইবনু হাজার তার বিরোধিতা করে “আল-ইসাবার” মধ্যে বলেছেন : তিনি অন্য কেউ। অতঃপর বলেছেন : হাদীসটি আল-খাতীব “আল-মুত্তাফাক” গ্রন্থে দুর্বল সনদে এবং আবু মুসা “আয-যায়ল” গ্রন্থে হাসান হতে মাজহুল সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২৫১) খাতীব বাগদাদীর কথার উপর নির্ভর করে উল্লেখ করেছেন। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৫৪) ইবনু হাজারের বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

আব্দুল হাই কাস্তানী “তারাতীবুল ইদারিয়া” গ্রন্থে (২/৪২-৪৩) বলেছেন : ঘটনাটি আশ্চর্যজনক, রসূল (ﷺ) একজন সাহাবীর হাতে চুমু দিয়েছেন...।

যে ঘটনা সাব্যস্তই হয়নি, সে ঘটনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

৩৭২. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ نَادَى مُنَادٌ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَدِينُونَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى؟ هَذَا بَابُكُمْ، فَأَنْخُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ).

৩৯২। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যখন কিয়ামত দিবস সংঘটিত হবে, তখন একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবে : কারা সে সব ব্যক্তির যাঁরা সলাতুয যুহা সর্বদা আদায় করেছিলে? এটি আপনাদের দরজা। অতএব আত্মাহর রহমতে আপনারা এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৫৯/১), আবু হাফস সাইরাফী তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (১/২৬৩), অনুরূপভাবে ইবনু লাল তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (১/১১৬) এবং নাসর আল-মাকদেসী “আল-মাজলিস (১২১) মিনাল আমালী” গ্রন্থে (২/২) সুলায়মান ইবনু দাউদ ইয়ামামী হতে, তিনি ইয়াহুইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : ইয়াহুইয়া হতে সুলায়মান ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। কারণ এ ইয়ামামী মাতরুক। তার সূত্র হতে হাকিম তার “সলাতুয যুহা অংশে” বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “যাদুল মা‘রাদ” গ্রন্থে (১/১২৯-১৩৪) এসেছে।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে ইবনু আবী কাসীর হতে আনু আনু শব্দে বর্ণিত হয়েছে, কারণ তিনি তাদলীস করতেন।

মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে-(১/২৩৭) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

৩৭৩. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، فَمَنْ صَلَّى الضُّحَى؛ حَتَّى إِلَيْهِ صَلَاةُ الضُّحَى؛ كَمَا يَحْنُ الْقَصِيلُ إِلَى أُمِّهِ، حَتَّى إِذَا تَسْتَقْبِلُهُ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ).

৩৯৩। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। যে ব্যক্তি সলাতুয যুহা পড়বে, সলাতুয যুহা তার নিকটবর্তী হয়ে আসবে, যেক্রপভাবে শিশু তার মায়ের

নিকটবর্তী হয়। এমনকি সে (সলাত) তাকে অভিনন্দন জানিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৪/৩০৬-৩০৭) ইয়াহুইয়া ইবনু শাবীব ইয়ামানী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব ইবনু শাবীবের জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

৩৭৬. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا؛ يُقَالُ لَهُ: الضُّحَى، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ حَافِظَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى).

৩৯৪। জান্নাতে একটি দরজা আছে, তাকে বলা হয় যুহা। সেটি দিয়ে প্রবেশ করবে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যে সলাতুয যুহাকে সর্বদা হেফযাত করেছে।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী পূর্বের হাদীসটির সনদেই বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির উভয়টিকে একই হাদীসের মধ্যে মিলিয়ে আনাস (ؓ) হতে বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে সুযুতীর “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থে (১/৫৮) এসেছে। অতঃপর চূপ থেকেছেন!

সলাতুয যুহার ফযীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস এসেছে, যা আমাদেরকে এরূপ বাতিল হাদীস হতে মুক্ত রাখতে পারে।

৩৭০. (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُّوَكَّلِينَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَسْتَغْفِرُونَ لِأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبَيْضِ).

৩৯৫। জুম'আর দিবসে জামে মসজিদগুলোর গেটে আব্বাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ থাকেন। তারা সাদা পাগড়ীধারীদের জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকেন।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী উপরের হাদীস দু'টোর সনদেই বর্ণনা করেছেন। আমি অবহিত হয়েছি যে, এটি ইয়াহুইয়া ইবনু শাবীব ইয়ামানী কর্তৃক তৈরিকৃত।

খাতীব বাগদাদীর সূত্র হতে ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (২/১০৬) উল্লেখ করে বলেছেন :

ইয়াহুইয়া হুমায়েদ এবং অন্যদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/২৭) তার কথাকে শক্তি যুগিয়েছেন একথা বলে যে, “আল-মীযান” গ্রন্থে যাহাবী বলেছেন : এটি সে সবেবর একটি যেটিকে ইয়াহুইয়া হুমায়েদের উদ্ধৃতিতে তৈরি করেছেন।

তার এ কথাকে ইবনু আররাক (২/২৩৬) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির আরেকটি সূত্র আমি পেয়েছি; যেটি আবু আলী কুশাইরী হারানী “তারীখুর রিক্বা” গ্রন্থে (কাফ ২/৩৮) আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ সাইদালানী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্বাস ইবনু কাসীর হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিনি আব্বাসের জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আবু ইউসুফ সাইদালানীর জীবনী কে রচনা করেছেন পাচ্ছি না। তিনি অথবা তার শাইখ এ সূত্রটির সমস্যা।

পাগড়ী সংক্রান্ত বিষয়ে ‘রসূল (ﷺ) পাগড়ী পরেছেন’ এতটুকু ছাড়া অন্য কিছুই সহীহ নয়। ১২৭ এবং ১২৯ নম্বরে পাগড়ীর হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭৭. (فَضْلُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ؛ فَفَضْلُ الْخَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ).

৩৯৬। কুরআন বহনকারীর ক্ষয়ীলত (প্রাধান্য) তাকে বহন নাকারীর উপর এমনই, যেমন সৃষ্টিকর্তার প্রাধান্য সৃষ্টির উপরে।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটি দাইলামী (২/১৭৮/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-ফিরইয়াবী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন “আয-যাইল” গ্রন্থে (পৃ: ৩২), অতঃপর বলেছেন : হাফিয ইবনু হাজার “যাহরুল ফিরদাউস” গ্রন্থে বলেছেন : এটি মিথ্যা। আমি (সুযুতী) বলছি : এটির সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু তামীম।

আমি (আলবানী) বলছি : অতঃপর সুযুতী এ কথাটি ভুলে গেছেন, যার ফলে তিনি “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এ মুহাম্মাদ ইবনু তামীম সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন : তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

হাকিম বলেন : তিনি মিথ্যুক, খাবীস।

আবু নু’মাইম বলেন : তিনি মিথ্যুক, জালকারী।

৩৯৭. (إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ؛ رَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ).

৩৯৭। যখন তারকারাজী উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা প্রতিটি দেশবাসীর নিকট হতে উঠিয়ে নেয়া হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান “কিতাবুল আসার” গ্রন্থে (পৃ: ১৫৯) বর্ণনা করে বলেছেন : আমাদেরকে এ হাদীসটি আবু হানীফা (রহঃ) শুনিয়েছেন...

আবু হানীফা (রহঃ)-এর সূত্র হতেই সাকারী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (৩/১২/১) বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে তাবারানী “মু'জামুল সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ২০) এবং “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৪০/২) এবং তার থেকে আবু নু'মাইম “আখবাবু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১২১) বর্ণনা করেছেন।

একমাত্র আবু হানীফা (রহঃ) ছাড়া হাদীসটির সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তাকে হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু আদী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।

এ কারণেই ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে তার জীবনীতে শুধুমাত্র বলেছেন : তিনি প্রসিদ্ধ ফাকীহ।

হ্যাঁ, তার মুতাবা'য়াত করেছেন ইসল ইবনু সুফিয়ান আতা হতে, কিন্তু সেটিও দুর্বল। ভাষাতেও পার্থক্য রয়েছে। “إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ؛ رَفَعَتِ الْعَاهَةُ” ‘যখন ভোরের তারকা উদিত হয়, তখন অসিদ্ধতা উঠিয়ে নেয়া হয়।’

এটি ইমাম আহমাদ (২/৩৪১-৩৮৮), তাহাবী “মুশকিলুল আসার” গ্রন্থে (৩/৯২), তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে এবং উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (৩৪৭) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

ইসল ইবনু সুফিয়ানের হাদীসে সন্দেহ আছে। বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাদীস দু'টির ভাষায় পার্থক্য থাকার কারণে একটি অন্যটিকে শক্তি যোগাতে পারছে না, এছাড়া উভয়টিই দুর্বল।

৩৯৮. (لَا تَسْبُوا فَرِيْشًا، فَإِنَّ عَالَمَهَا يَمْلَأُ طِيَّاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْقَتَ لَوْكَهَا عَذَابًا أَوْ وَبَالًا، فَانْقِ أَخْرَهَا نَوَالًا).

৩৯৮। তোমরা কুরাইশদের গালী দিও না, কারণ তাদের আলেম যমীনকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রথমাংশকে শান্তি বা বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছ, অতএব তাদের শেষাংশকে বখশীশের স্বাদ গ্রহণ করাও।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তায়ালিসী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/১৯৯) বর্ণনা করেছেন। তায়ালিসীর সূত্র হতে আবু নু‘মাইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৬/২৯৫, ৯/৬৫) এবং তার থেকে আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (২/৬০-৬১), ইবনু আসাকির (১৪/৪০৯/২) এবং হাফিয ইরাকী “মাহাজ্জাতিল কুরবি ইলা মাহাব্বাতিল আরাব” গ্রন্থে (পৃ: ১৮৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি অত্যন্ত দুর্বল। বর্ণনাকারী নাযর ইবনু হুমায়েদ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তাদীল” গ্রন্থে (৪/৪৭৭/১) বলেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আরেক বর্ণনাকারী জারুদকে আমি চিনি না। “কাশফুল বাফা” গ্রন্থে (২/৫৩) [তার আসল “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থের অনুসরণ করে (২৮১/৬৭৫)] এসেছে : তিনি মাজহুল।

এছাড়া হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়। এমনকি মিথ্যুক বর্ণনাকারীও রয়েছে।

তবে হাদীসটির শেষাংশ “... إِنَّكَ أَنْتَ ... نَوَالَا” এ অংশটুকু সহীহ। এ অংশটুকু তিরমিযী, আহমাদ ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন।

অন্য সূত্রের বর্ণনাকারী ফাহাদ ইবনু আউফ সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি মিথ্যুক। মুসলিম এবং ফাল্লাস তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

৩৭৭. (اللَّهُمَّ اهْدِ فَرِيضًا، فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالَمِ مِنْهُمْ يَسَعُ طِبَاقَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَوْلَاهَا نِكَالًا، فَانْقِ أَخْرَجَهَا نَوَالَا).

৩৯৯। হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের হেদায়েত দান কর, কারণ তাদের একজন আলেমের জ্ঞান যমীনের স্তরগুলোকে ঘিরে ফেলে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রথমাংশকে বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছ, অতএব তাদের শেষাংশকে বখশীশের স্বাদ গ্রহণ করাও।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (৮/২) এবং আবু নু‘মাইম (৯/৬৫) ইসমাঈল ইবনু মুসলিম সূত্রে আতা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব (২/৬০-৬১) এবং তার থেকে ইরাকী “মাহাজ্জাতুল কুরবি..” গ্রন্থে ইবনু আইয়াশ সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদিল্লাহ হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু কায়সান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদ দু'টি খুবই দুর্বল। ইসমাঈল ইবনু মুসলিম এবং আব্দুল আযীয ইবনু ওবাইদিল্লাহ হিমসী তারা উভয়েই মাতরুক।

“আল-কাশফ” গ্রন্থে বলা হয়েছে (২/৫৩) : হাদীসটি ইমাম আহমাদ এবং তিরমিযী ইবনু আব্বাস (رحمهما) হতে বর্ণনা করেছেন, এটি ধারণা মাত্র। কারণ তারা শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটুকু বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

৪০০. (المُبَارَزَةُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِعَمْرُو بْنِ عَبْدِ وَدَّيَوْمَ الْخُنْدُقِ أَفْضَلُ مِنْ أَغْصَالِ أُمِّي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৪০০। ঋদ্ধকের দিবসে আমর ইবনু আবদে উদ্দের সাথে আলী ইবনু আবী তালেবের লড়াই (তাকে হত্যা করার জন্য) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার উম্মাতের কর্মগুলো হতেও অতি উত্তম।

হাদীসটি মিথ্যা।

এটি হাকিম “আল-মুসতাদরাফ” গ্রন্থে (৩/২৩) আহমাদ ইবনু ঈসা খাশ্শাব সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম তার সম্পর্কে কিছু না বলে চূপ থেকেছেন!

যাহাবী “আত-তালখীস” গ্রন্থে বলেছেন : আল্লাহ সেই রাফেযীর অমঙ্গল করুন, যিনি হাদীসটি তৈরি করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ খাশ্শাব। কারণ তিনি মিথ্যুক, যেরূপ ইবনু তাহের প্রমুখ বলেছেন। সম্ভবত তিনি তার মত মিথ্যুকের নিকট হতেই চুরি করেছেন।

খাতীব বাগদাদী হাদীসটি (১৩/১৯) ইসহাক ইবনু বিশর কুরাশী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

এ ইসহাক হচ্ছে কাহেলী কুফী, তিনিও মিথ্যুক। তার কয়েকটি জাল হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেমন (৩১০, ৩১১, ৩২৯, ৩৫১)।

আলী (رحمهما)-এর আমর ইবনু উদ্দের সাথে লড়াই এবং তাকে হত্যার ঘটনাটি ইতিহাস গ্রন্থগুলোর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। যদিও ঘটনাটির কোন সহীহ সূত্র সম্পর্কে আমি অবহিত নই। ঘটনাটি মুরসাল এবং মু'যাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : “সিরাত ইবনু হিশাম” (৩/২৪০-২৪৩), বাইহাকীর “দালায়েলুল নাবুরাহ” ৩/৪৩৫-৪৩৯ এবং “সিরাত ইবনু কাসীর” ৯৩/২০৩-২০৫)।

৬০১. (إِذَا صُمْتُمْ؛ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعِشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَقَاتُهُ بِالْعِشِيِّ؛ إِلَّا كَأَنَّهُ تَوْرًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৪০১। তোমরা যখন সওম রাখবে; তখন ভোরবেলা মেসওয়াক করবে, সন্ধ্যায় মেসওয়াক করবে না। কারণ কোন সওম পালনকারী ব্যক্তির দু'চোঁট সন্ধ্যার সময় শুকনা থাকলে কিয়ামত দিবসে তার দু'চোখের মাঝে তা হবে নুর স্বরূপ।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/১৮৪/২), দারাকুতনী (পৃ: ২৪৯) এবং বাইহাক্বী (৪/২৭৪) কায়সান 'আবী উমার আল-কাস্‌সার সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু বিলালের মাধ্যমে 'আলী (রাঃ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তারা একই সূত্রে আমর ইবনু আদ্রির রহমান হতে, তিনি খাব্বাব হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে দারাকুতনী এবং বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তারা উভয়ে বলেন :

কায়সান আবু উমার শক্তিশালী নন। তার এবং 'আলীর মাঝের বর্ণনাকারী (ইয়াযীদ ইবনু বিলাল) পরিচিত নয়।

তাদের দু'জনের বক্তব্যকে ইবনুল মুলাক্কিন "খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর" গ্রন্থে (কাফ ২/৬৯) সমর্থন করেছেন।

"আল-মাজমা'" গ্রন্থে বলা (৩/১৬৪-১৬৫) হয়েছে : কায়সান আবু উমারকে ইবনু হিব্বান নির্ভরশীল বলেছেন অথচ অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইরাকী শারহুত তিরমিযীতে বলেছেন : হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

"তাখরীজুল হিদায়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কায়সান আল-কু'যাব রয়েছে; তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনু হাজার বলেন : তার মধ্যে কায়সান রয়েছে; তিনি তাদের নিকট দুর্বল।

আযীযী "শারহু জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (১/১২৯) বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু তা মোচনযোগ্য! এটি তার ধারণা মাত্র, এটির দুর্বলতা মোচনযোগ্য নয়।

৬০২. (كَانَ يَسْتَاكُ آخِرَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ).

৪০২। সওম অবস্থায় তিনি দিনের শেষ প্রহরে মিসওয়াক করতেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু হিব্বান “কিতাবুয যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/১৪৪) আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে মায়সারা হাররানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান এটির সমস্যা হিসাবে ইবনু মায়সারাকে চিহ্নিত করে বলেছেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এটি মারফু' হিসাবে বাতিল। তবে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর কর্ম হিসাবে এটি সহীহ।

যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়্য” গ্রন্থে (২/৪০৬) তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসটির প্রয়োজনীয়তা হতে আমাদেরকে মুক্ত রাখে সওম পালনকারীর জন্য দিবসের যে কোন সময় মিসওয়াক করা শারী'য়াত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে রসূল (ﷺ)-এর ব্যাপক ভিত্তিক এ ভাষ্য :

“لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ”.

“আমি যদি আমার উম্মতের উপর মুশকিল মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি সলাতের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার জন্য নির্দেশ দিতাম” (বুখারী ও মুসলিম)। এটির তাখরীজ করা হয়েছে “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (নং ৭০)।

৪০৩. (نَزَلَ آدَمُ بِالْهَيْدِ وَأَسْتَوْحَشَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَتَادَى بِالْأَذَانِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مرتين)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (مرتين)). قَالَ آدَمُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: آخِرُ وَكَذَلِكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

৪০৩। আদম (আঃ) হিন্দুস্থানে অবতরণ করার সময় স্থানটিকে ভয়াবহ মনে করলেন, তখন জিবরীল অবতরণ করে আযানের মাধ্যমে ডাকলেন : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু'বার) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (দু'বার)। আদম বললেন : মুহাম্মাদ কে? তিনি (জিবরীল) বললেন : তিনি নাবীকুলের মধ্য হতে আপনার শেষ সন্তান (ﷺ)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির (২/৩২৩/২) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সুলায়মান হতে, তিনি 'আলী ইবনু বাহরাম কুফী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। 'আলী ইবনু বাহরামকে আমি চিনি না।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সুলায়মান নামে দু'জন বর্ণনাকারী আছেন। একজন কুফী; ইবনু মান্দা তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাজহুল।

আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন খুরাসানী; যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, এখানে আছেন প্রথমজন।

এ হাদীসটি দুর্বল তা সত্ত্বেও ২৫ নাম্বারে বর্ণিত জাল হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ সে হাদীসটি প্রমাণ করে যে আদম (আ:) দুনিয়াতে অবতরণ করার পূর্বে জান্নাতেই নাবী (ﷺ)-কে চিনেছেন। অথচ এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি মুহাম্মাদকে (ﷺ) দুনিয়াতে অবতরণের পরেও চিনেননি। এ দুর্বল হাদীস পূর্বের জাল হাদীসটি বাতিল তার প্রমাণও বহন করছে।

৬০৬. (تَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةِ).

৪০৪। তিনি আরাফার দিবসে আরাফায় সওম রাখতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম বুখারী “তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৭/৪২৫), আবু দাউদ (১/৩৮২), ইবনু মাজাহ (১/৫২৮), তাহাবী “মুশকিলুল আসার” গ্রন্থে (৪/১১২), উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১০৬), হারবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (৫/৩৮/২), হাকিম (১/৪৩৪) ও বাইহাকী (৪/২৮৪) হাওশাব ইবনু আকীল সূত্রে মাহদী আল-হাজারী হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন : বুখারীর শর্তনুযায়ী এটি সহীহ। যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি তাদের উভয়ের অশোভনীয় ধারণা মাত্র। কারণ হাওশাব ইবনু আকীল এবং তার শাইখ মাহদী আল-হাজারী তাদের দু'জন হতে বুখারী হাদীস বর্ণনা করেননি। হাজারী মাজহুল; যেমনভাবে ইবনু হায়ম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে (৭/১৮) বলেছেন। তাকে সমর্থন করেছেন যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে। আবু হাতিম হতেও অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। “আত-তাহযীব” গ্রন্থে ইবনু মা'ঈন হতেও অনুরূপ কথা এসেছে। অতএব কীভাবে এ হাদীসটি সহীহ হতে পারে যাতে এ মাজহুল ব্যক্তি রয়েছে?

এ কারণেই ইবনু হায়ম হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : এরূপ ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইবনুল কাইয়িমও “যাদুল মা'য়াদ” গ্রন্থে (১/১৬, ২৩৭) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনু খুযাইমা কর্তৃক হাদীসটিকে সহীহ বলাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তিনিও তাতে শিথিলতার পথ গ্রহণ করেছেন। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার তাদের দু'জনের সহীহ বলার উপর নির্ভর করেননি।

যদি বলা হয় অনুরূপ হাদীস তাবারানী আয়েশা (رضি) হতে বর্ণনা করেছেন। তা কী হাদীসটিকে শক্তিশালী পর্যায়ে পৌছে দেয় না?

আমি (আলবানী) বলছি : না পৌঁছাই না। কারণ তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী নামে এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি নিতান্তই দুর্বল। “আত্-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে তিনি মাতরুক।

সনদের আরেক ব্যক্তি ইবনু শারুসকে চিনি না, তিনি মাজহুল।

৪০০. (مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مِثْلَهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَكَلَّمَا قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبٌ سَنَةً).

৪০৫। যে ব্যক্তি সকালের সলাত আদায় করবে। অতঃপর কোন কথা বলার পূর্বেই একশত বার কুল-হ-আল্লাহ আহদ পাঠ করবে, সে যখনই কুল-হ-আল্লাহ আহদ পাঠ করবে তখনই তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (২২/৯৬/২৩২), অনুরূপভাবে হাকিম (৩/৫৭০) এবং ইবনু আসাকির (১৯/১৯৬/২) মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান আল-কুশায়রী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১০/১০৯) বলেছেন : এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আদ্রির রহমান কুশায়রী রয়েছেন; তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক; যেমনভাবে আযদী বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম (৩/২/৩২৫) বলেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস, মিথ্যা বলতেন এবং হাদীস জাল করতেন।

৪০৬. (مَنْ كَثُرَ تَكْثِيرُهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، رَافِعًا يَدَيْهِ صَوْتَهُ؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ بِغَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبَحْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ؛ مَا بَيْنَ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ مِثْلِ عَامٍ بِالْفَرَسِ الْمُسْرِعِ).

৪০৬। সমুদ্রের ধারে যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় একবার উঁচু স্বরে তাকবীর বলবে, আল্লাহ তাকে সমুদ্রের প্রতিটি পানির কোটার সংখ্যায় দশটি করে সাওয়াব দিবেন, দশটি করে পাপ মোচন করে দিবেন এবং তার দশগুন মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। প্রতি দু’মর্যাদার মধ্যের দূরত্ব দ্রুতগামী ঘোড়ার একশত বছরের চলার পথ।

হাদীসটি জাল।

এটি উকায়লী “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে (পৃঃ ১২২), আবু নু’য়াইম (৩/১২৫) এবং হাকিম (৩/৫৮৭) ইব্রাহীম ইবনু যাকারিয়া আল-আব্দাসী সূত্রে ফুদায়েক ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি খালীফাহ ইবনু হুমায়েদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'রাইম বলেন : ইয়াসের হাদীস হতে এটি গারীব। তার থেকে খালীফা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ফুদায়েকও খালীফা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম হাদীসটি সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। যাহাবী “আত-তালখীস” গ্রন্থে বলেন :

এটি নিতান্তই মুনকার, খালীফা কে জানা যায় না। তার নিকট পর্যন্ত পৌছতে সনদে এমন ব্যক্তি আছেন যাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি ইঙ্গিত করছেন এ আন্দাসীর দিকে। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি মালেকের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস নিয়ে এসেছেন।

যাহাবী খালীফার জীবনীতে বলেন : তার ব্যাপারে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে এবং তার খবর হচ্ছে সাকেরত [নিষ্কিণ্ড]। অতঃপর এ হাদীসটি উকায়লীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার যাহাবীর কথা “আল-লিসান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি তা সমর্থন করেছেন।

ইবনু আররাক “তানযীহুশ শারী‘য়াহ” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে (২/২৮৮) ঠিকই করেছেন।

৪০৭. (مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَاهُنَّ، وَضَرَّاهُنَّ، وَسَرَّاهُنَّ؛ أَخْلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ اثْنَتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْ اثْنَتَانِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ وَاحِدَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْ وَاحِدَةٌ).

৪০৭। যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে সন্তান হবে, অতঃপর তাদের বাসস্থান দানে (আশ্রয় দানে), তাদের দুঃসময়ে এবং সুসময়ে ধৈর্য ধারণ করবে, আদ্বাহ তা'আলা তাকে খাস করে তাদের প্রতি দয়া করার ফযীলতের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন। এক ব্যক্তি বলল : যদি দু'টি মেয়ে হয় হে আদ্বাহর রসূল? তিনি বললেন : দু'টি হলেও। এক ব্যক্তি বলল : একটি মেয়ে হলে হে আদ্বাহর রসূল? তিনি বললেন : একটি মেয়ে হলেও।

হাদীসটি এ বাক্যে দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/১৭৭) এবং আহমাদ (২/৩৩৫) ইবনু যুরায়েজ সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি উমার ইবনু নাহবান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। মুনযেরীও “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৩/৮৫) সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কখনও নয়। কারণ ইবনু যুরায়েজ এবং আবু যুবায়ের দু'জনই মুদাল্লিস। তারা আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন এবং উমার ইবনু নাহবানের ব্যাপারে জাহালাত [অজ্ঞতা] রয়েছে, যেমনভাবে যাহাবী নিজে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন, কীভাবে এটি সহীহ?

আমি (আলবানী) বলছি : জাবের (رضي الله عنه)-এর সহীহ হাদীস আমাদেরকে এ দুর্বল সনদের হাদীসের প্রয়োজনীয়তা হতে মুক্ত রাখে।

জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীসে বলা হয়েছে; যার তিনটি মেয়ে সম্ভান হবে, অতঃপর সে তাদেরকে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রয়োজনীয়তা মিটাবে এবং তাদের উপর দয়া করবে; তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। কোন এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাল যদি দু'জন হয়? তিনি বললেন : যদি দু'জন হয় তবুও।”

হাদীসটি বুখারী “আদাবুল মুফরাদ” গ্রন্থে (পৃ:১৪) এবং আবু নু'য়ইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৩/১৪) দু'টি সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদীর হতে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি সহীহ।

৪০৮. (أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا تُعْبَدُ بِهِ).

৪০৮। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম সেটি যেটির দ্বারা তার দাসত্ব করা হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/৫৯/২) এবং “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৪০/১) মু'য়াল্লাল ইবনু নুফায়েল হাররানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান হতে, তিনি সুফিয়ান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন : সুফিয়ান হতে মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/৫১) বলেন : সনদটির মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান উকাশী রয়েছে, তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক; যেমনভাবে ইবনু মা'ঈন বলেছেন আর দারাকুতনী বলেছেন : তিনি হাদীস জালকারী।

৪০৯. (مَنْ عَشِقَ، وَكَتَمَ، وَعَفَا، فَمَاتَ، فَهُوَ شَهِيدٌ).

৪০৯। যে (কোন ব্যক্তিকে) ভালবেসে তা গোপন রাখল এবং পবিত্র থাকল। অতঃপর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে শহীদ।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান “আল-মাজরুহীন” গ্রন্থে (১/৩৪৯), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৫/১৫৬, ২৬২, ৬/৫০-৫১, ৭/২৯৮, ১৩/১৮৪), সা'য়লাবী তার হাদীস গ্রন্থে (১/১২৯), আবু বাকর কালারায়ী “মিফতাহুল মা'য়ানী” গ্রন্থে (২/২৮১), সিলারী “আত-তায়রিয়াত” গ্রন্থে (২/২৪), ইবনু আসাকির “তারীখু দেমাক্ষ” গ্রন্থে (১২/২৬৩/২) এবং ইবনুল জাওযী তার “আল-মানীখা” গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদ হাদাসানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল :

১। বর্ণনাকারী আবু ইয়াহুইয়া আল-কাতাত; তার নাম যাহান, তার নামের ব্যাপারে অন্য কথাও বলা হয়েছে। হাফিয় ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন : তিনি লাইয়েনুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল)।

২। সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদ দুর্বল। হাফিয় ইবনু হাজার বলেন : তিনি নিজে সত্যবাদী, কিন্তু তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি সে সব হাদীসকে গ্রহণ করেছেন যেগুলো তার হাদীস নয়। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মা'ঈন এ হাদীসটির কারণে তার সমালোচনা করেছেন; যেক্ষণ সামনে আসবে। ইমামগণ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু মুলাক্কান “আল-খুলাসা” গ্রন্থে (২/৫৪) বলেন :

ইমামগণ হাদীসটির ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী, হাকিম, বাইহাকী, ইবনু তাহের ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন : উক্ত হাদীসটি এমন একটি হাদীস যা সুওয়ায়েদের উপর ইনকার করা হয়েছে। ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন : আমার যদি ঘোড়া আর বর্ষা থাকত তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করতাম।

এ জন্য হাফিয় ইবনু হাজার “বায়লুল মা'উন” গ্রন্থে (২/৪৫) বলেছেন : হাদীসটির সনদে সমালোচনা রয়েছে।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইয়াকুব ইবনু ঈসা (খারায়েরী শাহিখ) রয়েছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল বলেছেন।

এছাড়া এটির বর্ণনাতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

ইবনুল কাইয়িম বলেন : ইসলাম ধর্মের হাফিয়গণের কথাই এ হাদীসটি মুনকার হওয়ার জন্য মাপকাঠি। এটির ব্যাপারে তাদের নিকটেই ফিরে যেতে হবে। তারা কেউ হাদীসটিকে সহীহ বা হাসানও বলেননি। যারা অভ্যাসগত ভাবে সহীহ বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকেন, তারাও কেউ এটিকে সহীহ বলেননি।

ইবনু তাহের যিনি সূফীদের হাদীসগুলোকে সহীহ বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী, তিনিও এ হাদীসটিকে ইনকার করেছেন এবং এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে “তায়কিরাতুল মাওযু‘আত” (পৃ: ৯১) গ্রন্থে সাক্ষী দিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও সুওয়ায়েদ হতেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটিও সহীহ নয়।

মোটকথা হাদীসটি উভয় সূত্রেই দুর্বল। ইবনুল কাইয়িম এটির অর্থকেও ইনকার [অস্বীকার] করে বানোয়াট হিসাবে ছকুম লাগিয়েছেন। তিনি “যাদুল মা‘য়াদ” গ্রন্থে (৩/৩০৬-৩০৭) বলেছেন :

এটি রসূল (ﷺ)-এর উপর তৈরিকৃত হাদীস। এ হাদীস রসূল (ﷺ) হতে সহীহ নয় এবং এটি তাঁর কথা এরূপ হওয়াটাই জায়েয না।

ভালবাসার মধ্যে হালাল হারাম উভয়টিই আছে। নাবী (ﷺ) প্রত্যেক আশেককেই শহীদ হিসাবে আখ্যা দিবেন এটি কীভাবে ধারণা করা যায়? আপনারা কী দেখছেন না যে, কেউ ভালবাসে নারীকে, কেউ ভালবাসে কিশোরকে আবার কেউ ভালবাসে ব্যাভিচারীকে। তারা কী তার এরূপ ভালবাসা দ্বারা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে? ...

এক কথায় হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন (ভাষা) বানোয়াট; যেরূপ ইবনুল কাইয়িম “যাদুল মা‘য়াদ” (৩/৩০৬-৩০৭) এবং “আদ-দা ওয়াত দাওয়া” গ্রন্থে (পৃ: ৩৫৩) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। অনুরূপভাবে “রিসালাতুল মানার” গ্রন্থে (পৃ: ৬৩) এবং “রাওয়াতুল মুহিব্বীন” গ্রন্থেও (পৃ: ১৮০) বলেছেন।

৬১. (الرَّابُّ رَيْنُغُ الصَّبِيَّانِ).

৪১০। মাটি হচ্ছে বাচ্চাদের বসন্তকালীন বৃষ্টি (ঘাস)।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৫৭৭৫) এবং ইবনু আদী (১/৩১১) মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ হিমসী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ সনদে হাদীসটি মনুকার, মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ মালেক ও অন্যদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী এ হাদীসটিকে বাতিল হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা। সেটির বিবরণ (১২৫২ নং) হাদীসে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (৮/১৫৯) বলেন : এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ রয়েছেন। এ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে কাযা'ঈ বর্ণনা করেছেন। সেটির সনদে আবুল কাসেম ইয়াহইয়া ইবনু আহমাদ ইবনে 'আলী ইবনিল হুসাইন রয়েছে। তিনি তার দাদা 'আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বুন্দার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবুল কাসেম এবং তার দাদা 'আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বুন্দারের জীবনী পাচ্ছি না। “আল-মীযান” এবং “আল-লিসান” গ্রন্থে যার জীবনী এসেছে, তিনি হচ্ছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনে বুন্দার ইসতিরাবায়ী। তাকে ইবনু তাহের মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

সম্ভবত এ 'আলী ইবনুল হাসানই হচ্ছেন আলী ইবনুল হুসাইন।

৪১১. (أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا عُبِدَ وَمَا حُمِدَ).

৪১১। আব্বাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে সেটি যাতে তাঁর দাসত্ব করা হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যেমনটি স্পষ্টভাবে সুযুতী ও অন্যরা বলেছেন। দেখুন : “কাশফুল খাফা” (১/৩৯০, ৫১)। মুনযেরী হাদীসটি “আত-তারগীব” গ্রন্থে উল্লেখ করে (৩/৮৫) ভুল করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন : ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে এ ভাষায় মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

তারা ঠিকই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের হাদীসের ভাষা হচ্ছে : “أَحَبُّ” “الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عُبِدَ اللَّهُ وَعُبِدَ الرَّحْمَنُ.” “আব্বাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।”

দেখুন সহীহ মুসলিম (৬/১৬৯), আবু দাউদ (২/৩০৭), তিরমিযী (৪/২৯) ও ইবনু মাজাহ্ (২/৪০৪)। অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন দারেমী, আহমাদ, হাকিম এবং খাতীব বাগদাদী।

৪১২. (مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سِتِّينَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا).

৪১২। যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে; তা তার জন্য দু'বছরের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুহাঈরাম মাসে একদিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতিদিন ত্রিশ দিনের সমান হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ: ২০০) হায়সাম ইবনু হাবীব সূত্রে সালাম আত-তাবীল হতে, তিনি হামযা যাইয়াত হতে, তিনি লায়স ইবনু আবী সুলাইম হতে ... বর্ণনা করে বলেছেন :

হায়সাম ইবনু হাবীব এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী তাকে বাতিল খবর (হাদীস) বর্ণনাকারী হিসাবে দোষারোপ করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! কিন্তু এ হায়সাম ইবনু হাবীব তার “আস-সিকাত” (৭/৫৭৬) গ্রন্থে উল্লেখকৃত ব্যক্তি নন। যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন হায়সাম ইবনু হাবীব আস-সায়রাফী। তিনি একজন তাবে' তাবে'ঈ নির্ভরযোগ্য।

সালাম আত-তাবীল মিখ্যার দোষে দোষী। এছাড়া ইবনু আবী সুলাইম দুর্বল।

হায়সামী শুধুমাত্র এ হায়সামকে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে (৩/১৯০) উল্লেখ করেছেন।

মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (১/৭৮) বলেছেন : ‘এটি গারীব তার সনদটিতে কোন সমস্যা নেই’। এ কথাটি সঠিক নয়।

এ সালামুত তাবীল সম্পর্কে ইবনু খাররাস বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

হাকিম বলেন : তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী হাদীসটি “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থেও (১/১০৯) বর্ণনা করেছেন, তবে প্রথমাংশটুকু সহীহ। কারণ তার বহু শাহেদ এসেছে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, “যে ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওম রাখবে তার এক বছর পরের এবং এক বছর পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

৪১২. (مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً).

৪১৩। যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে এক দিন সওম রাখবে; তার জন্য তার প্রতি দিনে ত্রিশটি সং কর্ম হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৯/১) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে হায়সাম ইবনু হাবীব, সালাম আত-তাবীল ও লায়স রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি তিনটি কারণে জাল, যা পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও পূর্বেরটি এবং এটির সনদ একই তবুও ভাষায় পার্থক্য রয়েছে।

হায়সামী পূর্বের হাদীসটির ন্যায় এ হাদীসটিকে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন! তিনি বলেছেন : যাহাবী হায়সামকে দুর্বল বলেছেন। মানাবী “শারহু জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

৪১৪. (مَا أُوْتِيَ قَوْمَ الْمَطَّيْحِ إِلَّا مَبْعُوءًا الْعَمَلِ).

৪১৪। যে সম্প্রদায়কেই তর্কশাস্ত্র দেয়া হয়েছে, তাদেরকে কর্ম (এবাদাত) হতে বিরত করে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (১/৩৭) এবং সুবকী “তাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ” গ্রন্থে (৪/১৪৫) জানিয়েছেন।

৪১৫. (مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا آلَ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ حَتَّى تَجِبَ الشَّعْمُ).

৪১৫। যে ব্যক্তি জুম্মা'র দিনসে সেই সূরা পাঠ করবে যাতে আলু ইমরানের উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর দয়া ও মাগফিরাত করতে থাকবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৫/২) এবং “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (২/৮০/২/৬২৯৩) আহমাদ ইবনু মাহান ইবনে আবী হানীফা সূত্রে তার পিতা হতে, তার পিতা তালহা ইবনু যায়েদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু সিনান হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : মুহাম্মাদ ইবনু মাহান এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ বানোয়াট। ইবনু আবী হাতিম (১/১/৭৩) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এ মুহাম্মাদ ইবনু মাহান মাজহুল।

তালহা ইবনু যায়েদ জাল করার দোষে দোষী।

ইয়াযীদ ইবনু সিনান হচ্ছেন আবু ফারওয়া রাহাবী, তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার “তাখরীজুল কাশ্শাফ” গ্রন্থে (৩/৭৩) বলেন : এটির সনদটি দুর্বল। সুযুতী এ ব্যাপারে “দুররুল মানসূর” গ্রন্থে (২/২) হাফিযের তাকলীদ করেছেন। অথচ হাফিয নিজেই “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এ তালহা সম্পর্কে বলেন : তিনি মাতরুক। ইমাম আহমাদ, আলী ও আবু দাউদ তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (২/১৬৮) তালহাকে শুধু বলেছেন : তিনি দুর্বল। এটি তার ক্রটি। কিন্তু মানাবী “শারহু জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি নিতান্তই দুর্বল। সম্ভবত কপিকারকদের থেকে “جدا” (নিতান্তই) শব্দটি মুছে গেছে।

অতঃপর মানাবী ইবনু হাজারের উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি নিতান্তই দুর্বল।

ইমাম আহমাদ এবং আবু দাউদ তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অতঃপর মানাবী বলেছেন : সুযুতীর উচিত ছিল হাদীসটি উল্লেখ না করা।

৬১৬. (اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ).

৪১৬। চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী (২/২০৭), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১০৬), ইবনু আল্লিক নাইসাপুরী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/২৪১), আবুল কাসেম কুশায়রী “আল-আরবায়ীন” গ্রন্থে (২/১৫১), আল-খাতীব “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৯/৩৬৪) এবং “কিতাবুর রেহলা” গ্রন্থে (১/২), বাইহাকী “আল-মাদখাল” গ্রন্থে (২৪১/৩২৪), ইবনু আদিল বার “জামে'উ বায়ানিল ইলম” গ্রন্থে (১/৭-৮) এবং যিয়া মাকদেসী “আল-মুনতাকা....” গ্রন্থে (১/২৮) বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে হাসান ইবনু আতিয়া সূত্রে আবু আতিকা তুরায়ীফ ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : “وَلَوْ بِالصَّيْنِ” ‘চীন দেশে গিয়ে হলেও’ এ কথাটি হাসান ইবনু আতিয়া ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

এমনটিই বলেছেন আল-খাতীব ও হাকিম।

এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ আবু আতিকা। তিনি সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। উকায়লী তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি নিতান্তই দুর্বল।

বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আবু হাতিম বলেন : তিনি যাহেবুল হাদীস, যেমনভাবে তিনি তার পিতা হতে (২/১/৪৯৪) বর্ণনা করেছেন।

যারা হাদীস জালকারী হিসাবে পরিচিত সুলায়মানী তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইবনু কুদামাহ “আল-মুনতাকাব” গ্রন্থে (১০/১৯৯/১) দাওরী হতে নকল করে বলেছেন, তিনি বলেন : আমি ইয়াহুইয়া ইবনু মা'ঈনকে আবু আতিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি তাকে চিনেননি।

ইমাম আহমাদ এ হাদীসটিকে কঠোর ভাষায় ইনকার করেছেন।

ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/২১৫) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু হিব্বান বলেন : হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

সাখাবী “মাকাসীদুল হাসানা” গ্রন্থে তা সমর্থন (পৃ: ৬৩) করেছেন।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১৯৩) তার সমালোচনা করে যা বলেছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, হাদীসটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে :

১। একটির সনদে রয়েছেন ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আসকালানী ...। যেটি ইবনু আদিল বার বর্ণনা করেছেন।

এ ইয়াকুব সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

২। দ্বিতীয়টি আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ যুওয়াইবারীর সূত্র হতে...।

সুযুতী নিজে বলেছেন : যুওয়াইবারী (হাদীস) জালকারী।

অতএব তার সমালোচনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

৪১৭. (رَبُّ مُعْتَمِدٍ خُرُوفٍ أَبِي جَدِّ دَارِسٍ فِي الْجُؤْمِ؛ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৪১৭। কোন কোন আবজাদ অক্ষরের শিক্ষক হয় নক্ষত্র গণনাকারী। যার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট কোন অংশই নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৫/১) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ খালেদকে আবু হাতিম ও ইয়াহইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৫/১১৭) বলেন : এ সনদে খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী রয়েছেন; তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও তার হাদীসটিকে সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানাবী হায়সামীর ভাষ্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

৪১৮. (اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرْقَةُ الْأَنْبِيَاءِ).

৪১৮। গমের সাথে গোশত নাবীগণের ঝোল।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি সুলামী “তাবাকাতুস সূফিয়াহ গ্রন্থে (পৃ: ৪৯৭-৪৯৮) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু আতা রুযবারী, হাসান ইবনু সাদ, মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমায়ের এবং হিশাম ইবনু সালামে রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। আহমাদ ইবনু আতা সম্পর্কে আল-খাতীব (৪/৩৩৬) বলেন :

তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন। তিনি বাস্তবেই ভুল করেছেন। আমি আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আস-সুরীকে বলতে শুনেছি : আমাদেরকে রুযবারী কতিপয় হাদীস ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফার হতে শুনিয়েছেন এবং তিনি হাসান ইবনু আরাফা হতে শুনিয়েছেন। তিনি সেগুলো সাফ্ফার ইবনু আরাফা হতে বর্ণনা করেননি। সুরী বলেন : আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করিনা যে, যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার নিকট হাদীসগুলো গোলমাল হয়ে গেছে।

হাসান ইবনু সা'দ এবং তার উপরের দু' বর্ণনাকারীর কাউকেই আমি চিনি না।

হাদীসটি সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এটির ব্যাপারে মানাবী কোন কথা বলেননি। সম্ভবত সনদটির অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত হননি।

৪১৭. (إِنَّ الْعَالَمَ وَالْمُتَعَمِّمَ إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا).

৪১৯। আলেম এবং শিক্ষার্থী যখন কোন গ্রামকে অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ সেই গ্রামের কবরস্থান হতে চল্লিশ দিনের জন্য শাস্তি উঠিয়ে নেন।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেরূপ সুযুতী “তাখরীজু আহাদীসে শারহিল আকায়েদ” গ্রন্থে (পাতা:৬) বলেছেন।

আল্লামা কারী “ফারায়দুল কালায়েদ আলা আহাদীসে শারহিল আকায়েদ” গ্রন্থে (১/২৫) তা সমর্থন করেছেন।

৪২০. (إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أَلْهَمْتُمْ فِيهِ الْعَمَلَ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَلْهَمُونَ الْجَدَلَ).

৪২০। তোমরা এমন যুগে আছ যাতে তোমাদেরকে আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় আসবে যাদেরকে ঝগড়া শিক্ষা দেয়া হবে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমনভাবে হাফিয় ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে (১/৩৭) এবং সুবকী “তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ” গ্রন্থে (৪/১৪৫) বলেছেন।

৪২১. (مَنْ مَثَلَ بِالشَّعْرِ؛ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلْقٌ).

৪২১। যে ব্যক্তি কবিতা দ্বারা উদাহরণ দিবে, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংশই থাকবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১০৫/১) হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাজ্জাজের কারণে সনদটি দুর্বল। তার সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল। তিনি বিশুদ্ধকরণ ইঙ্গিত গ্রহণ করতেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/২১২) বলেন : হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, যাতে হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের রয়েছে। তাকে জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি ভুল করতেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল।

৪২২. (مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْظُمُ؛ وَرَتَّلَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْظُمُ).

৪২২। যে ব্যক্তি কিছু জেনে সে মাফিক আমল করল, আল্লাহ তাকে অধিকারী বানাবেন সেই জ্ঞানের যে জ্ঞান সে লাভ করেনি।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম (১০/১৪-১৫) আহমাদ ইবনু হাম্বল সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু হারূগ হতে, তিনি হুমায়েদ আত-তাবীল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল এ কথাটি কোন তাবেঈর সূত্রে ঈসা ইবনু মারইয়াম হতে উল্লেখ করেছেন। কোন এক বর্ণনাকারী সন্দেহ বশত সেটিকে নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে দিয়েছেন, এ সনদটি তার উপর তৈরি করার মাধ্যমে।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ হতে এ সনদের মাধ্যমে হওয়ার সম্ভবনা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না। জানিনা তাদের মধ্য হতে কে এটি জাল করেছেন।

৪২৩. (مِنْ السَّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيْمَمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيْمَمُ لِلصَّلَاةِ الْآخَرَى).

৪২৩। ব্যক্তি কর্তৃক তার তায়াম্মুম দ্বারা শুধুমাত্র এক (ওয়াস্ত) সলাত আদায় করা সন্মত। অতঃপর দ্বিতীয় (ওয়াস্ত) সলাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭/২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে হাকাম ইবনু উতায়বা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

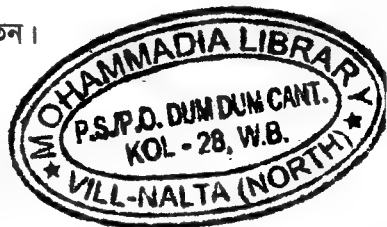
অনুরূপভাবে দারাকুতনী (পৃ: ৬৮) এবং বাইহাকী তার সূত্রে (১/৩৩১-৩৩২) বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : হাসান ইবনু আম্মারা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি তার চাইতেও মন্দ। তার সম্পর্কে শু'বা বলেন : তিনি মিথ্যা বলতেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

আহমাদ বলেন : তার হাদীসগুলো বানোয়াট।



গু'বা আরো বলেন : তিনি কতিপয় হাদীস হাকাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমরা হাকামকে সেই হাদীসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : আমি এসবের কিছুই শুনি।

সাহাবীর পক্ষ হতে যদি বলা হয় : সুন্নাতের মধ্যে এরূপ আছে..., তাহলে তা আলেমদের নিকট মারফু'র হুকুমে। এ জন্যই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইহাকী হাদীসটি (১/২২২) হাসান ইবনু আম্মারা সূত্রে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন : “কেউ তায়াম্মুম দ্বারা এক সলাতের বেশী আদায় করবে না।”

যেহেতু সনদ একই অতএব ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ এবং মারফু' হিসাবে কোনটিই সঠিক নয়। হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

ইবনু হাযম “আল-মুহাদ্দা” গ্রন্থে (২/১৩২) ইবনু আব্বাস হতে এর বিপরীত কথা বর্ণনা করেছেন। তায়াম্মুমকারী এক তায়াম্মুম দ্বারা ইচ্ছা মাফিক ফরয-নফল যত গুয়াক্ত পড়া সম্ভব তা পড়তে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম নষ্টকারী বস্তু দ্বারা অথবা পানি পাওয়ার দ্বারা নষ্ট না হবে।

এ মাসআলাতে এটিই সঠিক; দেখুন “রাওয়াতুন নাদিয়া” (১/৫৯)।

٤٢٤. (لَا بَأْسَ أَنْ يَغْلِبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ مَاخِلًا عَوْرَتِهَا، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهَا إِلَى مَغْفٍ إِزَارَهَا).

৪২৪। কোন ব্যক্তি দাসীকে ক্রয় করার ইচ্ছায় তার লজ্জাস্থান ব্যতীত উন্টিয়ে পাশ্টিয়ে দেখলে এবং তার দিকে দৃষ্টি দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তার লজ্জাস্থান হচ্ছে দু' হাঁটু ও তার লুঙ্গির বাঁধনের মধ্যবর্তী স্থানটি।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/কাফ ৯৭/২) হাফস ইবনু উমার আল-কিন্দী সূত্রে সালেহ্ ইবনু হাস্‌সান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। হাফস ইবনু উমার হালাবের কাযী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

আর সালেহ্ ইবনু হাস্‌সান সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। বরং তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/৩৬৭-৩৬৮) বলেন : তিনি গায়িকা-নর্তকীর মালিক ও গীতিকার ছিলেন! তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (২/৫৩) বলেন : হাদীসটি তাবারানী “মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যাতে সালেহ ইবনু হাস্‌সান রয়েছে; তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু হিব্বান “আস-সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার একথায় দু’টি ধরার বিষয় রয়েছে :

১। তিনি শুধুমাত্র সালেহকেই হাদীসটির সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ এটির সনদে তার থেকে বর্ণনাকারী তার মতই বা তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

২। এ সালেহকে ইবনু হিব্বান “আত-সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি সালেহ ইবনু আবী হাস্‌সানকে “আত-সিকাত” গ্রন্থে (৬/৪৫৬) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়েই একই যুগের। হায়সামীর নিকট তা উলট পালট হয়ে গেছে। আর আপনারা অবগত হয়েছেন যে, এ ইবনু হাস্‌সানকে ইবনু হিব্বান নিজেই জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

সুনাতের মধ্যে দাসী এবং স্বাধীন রমণীদের মাঝে লজ্জাস্থানের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই।

৪২০. (مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ، إِذَا احْضُرَ، فَرَمَى بِيَصْرِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمْ يَزِ إِلَّا غَرِيبًا، وَتَكَرَّ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، وَتَنَفَّسَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ نَفْسٍ يَتَنَفَّسُ بِمَحْوٍ اللَّهُ عَنْهُ الْقِيْلَ لِقَابٍ سَيِّئَةٍ، وَيَكْتُبُ لَهُ الْقِيْلَ لِقَابٍ حَسَنَةٍ).

৪২৫। গরীবের [বিদেশে অবস্থানকারীর] মৃত্যু হচ্ছে শাহাদাত। যখন মৃত্যুকে তার নিকট উপস্থিত করা হবে, তখন সে তার দৃষ্টি ডানে এবং বামে নিক্ষেপ করবে। তাতে সে গরীব [বিদেশী] ছাড়া অন্য কাউকে দেখবে না। এমতাবস্থায় সে তার পরিবার এবং সন্তানদের স্মরণ করবে এবং নিশ্বাস নিবে। সে যে নিশ্বাস নিবে তার জন্য প্রত্যেক নিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ তার থেকে বিশ লাখ স্তন্য মুছে ফেলবেন এবং বিশ লাখ সং কর্মের সাওয়াব তার জন্য লিখে দিবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭/১) আমর ইবনুল হুসাইন উকায়লী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আশ্বিনা ইবনে ‘আলাসা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। আমর ইবনুল হুসাইন মিথ্যুক। তার বহু হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইবনু ‘আলাসা দুর্বল। তাকে কেউ কেউ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

হায়সামী (২/৩১৭) আমর ইবনুল হুসাইনকে মাতরুক বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির প্রথমমাংশ ইবনুল জওযী “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (২/২২১) ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে অন্য সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সহীহ নয়।

সূয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৩২-১৩৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন : এটির আরো সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে ।

আমি (আলবানী) বলছি : সেগুলোর সবগুলোতেই সমস্যা রয়েছে । যার কোন কোনটি অপরিষ্কার চেয়ে বেশী দুর্বল । সেগুলো হতে দুর্বলতা ছাড়া আর কোন উপকার পাওয়া যাবে না । কিন্তু পুরো হাদীসটি বানোয়াট । এর কোন শাহেদ নেই ।

٤٢٦. (لَوْلَا مَا طَبَعَ الرُّكْنُ مِنْ انْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَارْجَاسِهَا، وَإِذِي لِلظُّلْمَةِ وَالْأَلَمَةِ؛ لَأَسْتَشْفِي بِهِ مِنْ كُلِّ عَاقِبَةٍ، لَأَقْبِي الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا غَيَّرَهُ اللَّهُ بِالسَّوَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ أَهْلُ الدُّنْيَا إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ، وَكَيَصِيرِهَا إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا لِيَأْفُوتَهُ بِنِضَاءٍ مِنْ يَأْفُوتُ الْجَنَّةَ، وَضَعَهُ اللَّهُ حِينَ أُنْزِلَ آتَمَ فِي مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الْكَعْبَةُ، وَالْأَرْضُ يَوْمَئِذٍ طَاهِرَةٌ؛ لَمْ يَفْعَلْ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي، وَلَكِنْ لَهَا أَهْلٌ يَنْجَسُوتُهَا، فَوُضِعَ لَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَحْرُسُونَهُ مِنْ سَكَّانِ الْأَرْضِ، وَسَكَّانِهَا يَوْمَئِذٍ الْحَيُّ، لَا يَتَّبِعِي لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ؛ نَخَلَهَا، فَلَيْسَ يَتَّبِعِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ قَدْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَالْمَلَائِكَةُ يَتَوَدَّدُونَهُمْ عَنْهُ، وَهُمْ وَقُوفٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يُخَيِّفُونَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْحَرَمُ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْوِلُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَتَهُ).

৪২৬। রুকুনটি (হাযরে আসওয়াদটি) যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা, তার নাপাকী, অত্যাচারী ও গুনাহগার হতে হেফাজতে থাকত, তাহলে অবশ্যই তার দ্বারা প্রত্যেক রোগ হতে আরোগ্য পাওয়া যেত এবং আজকে তাকে পেতাম আল্লাহ তা'আলা যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতে । আল্লাহ তা'আলা তাকে কাল রং দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন । যাতে করে দুনিয়াবাসী জান্নাতের অলংকারের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং তার দিকে ধাবিত না হয় । সেটি হচ্ছে জান্নাতের ইয়াকুতের সাদা রঙের ইয়াকুত । আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে যখন দুনিয়াতে নামিয়ে দেন তখন কা'বাকে সৃষ্টির পূর্বে কা'বার স্থলে পাথরটিকে রেখে দেন । তখন যমীন পবিত্র ছিল, তাতে কোন গুনাহ করা হত না । তাতে এমন কোন অধিবাসী ছিল না, যারা তাকে অপবিত্র করবে । তার জন্য এক কাভার (দল) ফেরেশতা হারামের চার পার্শ্বে যমীনের অধিবাসীদের থেকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিল । সে সময় যমীনের অধিবাসী ছিল জিন সম্প্রদায় । তাদের জন্য বৈধ ছিল না যে, তারা তার দিকে দৃষ্টি দিবে । কারণ সেটি ছিল জান্নাতেরই অংশ । যে ব্যক্তি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, সেই প্রবেশ করেছে । একারণে যার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য তার দিকে দৃষ্টি দেয়া বৈধ ছিল না । ফেরেশতাগণ তার (হাযরে আসওয়াদ) থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতেন এমতাবস্থায় যে, তারা হারামের চারি দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন । তারা তাকে প্রতিটি

দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এ জন্যই হারাম নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তারা তাদেরকে তার (হাযরে আসওয়াদ) এবং নিজেদের মাঝে প্রাচীর হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৭/১) আউফ ইবনু গায়লান ইবনে মুনাঈহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান হতে, তিনি ইদরীস ইবনু বিনতে ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল ওয়াহাব ইবনু মুনাঈহের নিচের বর্ণনাকারীগণ মাজহুল হওয়ার কারণে। তাদেরকে কে উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না। তাছাড়া হাদীসের ভাষায় সুস্পষ্ট মুনকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২/২৬৬) হাদীসটি গাউস ইবনু গায়লান সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ানের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (উকায়লী) বলেন : তিনি (আব্দুল্লাহ) দুর্বল ছিলেন, হাদীস হেফয করতেন না।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনাকারী আউফ নয় বরং গাউস। এটিই সঠিক, যা “মু'জামুল কাবীর”-এর ছাপানো গ্রন্থে এসেছে। যদিও হাতের লিখায় আউফ রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান “আত-সিকাত” গ্রন্থে (৭/৩১৩, ৯/২) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আর ইদরীসকে ইবনু আদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা।

৬২৭. (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبِلَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْقَى وَيُقْبَى كُلَّ شَيْءٍ؛ عَوفِي مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ).

৪২৭। যে ব্যক্তি সব কিছুর পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং সব কিছুর পরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইউবকী ওয়া ইউফনী কুল্লা শাইয়ীন বলবে, তাকে চিন্তা-ভাবনা হতে নিরাপদে রাখা হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/কাফ ৯৩/১) আব্বাস ইবনু বাক্বার যক্ষী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি বানোয়াট। এ আব্বাস সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যাক।

অতঃপর যাহাবী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীস দু'টি বাতিল।

দু'টির একটি ২৬৮৮ নাম্বারে আসবে।

হাফিয় ইবনু হাজার তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

“আল-মাজমা” গ্রন্থে (১০/১৩৭) এসেছে তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আব্বাস ইবনু বাক্বার রয়েছে, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এবং হাফিয় ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা কথাটি উল্লেখ করেননি। যদি তার কথা সঠিকই হয় তাহলে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষের পূর্বে।

ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে (৮/৫১২) উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি গারীব বর্ণনা করেছেন। নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে তার হাদীসে অসুবিধা নেই।

ইবনু হিব্বান আব্বাসকে “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থেও (২/১৯০) উল্লেখ করেছেন। তার শাইখ আবু হিলাল যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম রাসেবী, তার মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে।

৪২৮. (ابْنِي فاطمة؛ حوزاء النمية، لم نحض، ولم نطمث، وإنما سَمَّاها فاطمة؛ لأنَّ الله فطمها ومَحَبَّتُهَا مِنَ النَّارِ).

৪২৮। আমার মেয়ে ফাতেমা মাটির পরী। সে হয়েছে না এবং নেফাসধারীও হয় না। তার নাম রাখা হয়েছে ফাতেমা, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তাকে যে ভালবাসে তাকেও জাহান্নামের আগুন হতে পৃথক করে দিয়েছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১২/৩৩১) তার সনদে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদে একাধিক মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/৪২১) উল্লেখ করেছেন। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৪০০) তাকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয় ইবনু হাজার আব্বাস ইবনু বাক্বারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার সনদে হাদীসটি উম্মে সুলায়েম হতে উল্লেখ করে বলেছেন : “لَمْ يَرِ لِفَاطِمَةَ” “ফাতিমার হয়েছে ও নিফাসের মধ্যে রক্ত দেখা যায়নি।”

এটি আব্বাস কর্তৃক জালকৃত।

৪২৭. (كَانَ لَا يَرَى بِالْهَمِيَّانِ لِلْمُحَرَّمِ بَاسًا).

৪২৯। তিনি চিন্তাশীলদের সাথে মুহুরেমের কোন সমস্যা দেখতেন না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/৯৯/১) ইউসুফ ইবনু খালেদ সামতী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সামতী মিথ্যুক, যেমনভাবে ইবনু মা'ঈন বলেছেন। অপর বর্ণনাকারী সালেহু দুর্বল।

সঠিক হচ্ছে, হাদীসটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে বাইহাকী তার “সুনান” গ্রন্থে (৫/৬৯) সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে গুরায়েক আল কাযী রয়েছে। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

৪৩০. (شَاوَرُوْهُنَّ - يَعْصِي: النِّسَاءَ - وَخَالَفُوْهُنَّ).

৪৩০। তোমরা মহিলদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের বিরোধিতা কর।

হাদীসটির মারফু' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

যেমনভাবে সাখাবী ও মানাবী (৪/২৬৩) অবহিত করেছেন।

সম্ভবত এ বাক্যটির ভিত্তি হচ্ছে আসকারী যা “আল-আমসাল” গ্রন্থে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন সেটি। তিনি বলেন : “خَالِفُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ فِيْ خِلَافِهِنَّ” (تومরা মহিলাদের বিরোধিতা কর, কারণ তাদের বিরোধিতায় বরকত রয়েছে।)

মওকুফ হিসাবে উমার (رضي الله عنه) হতে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি আলী ইবনু যা'য়াদ জাওহারী তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (১২/১৭৭/১) আবু আকীল সূত্রে হাফস ইবনু উসমান ইবনে ওবায়দিয়াহ হতে ... বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল :

১। হাফস মাজহুল। ইবনু আবী হাতিম তাকে (১/২/১৮৪) ইবনু আকীলের একমাত্র বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

২। আবু আকীল-এর নাম হচ্ছে ইয়াহইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল উমারী। “আত-তাকরীব” গ্রন্থে এসেছে তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি এমন এক সম্প্রদায় হতে বর্ণনা করেছেন যাদেরকে চিনি না।

এছাড়া হাদীসটির অর্থও সহীহ নয়। কারণ রসূল (ﷺ) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন তার সাথীদের সম্মুখে উম্মে সালমার পরামর্শে যাব্বহ করেন। তিনি তার বিরোধিতা করেননি।

৪৩১. (اسْتَوْصُوا بِالْمَعْرِي خَيْرًا؛ فَإِنَّهَا مَالٌ رَفِيقٌ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَاحِبٌ الْمَالِ إِلَى اللَّهِ الضَّانُّ، وَعَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيَاضًا، فَلْيَلْبِسُنَّ أَخْيَاؤَكُمْ، وَكَفُّنُوا فِيهِ مَوْتَكُمْ، وَإِنَّ نَمَ الشَّاةِ الْبَيَاضَ أَكْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَمَ السَّوْدَاوَيْنِ).

৪৩১। তোমরা উত্তম অসিয়ত গ্রহণ কর ছাগল দ্বারা। কারণ তা হচ্ছে সাথের সম্পদ এবং সেটি জাল্লাতে রয়েছে। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সম্পদ হচ্ছে মেঘ, তবে তোমরা সাদাটি গ্রহণ করবে। কারণ আল্লাহ জাল্লাতকে সাদা করেই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জীবিতরা যেন তাই পরিধান করে এবং তোমাদের মৃত্যুদের তাতেই কাফন দিবে। কারণ দু'টি কাল ছাগলের রক্ত থেকে একটি সাদা ছাগলের রক্ত আল্লাহর নিকট বেশী মর্যাদাপূর্ণ।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১১৩/১-২) এবং ইবনু আদী (২/৩৭৮) আবু শিহাব সূত্রে হামযা নাসীবী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। কারণ হামযা নাসীবী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন :

তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন বা তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট।

ইবনু হিব্বান (১/২৭০) বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৪/৬৬) বলেন : হামযা নাসীবী মাতরুক।

৪৩২. (تَهَىٰ عَنِ الْمَوَاقِعِ قَبْلَ الْمَذَايِبِ).

৪৩২। তিনি (স্বামী-স্ত্রীকে) আমোদ প্রমোদ করার পূর্বে একে অপরে সরাসরি সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি খাতীব বাগদাদী (১৩/২২০-২২১) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২৯৯/২) ও আবু উসমান আন-নুজায়েরমী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/২৪) খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ খিয়াম সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী এ খিয়ামের জীবনীতে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন, হাকিম বলেছেন : তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করার কারণে তার হাদীস পতিত (অগ্রহণযোগ্য) হয়ে গেছে। খালীলী বলেন : তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, তিনি নিতান্তই দুর্বল। তিনি এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস তিনি আন আন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৩৩. (يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ سِرًّا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِم).

৪৩৩। কিয়ামতের দিন লোকদেরকে ডাকা হবে তাদের মায়েদের পরিচয়ে, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/১৭) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম তাবারী হতে ...বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন :

এ সনদে হাদীসটির ভাষা মুনকার। ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি ইবনু ওয়াইনা এবং ফুয়ায়েল ইবনু আইয়াশ হতে নিতান্তই মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস নিয়ে এসেছেন। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই হালাল নয়।

হাকিম বলেন : তিনি ফুয়ায়েল এবং ইবনু ওয়াইনা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/২৪৮) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়, ইসহাক মুনকারুল হাদীস।

সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৪৯) তার সমালোচনা করে বলেছেন : তাবারানীর নিকট তার অন্য সূত্র আছে।

কিন্তু এটির ভাষা হচ্ছে “بأمرهم” আর তার (তাবারানীর) ভাষা হচ্ছে “بأسمائهم” দু’টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ইবনু আররাক তার প্রতিবাদ করে বলেছেন (২/৩৮১) : এটি আবু হুযাইফা ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে বর্ণিত, শাহেদ হিসাবে সঠিক হবে না।

আমি (আলবানী) বলছি : কারণ শাহেদ হওয়ার শর্ত হচ্ছে, দুর্বলতা যেন বেশী শক্তিশালী না হয়। কিন্তু এটি এরূপ নয়। কারণ ইসহাক ইবনু বিশরকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমনটি ২২৩ নং হাদীসের আলোচনায় গেছে।

৪৩৪. (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ؛ سَبْرًا مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ الصِّرَاطِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُغْطِي كُلَّ مُؤْمِنٍ نُورًا، وَكُلَّ مُؤْمِنَةٍ نُورًا، وَكُلَّ مُتَافِقٍ نُورًا، فَإِذَا اسْتَوَوْا عَلَى الصِّرَاطِ؛ سَلَبَ اللَّهُ نُورَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ، فَقَالَ الْمُتَافِقُونَ: (نَظَرْنَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِهِمْ) {الْحَدِيثُ: ١٣} وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ: (رَبَّنَا أُنْعِمْ لَنَا نُورَنَا) {النَّخْرِيمُ: ٨}، فَلَا يَنْكَرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدًا).

৪৩৪। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা লোকদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকবেন, তাঁর পক্ষ হতে বান্দাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। পুল সিরাতের নিকট আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক মু‘মিন, মু‘মিনা এবং মুনাফেককে নূর দান করবেন। যখন তারা পুল সিরাতে আরোহন করবেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা মুনাফেক নারী-পুরুষদের নূরকে ছিনিয়ে নিবেন। অতঃপর মুনাফেকরা বলবে : {আমাদের দিকে

একটু দৃষ্টি দাও তোমাদের আলো হতে কিছু গ্রহণ করি}(সূরা হাদীদ: ১৩)। মু'মিনরা বলবে : {হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নুরকে পরিপূর্ণ করে দাও} (আত-তাহরীম:৮)। তখন কেউ কাউকেই স্মরণ করবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১১৫/১) ইসমাঈল ইবনু ইসা আন্তার সূত্রে ইসহাক ইবনু বিশর আবু হুয়াইফা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ইসহাক মিথ্যাক। হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১০/৩৫৯) তাবারানীর বর্ণনা হতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : তিনি মাতরুক।

৬৩০. (طاعة المرأة لئامه).

৪৩৫। নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (কাফ ৩০৮/১) উসমান ইবনু আদ্রির রহমান তারায়েশী হতে, তিনি আশ্বাসা ইবনু আদ্রির রহমান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) আশ্বাসার জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তার উল্লেখিত হাদীসটি ছাড়াও আরো হাদীস রয়েছে। তিনি হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি, আবু হাতিম বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

তবে উসমান ইবনু আদ্রির রহমান সম্পর্কে ইবনু আদী (২/২৯০) বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি একদল মাজহুল বর্ণনাকারী হতে আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সে সব আশ্চর্যগুলো মাজহুল বর্ণনাকারীদের পক্ষ হতে।

এ কারণেই তাকে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে (২/২৭২) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

হাদীসটি সহীহ নয়। আশ্বাসা কিছুই না আর উসমান দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আয়েশা (رضي الله عنها) হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায় : طاعة النساء

“طاعة ‘নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।’

এটি উকায়লী (পৃ: ৩৮১), ইবনু আদী (কাফ ১/১৫৬), কাযাঈ (কাফ ১২/২), বাতেরকানী তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (১/৬৮) এবং ইবনু আসাকির (১৫/২০০/২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনে আবী কারীমা হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর উকায়লী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান হিশাম হতে এমন সব বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি হিশাম হতে দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি হিশাম হতে খালেদ ইবনু ওয়ালাদ মাখযুমী বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু আবী কারীমা হতেও বেশী দুর্বল।

সুযুতী অভ্যাসগতভাবে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৭৪) তার (ইবনুল জাওযীর) সমালোচনা করে বলেছেন : হিশাম হতে এটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে এবং আবু বাকরার হাদীস হতে একটি শাহেদ আছে।

কিন্তু একটি সূত্রে খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল রয়েছে। তিনি সাকেতুল হাদীস (তার হাদীস নিষ্কিণ্ড)। যেরূপ হাকিম হতে ৪২২ নং হাদীসে এসেছে।

অন্যটিতে আইউব বুখতারী রয়েছে। তার নাম ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব যিনি প্রসিদ্ধ জালকারী।

আর শাহেদটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসটির ভাষা বিরোধী। সেটি আগত হাদীসটি।

এছাড়া আরো একটি শাহেদ তার নিকট হতে ছুটে গেছে। যেটিকে ইবনু আসাকির (৫/৩২৭/২) জাবের (ؓ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে একদল অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে।

৪৩৬. (هَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ).

৪৩৬। পুরুষরা যখন মহিলাদের অনুসরণ করবে, তখন তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (১/৩৮), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৪), ইবনু মাসী “যুজউল আনসারী” গ্রন্থের শেষে (১/১১), হাকিম (৪/২৯১) এবং আহমাদ (৫/৪৫) আবু বাকরার সূত্রে বাক্বার ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে আবী বাকরা তার পিতা হতে, তার পিতা আবু বাকরা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। আর যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি যাহাবীর একটি ভুল। তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে এ বাক্বারের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না। ইবনু আদী বলেন : তিনি সেই সব দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস লিখা যায়।

তিনি “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন : তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু আদী চালিয়ে দিয়েছেন।

এ হাদীসটির একটি আসল আছে, তবে এ ভাষায় : ”لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ“
 “সেই জাতি পরিভ্রাণ পাবে না যারা তাদের নেতৃত্বের আসনে
 বসিয়েছে নারীকে।” এটি ইমাম বুখারী, হাকিম ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এটিই
 হচ্ছে আসল হাদীস।

কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি যে ভাষায় এসেছে সেটি দুর্বল। তার বর্ণনাকারী দুর্বল
 হওয়ার কারণে।

তার অর্থও আমভাবে সহীহ নয়। কারণ হিসাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা দ্রষ্টব্য।

৪৩৭. (مَنْ وَلِيَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، فَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا؛ فَقَدْ جَهَلَ).

৪৩৭। যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো অতঃপর সে তাদের একজনেরও
 মুহাম্মাদ নামে নাম রাখল না, সে মুর্খ হয়ে গেছে (বা অত্যাচার করেছে)।

হাদীসটি জাল।

তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (১০৮-১০৯) বলেন : আমাদের নিকট
 হাদীসটি আহমাদ ইবনু নাযর আসকারী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আবু খায়সামা
 মুস'আব ইবনু সা'ঈদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মুস'আবের সূত্রে হাদীসটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে
 (১৯৯-২০০) এবং ইবনু আদী (২/২৮০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ মুস'আব সম্পর্কে
 ইবনু আদী বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) সেগুলো হতে তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী সেগুলো সম্পর্কে পরক্ষণেই বলেছেন : এগুলো কতিপয় মুনকার এবং
 বিপদ।

অতঃপর ইবনু আদী বলেন : তার বর্ণনাগুলোতে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

সালেহ যাযারা বলেন : মুস'আব অন্ধ শাইখ, কি বলেন তিনি তা জানেন না।

এটির সনদে লায়স ইবনু আবু সূলায়েম রয়েছে। তিনি সকলের ঐক্যমতে
 দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৭৮) বলেন : তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

হাদীসটি ইবনুল জাওয়াযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৫৪) ইবনু আদীর
 বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি মূসা লাইস হতে এককভাবে বর্ণনা
 করেছেন। লাইসকে আহমাদ ও অন্যরা মাত্রক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইবনু
 হিব্বান বলেন : তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তিনি সনদকে পাল্টিয়ে
 ফেলতেন এবং মুরসালগুলোকে মারফু' করে ফেলতেন।

সুয়ূতী লাইস সম্পর্কে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/১০১-১০২) যা বলেছেন তা
 সঠিক নয়। কারণ তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা।

হাদীসটির মুতাবা'য়াত ওয়ালাদ ইবনু আব্দিল মালেক ইবনে মেসরাহ হাররানী হতে এসেছে। কে তার জীবনী রচনা করেছেন তা পাচ্ছি না। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী আবু বাদর আহমাদ ইবনু খালেদ ইবনে মেসরাহ হাররানী সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি কিছুই না। যার কারণে এ মুতাবা'য়াতের কোনই মূল্য নেই। এছাড়া আরো যে সব সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়।

৪৩৮. (مِثْلُ أَصْحَابِي مِثْلُ الْجُؤْمِ، مَنْ اقْتَدَى بِشَيْءٍ مِنْهَا اهْتَدَى).

৪৩৮। আমার সাহাবীগণ হচ্ছে নক্ষত্রের ন্যায়। যে ব্যক্তি তাদের থেকে কোন কিছু অনুসরণ করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি কাযা'ঈ (২/১০৯) জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কোন মুহাদ্দিস টীকায় লিখেছেন, আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব অথবা যাহাবী, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এর দ্বারা বুঝিয়েছেন এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এ জা'ফার। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

আবু যুর'আহ বলেন : তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর দ্বারা তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। এটি সেগুলোর একটি এবং বলেছেন তিনিই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা।

৪৩৭. (يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أُنْتَى مِنْ أَرْبَعَةِ بَرُؤٍ مِنْ مَكَّةَ

إِلَى عُسْقَانَ).

৪৩৭। হে মক্কাবাসী! মক্কা হতে উসফান পর্যন্ত চার বুরুদ-এর কম দূরত্বে তোমরা সলাত কসর করো না।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১১২/১), দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ: ১৪৮) এবং তার সূত্র হতে বাইহাকী (৩/১৩৭-১৩৮) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে, তিনি আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদ ... হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। কারণ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদকে সুফিয়ান সাওরী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাকিম বলেছেন : তিনি কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওয়াযী বলেন : সকলেই তার হাদীসকে পরিত্যাগ করতে ঐকমত্য হয়েছেন।

শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশের বর্ণনা দুর্বল। আর এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি হচ্ছেন ইবনু মুজাহিদ হিজাজী।

বাইহাকী বলেন : এ হাদীসটি দুর্বল। ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না এবং আব্দুল ওয়াহাব ইবনু মুজাহিদ একেবারে দুর্বল। সঠিক হচ্ছে এটি ইবনু আক্বাস (৬৬)-এর কথা।

বাইহাকী আমর ইবনু দীনার সূত্রে আতা হতে, তিনি ইবনু আক্বাস (৬৬) হতে মওকুফ হিসাবে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাইমিয়া তার “আহকামুস সাফার” গ্রন্থে (২/৬-৭) বলেছেন : এটি ইবনু আক্বাস (৬৬)-এর বাণী। ইবনু খুযায়মা ও অন্যদের থেকে যে মারফু' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট বাতিল। কীভাবে রসূল (ﷺ) মক্কাবাসীদের সোধোন করবেন কসরের সীমা রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে, যেখানে তিনি হিজরতের পরে সামান্য সময় ছিলেন। অথচ মদিনাবাসীদের জন্য কোন সীমা রেখা নির্ধারণ করলেন না যেভাবে মক্কাবাসীদের জন্য নির্ধারণ করলেন। অথচ তিনি সেখানেই বাকী জীবন কাটিয়েছেন। আর কিই বা কারণ আছে যে, অন্যদের বাদ দিয়ে সীমা নির্ধারণ হবে মক্কাবাসীদের জন্য?

সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে (যা বুখারী এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন) যে, নাবী (ﷺ) বিদায় হচ্ছে আরাফায়, মুযদালিফায় এবং মিনার দিনগুলোতে মিনায় সলাত কসর করে আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে আবু বাকর (রাঃ) এবং উমারও (রাঃ) তাঁর পরে সলাত কসর করে আদায় করেছেন এবং তাদের পিছনে মক্কাবাসীরাও সলাত আদায় করেছেন। অথচ তাঁরা তাদেরকে সলাত পূর্ণ করার নির্দেশ দেননি। এটি প্রমাণ করছে যে, সেটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্যও সফর। অথচ মক্কা এবং আরাফার মধ্যের দূরত্ব ছিল মাত্র এক বারিদ যা পায়ে হেঁটে এবং উটে চড়ে অর্ধ দিবসের রাস্তা। (বিহ্জতঃ) এক বারিদ হচ্ছে বার (১২) মাইল।

হক হচ্ছে এই যে, সফরের কোন নির্দিষ্ট সীমা শরীয়তে নেই। যেটাকে লোকেরা সাধারণত সফর বুঝে সেটিই সফর।

৪৪০. (حَسَنُ الْخُلُقِ يُذَيِّبُ الْخَطَايَا كَمَا تُذَيِّبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ، وَإِنَّ الْخُلُقَ السُّوْءَ يُقْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُقْسِدُ الْخُلُوعُ الْعَصَلَ).

৪৪০। সচরিত্র গুণাহগুলোকে গলিয়ে ফেলে যেমনভাবে সূর্য বরফকে গলিয়ে ফেলে এবং খারাপ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে দেয় যেমনভাবে সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (২/৩০৪) ঈসা ইবনু মায়মুন হতে ...তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বর্ণনা করে বলেছেন :

তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন কেউ তার অনুসরণ করেননি।

তিনি ইবনু মা'ঈনের উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি কিছুই না।

বুখারী বলেন : তিনি মুনকারের অধিকারী।

নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই বানোয়াট।

এ কারণেই সুযুতী “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ভাল কাজ করেননি।

৪৪১. (الْخَلْقُ الْحَسَنُ يَذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخُلُقُ السُّوُّءُ يَفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ).

৪৪১। সচ্চরিত্র শুভাশুভলোকে গলিয়ে ফেলে যেমননিভাবে পানি বরফকে গলিয়ে ফেলে এবং খারাপ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে দেয় যেমনভাবে সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটির দু’টি সূত্র রয়েছে :

১। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে হাদীসটি তাবারানী “মু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/৯৮/১) এবং “মু’জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৪৮/১/৮৩৮) এবং আবু মুহাম্মাদ কারী তার “আল-হাদীস” গ্রন্থে (২/২০৩/১) ঈসা ইবনু মায়মুন হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ ঈসা হচ্ছেন মাদানী, ওয়াসেসী নামে প্রসিদ্ধ। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/২৮৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস [যার হাদীস অগ্রহণযোগ্য]।

হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (৮/২৪) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

২। আনাস (رضي الله عنه) হতে; এ হাদীসটি তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৫৩) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে রাওহ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ ও তার শাইখ খালীদ ইবনু দা’লাজ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। খালীদ ইবনু দা’লাজ সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দারাকুতনী তাকে মাতরুকদের [অগ্রহণযোগ্যদের] অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রাওহ ইবনু আদিল ওয়াহেদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। তিনি বিতর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৴৴৴ (إِنَّ حُسْنَ الْخَلْقِ لَيُذَيِّبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذَيِّبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ).

৴৴৴। সচ্চরিত্র শুনাহকে গলিয়ে ফেলে যে রূপ সূর্য বরফকে গলিয়ে [মোচন করে] ফেলে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি খারায়েতী “মাকারেমুল আখলাক” গ্রন্থে (পৃ:৭) বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে আবু সাঈদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এ আবু সাঈদ বাকিয়ার মাজহুল শাইখদের একজন, যাদের থেকে তিনি তাদলীস করতেন।

তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন : বাকিয়া যখন তার শায়খের নাম নিবে না এবং তার কুনিয়াত বলবে না, তখন জানতে হবে যে, তিনি কোন কিছুই সমকক্ষ নন।

৴৴৴ (إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلَ الدُّبَابِ تَمُوزُ فِي جَوْهَا، فَاللَّهُ اللَّهُ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، فَإِنْ أَعْمَلَكُمْ تَغْرَضُ عَلَيْهِم).

৴৴৴। সাবধান! মাছির সাদুশ ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যা দুনিয়ার ফাঁকা স্থানে ধুলোবালুর ন্যায় উড়তে থাকবে। আল্লাহ! আল্লাহ! তোমাদের ভাই কবরবাসীদের মধ্য হতে। কারণ তোমাদের কর্মগুলো পেশ করা হবে তাদের উপর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৴/৴৴৭) আবু ইসমাঈল সাকুনী সূত্রে মালেক ইবনু আদা হতে বর্ণনা করেছেন ...। অতঃপর বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : সনদটিতে দু'জন মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা দু'জন হচ্ছেন সাকুনী এবং ইবনু আদা। যেকোনভাবে তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন। কিন্তু বলেছেন : নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে।

তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ইবনু হিব্বান কর্তৃক তারা দু'জনকে নির্ভরযোগ্য বলাকে (৴/৴৴৴, ৭/৴৴৴) গ্রহণ করা যায় না। কারণ তিনি মাজহুল বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

৴৴৴ (كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَعَسَّى).

৪৪৪। সর্ব প্রথম ইবলিস ক্রন্দন করে এবং সর্ব প্রথম সেই গান করে।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি গাযালী (২/২৫১) জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহুইয়া” গ্রন্থে বলেন :

জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে আমি এটির কোন ভিত্তি পাচ্ছি না। হাদীসটি “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থের লেখক আলী ইবনু আবী তালিব (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার পুত্র সেটিকে তার “মুসনাদ” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

৪৪৫. (مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ؛ كَانَتْ السَّمَاءُ ظِلَالَةً، وَالْأَرْضُ فِرَاشَةً، لَمْ يَهْتَمَّ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، فَهُوَ لَا يَزْرَعُ، وَيَأْكُلُ الْخُبْزَ، وَهُوَ لَا يَغْرَسُ الشَّجَرَ، وَيَأْكُلُ الثَّمَارَ؛ تَوَكَّلَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَطَلَبَا لِمَرْضَاتِهِ، فَضَمِنَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ رِزْقَهُ، فَهَمْ يَتَعَبُونَ فِيهِ، وَيَأْتُونَ بِهِ خِلَالًا، وَيَسْتَوْفِي هُوَ رِزْقَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينُ).

৪৪৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা চাইবে, আসমান তার জন্য ছায়া স্বরূপ হবে এবং যমীন হবে বিছানা স্বরূপ। সে দুনিয়ার ব্যাপারে কিছু গুরুত্ব দিবে না, সে চাষ করবে না অথচ সে রুটি খাবে এবং সে গাছ লাগাবে না অথচ সে ফল খাবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর সন্তষ্টি লাভের জন্য। আল্লাহ সাত আসমান এবং সাত যমীনে তার রিয়কের জন্য যামিন হয়ে যাবেন। তারা (লোকেরা) তাতে কষ্ট করবে এবং হালাল অর্জন করবে। অথচ সে তার রিয়ক আল্লাহর নিকট হতে বিনা হিসাবে পূর্ণ করবে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/১১২) এর চেয়ে দীর্ঘ হাদীসে এবং হাকিম (৪/৩১০) ইব্রাহীম ইবনু আমর সাকসাকী সূত্রে তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : বরং মুনকার এবং জাল (বানোয়াট)। কারণ আমর ইবনু বাকর (পিতা) ইবনু হিব্বানের নিকট মিথ্যার দোষে দোষী। তার ছেলে ইব্রাহীম সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরক।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী ইব্রাহীমের জীবনীতে “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেছেন :

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি তার পিতা হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতা কিছুই না। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বানের পুরো বক্তব্য হচ্ছে, ইব্রাহীম ইবনু আমর এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার হাতই হাদীসটি তৈরি করেছে। কারণ এটি রসূল (ﷺ)-এর কথা নয়, ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর কথা নয়, নাফে'রও কথা নয়। বরং এটি হাসানের কথা।

٤٤٦. (الْأَخْبَرُكُمْ بِأَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ؛ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَفْضَلِ النَّبِيِّينَ أَدَمَ، وَأَفْضَلِ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَأَفْضَلُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَأَفْضَلُ النَّسَاءِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ).

৪৪৬। আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দিব না সর্বোত্তম কেরেশতা সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন জিবরীল (আঃ)। সর্বোত্তম নাবী সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন আদম (আঃ)। সর্বোত্তম দিবস সম্পর্কে সেটি হচ্ছে জুম'আর দিবস। সর্বোত্তম মাস সম্পর্কে সেটি হচ্ছে রমায়ান মাস। সর্বোত্তম রাত সম্পর্কে সেটি হচ্ছে লায়লাতুল কাদরের রাত এবং সর্বোত্তম নারী সম্পর্কে তিনি হচ্ছেন মারইয়াম বিনতু ইমরান।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী (১১৩৬১) নাফে' আবু হুরমুয সূত্রে আতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। নাফে' আবু হুরমুযকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। সহীহ হাদীসের দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তিনি বলেন : “আমি কিয়ামত দিবসে লোকদের সর্দার...”। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১/১২৭) বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটি বানোয়াট। তা সত্ত্বেও “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/১৯৮) উল্লেখ করেছেন এবং সেটিকে নাফে'র কারণে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি মাতরুক।

٤٤٧. (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادٌ جُهَالٌ، وَفِرَاءٌ فَسَقَةٌ).

৪৪৭। শেষ যামানায় জাহেল আবেদ এবং ফাসেক ক্বারীদের সমারোহ ঘটবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান “আল-মাজরুহীন” গ্রন্থে (৩/১৩৫), হাকিম (৪/৩১৫), আবু নু'য়াইম (২/৩৩১-৩৩২) এবং তার থেকে দাইলামী (৪/৩১৯) এবং আবু বাকর

আজ্জুরী “আখলাকুল ওলামা” গ্রন্থে (পৃ: ৬২) ইউসুফ ইবনু আতিয়া সূত্রে সাবেত হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম বলেন : এটি গারীব। এটিকে আমরা একমাত্র ইউসুফ ইবনু আতিয়া হতে লিখেছি। তার হাদীসের মধ্যে মুনকার রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। হাকিম চূপ থেকেছেন। যার জন্য যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : ইউসুফ হালেক [ধ্বংসপ্রাপ্ত]।

বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তা সত্ত্বেও সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৪৪৮. (لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أُمَّتِي) بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِجَ كَذَابٍ النَّصَارَى).

৪৪৮। এ উম্মাত (অথবা বলেন : আমার উম্মাত) সর্বদা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মসজিদগুলোতে নাসারাদের মেহরাবের ন্যায় মেহরাব তৈরি না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শায়বা “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/১০৭/১) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে বর্ণনাকারী আবু ইসরাঈল ও তার শাইখ মুসা আল-জুহানী রয়েছে। তিনি বলেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন:...।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল :

১। এটি মু'জাল। কারণ মুসা জুহানী হচ্ছেন ইবনু আদিল্লাহ। তিনি সাহাবী হতে তাবে'ঈর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি তাবে' তাবে'ঈ।

সুযুতী যে বলেছেন : হাদীসটি মুরসাল, তার এ কথা সুচিন্তিত নয়। কারণ মুরসাল হচ্ছে তাবে'ঈর কথা। তিনি বলেছেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন :... অথচ এটি সেরূপ নয়।

২। আবু ইসরাঈল দুর্বল। তার নাম হচ্ছে ইসমাঈল ইবনু খালীফা আল-আবাসী। হাফিয “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন :

তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হেফযে ঋণটি ছিল।

৪৪৯ (حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ لِتَعْنِي: مَوْضِعَ الْمِحْرَابِ)، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَنْدُرِهِ).

৪৪৯। মসজিদের নিকটে রসূল (ﷺ) যখন দাঁড়ালেন তখন আমি তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি মেহরাবে (অর্থাৎ মেহরাবের স্থলে) প্রবেশ করলেন। তার পর তিনি তাকবীর সহ তাঁর দু'হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর তার ডান হাতকে বাম হাতের উপরে দিয়ে বুকের উপর রাখলেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি বাইহাকী (২/৩০) মুহাম্মাদ ইবনু হাজার হায়রামী হতে এবং তিনি সাঈদ ইবনু আদিল জাক্বার ইবনে ওয়ায়েল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই বাযযার হাদীসটি তার “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (২৬৮) এবং তাবারানী “মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (২২/৪৯/১১৮) উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (১/২৩২, ২/১৩৪-১৩৫) বলেন : তার সনদে সাঈদ ইবনু আদিল জাক্বার রয়েছে। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু হাজার দুর্বল বর্ণনাকারী।

তিনি অন্য স্থানে বলেন : তাতে মুহাম্মাদ ইবনু হাজার রয়েছে। তার সম্পর্কে বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। যাহাবী বলেন : তার কতিপয় মুনকার রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনুত তুরকুমানী “জাওহারুন নাকী” গ্রন্থে একই সমস্যার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : বর্ণনাকারীরা উম্মু আদিল জাক্বার হচ্ছেন উম্মু ইয়াহুইয়া। আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না এবং তার নাম সম্পর্কেও জানি না।

আলেমদের ভাষ্য হতে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ হাদীসটির সনদে তিনটি সমস্যা রয়েছে :

১। মুহাম্মাদ ইবনু হাজার। ২। সাঈদ ইবনু আদিল জাক্বার। ৩। উম্মু আদিল জাক্বার।

৫০. (لَوْ اعْتَقَدَ أَحَدُكُمْ بِحَجَرٍ؛ لَنَفَعَهُ).

৪৫০। কোন পাথরের উপর তোমাদের কেউ যদি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে অবশ্যই তা তার উপকার করবে।

হাদীসটি জাল।

যেমনটি ইবনু তাইমিয়া ও অন্যরা বলেছেন।

শাইখ আলী আল-কারী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (পৃ: ৬৬) বলেন :

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন : এটি মূর্তিপূজকদের কথা। যারা পাথরের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করে।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

৪০১. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ شَيْءٌ فِيهِ فَضِيلَةٌ، فَآخَذَ بِهِ إِيْمَانًا بِهِ، وَرَجَاءُ ثَوَابِهِ؛ أَخْطَأَ اللَّهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ).

৪৫১। যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ নিকট হতে এমন কিছু পৌঁছবে যাতে স্বীয়লত রয়েছে। অতঃপর সে তাকে ঈমানের সাথে সাওয়াব অর্জনের আশায় গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন। যদিও সেটি সেরূপ নাও হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি হাসান ইবনু আরাফা তার “জুযউ” গ্রন্থে (১/১০০), ইবনুল আব্বার তার “আল-মু’জাম” গ্রন্থে (পৃ: ২৮১), আবু মুহাম্মাদ খাল্লাল “ফাযলু রাজাব” গ্রন্থে (১৫/১-২), আল-খাতীব (৮/২৯৬) এবং মুহাম্মাদ ইবনু তুলুন “আল-আরবা’উন” গ্রন্থে (২/১৫) ফুরাত ইবনু সালমান এবং ঈসা ইবনু কাসীর সূত্রে আবু রাজা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনুল জাওয়ী তার “মাওযু’আত” গ্রন্থে (১/২৫৮) উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন : এটি সহীহ নয়। আবু রাজা মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/২১৪) তা সমর্থন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : আমি এ আবু রাজাকে চিনি না।

হাফিয় সাখাবীও “আল-মাকাসিদ” গ্রন্থে (পৃ: ১৯১) স্পষ্ট করে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না। তার “আল-কাওলুল বাদী” গ্রন্থেও (পৃ: ১৯৭) তিনি অনুরূপ কথাই বলেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনু তুলুন বলেছেন : সনদটি ভাল। আবু রাজা হচ্ছেন মুহরেষ ইবনু আব্দিল্লাহ জায়ারী হিশামের দাস, তিনি নির্ভরযোগ্য। এছাড়া হাদীসটির বিভিন্ন সূত্র এবং শাহেদ রয়েছে।

তার এ বক্তব্য এ বিদ্যার নীতি হতে খুবই দূরবর্তী কথা। কারণ যদি ধরে নেয়া হয় যিনি মুহরেষ তিনিই আবু রাজা, তাহলে তিনি মুদাল্লিস যেমনভাবে হাফিয় ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন। কারণ তিনি আনু আনু করে বর্ণনা করেছেন। কীভাবে সনদটি ভাল? [মুদাল্লিসের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭) পৃষ্ঠায়]।

আবু রাজাই যে মুহরেষ এটি দূরবর্তী কথা বিভিন্ন কারণে। যার একটি হচ্ছে এই যে, তারা তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন তার শায়খের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফুরাত ইবনু সালমান। বাস্তবে এ সনদে তার উল্টা। ফুরাত হচ্ছেন তার (আবু রাজা) থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী।

হাদীসটি হাফিয় কাসেম ইবনু হাফিয় ইবনে আসাকির “আল-আরবা’উন” গ্রন্থে (১১/১) আবু রাজা হতেই দু’টি সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : এটিতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আমি আমার পিতা হতে শুনেছি তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী দারাকুতনী বর্ণনায় ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন যার সনদে ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া রয়েছে। অতঃপর তাকে ইবনুল জাওযী মিথ্যাক বলেছেন।

তিনি “আল-মাজরুহীন” গ্রন্থে (১/১৯৯) ইবনু হিব্বানের বর্ণনা থেকেও বাযী’ আবীল খালীল সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে’ এবং সাবেত ইবনু আবান থেকে...আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমি সাবেত ইবনু আবানকে চিনি না।

ইবনুল জাওযী বলেন : বাযী’ মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস এনেছেন, তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

তিনি “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরুক।

হাফিয় ইবনু হাজারের “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে এসেছে, দারাকুতনী বলেন : তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা বাতিল। হাকিম বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুযুতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন। অতঃপর আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীসের অন্য একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। অনুরূপভাবে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীসের আরো একটি সূত্র ওয়ালীদ ইবনু মারওয়ানের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। এ ওয়ালীদ মাজহুল, যেমনভাবে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/১৮) বলেছেন। যাহাবী এবং আসকালানীও একই কথা বলেছেন।

এছাড়া তার সনদের মধ্যে রয়েছে ইনকিতা’ (বিচ্ছিন্নতা)।

সুযুতী স্বপ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটি সম্পর্কে নাবী (عليه السلام)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : এটি আমার থেকেই, আমিই এটি বলেছি!

আলেমদের নিকট স্বপ্ন দ্বারা শারী’য়াতের কোন হুকুম সাব্যস্ত হয় না। নাবী (عليه السلام)-এর হাদীসও সাব্যস্ত হয় না।

মোটকথা হাদীসটিকে কোন সূত্র দ্বারাই দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এটির একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার অনুসরণ করে বলেছেন : এটির ভিত্তি নেই।

শাওকানীও তাকে সমর্থন করেছেন।

কোন কোন আলেম বলেছেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? যেখানে নাবী (ﷺ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন : “مَنْ حَبَّطَ عَلَيَّ بِحَبِّثٍ يَرَى أَنَّهُ كَتَبَ فَبُورٌ أَحَدُ الْكَافِرِينَ” “যে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন।” হাদীসে আরো এসেছে রসূল (ﷺ) বলেছেন : “যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।”

যেখানে বর্ণনাকারী এবং মিথ্যারোপকারী সম্পর্কে এ সতর্কবাণী, সেখানে আমলকারীর কী হতে পারে? দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে চাই সেটি আহকামের মধ্যে হোক বা ফাযায়েলের মধ্যেই হোক, কোন পার্থক্য নেই। সবই শারী‘য়াত।

৪০২. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضْلٌ، فَاخَذَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي بَلَغَهُ؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا بَلَغَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَبَّطَهُ كَاذِبًا).

৪৫২। যার কাছে আল্লাহর নিকট হতে ফযীলতের কোন কিছু পৌঁছল। অতঃপর যে ফযীলত তার নিকট পৌঁছেছে সে তা গ্রহণ করল, আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন যা তার নিকট পৌঁছেছে, যদিও সে হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যুক হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি বাগাবী “হাদীসু কামিল ইবনু তালহা” গ্রন্থে (৪/১), ইবনু আশ্বিল বার “জামেউ বায়ানিল ইলম” গ্রন্থে (১/২২), আবু ইসমা‘ঈল সামারকান্দী “মা কারুবা সানাদুহু” গ্রন্থে (২/১) এবং ইবনু আসাকির “আত-তাজরীদ” গ্রন্থে (৪/২/১) আক্বাদ ইবনু আদিস সামাদ সূত্রে আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আক্বাদ মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী বলেন :

ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তার হাদীসের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি লম্বা হাদীস উল্লেখ করেছেন যা গল্পবাজদের জাল ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতঃপর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এটি সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ।

ইবনু আদিল বার বলেছেন : বিদ্বানগণের এক জামা'আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিখিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং তারা আহকামের হাদীসের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। এ কথার সমালোচনা করে শাওকানী “আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আহ” গ্রন্থে (পৃ: ১০০) বলেছেন :

শারী'য়াতের আহকামগুলো সবই সমান। সেগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তা প্রচার করা কারো জন্য হালাল নয়। তা করলে আদ্বাহ যা বলেননি তা বলার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাতে রয়েছে তার জন্য শাস্তি ...। (সূরা আল-হাক্কার ৪৩ ও ৪৭ নাম্বার আয়াত দ্রষ্টব্য)।

৫০৩. (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةً، فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا؛ لَمْ يَنْتَلِهَا).

৪৫৩। যে ব্যক্তির কাছে আদ্বাহ তা'আলার নিকট হতে কোন ফযীলত পৌঁছল, অতঃপর সে তা বিশ্বাস করল না, সে তা পাবে না।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬/১৬৩) এবং ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ৪০/২) বাযী' আবুল খালীল খাসসাফ সূত্রে সাবেত হতে এবং তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

জানি না বাযী' ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেছেন কিনা।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী। একটি হাদীস পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসটি হায়সামী “আল-মাজমা'” গ্রন্থে (১/১৪৯) উল্লেখ করে বলেছেন : বাযী' দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি মিথ্যার দোষে দোষী; যেমনভাবে যাহাবী বলেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান এবং অন্যদের উক্তিও একটি হাদীসের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫০৪. (إِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَقُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرًا؛ فَإِنَّكُمْ تَذَرُكُونَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ).

৪৫৪। তোমরা যখন সলাত আদায় করবে, তখন তোমরা বল : সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহ আকবার তেত্রিশবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার। তোমরা অবশ্যই তা দ্বারা পেয়ে যাবে তাদেরকে যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে এবং তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে তোমরা অগ্রগামী হয়ে যাবে।

হাদীসটি এ বর্ণনাভঙ্গিতে দুর্বল।

এটি নাসাঈ (১/১৯৯) ও তিরমিযী (২/২৬৪-২৬৫) আত্তাব ইবনু বাশীর সূত্রে খুসায়ফ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। খুসায়ফ হচ্ছেন ইবনু আব্দির রহমান জায়ারী। তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি ছিল। শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আত্তাবও সত্যবাদী কিন্তু ভুল করতেন।

হাদীসটির ভাষায় : “وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرًا” অংশটুকু মুনকার। এটি আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর সহীহ হাদীস বিরোধী। তাতে রয়েছে : “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” এক বার বলার কথা। তার সনদটি সহীহ; যেমনভাবে আমি “সাহীহা”র মধ্যে (নং ১০০) বর্ণনা করেছি।

৫০০. (الرَّجُلُ الصَّالِحُ يَأْتِي بِالْخَيْرِ الصَّالِحِ، وَالرَّجُلُ السُّوءُ يَأْتِي بِالْخَيْرِ السُّوءِ).

৪৫৫। সৎ ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে আসে আর মন্দ ব্যক্তি দুঃসংবাদ নিয়ে আসে। হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৩/৯০) এবং ইবনু আসাকির (১৩/১৮৫/২) মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম তাইকানী সূত্রে উমার ইবনু হারুণ ...হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন : হাদীসটি গারীব। আমরা এটি একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেমের হাদীস হতে লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি জালকারী। তার শাইখ উমার ইবনু হারুণ মিথ্যুক। সুযুতীর নিকট এ তথ্য লুক্কায়িত ছিল, এজন্য “জামেউ'স সাগীর” গ্রন্থে আবু নু'য়াইম এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবীও কোন কথা বলেননি। শুধু বলেছেন : তার থেকে দাইলামী বর্ণনা করেছেন।

আমি হাদীসটির অন্য একটি সূত্র পেয়েছি। হাদীসটি আবু বাকুর আযদী তার হাদীস গ্রন্থে (৫/১) ইয়াহুইয়া ইবনু আব্দুবিয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। আর আহমাদ তার প্রশংসা করেছেন।

আবু মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনিল মুসাইয়্যাবকে আমি চিনি না। তার নাম আব্দুল মালেক।

হাদীসটির একটি শাহেদ এসেছে যেটির এক পয়সাও মূল্য নেই। আবুশ শাইখ “আল-আমসাল” গ্রন্থে (৬৬) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে আন্বাসা ইবনু আদ্রির রহমান কুরাশী হতে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আন্বাসা এবং দাউদ উভয়েই জালকারী।

৪৫৬. (إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَّنَتْ فَرْجَهَا، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ).

৪৫৬। ফাতিমা তার লজ্জাস্থানকে পবিত্র রেখেছে, ফলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/২৫৭/১), উকায়লী “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (পৃ: ২৮৬), ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ২৪৯/১), ইবনু শাহীন “ফাযায়েলে ফাতিমা” গ্রন্থে (পাতা ৩/১), তাম্মাম “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৬১), ইবনু মান্দা “আল-মা'রিফাত” গ্রন্থে (২/২৯৩/১) এবং ইবনু আসাকির (৫/২৩/১, ১৭/৩৮৬/১) মু'য়াবিয়া ইবনু হিশাম সূত্রে উমার ইবনু গিয়াস হাযরামী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু শাহীন এবং আবুল কাসেম মেহরানী “আল-ফাওয়ায়েদুল মুস্তাখাবা” গ্রন্থে (২/১১/২) হাফস ইবনু উমার উবুল্লী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু শাহীন মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দ ইবনে উতবাহ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বালখী হতে এবং তিনি তালীদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ তিনটি সূত্রই আসেম হতে। সবগুলোই নিতান্তই দুর্বল। একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল।

প্রথমটির সনদে উমার ইবনু গিয়াস রয়েছে। উকায়লী বলেন : বুখারী বলেছেন : তার হাদীসে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। উকায়লী বলেন : সে হাদীসটি হচ্ছে এটিই।

বুখারী “তারীখুস সাগীর” গ্রন্থে বলেন : তিনি যে আসেম হতে শুনেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি, হাদীসটি মু'যাল।

ইবনু হিব্বান তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি আসেম হতে যা তার হাদীস নয় তা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা'দীল” গ্রন্থে (৩/১/১২৮) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

তার থেকে বর্ণনাকারী মু'য়াবিয়া ইবনু হিশামের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু আদী কর্তৃক বর্ণিত সূত্রগুলো হতেই ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/৪২২) উল্লেখ করে বলেছেন : এটির সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু

হচ্ছে আমর ইবনু গিয়াস (তাকে বলা হয় উমার)। তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি আসেম হতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস নয়। ...

হাকিম হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : বরং দুর্বল। মু'য়াবিয়া এককভাবে (তাকেও দুর্বল বলা হয়েছে) ইবনু গিয়াস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একেবারেই দুর্বল।

উকায়লী ইবনু মাস'উদ (ؓ) হতে মওকুফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মওকুফই উত্তম।

আমি (আলবানী) বলছি : মওকুফ হিসাবেও সহীহ নয়।

দ্বিতীয় সূত্র; তাতে রয়েছে হাফস ইবনু উমার উবুল্লি। তিনি মিথ্যুক।

তৃতীয় সূত্র; তাতে রয়েছে তালীদ। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক, উসমানকে (ؓ) গালী দিতেন।

আবু দাউদ বলেন : তিনি রাফেযী, আবু বাকর ও উমারকে (ؓ) গালী দিতেন। অন্য ভাষায় বলেছেন : তিনি খাবীস।

৫০৭. (إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُعَذِّبِكُمْ بِذُنُوبِكُمْ يَعْزِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) وَلَا وَلَهَا).

৪৫৭। অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে {অর্থাৎ ক্ষতিমাকে (ؓ)} শাস্তি দিবেন না এবং তার সন্তানকেও নয়।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১৩১/২) বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইসমাঈল ইবনু মুসা, মুহাম্মাদ ইবনু মারযুক এবং ঈযাজী রয়েছে।

সূয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৪০২) হাদীসটিকে পূর্বের হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং চুপ থেয়েছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (৯/২০২) বলেছেন : তার (তাবারানীর) বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

ইবনু আররাক “তানযীহুশ শারী'য়াহ” গ্রন্থে (১/৪১৭) তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিতে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে :

১। ইসমাঈলকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন অন্যরা তার বিরোধিতা করেছেন, যেমনভাবে এখানে ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি মাজহুল [অপরিচিত]।

২। মুহাম্মাদ ইবনু মারযুক; যদিও ইমাম মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন তবুও তার মধ্যে লাইয়েনুন (দুর্বলতা) রয়েছে; যেমনভাবে ইবনু আদী বলেছেন।

৩। ঈযাজী; সাম'আনী তাকে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

৫০৮. (بَيِّنَةٌ نِيَمِيٍّ بَيِّنَةٌ مُسْلِمٍ).

৪৫৮। যিম্মীর দিয়াত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির দিয়াত।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৪৫-৪৬/৭৮০), দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ: ৩৪৩, ৩৪৯) এবং বাইহাকী (৮/১০২) আবু কুরয আল-কুরাশী সূত্রে নাফে' হতে ...বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এ ভাষায় :

হাদীসটি নাফে' হতে আবু কুরয ছাড়া অন্য কেউ মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরুক। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল মালেক ফেহরী।

যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জীবনীর মধ্যে বলেছেন : তার এ হাদীসটি সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার।

অতঃপর দারাকুতনী হাদীসটি উসামা ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। তার সমস্যা হিসাবে বলেছেন : তাতে উসমান ইবনু আদ্রির রহমান ওক্বাসী রয়েছে; তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

অতঃপর হাদীসটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন এবং তার সমস্যা হিসাবে বলেছেন : তাতে হাসান ইবনু আম্মারা রয়েছে; তিনি মাতরুক। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তিনি আরো একটি সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আবু সা'ঈদ বাক্বাল রয়েছে। বাইহাকী বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

যায়লা'ঈ (৪/৩৩৬) বলেন : তার মধ্যে লাইয়েনুন (দুর্বলতা) রয়েছে।

হাদীসটি রাফেয়ী' তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/১৯) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদে বারাকা ইবনু মুহাম্মাদ আনসারী রয়েছে, তিনি হালাবী। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর বাইহাকী যুহরীর হাদীস হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মুরসাল হওয়ার কারণে শাফেয়ী হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ যুহরীর মুরসাল মন্দ।

ইমাম মুহাম্মাদ “কিতাবুল আসার” গ্রন্থে (পৃ: ১০৪) বর্ণনা করে বলেছেন : আমাদেরকে আবু হানীফা (রহ:) খবরটি হায়সাম হতে মারফু' হিসাবে শুনিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মু'যাল। কারণ এ হায়সাম হচ্ছেন ইবনু হাবীব সাযরাফী কুফী। তিনি তাবে' তাবে'ঈ। তিনি ইকরিমা এবং আসেম ইবনু যামুরা হতে বর্ণনা করেছেন।

আবু হানীফার (রহ:) হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি তার বিবরণ গেছে ৩৯৭ নং হাদীসে।

তাকে হেফযের দিক দিয়ে বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবনু আদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার সম্পর্কে ইমামগণের সেই সব ভাষ্যগুলো উল্লেখ করছি যেগুলো সহীহ বর্ণনায় তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে পাঠকবৃন্দের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং কেউ এরূপ ধারণা ও দাবী না করে যে, আমরা ইজতিহাদ করে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলছি। যা কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে তা শুধুমাত্র জ্ঞানীজন ও বিশেষজ্ঞদের অনুসরণার্থেই করা হচ্ছে।

১। ইমাম বুখারী “তারীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৪/২/৮১০) বলেন : **“سكتوا عنه”** সাকাতু আনহু।

(হাফিয ইবনু কাসীর “মুখতাসারুল উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে (পৃ:১১৮) বলেন : ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন : সাকাতু আনহু অথবা বলেন : কীহে নায়রুন (তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে)। তখন জানতে হবে যে, তার স্তরটি তার নিকট অত্যন্ত নীচু এবং নিম্ন মানের।

হাফিয ইরাকী বলেন : এরূপ বাক্য ইমাম বুখারী সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই বলেছেন, যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন তথা গ্রহণ করেননি। দেখুন: “আর-রাফু' ওয়াত তাকমীল” (পৃ:১৮২-১৮৩)। “মাসায়েলুল ইমামে আহমাদ” গ্রন্থে (পৃ: ২১৭) মারওয়ানী বলেন : আমি বললাম, কখন কোন ব্যক্তির হাদীসকে পরিত্যাগ করা হয়? তিনি উত্তরে বললেন : যখন তার বেশী ভুল সংঘটিত হয়।)

২। ইমাম মুসলিম “আল-কুনা ওয়াল আসমা” গ্রন্থে (কাফ ৩১/১) বলেন : **“مُضْطَرَبُ الْحَدِيثِ، لَيْسَ لَهُ كَثِيرٌ حَدِيثٌ صَحِيحٌ”** তিনি মুযতারিবুল হাদীস, তার বেশী পরিমাণে সহীহ হাদীস নেই।

৩। ইমাম নাসাঈ তার “আয-যু‘যাফা ওয়াল মাতরুকীন” গ্রন্থের শেষে (পৃ: ৫৭) বলেন : “لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْعَطَلِ عَلَى قَوْلِ رَوَاتِهِ”
‘তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেশী ভুলকারী।’

৪। ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (২/৪০৩) বলেন : **“لَهُ أَحَابِيثٌ صَالِحَةٌ، وَعَامَّةٌ مَا يَرَوْنَهُ غُلَطٌ، وَتَصَاحِيفٌ، وَزَيَادَاتٌ فِي أَسَانِيدِهَا وَمَوْتُونَهَا، وَتَصَاحِيفٌ فِي الرِّجَالِ،”** তার বর্ণিত কতিপয় সহীহ হাদীস রয়েছে, তবে তার অধিকাংশ বর্ণনাই ভুল। পড়তে এবং লিখতে ভুল করা হয়েছে। সেগুলোর সনদ এবং মতনে (ভাষায়) অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পড়তে ও লিখতে ভুল করা হয়েছে। তার অধিকাংশ বর্ণনাগুলো সেরূপই। তিনি যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে ১৩ হতে ১৯টি হাদীস ছাড়া বাকীগুলো সহীহ নয়। তিনি মাশহূর ও গারীব মিলে একই ধাচের প্রায় তিনশতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যার অবস্থা এই, তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয় না।

৫। ইবনু সা'দ “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৬/২৫৬) বলেন : **“كَانَ ضَعِيفًا”** **“فِي الْحَدِيثِ”** ‘তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।’

৬। উকায়লী “আয-যু‘লাফা” গ্রন্থে (পৃ: ৪৩২) বলেন : **“حَدَّثَنَا عَبْدُ بَن**
أَحْمَد، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدِيثَ ضَعِيفٍ”
 আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার পিতাকে বলতে
 শুনেছি : আব হানীফার (রহ:) হাদীস দুর্বল।’

৭। ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত তা’দীল” গ্রন্থে (৪/১৪৫০) বলেন, হাজ্জাজ ইবনু হামযা আমাদেরকে বলেছেন, আমাদেরকে আদান ইবনু উসমান বলেছেন : **كَانَ أَبُو حَتِّيفٍ مِسْكِينًا فِي** ‘**سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولَ : كَانَ أَبُو حَتِّيفٍ مِسْكِينًا فِي** **الْحَنِينِ**’ ‘তিনি ইবনু মুবারাককে বলতে শুনেছেন : আবু হানীফা (রহ:) ছিলেন হাদীসের ক্ষেত্রে মিসকীন।’ (এ সনদ দু’টো সহীহ)।

৮। আবু হাফস ইবনু শাহীন বলেন : আবু হানীফার (রহ:) ফিকহের জ্ঞানের ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু তিনি হাদীসের বিষয়ে সন্তোষজনক ছিলেন না। কারণ সনদগুলোর জন্য রয়েছেন সমালোচক। যার জন্য তিনি কি লিখেছেন তার সনদ সম্পর্কে জানতেন না। তবে তাকে মিথ্যুক বলা হয়নি। তাকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অনুরূপ কথা এসেছে “তারিখ জুরজান” গ্রন্থের শেষ কপিতে (পৃ: ৫১০-৫১১)।

৯। ইবনু হিব্বান বলেন :

”وَكَانَ رَجُلًا جَدًّا، ظَاهِرُ الْوَرَعِ، لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ صَنَاعَتَهُ، حَدَّثَ بِمِائَةِ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا مَسَانِيدَ، مَا لَهُ حَدِيثٌ فِي الثَّنْبِ غَيْرُهَا، أَخْطَأَ مِنْهَا فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَقْلَبَ اسْتِزَادَهُ، أَوْ غَيْرَ مِثْلِهِ مِنْ حَدِيثٍ لَا يَعْلَمُ، قَلَمًا غَلَبَ خَطْوُهُ عَلَى صَوَابِهِ، اسْتَحَقَّ تَرْكَ الْإِحْتِجَاجِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ.“

‘তিনি ছিলেন একজন তাক্বিক, বাহ্যিকতায় ছিল পরহেজগারিতা, হাদীস তার কর্মের মধ্যে ছিল না। তিনি একশত ত্রিশটি মুসনাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ছাড়া দুনিয়াতে তার আর কোন হাদীস নেই। যার মধ্যে একশত বিশটিতেই তিনি ভুল করেছেন। হয় সনদ উল্টিয়ে ফেলেছেন, না হয় তার অজান্তেই মতন (ভাষা) পরিবর্তন করে ফেলেছেন। অতএব যখন তার সঠিকের চেয়ে ভুলগুলোই বেশী, তখন হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করার চেয়ে তাকে পরিত্যাগ করাই উপযোগী।’

১০। দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ: ১২৩) বলেন : আবু হানীফা (রহ:) মুসা ইবনু আবী আয়েশা হতে... {জাবের (رضي الله عنه)}-এর এ হাদীসটি মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেছেন : ”مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ؛ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً“ ‘যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাআত তার (মুজাদির) জন্য যথেষ্ট’। অথচ আবু হানীফা (রহ:) এবং হাসান ইবনু আম্মারা ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটিকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আবু হানীফা (রহ:) এবং হাসান ইবনু আম্মারা; তারা উভয়েই দুর্বল।

১১। হাকিম “মা’রিফাতু উলূমিল হাদীস” গ্রন্থে তাকে (আবু হানীফা (রহ:)) তাবে’ তাবে’ঈন এবং তাদের পরবর্তীদের মধ্য হতে সেই সব বর্ণনাকারীদের দলে উল্লেখ করেছেন যাদের হাদীস দ্বারা সহীহার মধ্যে দলীল গ্রহণ করেননি। অতঃপর তার বক্তব্য (পৃ: ২৫৬) শেষ করেছেন নিম্নের ভাষায় :

‘যে সব ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছি তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাদেরকে নির্ভরযোগ্য হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।’

১২। হাফিয আব্দুল হক ইশবীলী “আল-আহকাম” গ্রন্থে (কাফ ১৭/২) খালেদ ইবনু আলকামা সূত্রে আব্দু খায়ের হতে উল্লেখ করেছেন, তিনি আলী (رضي الله عنه) হতে রসূল (ﷺ)-এর ওয়ু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : ‘তিনি তার মাথা মাসাহ করেছেন একবার।’

অতঃপর বলেছেন : অনুরূপভাবেই খালেদ হতে হাফিযগণ বর্ণনা করেছেন। অথচ আবু হানীফা (রহ:) খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন এ ভাষায়; তিনি বলেন : ‘তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করেছেন তিনবার।’

“لَا يَحْتَاجُ بَابِي حَقِيقَةً، لِضَعْفِهِ فِي الْحَدِيثِ” হানীফার (রহ:) দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল হওয়ার কারণে।

১৩। ইবনুল জাওযী তাকে তার “আয-যু'য়াফা ওয়া মাতরুকাীন” গ্রন্থে (৩/১৬৩) উল্লেখ করেছেন এবং তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নাসাঈ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। সাওরী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাযর ইবনু শুমায়েল বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

১৪। যাহাবী “দীওয়ানুয যু'য়াফা” গ্রন্থে (কাফ ২১৫/১-২) বলেন : নু'মান (ইমাম রহ:) সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তার অধিকাংশ বর্ণনাই ভুল। পড়তে এবং লিখতে ভুল করা হয়েছে। সেগুলোর সনদ এবং মতনে (ভাষায়) অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। তবে তার কতিপয় সহীহ হাদীস রয়েছে। নাসাঈ বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও বেশী ভুল করেছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন : তার হাদীস লিখা যাবে না। দেখুন : “আর-রাফ'উ ওয়াত তাকমীল” (পৃ: ১০২)।

ইবনু মা'ঈন হতে আবু হানীফা (রহ:) সম্পর্কে একাধিক মতামত এসেছে। একবার বলেছেন : তিনি নির্ভরশীল, আবার বলেছেন : তিনি দুর্বল, আবার বলেছেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই, তিনি মিথ্যা বলেননি। আবার বলেছেন : আবু হানীফা আমাদের নিকট সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়নি।

এতে কোন সন্দেহ নেই আবু হানীফা (রহ:) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে আয়ত্ব ও স্মৃতি শক্তির সংযোগ না ঘটবে। কিন্তু তা তার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়নি বরং উল্লেখিত ইমামগণের সাক্ষ্য দ্বারা উল্টাটি সাব্যস্ত হয়েছে। তারা এমন এক জামা'আত যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বক্তব্যের অনুসরণ করার কারণে কেউ পথভ্রষ্ট হয় না। আর তার সম্পর্কে তাদের উক্ত সাক্ষ্য ও উক্তি ইমাম সাহেবের দীনদারী, সংযমশীলতা ও ফিকহের ক্ষেত্রে মানহানিকরও নয়। যেমনটি তাঁর পরবর্তী কিছু অন্ধভক্ত ধারণা করে থাকে। বহু ফাকীহ, কাযী ও নেককার সম্পর্কেই হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ তাদের মুখস্থ এবং আয়ত্ব শক্তিতে ত্রুটি থাকার কারণে সমালোচনা করেছেন। তথাপিও তা তাদের দীন ও ন্যায়পরায়নতার ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত করেছে বলে ধরা হয় না। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু আদীর রহমান ইবনে আবী লায়লা আল-কাযী, হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান আল-ফাকীহ, গুরায়েক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী এবং আব্বাদ ইবনু কাসীর ও আরো অনেকে। এমনকি ইয়াহুইয়া ইবনু সা'ঈদ কাত্তান বলেন :

‘আমরা সালেহীনদের (সৎ কর্মশীলদের) চেয়ে হাদীসের ক্ষেত্রে বেশী মিথ্যুক দেখি না।’ এটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম তার সহীহার মুকাদ্দিমাতে (১/১৩), অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

তাদের মুখে মিথ্যা প্রবাহিত হয়েছে, অথচ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেননি।

তিনি (ইমাম মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি সুফিয়ান সাওরীকে বললাম : আব্বাদ ইবনু কাসীরের সততা ও পরহেজগারিতার অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন। কিন্তু তিনি যখনই হাদীস বর্ণনা করেছেন, মহা সমস্যা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর আপনি মতামত দিয়েছেন যে, আমি যেন লোকদেরকে বলি তোমরা তার থেকে গ্রহণ করো না? সুফিয়ান বললেন : হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ বললেন : আমি যখন কোন মজলিসে থাকতাম এবং সেখানে আব্বাদ সম্পর্কে আলোচনা হতো, তখন তার ধার্মিকতার বিষয়ে প্রশংসা করতাম এবং বলতাম তার থেকে তোমরা গ্রহণ করো না।

আমি (আলাবনী) বলছি : এটিই হচ্ছে হক ও ইনসাফ ভিত্তিক কথা। এর উপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত। ফিকহের পাণ্ডিত্য এক জিনিস আর হাদীস বহন ও তার হেফয করা হচ্ছে অন্য জিনিস। প্রতিটি বিষয়ের জন্যেই রয়েছে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতগণ। কোন সন্দেহ নেই ফিকহের বিদ্যায় এবং তার বুকের ক্ষেত্রে তাঁর (আবু হানীফার) মর্যাদা সুউচ্চ।

এ কারণেই ইমাম শাফেঈ বলেছেন : ‘ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষ আবু হানীফার মুখাপেক্ষী।’

তবে তার কোন কোন গৌড়া ভক্তদের আব্বাদকে ভয় করা উচিত। যারা ইমাম দারাকুতনীকে আক্রমণ করে থাকেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ:) সম্পর্কে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এ কথা বলার কারণে। কারণ তিনি এরূপ মন্তব্যকারী একা নন। তার সাথে রয়েছেন বড় বড় বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণও যেমনভাবে আপনারা জেনেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনুল জাওযী তার “আল-মাওযু‘আত” গ্রন্থে (৩/১২৭) প্রথম সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন, দারাকুতনী বলেন : হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই। আবু কুরয হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু কুরয; তিনি মাতরুক। সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৮৯) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সম্ভবত সহীহ হাদীসের সাথে এ হাদীসটির বিরোধ হওয়ার কারণে।

রসূল (ﷺ) বলেছেন : ‘আহলে কিতাবদ্বয়ের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক, তারা হচ্ছে ইয়াহুদ ও নাসারা।’

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৬৯২-৫৭১৬), ইবনু আবী শায়বা “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১১/২৬/২) এবং সুনানের রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং বাইহাকীও বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান আখ্যা দিয়েছেন এবং ইবনু খুযায়মা বলেছেন : সহীহ; যেমনিভাবে হাফিয ইবনু হাজার “বুলুগুল মারাম” গ্রন্থে (৩/৩৪২-সুবুলুস সলাম সহ) বলেছেন।

আমার নিকটেও এ হাদীসটির সনদ হাসান। আর এ কারণেই সুযুতীর উচিত ছিল আলোচ্য হাদীসটিকে “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ না করা।

আবু দাউদেও এরূপ হাদীস এসেছে। যার শাহেদও ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১৮৮/১) এসেছে। আমি আলোচ্য হাদীসের বিপরীতে এ হাসান হাদীসটির “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (২২৫১) তাখরীজ করেছি।

৪০৭. (صَلَامٌ نُّوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الذَّهْرُ؛ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الضُّحَى).

৪৫৯। (ঈদুল) ফিতর এবং যুহার (কুরবানী) দিন বাদ দিয়ে নূহ (আ:) সারা বছর ধরে সওম পালন করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৫২৪) ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে জা'ফার ইবনু রাবী'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (কাফ ১০৮/২) বলেন :

ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বল হওয়ার কারণে সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/৮২) আবু ফারাসকে চেনা যায় না হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তা ঠিক নয়, কারণ তার নাম হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু রাবাহ আস-সাহমী মিসরী। আজালী তাকে “আস-সিকাত” গ্রন্থে (নং ১৫৭২) উল্লেখ করেছেন। তিনি তাবে'ঈ নির্ভরযোগ্য। তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকরী।

এছাড়া যদি হাদীসটি সহীহও হয়; তবুও তার উপর আমল করা জায়েয হবে না। কারণ এটি ছিল আমাদের পূর্ববর্তীদের শারী'য়াতে। সেটি আমাদের শারী'য়াত নয়। কারণ আমাদেরকে সিয়ামুদ দাহার হতে নিষেধ করা হয়েছে, যা নাসাঈ (১/৩২৪) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪৬০. (أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ كَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ).

৪৬০। যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল (ﷺ) এ কথাটি সেই সময়ে বলেছিলেন যখন তিনি যিম্মীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে এক মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আবী শায়বা (১১/২৭/১), আব্দুর রাযযাক (১৮৫১৪), আবু দাউদ “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (২০৭/২৫০), তাহাবী (২/১১১), দারাকুতনী (পৃ: ৩৪৫) ও বাইহাকী (৮/২০-২১) রাবী'য়াহ ইবনু আবী আব্দির রহমান সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বায়লামানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাহাবী মুরসাল বলে এটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং বাইহাকী এটিকে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত আমাদের ইবনু মাতার সূত্রে পৌঁছিয়েছেন। যার সনদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী এবং ইবনু বায়লামানী রয়েছেন।

দারাকুতনী বলেন : এটিকে ইব্রাহীম ছাড়া অন্য কেউ মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরুকুল হাদীস। সঠিক হচ্ছে রাবী'য়াহ ইবনুল বায়লামানীর মাধ্যমে নাবী (ﷺ) থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল বায়লামান দুর্বল। যখন তিনি মওসুল হিসাবে বর্ণনা করেন, তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব কীভাবে তার মুরসালকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়?

হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (১২/২২১) সমর্থন করেছেন।

বাইহাকী সালেহ ইবনু মুহাম্মাদের উদ্ধৃতিতে বলেন : হাদীসটি মুরসাল মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : অন্য দু'টি সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

১। একটির সনদে ইয়াহুইয়া ইবনু সলাম রয়েছেন। তিনি তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটি তাহাবী বর্ণনা করেছেন।

এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও নিতান্তই দুর্বল। ইয়াহুইয়াকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ নিতান্তই দুর্বল। বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

২। এ সনদটিতে আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব রয়েছেন। তিনি তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আদিল আযীয ইবনে সালেহ হাযরামী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটি আবু দাউদ তার “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (২০৮/২৫১) বর্ণনা করেছেন। যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৪/৩৩৬) বলেন, ইবনুল কাস্তান তার কিতাবে বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আদিল আযীয; তারা উভয়েই মাজহুল। তাদের দু'জনের জীবনী পাচ্ছি না।

অতঃপর তিনি (যায়লা'ঈ) তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সূত্রগুলো খুবই দুর্বল। এসব দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি শক্তিশালী হয় না। এছাড়া সহীহ হাদীস তার বিপরীতে থাকার কারণে হাদীসটির দুর্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। রসূল (ﷺ) বলেছেন : “لَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ” “কফিরকে হত্যার দায়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।”

হাদীসটি বুখারী (১২/২২০) ও অন্যান্য ‘আলী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিই হচ্ছে জামহূরে ওলামার মত। কিন্তু হানাফী আলেমগণ সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে আলোচ্য দুর্বল ও মুনকার হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে এসে ইনসাক করেছেন। যেমন বাইহাকী এবং

খাতীব বাগদাদীর “আল-ফাকীহ” গ্রন্থের (২/৫৭) মধ্যে এসেছে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যিয়াদের সাথে আলোচনার পর ইমাম যুফার প্রত্যাবর্তন করেন। আবু ওবায়দাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি সহীহ্ যেমনভাবে হাফিয় ইবনু হাজার বলেছেন।

উসতাদ মওদুদী তার “হুক্কুল আম্মা লি আহলিয় যিম্মা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

১। “যিম্মীর দিয়াত হচ্ছে মুসলমানের দিয়াত।” এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের মধ্যে অবহিত হয়েছেন।

২। “যিম্মীর খুন মুসলিম ব্যক্তির খুনের ন্যায়। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে, তাহলে তার থেকে তার জন্য কিসাস নেয়া হবে, যেমনভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে কিসাস নেয়া হতো।”

এ হাদীসটি দারাকুতনীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। যেটির সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দারাকুতনী নিজেই এটিকে দুর্বল বলেছেন।

অতঃপর তিনি কতিপয় আসার তিন খালীফা হতে বর্ণনা করেছেন; উমার, উসমান ও আলী (রাঃ) থেকে।

উমার (রাঃ) হতে ইব্রাহীম নাখঈর বর্ণনায় একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানু বাকরের এক ব্যক্তি কর্তৃক এক যিম্মীকে হত্যার দায়ে কাতিলকে উমার (রাঃ) মাকতুলের অভিভাবকদের নিকট তুলে দিতে বলেছিলেন এবং তাই করা হয়েছিল। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি সহীহ্ নয়। কারণ ইব্রাহীম নাখঈর উমার (রাঃ)-এর যুগকে পাননি।

এটি আব্দুর রাযযাক তার “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে সংক্ষেপে (১০/১০১/১৮৫১৫) এবং বাইহাকী “আল-মা'রিফাত” গ্রন্থে পুরোটাই বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “নাসবুর রাযা” গ্রন্থে (৪/৩৩৭) এসেছে। বাইহাকীর সনদে আবু হানীফা (রহঃ) রয়েছে। তার অবস্থা সম্পর্কে আপনারা একটি হাদীস পূর্বে অবহিত হয়েছেন।

এটি মওসূল হিসাবে অন্য সূত্র হতে এসেছে। তবে ভাষায় কিছু বেশী আছে যা দলীল গ্রহণ করাকে নষ্ট করে দেয়, যদি সেটি সহীহ্ হত। কারণ তাতে বলা হয়েছে : উমার (রাঃ) দিয়াত দিতে বলেছেন। হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এটি তাহাবী (২/১১২) বর্ণনা করেছেন।

উসমান (রাঃ)-এর আসার; দীর্ঘ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, উমার (রাঃ)-কে হত্যাকারী আবু লুলুওয়াকে হত্যার জন্য তাঁর ছেলে ওবায়দুল্লাহ আবু লুলুওয়ার ছোট মেয়ের নিকট যান। সে ছিল ইসলামের দাবীদার। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সাথে হুরমুযান ও যুফায়নাকে (সে নাসরানী ছিল)

হত্যা করেন। ঘটনা উসমান (رضي الله عنه)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি এ বিষয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করেন। যাতে তারা সকলে তাকে কিসাস হিসাবে হত্যার সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু লোকদের মাঝে বেশী হট্টগোল দেখা দিলে, তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। যার ফলে দু'ব্যক্তি এবং এক মেয়ের দিয়াত দেয়া হয়।

এটি তাহাবী “শারহ্ মা'যানীল আসার” গ্রন্থে (২/১১১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ রয়েছে। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

কিন্তু ইবনু সা'দ “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৩/১/২৫৬-২৫৮) অন্য সূত্রে সহীহ সনদে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। যার বাহ্যিকতা প্রমাণ করেছে যে, এটি মুরসাল। কারণ উমার (رضي الله عنه) কে হত্যা করার সময় সে (সাঈদ) ছিল ছোট। তার বয়স তখন নয় বছরেরও কম। যার বয়স এত কম সে কীভাবে এরূপ সংবাদ শিক্ষা নিতে পারে?

যাই হোক যিশী হত্যার দায়ে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঘটনাটি এমন নয়। কারণ তিনি যুফায়না নাসরানীর সাথে আরো দু'জন মুসলমানকে হত্যা করেন। আবু লুলুয়ার মেয়ে এবং হুরমুযানকে। হুরমুযান ছিল একজন মুসলিম, যেমনভাবে বাইহাকীর বর্ণনায় এসেছে। অতএব তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল দু'জন মুসলিমকে হত্যার জন্যে। সেই নাসরানীকে হত্যার দায়ে নয়।

আলী (رضي الله عنه) হতে যে আসারটি এসেছে; সেটি উমার (رضي الله عنه)-এর আসারের ন্যায়। তাতে মাকতুলের [নিহতের] ভাই হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন...।

এটির সনদটি দুর্বল। যায়লাঈ (৪/৩৩৭) এবং অন্যরা এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার আসারটির সমস্যায় বলেছেন : তাতে হুসাইন ইবনু মায়মুন রয়েছে। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তশালী নন।

বুখারী তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে আরো রয়েছে কায়স ইবনু রাবী', তিনিও দুর্বল।

তার পরেও এটি সহীহ হাদীস বিরোধী, যেটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

٤٦١. (النِّسَاءُ لَعَبٌ فَتُخَيَّرُوا).

৪৬১। নারীরা হচ্ছে খেলনার পাত্র, অতএব তোমরা তাদের বাছাই করে নাও।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হাকিম তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে এবং তার থেকে দাইলামী মু'য়াল্লাক হিসাবে (৩/১১০) ইবনু লাহী'য়ার সূত্রে আহওয়াস ইবনু হাকীম হতে...মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সূযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/১৮৯) হাদীসটি অনুরূপ অর্থে আলী (رضي الله عنه)-এর হাদীসের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : এটি সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : সুযুতী অভ্যাসগতভাবে এ শাহেদটির ব্যাপারে চূপ থেকেছেন, অথচ সেটি নিতান্তই দুর্বল। তাতে তিনটি সমস্যা রয়েছে :

ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বলতায় প্রসিদ্ধ।

আহওয়াস; তার সম্পর্কে ইবনু মা'জিন এবং ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি কিছুই না।

তার পরেও এটি হচ্ছে 'মুনকাতি'। আহওয়াস এবং আম্বরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

এ জন্যে ইবনু আররাক (২/২২৬) বলেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটি দুর্বল ও মুনকার হওয়ার প্রমাণ বহন করেছে নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত এ হাদীসটি "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" 'নারীরা হচ্ছে পুরুষদের সহোদর।' সহীহ আবু দাউদ : (২৩৪)।

৬৭২. (إِنَّمَا النِّسَاءُ لَعَبٌ، فَمَنْ اخْتَذَ لَعِبَةً؛ فَلْيَحْضِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْضِنْهَا).

৪৬২। মেয়েরা হচ্ছে খেলনার পাত্র। অতএব যে ব্যক্তি খেলনা গ্রহণ করবে, সে তার সাথে উত্তম আচরণ করবে অথবা তাকে ভালভাবে গ্রহণ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হারিস ইবনু আবু উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (পৃ: ১১৬) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ এবং যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ রয়েছেন...

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদটি তিনটি কারণে দুর্বল :

এটি মুরসাল; কারণ আবু বাক্র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আনসারী একজন তাবেঈ। তিনি ১২০ সালে মারা যান।

যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ খুরাসানী শামী; তিনি দুর্বল।

এছাড়া বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু ইয়াযীদকে চিনি না। তিনি যদি ইবনু ওয়ারতানীস মিসরী হন, তাহলে তিনি দুর্বল।

৬৭৩. (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُثْرُ، وَفِيمَا سَقَىٰ بَنُضْحٍ أَوْ غَرَبٍ نِصْفُ الْعُثْرِ؛ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ).

৪৬৩। আসমান যে যমীনে পানি (বৃষ্টি) দিবে তাতে উৎপন্ন শয্যে দশমাংশ, আর যে যমীনে সেচের মাধ্যমে (উট ব্যবহারের দ্বারা) বা বাষ্টি দিয়ে পানি দেয়া হয়েছে তাতে উৎপন্ন শয্যে বিশমাংশ যাকাত দিতে হবে। উৎপন্ন শয্য কম হোক আর বেশী হোক কোন পার্থক্য নেই।

হাদীসটি এ বর্ধিত অংশের কারণে "فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ" জাল।

এটি আবু মুতী' আল-বালখী আবু হানীফা (রহ:) হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আবু আইয়াশ হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি বানোয়াট। আবু মতী' বালখীর নাম হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ, তিনি আবু হানীফার (রহ:) সাথী। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি ছিলেন মিথ্যুক।

জুযজানী বলেন : তিনি ছিলেন মুরজিয়া সম্প্রদায়ের হাদীস জালকারী নেতাদের একজন।

তাকে ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। যাহাবী তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আবান ইবনু আবী আইয়াশও মিথ্যার দোষে দোষী।

যায়লা'ঈ হাদীসটি “নাসবুর রায়্য” গ্রন্থের মধ্যে (২/৩৮৫) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : ইবনুল জাওযী “আত-তাহকীক” গ্রন্থে বলেন : হানাফীরা আবু হানীফা (রহ:) হতে যে সব হাদীস আবু মুতী' বালখী বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এ সনদটি কোন বস্তুরই সমতুল্য নয়। আবু মুতী' সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না। আহমাদ বলেন : তার থেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। আবু দাউদ বলেন : মুহাদ্দিসগণ তার হাদীসকে পরিত্যাগ করেছেন। আবানও নিতান্তই দুর্বল। তাকে শু'বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে শু'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

ইমাম বুখারী যে হাদীসটি তার সহীহার মধ্যে ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে ‘উৎপন্ন’ শব্দ কম হোক আর বেশী হোক কোন পার্থক্য নেই’ এ অংশটুকু বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, সেটি আলোচ্য হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। অনুরূপভাবে মুসলিম জাবের (رضي الله عنه) হতে এবং তিরমিযী আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (৭৯৯) আমি এটির তাখরীজ করেছি।

এ বর্ণিত অংশটুকু যে বাতিল তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ বাতিল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে বুখারী এবং মুসলিম বর্ণিত রসূল (ﷺ)-এর এ বাণী : “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” ‘পাঁচ অসাকের নিচে কোন সাদাকা (যাকাত) নেই।’ এটিরও “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে (৮০০) তাখরীজ করেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ এ সহীহ হাদীস গ্রহণ করে তার শাইখ আবু হানীফা (রহ:) -এর বিরোধিতা করেছেন। যেমনটি তিনি “কিতাবুল আসার” গ্রন্থে (পৃ: ৫২) এবং “মুওয়াত্তার” মধ্যে (পৃ: ১৬৯) স্পষ্টভাবে বলেছেন।

যা বান্দাদের উপর ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিব করে দেয়া হচ্ছে দুর্বল হাদীসের একটি মন্দ দিক। এ হাদীসটি তারও প্রমাণ বহন করছে।

৬১৬. (الإِيمَانُ مُثَبِّتٌ فِي الْقَلْبِ كَالْحَيَالِ الرَّوَاسِي، وَرِيَادَتُهُ وَتَفْصُؤُهُ كَقَرٍّ).

৪৬৪। ইমান অন্তরে স্থায়ী পর্বতমালায় ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। তার বৃদ্ধি হওয়া ও কমে যাওয়া কুফরী।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (২/১০৩) উসমান ইবনু আদিল্লাহ ইবনে আমর উমুবির জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান এবং (তার অনুসরণ করে) যাহাবী বলেন :

এ হাদীসটি আবু মুতী' হাম্মাদের উপর জাল করেছেন এবং তার থেকে চুরি করেছেন এ শাইখ (উসমান ইবনু আদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনে উসমান)। তিনি খুরাসানে এসেছিলেন, অতঃপর তাদের নিকট লায়স এবং মালেক হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের উপর হাদীস জাল করতেন। সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ছাড়া তার হাদীস লিখাই হালাল নয়।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে “আল-লিসান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

এ আবু মুতী' হচ্ছেন সেই বালখী যিনি আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাথী। পূর্বের হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু'আত” গ্রন্থে (১/১৩১) হাকিমের বর্ণনায় আবু মুতী'র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন :

এটি বানোয়াট। আবু মুতী' হচ্ছেন হাকাম ইবনু আদিল্লাহ, তিনি মিথ্যুক। আবু মুহাযেযমও একই রকম। তার থেকে চুরি করেছেন উসমান ইবনু আদিল্লাহ ইবনে আমর ইবনে উসমান ইবনে আফ্ফান, তিনিও জালকারী মিথ্যুক। হাকিম বলেন : সনদটিতে বহু অঙ্ককার রয়েছে এবং হাদীসটি বাতিল। এর জন্য দায়ী আবু মুতী'। তার থেকে চুরি করেছেন উসমান, অতঃপর হাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৩৮) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি ঈমান বাড়ার বিষয়ে বহু সুস্পষ্ট আয়াত বিরোধী।

যেমন সূরা ফাতাহের ৪ নং আয়াত এবং সূরা আনফালের ২ নং আয়াত।

৬১৭. (إِنَّ لُغَةَ إِسْمَاعِيلَ كَانَتْ قَدْ تَرَسَّتْ، فَلَتَنِي بِهَا جَبْرِيلُ، فَحَفِظْتُهَا).

৪৬৫। ইসমাইলের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। আমার নিকট জিবরীল তা নিয়ে আসেন, অতঃপর আমি তা হেফয করি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম “মা’রিফাতু উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে (পৃ: ১১৬) আলী ইবনু খাসরাম সূত্রে ‘আলী ইবনু হুসাইন হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা আলী ইবনু হুসাইন এবং উমার (رضي الله عنه)-এর মধ্যে।

হাদীসটিকে হাকিম এবং অনুরূপভাবে গাতরীফ মওসূল হিসাবে তার “জুযউ” গ্রন্থে (পাতা ৪/২) হামেদ (এর স্থলে জুযউ গাতরীফ গ্রন্থে: হাম্মাদ এসেছে) ইবনু আবী হামযা সাকারীর সূত্রে ...উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হামেদ অথবা হাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না। তার পিতা আবু হামযা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন। তার জীবনী রচয়িতাগণ তার থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে তার ছেলের নাম উল্লেখ করেননি।

ইবনু আসাকির বলেন : হাদীসটি গারীব রোগাক্রান্ত।

৪৬৬. (عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَاتِبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

৪৬৬। আমার উম্মাতের আলেমগণ বানি ইসরাইলের নাবীগণের ন্যায়।

সকল আলেমের এক্যমতে এটির কোন ভিত্তি নেই।

পথত্রুট কাদিয়ানী সম্প্রদায় নাবী (ﷺ)-এর পরে নবুয়াত অবশিষ্ট থাকার প্রমাণ হিসাবে এটির দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। যদি সহীহ হত তাহলে তাদের বিপক্ষে এটি দলীল হত। যেমনটি একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪৬৭. (مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا

فِي الْجَنَّةِ).

৪৬৭। যে ব্যক্তি মাগরীব এবং এশার মধ্যে বিশ রাকাত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/৪১৪) এবং ইবনু শাহীন “আত-তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থে (কাফ ১৭২/১, ২৭৭-২৭৮) ইয়াকুব ইবনু ওয়ালীদ মাদীনীর সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” গ্রন্থে (কাফ ৮৫/১) বলেন :

এটির সনদে ইয়াকুব ইবনুল ওয়ালীদ রয়েছে। তিনি দুর্বল এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি বড় বড় মিথ্যাকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হাদীস জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মাঈন এবং আবু হাতিমও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সুযুতী তার এ হাদীসটিকে “জামেউ’স সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

জেনে রাখুন : মাগরীব এবং এশার মধ্যে রাকা‘য়াতের সংখ্যা উল্লেখ করে সলাত আদায়ে উৎসাহিত করে যে সব হাদীস এসেছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। বরং একটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। এ সময়ে রসূল (ﷺ) রাকা‘য়াতের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে সলাত আদায় করেছেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাঁর বাণী হিসাবে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই দুর্বল। তার উপর আমল করা জায়েয হবে না।

৬৭৮. (مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَنْكُمَ؛ غُفِرَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ خَمْسِينَ سَنَةً).

৪৬৮। যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাকা‘য়াত সলাত আদায় করবে; তা দ্বারা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু নাসর “কিয়ামুল্লাইল” গ্রন্থে (পৃ: ৩৩) মুহাম্মাদ ইবনু গায়ুওয়ান দামেস্কী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম তার “আল-ইলাল” গ্রন্থে এ সূত্রেই (১/৭৮) উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন :

আবু যুর‘য়াহ বলেন : তোমরা এ হাদীসটিকে গ্রহণ কর। কারণ এটি বানোয়াট হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মাদ ইবনু গায়ুওয়ান দামেস্কী মুনকারুল হাদীস।

৬৭৯. (مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَنْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ يَسْأَلُ؛ غُفِرَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثَلَاثِي عَشْرَةَ سَنَةً).

৪৬৯। যে ব্যক্তি মাগরীবের পরে ছয় রাকা‘য়াত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায় যে, সে তার মাঝে কোন মন্দ কথা বলবে না। এ সলাত তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সমতুল্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (২/২৯৯), ইবনু মাজাহ (১/৩৫৫, ৪১৫) এবং ইবনু নাসর (পৃ: ৩৩), ইবনু শাহীন “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/২৭২), মুখাল্লেস “আল-ফাওয়ায়েদুল মুত্তাকাত” গ্রন্থে (৮/৩৪/১), আসকারী “মুসনাদু আবী হুরাইরাহ” গ্রন্থে (১/৭১) এবং ইবনু সাম‘উন ওয়ায়েয “আল-আমালী” গ্রন্থে (১/৬১/২) উমার ইবনু আবী খাসয়াম সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। এটিকে উমার ইবনু আবী খাসয়াম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে চিনি না। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি : উমার ইবনু আবী খাসয়াম মুনকারুল হাদীস। তাকে তিনি নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন : তার দু'টি মুনকার হাদীস রয়েছে, সে দু'টোর এটি একটি।

৪৭০. (الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ).

৪৭০। প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) শুষ্ক করতে হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ: ১৫৭) বাকিয়া সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু খালেদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দিল আযীয হতে এবং তিনি তামীমুদ দারেমী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী তার দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : উমার ইবনু আব্দিল আযীয তামীমুদ দারেমী হতে শুনেছেন এবং তিনি তাকে দেখেনও নি। এ দুই ইয়াযীদ মাজহুল।

যায়লাঈ “নাসবুর রায়” গ্রন্থে (১/৩৭) তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বাকিয়া মুদাল্লিস আনু আনু শব্দে বর্ণনা করেছেন। এটি আরেকটি দোষ।

আব্দুল হক “আল-আহকাম” গ্রন্থে (কাফ (১৩/২) বলেন : এটির সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)।

হাদীসটি ইবনু আদী আহমাদ ইবনু ফারাজের জীবনীতে বাকিয়া ...হতে বর্ণনা করেছেন। যায়লাঈ বলেন :

ইবনু আদী বলেছেন : আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্য কারো মাধ্যমে চিনি না। আর তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু লিখা যায়। কারণ লোকদের নিকট সে দুর্বল হলেও তার হাদীস হাদীস হিসাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে বলেন : আহমাদ ইবনু ফারাজ থেকে আমরা লিখেছি, আমাদের নিকট তার অবস্থান সত্যবাদী হিসাবে।

আমি (আলবানী) বলছি : আহমাদ ইবনু ফারাজ হচ্ছেন হিমসী। হিজাজী হচ্ছে তার উপাধী। তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনিও হিমসী, অতএব তিনি তার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেন :

তিনি মিথ্যুক, তার নিকট বাকিয়ার হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং তাতে তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে বেশী মিথ্যুক...।

অতঃপর তিনি তাকে তার ভাষায় মদ পান করার দোষে দোষী করেছেন। যা খাতিব বাগদাদী (৪/২৪১) বর্ণনা করেছেন এবং তার শেষে বলেছেন : আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপভাবে তার সম্পর্কে যারা জানেন তারাও তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব কীভাবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (কাফ ৪৪/১) বলেছেন : ... এ হাদীসটি (বাকিয়া সূত্রে) শু'বা হতে বাতিল।

হক কথা এই যে, রক্ত বের হলে ওয়ু ওয়াজিব হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, যা বর্ণিত হয়নি তা হতে বেঁচে চলা ও মুক্ত থাকাই হচ্ছে আসল। যেমনভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শাওকানী ও অন্যান্যরা। রক্ত বের হলে ওয়ু নষ্ট হয় না এটিই হিজাজীদের এবং মদীনার সাত ফাকীহগণের এবং তাদের পূর্ববর্তীদেরও সিদ্ধান্ত।

ইবনু আবী শায়বা “আল-মুসান্নাফ” গ্রন্থে (১/৯২) এবং বাইহাকী (১/১৪১) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন :

‘ইবনু উমার তার চেহারার ব্রন (ছোট ফোঁড়া) টিপ দিলে কিছু রক্ত বের হয়ে যায়। তিনি তা তার দুই আংগুলের মধ্যে ঘষে ফেলেন। অতঃপর ওয়ু না করে সলাত আদায় করেন।’

ইবনু আবী শায়বা আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (رضي الله عنه) হতে সহীহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি তার সলাতের মধ্যে রক্ত থুথু ফেলেন তার পরেও সলাত অব্যাহত রাখেন।

দেখুন : “সহীহুল বুখারী কতহুল বারী সহ” (১/২২২-২২৪) এবং “মুখতাসার বুখারীর” (১/৫৭) উপর আমার টীকায়।

৪৭১. (ابن الله أن يجعل للبلاء سلطاناً على بدن عبده المؤمن).

৪৭১। আব্দাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার শরীরে বিপদের উদ্দেশ্যে কোন বাদশাকে নিয়োগ দিয়েছেন তা অস্বীকার করেছেন।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/৭৯-৮০) কাসেম ইবনু ইব্রাহীম ইবনে আহমাদ মালাতী সূত্রে আবু উমাইয়া মুবারাক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সুন্নতী “জামেউ’স সাগীর” গ্রন্থে আবু নু’রায়িম কর্তৃক “আল-মা’রিফাত” গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, প্রথম সনদটি মুরসাল। যাতে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব রিব'ঈ রয়েছে। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন :

তিনি প্রসিদ্ধ খবর বর্ণনাকারী, কিন্তু দুর্বল। হাকিম বলেন : তিনি যাহেবুল হাদীস। তিনি আরো বলেছেন : তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হালাল। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি খবরগুলো উল্টা পাঁটা করে ফেলতেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানাবী বলেন : কাযা'ঈর সনদে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ রয়েছে। যাহাবী তাকে “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি, শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার কথা হতে মনে হতে পারে যে, কাযা'ঈর “মুসনাদ” গ্রন্থে ইবনু শাবীব নেই, এমনটি নয়। সতর্কতা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ তিনিও আছেন।

ইমাম আহমাদ “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (১৩/১১/১) সহীহ সনদে মু'য়ায (رضي الله عنه) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মারফু' হিসাবে বাতিল। কারণ মারফু' হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন মিথ্যার দোষে দোষী।

আবু কাতাদা তার মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু মু'য়াযকে (رضي الله عنه) উল্লেখ করেননি, যার জন্য সেটি মুরসাল।

এ আবু কাতাদার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াক্কেদ; তিনি মাতরক। যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন। অতএব এ মুতাবা'য়াতের কোন মূল্য নেই।

অন্য একটি সূত্রে হাদীসটির মুতাবা'য়াত করা হয়েছে কিন্তু সেটির সনদে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আবু মাস'উদ আসকারী, তিনি মাজহুল।

٤٧٣. (الدِّينُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ عَبْدًا وَضْعَهُ فِي عَقْبِهِ).

৪৭৩। ঋণ হচ্ছে যমীনের মধ্যে আল্লাহর ঋণ। যখন আল্লাহ কাউকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করেন তখন তার কাঁধে তা (ঋণ) চাপিয়ে দেন।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু বাকর আশ-শাফে'ঈ “আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (১৩/৯৩/২), হাকিম (২/২৪) এবং দাইলামী (২/১৫০) বিশ'র ইবনু ওবায়দ আদ-দারেসী সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর (হাকিম) বলেন : মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ বিশ্বর মুসলিমের বর্ণনাকারী নন। ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। এ জন্য মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (৩/৩২) এবং যাহাবী “আত-তালখীস” গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন :

বিশ্বর ইবনু ওবায়দ দারেসী খুবই দুর্বল।

মানাবী বলেন : সহীহ কোথা হতে? যার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেছেন : তিনি ইমামদের নিকট মুনকারুল হাদীস এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে খুবই দুর্বল।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীস “আল-মীযান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর বলেছেন : সেগুলো সহীহ নয়।

অতঃপর তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এটি জাল।

আমি (আলবানী) এ হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করছি না।

৪৭৬. (الدِّينُ يُنْقِصُ مِنَ الدِّينِ وَالْحَسْبُ).

৪৭৪। ঋণ ধর্ম ও বংশ মর্যাদাতে ক্রটি আনয়ন করে।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী (২/১৫২) আবুশ শায়খের সূত্রে হাকাম ইবনু আদিল্লাহ উবুল্লী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

দাইলামীর উদ্ধৃতিতে “জামে’উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : সনদে হাকাম ইবনু আদিল্লাহ উবুল্লী রয়েছেন। যাহাবী তার সম্পর্কে “আয-যু’য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরুক, জাল করার দোষে দোষী।

৪৭৫. (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، مَنْ نَصَحَهُ هُدًى، وَمَنْ غَشَّاهُ ضَلَالٌ).

৪৭৫। বাদশা হচ্ছে আল্লাহর রমানে তাঁর ছায়া। যে তাকে নসীহত করবে, সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর যে তার সাথে প্রতারণা করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নুয়াইম “ফাযীলাতুল আদেলীন” গ্রন্থে (পাতা ২২৬/১-৬০ হতে) ইয়াহইয়া ইবনু মায়মুন সূত্রে ...আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনুল মুহায্জার সূত্রে ...আনাস (رضي الله عنه) হতেও মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদ দু’টি বানোয়াট :

১। প্রথমটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মায়মুন রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আতা বাসরী। দারাকুতনী এবং অন্যরা তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাতরুক।

ফাল্লাস ও অন্যরা বলেন : তিনি মিথ্যুক ছিলেন।

২। দ্বিতীয়টিতে দাউদ ইবনু মুহাব্বার রয়েছেন। তিনিও মিথ্যার দোষে দোষী। তার সূত্রেই উকায়লী “আয-যু‘রাফা” গ্রন্থে (৩৫৮) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : (সনদের এক বর্ণনাকারী) উকবা বর্ণনা কারার ক্ষেত্রে মাজহুল। তার হাদীস মুনকার, মাহফূয নয়। তাকে এ হাদীসের মাধ্যমেই চেনা যায়। তার মত দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার মুতাবা‘য়াত করেননি।

বাইহাকীর “আশ-শু‘রাব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে সুযুতী “জামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে আনাস (رضي الله عنه) হতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : তাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস কুরাশী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন কুদায়মী। তাকে ইবনু আদী হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। যাহাবী “আয-যু‘রাফা” গ্রন্থে বলেছেন : আমার নিকট তার অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

৪৭৬. (مَنْ قَرَأَ رُبْعَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ رُبْعَ الثُّبُوءِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ ثُلُثُ الثُّبُوءِ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلَاثِي الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ أُوتِيَ ثُلَاثِي الثُّبُوءِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ فَقَدْ أُوتِيَ الثُّبُوءَ).

৪৭৬। যে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক চতুর্থাংশ নবুওয়্যাত দেয়া হবে। যে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে এক তৃতীয়াংশ নবুওয়্যাত দেয়া হবে। যে দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করবে, তাকে দুই তৃতীয়াংশ নবুওয়্যাত দেয়া হবে এবং যে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করবে, তাকে সম্পূর্ণ নবুওয়্যাত দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু বাকুর আজুরী “আদাবু হামালাতীল কুরআন” গ্রন্থে (পাতা: ১৩৫) মাসলামা ইবনু আলী সূত্রে যারোদ ইবনু ওয়াকিদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

মাসলামা ইবনু ‘আলী মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তার “আল-মাওযু‘আত” (১/২৫২) গ্রন্থে এক চতুর্থাংশ বাক্যটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি সহীহ নয়। বর্ণনাকারী বিশ্র ইবনু নুমায়ের মাতরুক। ইয়াহইয়া ইবনু মা‘ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক।

সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে (১/৩৪৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন :

হাদীসটি ইবনুল আযারী “কিতাবুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা” গ্রন্থে এবং বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ বিশ্ব হচ্চেন ইবনু মাজাহর বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মাজাহ তার কিতাবে মিথ্যুকদের হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিছু পূর্বেই তার এরূপ একটি হাদীস আলোচিত হয়েছে। যার একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন : তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের একজন।

সুযুতী ইবনু উমারের হাদীস হতেও একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যাতে কাসেম ইবনু ইব্রাহীম মালাতী রয়েছেন। সুযুতী নিজেই বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

আমি (আলবানী) বলছি : তাহলে হাদীসটি উল্লেখ করে কী লাভ হলো? তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

যাহাবী বলেন : তিনি এমন এক সমস্যা নিয়ে এসেছেন যা বহনযোগ্য নয়।

রসূল (ﷺ) মিরাজের রাতে তার প্রতিপালককে দেখেছেন, দেখেছেন সব কিছু এমনকি তার তাজও! ...। পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করার পর যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : এটি বাতিল, এটির ভ্রষ্টতা পূর্বেরটির ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি এবং এটির ন্যায় অন্য হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাদীস শাস্ত্রে সুযুতী এবং যাহাবীর মাঝে পার্থক্য কতটুকু।

সুযুতী আরেকটি শাহেদ তাম্মাম ইবনু নাযীহ সূত্রে হাসান হতে মারফু' হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি চূপ থেকেছেন।

এ সূত্রটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তাতে তাম্মাম রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

৴৷৷. (كثرة الحجاج والغفرة تمنع الغيلة).

৪৭৭। বেশী বেশী হজ্জ ও উমরাহ পালন পরিবারকে নিষিদ্ধ করে দেয়।

হাদীসটি জাল।

এটি মাহামেলী “আল-আমানীর” ষষ্ঠ খণ্ডে (পাতা ২৭৮/১/৬৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে আরো রয়েছে খালিদ ইবনু ইয়াস।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীব মিথ্যার দোষে দোষী, যেমনভাবে পূর্বে গেছে।

খালিদ ইবনু ইয়াসও অনুরূপ। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান “আয-যু'য়াফা” গ্রন্থে (১/২৭৯) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনটি হৃদয়ে অগ্রণী হবে যে, তিনি নিজেই তার জালকারী। তার হাদীস আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া লিখা যাবে না।

হাকিম বলেন : তিনি ইবনুল মুনকাদীর, হিশাম ইবনু উরওয়া এবং মাকবুরী হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু সাঈদ নাক্বাশ অনুরূপ কথাই বলেছেন। এছাড়া সকল ইমাম তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ভুল করেছেন। এ জন্যে আমি যা উল্লেখ করেছি তা দ্বারা মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

৪৭৮. (لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنْ نَحَتَ الْبَحْرَ نَارًا، وَنَحَتَ النَّارَ بَحْرًا).

৪৭৮। হজ্জ অথবা উমরাকারী অথবা আল্লাহর পথের যুদ্ধকারী ছাড়া কেউ সমুদ্রে ভ্রমণ করবে না। কারণ সমুদ্রের নিচে রয়েছে আগুন আর আগুনের নিচে রয়েছে সমুদ্র।

হাদীসটি মুনকার।

এটি আবু দাউদ (১/৩৮৯), আল-খাতীব “আত-তালখীস” গ্রন্থে (১/৭৮) এবং তার থেকে বাইহাকী (৪/৩৩৪) বিশ্র আবু আব্দিল্লাহ সূত্রে বাশীর ইবনু মুসলিম হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-খাতীব বলেন :

আহমাদ বলেছেন : হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সনদ দুর্বল। তাতে জাহালাত [অপরিচিত বর্ণনাকারী] রয়েছে এবং ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

যাহালাত; হাকিম ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বিশ্র এবং বাশীরের জীবনীতে বলেছেন : তারা দু'জন মাজহুল [অপরিচিত]।

অনুরূপ এসেছে “আল-মীযান” গ্রন্থেও।

বিশ্রের মুতাবা'য়াত করেছেন মাতরাফ ইবনু তুরাইফ বাশীর ইবনু মুসলিম হতে। যেটি বুখারী “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১/২/১০৪) এবং আবু.উসমান আন-নুজায়রেমী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৫/১) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাশীর জাহালাত হতে নিরাপদ হননি। যার জন্য ইমাম বুখারী পরক্ষণেই বলেছেন : তার হাদীসটি সহীহ নয়।

ইযতিরাব; সেটি মুনযেরী “মুখতাসারুস সুনান” গ্রন্থে (৩/৩৫৯) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাদীসটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে তাকে (মাতরাককে) উল্লেখ করে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার ইযতিরাবও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তার হাদীসটি সহীহ নয়।

খাতাবী বলেন : মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু মুলাক্কান “আল-খুলাসা” গ্রন্থে (১/৭৩) বলেন :

হাদীসটি ইমামদের ঐক্যমতে দুর্বল। বুখারী বলেন : হাদীসটি সহীহ নয়। আহমাদ বলেন : হাদীসটি গারীব। আবু দাউদ বলেন : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মাজহুল। খাতাবী বলেন : হাদীসটির সনদকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।

আব্দুল হক (২/২০৭) বলেন :

আবু দাউদ বলেছেন : এ হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। বিশুর এবং বাশীর দু'জনই মাজহুল।

৪৭৭. (لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا غَزَاَوْ حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ).

৪৭৯। যোদ্ধা বা হজ্জ বা উমরাকারী ছাড়া কেউ সমুদ্র ভ্রমণ করবে না।

হাদীসটি মুনকার।

এটি হারিস ইবনু আবী উমামাহ (পৃ: ৯০) খালীল ইবনু জাকারিয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটিকে শক্তি যোগায় না। কারণ হাদীসটির সনদ এ খালীলের কারণে নিতান্তই দুর্বল।

ইবনুস সাকান বলেন : তিনি ইবনু আউন এবং হাবীব ইবনুশ শহীদ হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেননি।

উকায়লী বলেন : তিনি নির্ভরশীলদের থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরাক।

৪৮০. (مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ؛ كَتَبَ لَهُ بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ).

৪৮০। যে ব্যক্তি বুধ ও বৃহস্পতিবারে সওম পালন করবে, তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবু ই'য়ালা ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং মুনযেরী হাদীসটিকে “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/৮২) দুর্বল বলেছেন। হায়সামী তার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন (৩/১৯৮) :

এটির সনদে আবু বাকর ইবনু আবী মারইয়াম রয়েছে, তিনি দুর্বল।

অতঃপর আমি (আলবানী) তার সনদটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, তাতে তিনটি রোগ পেয়েছি : অন্য এক বর্ণনাকারীও দুর্বল।

এটি বাকিয়া কর্তৃক আনু আনু শব্দে বর্ণিত। তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস।

ইবনু আবী মারইয়ামের ইয়তিরাব তার সনদে রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্রই আসবে।

. ৪৮১. (أَكَلَ الشَّمْرَ أَمَانٌ مِنَ الْفَوَاحِشِ).

৪৮১। উদ্ভিত বিশেষ খাওয়া নিরাপত্তা দেয় কুলোনজ রোগ হতে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম আসবাহানী “আত-তিব্ব” গ্রন্থে (কাফ ১৩৯/১) আবু নাসর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ সুত্রে মুসা ইবনু ইব্রাহীম হতে এবং তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহুইয়া হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি জাল। কারণ ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহুইয়া হচ্ছেন আসলামী, তিনি মিথ্যুক। তাকে একদল ইমাম স্পষ্টভাবে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমন ইয়াহুইয়া ইবনু সা'ঈদ, ইবনু মা'ঈন, ইবনুল মাদীনী, ইবনু হিষান ও আরো অনেকে। তা সত্ত্বেও ইমাম শাফে'ঈ তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইসহাক ইবনু রাহওয়াই তা ইনকার করেছেন, যেমনভাবে ইবনু আবী হাতিম “আদাবুশ শাফে'ঈ” গ্রন্থে (পৃ: ১৭৮) বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম অন্য একস্থানে বলেন (২২৩) : শাফে'ঈর নিকট স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি মিথ্যা বলতেন।

বায্বার বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। তার জন্য মাসআলা জাল করা হত আর তিনি তার জন্য সনদ জাল করতেন। তিনি ছিলেন কাদরিয়া...।

আমি (আলবানী) বলছি : তার নিচের দু' বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না এবং সালেহু মাওলা তুয়ামা দুর্বল।

অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, হতে পারে মুসা ইবনু ইব্রাহীম হচ্ছেন আবু ইমরান মারওয়াযী। তা যদি হয় তাহলে তিনিও মিথ্যার দোষে দোষী।

. ৪৮২. (غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ أَمَانٌ مِنَ

الضُّدَاعِ).

৪৮২। বাথরুম হতে বের হওয়ার পর ঠান্ডা পানি দিয়ে দু' পা ধৌত করলে মাথা ব্যাথা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নু'য়াইম “আত-তিব্ব” গ্রন্থে আবু নাসর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে পূর্বের উল্লেখিত হাদীসটির সনদে বর্ণনা করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, সেটি জাল।

এটি এবং পূর্বেরটিকে সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিগু করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী হাদীস দু'টি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। সম্ভবত সনদটি সম্পর্কে অবহিত হননি।

৪৮৩. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ).

৪৮৩। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক চিন্তিত হৃদয়কে ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবিদ-দুনিয়া “কিতাবুল হাম্মে ওয়াল হুযনে” গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/৩৭), কাযা'ঈ (২/৮৯) এবং ইবনু আসাকির (১৩/২০৫/২) আবু বাকর ইবনু আবী মারইয়াম সূত্রে যামারা ইবনু হাবীব হতে ...আবুদ-দারদা হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ মাধ্যমেই আবু মুহাম্মাদ মাখলাদী “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৩০৩), হাকিম (৪/৩১৫) ও আবু নু'য়াইম (৬/৯০) তাবারানীর সূত্র হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : আবু বাকর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সনদটি মনুকাতি'। অর্থাৎ যামারা এবং আবুদ-দারদা (৬)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ তাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে একশত বছরের ব্যবধান।

এছাড়া আবু বাকর ইবনু আবী মারইয়াম নিতান্তই দুর্বল। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, “আল-মাজমা'” গ্রন্থে হায়সামীর উক্তি (১০/৩০৯-৩১০) : ‘হাদীসটি বায্যার এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং তাদের সনদ হাসান।’ এরূপ বলাটা সুন্দর হয়নি। কারণ তাবারানীর নিকট হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন এ আবু বাকর। যার সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং বায্যারের নিকটেও সেই একই ব্যক্তি।

হায়সামী নিজে অন্য হাদীসে তাকে দুর্বল বলেছেন, যেমনটি ৪৮০ নং হাদীসে গেছে।

হাদীসটি মা'য়াফী ইবনু ইমরান “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (২/২৫৮) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি মু'যাল, নিতান্তই দুর্বল।

অতঃপর “কাশফুল আসতার” গ্রন্থে (৪/২৪০/৩৬২৪) স্পষ্ট হয়েছে, হাদীসটি বায্বার আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ সূত্রে মু'য়াবিয়া ইবনু সালেহ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এ সনদেও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং ইবনু সালেহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

٤٨٤. (إِنَّ مِنَ الْمَثَلَةِ أَنْ يَنْتَرِ الرَّجُلُ أَنْ يَخُجَّ مَاشِيًا، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَخُجَّ مَاشِيًا؛ فَلْيَهْذِهِ هَذِيًا وَيَرْكَبِ).

৪৮৪। কোন ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ পালন করার নযর মানলে তা মুসলার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার জন্য নযর মানবে, সে একটি হাদী (কুরবানীর জন্ত) প্রদান করবে এবং (হজ্জের জন্যে) আরোহন করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/৩০৫) এবং আহমাদ (৪/৪২৯) সালেহ ইবনু রুস্তম আবী 'আমের খাযযাহ সূত্রে কাসীর ইবনু সানযীর হতে এবং তিনি হাসান হতে ...বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। অতঃপর যায়লা'ঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৩/৩০৫) এবং হাকিম ইবনু হাজার আসকালানী “আদ-দিরায়া” গ্রন্থে (২৪২) তা সমর্থন করেছেন।

এটিই আমাকে উৎসাহিত করেছে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে। যাতে করে যার এ বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে ধোঁকায় না পড়ে। কারণ হাদীসটির দু'টি সমস্যা রয়েছে :

১। এ আবু 'আমের দুর্বল। হাকিম তার সম্পর্কে “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেন : সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন।

২। হাসান কর্তৃক আনু আনু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন বাসরী, মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রে হাসান হতে...মুসলা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাতে আবু 'আমের যা বর্ণনা করেছেন তা নেই। এটিই প্রমাণ করছে যে, এ হাদীসটি দুর্বল।

এছাড়া নযরের মাধ্যমে হেঁটে হজ্জ করার বিষয়ে বহু হাদীস এসেছে...। তার কোনটিতেই নযরের মাধ্যমে হেঁটে হজ্জ করাকে মুসলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দেখুন : “নায়লুল আওতার” (৮/২০৪-২০৭)।

٤٨٥. (مَنْ خَافَ اللَّهَ خَوْفَ اللَّهِ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ؛ خَوْفَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).

৪৮৫। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার থেকে সব কিছুকেই ভয় পাইয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করল না, আল্লাহ তাকে সব কিছু হতে ভয় পাইয়ে দিবেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি কাযা'ঈ (২/৩৬) 'আমের ইবনুল মুবারাক আল-আল্লাফ সূত্রে সুলায়মান ইবনু 'আমর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। সুলায়মান ইবনু 'আমর ছাড়া সনদটির অন্য কোন বর্ণনাকারীকে চিনি না। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু আবী সুলায়মান, তার নাম ফিরোয। তাকে বলা হয় 'আমর আবু ইসহাক শায়বানী, তিনি নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর আমার নিকট "তাহযীবুল কামাল" এবং "আল-লিসান" গ্রন্থ দেখার পর যখন স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু ওয়াহাব আন-নাখ'ঈ, তখনই আমার অন্তরে উদয় হয়েছে যে, এ সুলায়মান ইবনু 'আমরই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা।

ইবনু তাহের বলেন : তার দাদা হচ্ছেন ওয়াহাব আর তিনি হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু 'আমর।

ফলে আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ সুলায়মান হচ্ছেন মিথ্যুক, প্রসিদ্ধ জালকারী। তার কয়েকটি হাদীস পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটি মুনযেরী "আত-তারগীব" গ্রন্থে (৪/১৪১) আবুশ শায়খের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি মারফু' হিসাবে মুনকার।

অনুরূপ ভাবে হাফয ইরাকী "তাক্বীরুল ইহ'ইয়া" গ্রন্থে (২/১২৮) উল্লেখ করে বলেছেন : উকায়লীর "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে অনুরূপভাবে আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর হাদীসেও এসেছে। কিন্তু দু'টি হাদীসই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : তার কথার মধ্যে শিথিলতা স্পষ্ট। কারণ এটির সনদেও মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ৪৫৪৪ নং হাদীসের আলোচনায় আসবে।

٤٨٦. (مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَهْذَاهَا لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى طَبَقٍ ثَوْرٍ، ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ {فَيَقُولُ: يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ {الْعَمِيقُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْذَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَاقْبَلْهَا، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ، فَيَقْرَحُ بِهَا، وَيَسْتَبْشِرُ، وَيَحْزَنُ جِبْرَائِيلُ الَّذِينَ لَا يُهْدِي إِلَيْهِمْ شَيْءٌ}).

৪৮৬। আহলে বাইতের কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পরে তারা তার পক্ষ হতে সাদাকা করলে অবশ্যই জিবরীল (আঃ) তা তাকে নূরের পায়ে দান করবেন।

অতঃপর গভীর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলবেন হে কবরবাসী! এ তোমার হাদীস। তোমার জন্য তোমার পরিবার দান করেছে। অতএব ভূমি তা গ্রহণ কর। সে তাতে প্রবেশ করবে এবং তার দ্বারা আনন্দিত হবে, সুসংবাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু তার প্রতিবেশীরা চিন্তিত হবে তাদের নিকট কোন হাদীস প্রেরিত না হওয়ায়।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/৯৫/২) বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু আবু ফুদায়েক রয়েছে। তিনি আবু মুহাম্মাদ শামী হতে ... শুনেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (মুহাম্মাদ) হচ্ছেন সত্যবাদী শাইখায়নের বর্ণনাকারী। এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ আবু মুহাম্মাদ শামী। বাহ্যিক বলেন :

তিনি কোন কোন তাবেঈ হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপ কথা “লিসানুল মীযান” গ্রন্থেও এসেছে।

সম্ভবত তারা দু'জনে মুনকার হাদীস দ্বারা এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৩/১৩৯) বলেন : ...হাদীসটির সনদে আবু মুহাম্মাদ আশ-শামী রয়েছে। তার সম্পর্কে আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

৪৮৭. (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لِلَّهِ صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُونُ لَوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُ أَجْزِهِمَا بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ مِنْ أَجْزِهِمَا شَيْءٌ).

৪৮৭। তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম পিতা মাতার পক্ষ হতে আনন্দের উদ্দেশ্যে নফল সাদাকা করার ইচ্ছা করে, তখন তার সাওয়াবটা তার পিতা মাতার জন্য হয়ে যায় এবং তার জন্য তাদের দু'জনের সাওয়াবের ন্যায় সাওয়াব হয়। তাদের দু'জনের সাওয়াবে কোন প্রকার কমতি না করেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু সাম'উন ওয়া'য়েয “আল-আমানী” গ্রন্থে (১/৫৪/১), মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান রাব'ঈ তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/২১২) এবং ইবনু আসাকির “হাদীসু আবিল ফতুহি আবিল খালাক” গ্রন্থে (পাতা ২৩৬/১/৯২) আব্দুল হামীদ ইবনু হাবীব সূত্রে আওয়া'ঈ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল হামীদ তিনি হচ্ছেন আওয়া'ঈর কাতিব। বুখারী ও অন্যরা তার সম্পর্কে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাদীসটি ইবনু মুখাল্লাদ “মুনতাকা মিন আহাদীস” গ্রন্থে (২/৮৮/১-২) আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ আব্বাদ মিথ্যার দোষে দোষী। তার এ মুতাবা'য়াতের কোন মূল্য নেই।

হাফিয ইরাকী “তাখরীজুল ইহ'ইয়া” গ্রন্থে ((২/১৯৩) বলেছেন : তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে হাদীসটি “إِذَا كُنَّا مُسْلِمِينَ” এ অংশটুকু ছাড়া দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী তাবারানীর সনদে (৩/১৩৯) উল্লেখ করে বলেছেন : তার সনদে খারেজা ইবনু মুস'য়াব আয-যব্বী রয়েছে। তিনি দুর্বল।

৪৮৮. (هَزُوا غَرَابِكُمْ، بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ).

৪৮৮। তোমরা তোমাদের প্রজাদেরকে উৎসাহ প্রদান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করবেন।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া “আল-ফাতাওয়া” গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেন : এটি তারা নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেননি।

৪৮৯. (إِذَا اشْتَدَّ كَلْبُ الْجُوعِ؛ فَطَبِّكَ بِرَغِيفٍ وَجَزْءٍ مِنْ مَاءِ الْفَرَّاحِ، وَقُلْ: عَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا مِثْي الدَّمَارِ).

৪৮৯। যখন ক্ষুধার রোগ প্রচণ্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি গ্রহণ করবে, কুপের পানি হতে একটু পানি উঠিয়ে নিবে এবং বলবে দুনিয়া ও দুনিয়ার অধিবাসীদের উপর আমার নিকট হতে বিনাশ সাধিত হোক।

হাদীসটি জাল।

সুযুতী “জামে'উস সাগীর” গ্রন্থে ইবনু আদী এবং বাইহাকী “শু'য়াবুল ইমান” গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (رضি) হতে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদে হুসাইন ইবনু আব্দিল গাফফার রয়েছে। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরক। যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আরেক বর্ণনাকারী আবু ইয়াহ'ইয়া আল-অক্কার সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যাক।

আমি (আলবানী) বলছি : এ আবু ইয়াহ'ইয়ার নাম শাকারিয়া ইবনু ইয়াহ'ইয়া। ইবনু আদী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে “আল-কামিল” গ্রন্থে (১/১৪৮) বলেন :

তিনি হাদীস জালকারী। আমাদের কোন সাথী সালেহ যাবার হতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন : আবু ইয়াহুয়া আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর ইবনু আদী বলেন :

তার কতিপয় বানোয়াট হাদীস রয়েছে। সেগুলো জাল করার দায়ে অঙ্কারকে দোষী করা হয়েছে ...।

তিনি হুসাইন ইবনু আদিল গাফফারের জীবনীতে (৯৮) বলেন : তিনি কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মানাবী দ্বন্দ্বে ভুগেছেন, “আল-ফায়েয” গ্রন্থে হাদীসটির সমস্যা হিসাবে যা বলেছি তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু “আত-তায়সীর” গ্রন্থে বলেছেন : সনদটি দুর্বল!

৪১০. (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِذَا اشْتَدَّ الْجُوعُ؛ فَعَلَيْكَ بِرَغِيفٍ وَكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ، وَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا الدَّمَارُ).

৪৯০। হে আবু হুরাইরাহ! যখন ক্ষুধা প্রচণ্ড রূপ নিবে, তখন তুমি এক টুকরো রুটি এবং ছোট এক পাত্রে পানি গ্রহণ করবে। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের বিনাশ সাধিত হোক।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমালী” গ্রন্থে (পাতা ১৪/১/৮২ হতে) এবং আবু বাকর ইবনুস সুন্নী “কিতাবুল কানা’আহ” গ্রন্থে (পাতা ২৩৭/১) কাসীর-ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে (আবু বাকর বলেন : ঈসা ইবনু ওয়াকিদ বাসরী সূত্রে) মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে...বর্ণনা করেছেন।

কাসীর ইবনু ওয়াকিদ বা ঈসা ইবনু ওয়াকিদকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

হাদীসটি দাইলামী (৪/২৬৬) তার থেকেই বর্ণনা করেছেন। তার নাম বলেছেন ঈসা ইবনু মুসা! তাকেও চিনি না।

মাযী ইবনু মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আমর হতে তার মুতাবা’য়াত করেছেন। যেটি ইবনুস সুন্নী এবং ইবনু আদী এ মাযীর জীবনীতে (৬/২৫/২০৪) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : তিনি (মাযী) মিসরী, মুনকারুল হাদীস। তার অধিকাংশ বর্ণনাই অনুসরণযোগ্য নয়। তার থেকে ইবনু ওয়াহাব ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৪২) তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেছেন : আমি তাকে (মাযীকে) চিনি না এবং তিনি যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি বাতিল।

তিনি মুনকারুল হাদীস যেমনটি ইবনু আদী বলেছেন।

হাদীসটি অন্য ভাষায় জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেটি পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪১। (تَهْنِي عَنْ بَيْعٍ وَشُرْطٍ).

৪৯১। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

শাইখুল ইসলাম “মাজমু‘য়াতুল ফাতাওয়া” গ্রন্থে (১৮/৬৩) বলেছেন : হাদীসটি বাতিল। মুসলমানদের কোন কিতাবে নেই। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেছেন (২৯/১৩২, ৩/৩২৬) : আবু হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা ও শুরায়েক হতে বর্ণিত কোন এক ঘটনার মধ্যে এটি বর্ণিত হয়েছে। একদল ফিকহের রচয়িতা তাদের ফিকহ গ্রন্থে এটিকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের কোন গ্রন্থে এটি পাওয়া যায় না। এটিকে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলেমগণও অস্বীকার করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, এটিকে চেনা যায় না এবং এটি সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক।

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শর্ত করা পণ্যের মধ্যের একটি গুণাবলী। যেমন শর্ত করা হলো যে, দাসকে লেখক বা কর্মকার হতে হবে বা লম্বা কাপড় হতে হবে বা যমীনের পরিমাণ ... ইত্যাদি সহীহ শর্ত।

এটি মদীনা মুনাওয়ারাতে কোন কোন ছাত্রের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। সে উল্লেখ করে যে, হাকিম “উলুমুল হাদীস” গ্রন্থে (পৃ: ১২৮) তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব ইবনে যযান আয-যারীর হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান যুহালী হতে এবং তিনি আব্দুল ওয়ারেস ইবনু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

আমি মক্কায় আসলাম, সেখানে আবু হানীফা (রহঃ), ইবনু আবী লায়লা এবং ইবনু শাবরুমাকে পেলাম। আমি আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে কিছু বিক্রয় করল এবং তার সাথে কোন শর্ত করল? উত্তরে বললেন : ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তটিও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন : ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম এবং তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন : ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তও বৈধ।

আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! ইরাকের তিন ফোকাহা একই মাসআলাতে মতভেদ করলেন!

তারপর আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে আমর ইবনু শু'য়ায়েব আন আবীহে আন জাদেহি হাদীসটি শুনিয়েছেন : নাবী (ﷺ) ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্ত নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল।

অতঃপর ইবনু আবী লায়লার নিকট আসলাম এবং তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে হিশাম ইবনু উরউয়া তার পিতা হতে হাদীস শুনিয়েছেন আর তিনি বর্ণনা করেছেন আয়েশা (রাঃ) হতে। তিনি বলেন : আমাকে রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন যেন, আমি বারীরাহকে ক্রয় করি, অতঃপর তাকে স্বাধীন (মুক্ত) করে দেই। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, তবে শর্তটি বাতিল।

অতঃপর ইবনু শাবরুমার নিকট আসলাম, তাকে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : জানিনা তারা দু'জন কি বলেছেন। আমাকে মিস'য়ার ইবনু কিদাম মুহারিব ইবনু দিসার হতে হাদীস শুনিয়েছেন এবং তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেন : আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট একটি উট বিক্রয় করলাম। তিনি শর্ত করলেন সেটিকে যেন আমি মদীনা পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, শর্তও বৈধ।

আমি (আলবানী) বলছি : এতে কোন প্রশ্ন নেই, কারণ তার সনদের আলোচ্য হাদীসেরা কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন ইবনু যযান, তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরুক। তার শাইখ যুহালীকে আমরা চিনি না।

এ মাধ্যমেই তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/২৬৪/৪৫২১) উল্লেখ করেছেন।

তার পরেও যদি হাদীসটির সনদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) পর্যন্ত সহীহ হয়। তবুও তার হাদীসটি সহীহ নয়, হাদীসের ক্ষেত্রে আবু হানীফার অবস্থা নাজুক হওয়ার কারণে। যেমনটি তার অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের আলোচনায় জেনেছেন।

ইবনু হাজার “বুলুগুল মারাম” (৩/২০) গ্রন্থে তার এ হাদীসটিকে এ কারণেই গারীব মনে করেছেন, নাবাবীও গারীব মনে করেছেন।

হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে আমর ইবনু শু'য়ায়েব আন আবীহে আন যাদেহি হতে নিম্নের শব্দে নিরাপদ :

“نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ...”

‘রসূল (ﷺ) বেচা-কেনার মধ্যে দু' শর্তকে নিষিদ্ধ করেছেন।’

এটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতাগণ, তাহাবী ও অন্যরা। এটির তাখরীজ করা হয়েছে “ইরউয়াউল গালীল” গ্রন্থে (১৩০৫)।

এটিই হচ্ছে আসল হাদীস। আবু হানীফা (রহ:) তার বর্ণনাতে সন্দেহ করেছেন যদি তার থেকে মাহফূয হয়।

৬৭২. (سَلُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَافْضِلْ الْعِبَادَةَ أَنْتَظِرُ الْفَرَجَ).

৪৯২। তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ আল্লাহ তা'আলা চাওয়াকে ভালবাসেন। সর্বোত্তম এবাদাত হচ্ছে প্রশস্ততার অপেক্ষা করা।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তিরমিযী (৪/২৭৯), ইবনু আবিদ-দুনিয়া “কানা’আত ওয়াত-তায়াকুফুফ” গ্রন্থে (১/১০৬/১ ৯০ হতে) এবং আব্দুল গনি মাকদেসী “তারগীব ফিদ দু’আ” গ্রন্থে (২/৮৯) হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ইসরাঈল ইবনু ইউনুস হতে শুনেছি, তিনি আবু ইসহাক হামাদানী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি এভাবেই হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ হাফিয নন। আবু নু’রায়িম এ হাদীসটি ইসরাঈলের মাধ্যমে হাকীম ইবনু যুবায়ের থেকে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আবু নু’রায়িমের হাদীসটি সহীহ হওয়ার সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু ওয়াকিদ থেকে হাকীম ইবনু যুবায়ের বেশী দুর্বল। তাকে ইবনুল জুযজানী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। যদি বেশী সহীহটাই তার হাদীস হয়, তাহলে সেটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটির শেষাংশ বায্‌যার, বাইহাকী “আশ-শু’রাব” গ্রন্থে এবং কাযা’ঈ আনাস (ؓ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী “আল-মাজমা’” গ্রন্থে (১০/১৪৭) বলেছেন : তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছে যাকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণটি সর্গক্ষিপ্ত। কারণ তাতে রয়েছে বাকিয়ার আন্ আন্ করে বর্ণনা এবং সুলায়মান ইবনু সালামাহ। তিনি হচ্ছেন খাবায়েরী, তিনি মিথ্যুক। তার সূত্র হতে কাযা’ঈ (১২৮৩) ও অন্যান্য বর্ণনা করেছেন।

৬৭৩. (نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةَ عَلَى دَابَّةٍ).

৪৯৩। তিনি তিনজন করে পশুর (পিঠে) উপর আরোহন করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে বর্ণিত হয়েছে। হায়সামী “আল-মাজমা” গ্রন্থে (৮/১০৯) বলেন :

হাদীসটি তাবারানী “মু'জামুল আওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে সুলায়মান ইবনু দাউদ শায়কুনী রয়েছে। তিনি মাতরুক।

আমি (আলবানী) বলছি : কারণ তিনি মিথ্যা বলতেন। যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাবারানী তার পরক্ষণেই (১/১১৪/৭৬৬৩) বলেছেন : শায়কুনী হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার শাইখ আবু উমাইয়া ইবনু ই'য়ালাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আবী শায়বা “কিতাবুল আদাব” গ্রন্থে (১/১৫৩/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম বাসরী মাক্কী রয়েছে। তিনি দুর্বল।

ইবনু আবী শায়বা সহীহ সনদে যাহান হতে মুরসাল হাদীসে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) তিনজনের তৃতীয় জনকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ যাহান হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-কিন্দী। তিনি নির্ভরশীল, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী।

রসূল (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে পশুর উপর তিনজন আরোহন করেছেন তা সাব্যস্ত হয়েছে। তার সামনে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার, পিছনে হাসান অথবা হুসাইন। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। “সহীহ আবু দাউদ” গ্রন্থে (২৩১২) এটির তাখরীজ করা হয়েছে। যদি নিষেধটি সঠিক হয়, তাহলে যে পশু বোঝা নিতে সক্ষম নয় তার ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য।

٤٩٤. (رَبُّ عَايِدٍ جَاهِلٌ، وَرَبُّ عَالِمٍ فَاجِرٌ، فَاحْتَرَوْا الْجُهْلَ مِنَ الْعِبَادِ، وَالْفَجَرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أَوَّلَكُمْ فِتْنَةً الْفِتْنَاءِ).

৪৯৪। বহু আবেদ আছে যারা অজ্ঞ, বহু আলেম আছে যারা পাপাচারী। অতএব তোমরা অজ্ঞ আবেদদের এবং পাপাচারী আলেমদের থেকে বেঁচে চল। কারণ তারা ই হচ্ছে ফিতনাবাজদের ফিতনা।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী “আল-কামিল” গ্রন্থে (পাতা ৩৩-৩৪ নং ৩৬৪) এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির “যাম্মু মান লা ই'য়ামালু বি ইলমেহি” গ্রন্থের চতুর্দশ মজলিসে (পাতা ৫৬/ ১-২ / ৭৭ হতে) এবং “আত-তারীখ” গ্রন্থে (৩/১৫৪/২) বিশ্র ইবনু ইব্রাহীম সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইবনু আসাকির বলেছেন :

বিশ্র এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি জালকারী।

ইবনু আদী বলেন : নির্ভরযোগ্য ইমামদের নিকট হতে বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি মুনকারুল হাদীস।

অতঃপর তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এগুলো বাতিল। এগুলো বিশ্ব জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি সেগুলোর একটি।

অতঃপর [ইবনু আদী] বলেন : তিনি আমার নিকট যারা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

তারপর ইবনু আদী (১/৪০০) মাহফুয ইবনু বাহারের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার সূত্রে উমার ইবনু মুসা হতে এবং তিনি খালিদ ইবনু মিস'দান হতে হাদীসটি "... فَإِنَّ أَوْلَئِكَ " এ অংশটুকু বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : খালিদ ইবনু মিস'দান হতে এটি মুনকার। তার থেকে বর্ণনাকারী উমার ইবনু মুসাকে বলা হয় ইবনু ওয়াজীহ। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জাল করতেন।

এ মাহফুয সম্পর্কে আবু আরুবা বলেছেন : তিনি মিথ্যা বলতেন।

কিন্তু ইবনু আদী তার পরেই বলেন : এটি মাহফুযের পক্ষ হতে নয়।

তিনি যেন ইঙ্গিত করছেন যে, এ হাদীসটির ব্যাপারে দোষী হচ্ছেন ইবনু ওয়াজীহ এবং বিশ্ব ইবনু ইব্রাহীম।

এ হাদীসটি সুযুতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতেই উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি (ইবনু আদী) সেটিকে এ জালকারীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সুযুতী চূপ থেকেছেন।

৪১৫. (مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعَ مِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ. قِيلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: لِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ).

৪১৫। যে ব্যক্তি মক্কা হতে পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে মক্কা ফিরে আসা পর্যন্ত। আল্লাহ তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সাতশতটি সৎকর্ম লিখে দিবেন। প্রতিটি সৎকর্ম হারামের সং কর্মগুলোর ন্যায়। বলা হলো : হারামের সং কর্মগুলো কী? তিনি বললেন : প্রত্যেক সং কর্মের বিনিময়ে এক লক্ষ সং কর্ম।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৬৯/১) এবং "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১১২/২), দুলাবী "আল-কুনা" গছে (২/১৩), হাকিম (১/৪৬১)

এবং বাইহাকী (১০/৭৮) ঈসা ইবনু সুওয়াদা সূত্রে ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাবারানী বলেছেন :

ইসমাঈল হতে ঈসা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। হাকিম বলেছেন : সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : সহীহ নয়। আমি ভয় করছি মিথ্যা হওয়ায়। ঈসা সম্পর্কে আবু হাতিম বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : আবু হাতিম “আল-জারুহ ওয়াত তা’দীল” গ্রন্থে (৩/১/২৭৭) বলেন : তিনি দুর্বল। তিনি ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ হতে এবং তিনি যাহান হতে ...মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী হাদীসটি “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/১০৮) উল্লেখ করে বলেছেন :

এটিকে ইবনু খুয়ায়মা তার “সহীহ” গ্রন্থে এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন : সনদটি সহীহ। ইবনু খুয়ায়মা বলেছেন : যদি সহীহ হয় তাহলে ঈসা ইবনু সুওয়াদার অন্তরে কিছু ছিল। হাকিম মুনযেরী বলেন : বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : বুখারীর এ কথা ইঙ্গিত করছে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করার দিকে এবং তার থেকে বর্ণনা করাও হালাল নয়। তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন স্পষ্টতই বলেছেন : তাকে আমি মিথ্যুক হিসাবে দেখেছি।

আমি তার হাদীসটির একটি মুতাবা‘য়াত পেয়েছি “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (২/৯) সুলায়মান ইবনুল ফায়ল ইবনু জিবরীল হতে ...।

কিন্তু এ সনদটি দুর্বল। সুলায়মানের জীবনী পাচ্ছি না। সম্ভবত তার কথাই ইবনু আদীর “আল-কামিল” গ্রন্থে (১/১৬১) এসেছে :

তিনি বলেন : তিনি হাদীসের ব্যাপারে সঠিক ছিলেন না।

৪৭৬. (إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّكِيبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يُخْطُوهَا رَحْلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً، وَالْمَاشِي بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعَ مِائَةٍ حَسَنَةً).

৪৯৬। নিচয় আরোহন করে আগত হাজীর বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপ সত্তরটি সৎকর্ম তুল্য এবং পায়ে হেঁটে আগত হাজীর প্রতিটি পদক্ষেপ সাতশত সৎকর্মের সমতুল্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী “মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৬৫/২) এবং যিয়া “আল-মুখতার” গ্রন্থে (২/২০৪) ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম

তায়েফী হতে, তিনি ইসমাইল ইবনু উমাইয়া হতে, তিনি সাঈদ ইবনু যুবারের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহুইয়া ইবনু সুলায়েম এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম উভয়কেই ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য দুর্বল বলেছেন। তাদের কোন একজন তার সনদে ইয়তিরাব ঘটিয়েছেন। একবার বলেছেন এরূপ, অন্যবার “ইসমাইল ইবনু উমাইয়ার” পরিবর্তে বলেছেন ইব্রাহীম ইবনু মায়সারা।

এটি আখরকী “আখবারু মাফা” গ্রন্থে (পৃ: ২৫৪), অনুরূপভাবে যিয়া তাবারানী সূত্রে এবং আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৫৪) বর্ণনা করেছেন।

আরেকবার বলেছেন : ইসমাইল ইবনু ইব্রাহীম। এটি বায্‌যার (১১২১) বর্ণনা করেছেন।

আরেকবার তাকে রাখেনইনি। বলেছেন : মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু যুবারের হতে। এটি মুরসাল। এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ইবনু সীশ হতে। তিনি একজন মাজহুল ব্যক্তি। এ হাদীসটি সহীহ নয়।

ইবনু আদী (কাফ ২২৬/১) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ কুদামী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : তার অধিকাংশ হাদীস মাহকুয (নিরাপদ) নয় এবং তিনি দুর্বল।

মোটকথা : হাদীসটি দুর্বল। বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে এবং তার সনদটিতে ইয়তিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে।

কীভাবে সহীহ হয় যেখানে রসূল (সাঃ) নিজে আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করেছেন। যদি হেঁটে হজ্জ করা উত্তম হত, তাহলে আল্লাহ তার নাবীর জন্য সেটিই পছন্দ করতেন। এ কারণেই জামহুরে ওলামা আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করাকে উত্তম বলেছেন। যেমনটি নাবাবী “শারহ মুসলিম”-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

৪৭৭. (الْمَشْيُ اجْزُ سَبْعِينَ حَجَّةً، وَلِلرَّكِبِ اجْزُ ثَلَاثِينَ حَجَّةً).

৪৯৭। পায়ে হেঁটে আগত হজ্জকারীর জন্য সত্তরটি হজ্জের সাওয়াব। আর আরোহন করে হজ্জ আগত ব্যক্তির সাওয়াব ত্রিশটি হজ্জের সমান।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী “মু'জামুল আওয়ায” গ্রন্থে (১/১১১-১১২) মুহাম্মাদ ইবনু মেহসান ওকাশী হতে এবং তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবী উবলা হতে... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তাবারানী বলেছেন : ইব্রাহীম হতে মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম। তাকে তার দাদার দিকে নেসবাত করা হয়েছে। তিনি মিথ্যুক। তার সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

হায়সামী (৩/২০৯) বলেন : তিনি মাতরুক।

৪৭৮. (صَاتِمٌ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمَقْطَرِ فِي الْحَضَرِ).

৪৯৮। যে ব্যক্তি সফরে রমায়ান মাসে সওম রাখে সে মুকিম অবস্থায় ইফতার কারীর (যে সওম রাখে না) ন্যায়।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৫১১), হায়সাম ইবনু কুলায়েব “মুসনাদ” গ্রন্থে (২/২২) এবং যিয়া “আল-মুখতার” গ্রন্থে (১/৩০৫) উসামা ইবনু যায়েদ সূত্রে ইবনু শিহাব হতে, তিনি আবু সালমা ইবনু আদ্রির রহমান হতে, তিনি তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (ؓ) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল দু'টি কারণে :

১। ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছিন্নতা)। কারণ আবু সালমা তার পিতা হতে শুনেনি, যেমনভাবে “ফাতহুল বারীর” মধ্যে এসেছে।

২। উসামা ইবনু যায়েদের হেফযে দুর্বলতা ছিল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আবী যি'ব। তিনি এটিকে ইবনু শিহাব হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি নাসাঈ (১/৩১৬) এবং ফিরইয়াবী “আস-সিয়াম” গ্রন্থে (৪/৭০/১) তার থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার জন্য বাইহাকী “সুনান” গ্রন্থে (৪/২৪৪) বলেন :

হাদীসটি মওকুফ। তার সনদটিতে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে এবং মারফু' হিসাবে যেটি বর্ণনা করা হয়েছে, সেটির সনদটি দুর্বল।

হ্যাঁ; আবু কাতাদা আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ হাররানী হাদীসটি মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আবু কাতাদা মাতরুক। আর তার সূত্রে আরেক বর্ণনাকারী আছেন, তিনিও দুর্বল।

এটি আল-খাতীব (১১/৩৮৩) উল্লেখ করেছেন।

নাসাঈ ইবনু আবী যি'ব সূত্রে মওকুফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সহীহ। এটি এ সিদ্ধান্তকেই সুদৃঢ় করছে যে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ হতে মারফু' হিসাবে হাদীসটি ভুল।

যিয়া উল্লেখ করেছেন যে, দারাকুতনী হাদীসটিকে আব্দুর রহমান হতে মওকুফ হিসাবে সহীহ বলেছেন।

৬৭৭. (الصَّبْرُ نَصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ).

৪৯৯। ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আর বিশ্বাস হচ্ছে পুরো ঈমান।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনুল আ'রাবী তার “আল-মু'জাম” গ্রন্থে (২/৫৬), তাম্মাম আর-রাযী (৯/১৩৮/১), আবুল হাসান আযদী “পাঁচটি মজলিসের প্রথমটিতে” (১৬-১৭), আবু নু'য়াইম “আল-হিলইয়াহ” গ্রন্থে (৫/৩৪), আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৩/২২৬), তার থেকে ইবনুল জাওযী “ইলালুল মুতানাহিয়া” গ্রন্থে (১৩৬৪) এবং কাযাঈ তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৬ বা ২) ইয়াকুব ইবনু হুমায়েদ ইবনে কাসেব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ মাখযুমী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবু নু'য়াইম এবং আল-খাতীব বলেছেন : মাখযুমী সুফিয়ান হতে এ সনদে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি মাজরুহ (সমালোচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি : বাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : এ মতনটি (ভাষাটি) ইমাম বুখারী “কিতাবুল ঈমান”-এর মধ্যে মু'রাদ্দাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেননি যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন।

হাকিম ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে বলেন : আবু আলী নাইসাপুরী বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার। যুবায়েদ এবং সাওরীর হাদীস হতে তার কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু হাজার “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (১/৪১) বলেছেন : (الصبر نصف الإيمان) এ অংশটুকু আবু নু'য়াইম ও বাইহাকী “আয-যুহুদ” গ্রন্থে ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মারফু' হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি।

বাইহাকী আল-আদাব” গ্রন্থে (পৃ:৪০৪) বলেন : মওকুফ হিসাবেই সহীহ।

৫০০. (النَّاسُ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ نَبِيَّاهُ لِأَخْرِيهِ، وَلَا آخِرُهُ لِنَبِيَّاهُ؛ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنَّ النَّبِيَّاءَ بَلَغَ إِلَى الْآخِرَةِ).

৫০০। তোমাদের মধ্যে সে উত্তম ব্যক্তি নয় যে তার আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে এবং সেও নয় যে তার দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে ছেড়ে দিয়েছে, দু'টো হতেই গ্রহণ না করা পর্বস্ত। কারণ দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের পয়গাম-সংবাদ স্বরূপ।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আল-খাতীব “তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির রাসম” গ্রন্থে (১৩/১৩৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু হাশিম বা'আলাবাকী সূত্রে আবু হাশিম ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ বাসরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ মাধ্যমে ইবনু আসাকির তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৮/১৪৩/১) উল্লেখ করেছেন। তবে শেষে কিছু বেশী বলেছেন : “ولا تكونوا كالأعلى على الناس” ‘তোমরা মানুষের উপর বোঝা হয়ে যেও না।’

ইবনু আসাকিরের সূত্রে সুযুতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার কিতাব “আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি দাইলামীও একই মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এটির সমস্যা হচ্ছে এ ইয়াযীদ। তিনি হচ্ছেন দামেস্কী। তাকে বলা হয় : ইবনু আবী যিয়াদ। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবু হাতিমও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যেন তার হাদীস জাল।

আবু হাতিম ইয়াযীদের অন্য একটি হাদীসের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। সে হাদীসটি দু’টি হাদীসের পরেই আসবে।

ইমাম বুখারী হতে প্রচারিত হয়েছে, তিনি বলেন : আমি যাদের সম্পর্কে বলেছি মুনকারুল হাদীস, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। এটি যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে (১/৫) উল্লেখ করেছেন।

অতএব হাদীসটি এ সনদে নিতান্তই দুর্বল।

শাইখ আব্দুল হাই কাস্তানী “তারাতীবুল ইদারিয়া” গ্রন্থে (১/১০) উল্লেখ করেছেন যে, সুযুতী ইবনু আসাকিরের হাদীসটিকে “আল-হাবী” গ্রন্থে সহীহ বলেছেন। একথাটি ভুল। কারণ তিনি কোথাও সহীহ বলেননি।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” গ্রন্থে (২/১২৪-১২৫) ওহাবির সূত্রে উক্ত ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন : এ হাদীসটি বাতিল।

আমি ইয়াযীদের মুতাবায়াত পেয়েছি। আবু নু’রায়ম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/১৯৭) বলেন : আমাকে হাদীসটি আমার পিতা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ইয়াযীদ হচ্ছেন সুলামী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি হাদীস চোর।

তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা তার মতই। তিনি হচ্ছেন তারতুসী। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি এসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস চুরি করেন। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তারা তার অধিকাংশেরই অনুসরণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি অথবা সুলামী এ সনদটির সমস্যা। এ মুতাবা'য়াত পেয়ে খুশি হওয়ার কিছু নেই।

হাদীসটি নুবায়েত ইবনু শারীকের জাল কপিতে ২২ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসটি মওকুফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু শাহীন “আল-ফাওয়াইদ” গ্রন্থে (পাতা ১/২) এবং ইবনু আসাকির (৪/১৫৫/১) শাম্র ইবনু আতিয়া সূত্রে হুয়াইফা (ﷺ) হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মুনকাতি', শাম্র এবং হুয়াইফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ শাম্র আবু ওয়ায়েল ও তার ন্যায় তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি মা'য়াফী ইবনু ইমরান “আয-যুহুদ” গ্রন্থে (কাফ ২৫৫/১), কাসেম সারকাসতী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (২/৫৯/১) এবং ইবনু আসাকির মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস হতে আম্র ইবনু মুররা থেকে ...বর্ণনা করেছেন।

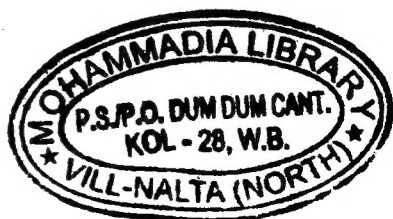
প্রকাশ পাচ্ছে যে, আম্র এবং হুয়াইফার মধ্যে এটির সনদটিও মুনকাতি'।

এ মওকুফটি দুর্বল হলেও মারফু' হতে উত্তম। কারণ মারফু'টির সনদ খুবই দুর্বল। আবু হাতিম সেটি সম্পর্কে বলেছেন : হাদীসটি বাতিল।

এ হাদীসটির অন্য জাল সূত্রও রয়েছে। যেটি আসবে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে।



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الأول

٥٠٠-١

تأليف:

محمد ناصر الدين الألباني^{رح}

ترجمة:

محمد أكمل الحسين بن بديع الزمان

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دكا-بنغلاديش

مراجعة:

الشيخ/ أكرم الزمان بن عبد السلام

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دار الإحسان بدكا

الشيخ محمد أمان الله بن إسماعيل

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيئ في الأمة
المجلد الأول
٥٠٠-١

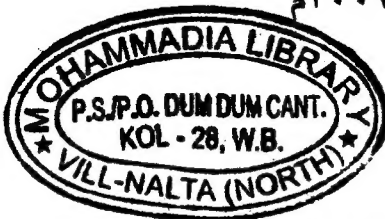
الناشر
معهد التربية والثقافة الإسلامية
أتر، دكا، بنغلاديش

حقوق الطبع محفوظة للمترجم.

الطبعة الأولى
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

الطبعة الثانية ١٤٢

٢٠٠٧م - هـ



مطبعة التوحيد للطباعة والنشر

دكا، بنغلاديش.



سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة



المجلد الأول

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني
ترجمة: أبو شفاء محمد أكمل حسين